INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 19th July 1983, Tuesday at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers, the Deputy Sheaker and 43 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :-- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উপ-প্রধানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮, (অ্যাডমিটেড) রিলিফ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮।

প্রশ্ন

১)। ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার ফলে কত পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে এখনো শিবিরে বসবাস করিতেছে ?

২)। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি; এবং

৩)। বর্তমানে তাদেরকে কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কি না ?

উত্তর

১)। সরকার সমস্ত উদ্বাস্তু শিবির অনেক আগেই বন্ধ করিয়া দিয়েছেন। কাজেই কোন পরিবার এখন শিবিরে নাই।

২)। প্রশ্ন উঠে না।

৩)। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৈদু বাজারে কিছু বাঙালী উদ্বাস্তু এখনও ত্রাণ শিবিরে বসবাস করছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি না ?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় যে সমস্ত ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এখনও কিছু আছেন। তার কিছুটা তথ্য এখানে আমি দিচ্ছি। ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গাতে প্রায় ৩,১০,০০০

লোক দাঙ্গা পীড়িত হইয়া প্রধানতঃ সদর, খোয়াই, উদয়পুর এবং অমরপুরের মোট ২৩৪টি রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্যাম্পে থাকা কালীন সরকার তাহাদের থাকা খাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা এবং খরচাদি বহন করিয়াছেন। অবস্থা স্বাভাবিক হইলে, অধিকাংশ শিবিরবাসী গৃহে ফিরিয়া যায় এবং সরকার তাহাদের নিজ নিজ বাড়ী ঘর পুনর্নিমানের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়। মোট ১৭৬২ পরিবারকে।

যাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যায় নাই, বিভিন্ন মহকুমার ২৭টি কলোনিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কলোনীর বিস্তারিত বিবরন নিম্নে দেওয়া হইল। সদর-১৭৮, দক্ষিণ চড়িলাম, পুরাতল রাজনগর ৭২, দক্ষিন চাম্পামুড়া ৫৪, গকুলনগর ১৭৮, খাস মধুপুর ৬২, তারার বান্দ ৬৫, প্রোভাপুর ৫৩, পানসীবাড়ী ১০, রানীখামার ৩১, কলকলিয়া ৫৩, হরিনাখলা ৪৫, মোহিনীপুর ২৬ লক্ষপনসিং মুড়া ১১, মান্দাই ৫৭, মোট ৮৯৫ জন। দক্ষিণ জিলা--অমপিনগর ১৪৮, তৈদু ৩৩, বামপুর ১৭৮, রাঙ্গামাটি ১১, রাংকাং ৪১, রাংকাং (১১)-৮৬, বীরগঞ্জ ৬৯, যতনবাড়ী ১৯, মোট ৫৮৫ জন। উদয়পুর—বারভায়া ১৪৭, আর.কে. পুর—৯, পিত্রা ৩৯, রাজনগর ৩৫, হিরাপুর ৫২—মোট ২৮২ জন।

জহর সাহাঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে উদ্বাস্তু হয়ে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কত জন ট্রাইবেল এবং কত জন নন-ট্রাইবেল ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীজহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে উদ্বাস্তু তাদেরকে কি ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি যে, এই যে পরিবারগুলির নাম করা হয়েছে এরা বাড়ী ঘরে যেতে চাচ্ছে না নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন এবং আমরা জোর করে তাদেরকে বাড়ী ঘরে পাঠাতে চাই না। কিছু পরিবারকে থাকার জন্য এই কলোনীগুলিতে রিসেটেলমেনটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জমি আমরা তাদেরকে বেশী দিতে পাচ্ছি না। দশ বিশ কাণি জমি দেওয়া হচ্ছে। জলের ব্যবস্থা, বাতির ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাট তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে, লেক করে দেওয়া হচ্ছে। পেশার ক্ষেত্রে কৃষি ছাড়া আর কিছু নেই, ৫০০ থেকে ৯০০ টাকা করে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে লোন নেয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেনিং এর ও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেমন শিল্পে ট্রেনিং। এই ভাবে তাদেরকে আমরা বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :--মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তপশিলীজাতি ও উপজাতি কর্পোরেশন গঠিত হবার পর এখন পর্য্যন্ত কতজন কর্পোরেশনের সভ্য হয়েছেন ; এবং

২। কতজন সভ্য কর্পোরেশনের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন? (তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১). (ক) উপজাতি —১০৪৫ জন।
(খ) তপশিলী জাতি--১৮২ "
(গ) সমবায় সমিতি —৭৮ "

২। মোট—৫২৫৫ জন। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

	উপজাতি	তপশিলী জাতি।
(ক) সদর	৫৬০ জন	১৬৮ জন
(খ) সোনামুড়া	১৯ "	১ "
(গ) খোয়াই	৪১৯ জন	—
(ঘ) উদয়পুর	১ "	—
(ঙ) অমরপুর	২১৭৫ "	—
(চ) সাব্রুম	২৭ "	
(ছ) বিলনীয়া	৯৫৭ "	—
(জ) কমলপুর	১১৩ "	২ "
(ঝ) কৈলাসহর	৩০১ "	১৫৯
(ঞ) ধর্মনগর	৩৫৩ "	—

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—এখানে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কর্পোরেশনের যে সভ্য সংখ্যা জানালেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে আগ্রহী যে, কি পদ্ধতিতে সভ্য করা হয়ে থাকে?

শ্রীদশরথ দেব :—কর্পোরেশনে দু রকম সভ্য আছে। যথা, "ক" এবং "খ"। "ক" হলো ল্যাম্পসগুলিতে নির্দ্ধারিত টাকার অংকে মেম্বার হলে সেই মেম্বারদের কর্পোরেশনের সভ্য গণ্য করা হয়। এ ছাড়া "খ" হলো, ইণ্ডিভিজুয়েল মেম্বার হতে পারা যায়। ১০ টাকা শেয়ার তার জন্য ক্রয় করতে হয়। একজন সভ্য ৪টি শেয়ার ক্রয় করতে পারেন।

শ্রীনকুল দাস :—এই যে কর্পোরেশনের স্কীম, এই স্কীমের জন্য কর্পোরেশন থেকে ২৫ ভাগ এবং ব্যাঙ্ক থেকে ৭৫ ভাগ আর্থিক সহযোগিতা থাকে। কিন্তু এই স্কীমের জন্য ব্যাঙ্ক তার যথাযথ দায়িত্ব পালন না করাতে এই স্কীম ব্যাপক ভাবে চালু করা যায় নি।

শ্রীদশরথ দেব :—এই স্কীমগুলিতে শতকরা ২৫ ভাগ কর্পোরেশন দেয় এবং শতকরা ৭৫ ভাগ আর্থিক ঋণ দিয়ে থাকে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের ঋণ ছাড়া এই স্কীম চালু করা যায় না। ব্যাঙ্ক যদি অংশ গ্রহন না করত, তাহলে কর্পোরেশনের একার পক্ষে এই স্কীম চালু করা সম্ভবপর হত না। মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখানে জানাতে চাই, প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক এই স্কীমে আসতে চাইত না। বর্ত্তমানে কতকগুলি ব্যাঙ্ক এডভান্স হয়ে সহযোগিতা করছে। এই জন্যই ৮,৯৯,৩৭৪,৩৫ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে। আগে এই ব্যাপারে আমাদের দু'রকম তদন্ত হতো। প্রথমে কর্পোরেশন থেকে তদন্ত করত এবং পরে

ব্যাঙ্ক থেকে তদন্ত করত। পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে জয়েন্ট এনকোয়ারী করে ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দিকে না হলেও ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে এখন এডভান্স হচ্ছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানালেন, ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেশনের সহযোগিতায় এখানে কাজগুলি হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাতে চাই, যদি শুধুমাত্র কর্পোরেশন ঋণ দেয়, তাহলে এই স্কীমের আরও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। কাজেই, এই ব্যাপারে সরকার কিছু চিন্তা করবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : -ব্যাঙ্ক ছাড়া তা সম্ভব নয়। কর্পোরেশনের পক্ষেও সম্ভব নয়। বিভিন্ন ফিন্যান্সিয়াল দিক থেকে অর্থ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ৫ হাজার বা তার কম যাদের ইনকাম এবং শহরাঞ্চলে ৬ হাজার বা তার কম যাদের ইনকাম এইসব লোকদের টাকা ঋণ দিয়ে, সুযোগ করে দিয়ে পুনর্বাসন এবং নূতন নূতন স্কীম তাদের করে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এইসব কাজে ব্যাঙ্ক ছাড়া কারোর একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—যে সমস্ত বেনিফিসারী স্কীম আছে তাতে যাদের জোত জমি নাই তারা কিন্তু ব্যাংক থেকে সাহায্য পাচ্ছেন না। এ ব্যপারে মাননীয় সরকার দেখবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—এটা জোত জমির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীসমীর দেব সরকার:—এই কর্পোরেশনের যে সভ্য সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দিয়েছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিডিউল কাষ্টদের সংখ্যা খুব কম। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কেন এই সংখ্যা কম এবং এর জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি সরকারী তরফ থেকে ?

শ্রীদশরথ দেব :—সিডিউল কাষ্টস সংখ্যা এমনি কম আছে। এ ছাড়া সিডিউল কাষ্টস্ কর্পোরেশন সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে। আগে একটা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের আণ্ডারে ছিল। বর্তমানে আলাদা করা হয়েছে। আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আমি আর এটা ডিল করি না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান ২০।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বর্ষে জুমিয়াদের জুম চাষের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২। জুম চাষ ছাড়া জুমিয়াদের নিয়মিত কিছু আয় হতে পারে এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। যদি থাকে তবে তার বিবরণ,

এবং

৪। ঐ পরিকল্পনায় কত জুমিয়া পরিবারকে সে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার সংখ্যা ?

উত্তর

১। দুঃস্থ জুমিয়াদের সাহায্যার্থে ১৯৮২-৮৩ ইং অর্থ বছরে জুম চাষের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জুম বীজ সরবরাহ, জুম বাছাই, জুম ফসল পাওয়া পর্যন্ত কর্ম সংস্থান ইত্যাদি কর্ম-সূচী রূপায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৭,১১৮টি দুঃস্থ জুমিয়া পরিবার উপকৃত হয়েছেন এবং ২৩,০৬,৬০০ টাকা খরচ হয়েছে।

২। আছে।

৩। ৬,৫১০ টাকার স্কীমে জুমিয়া পুনর্বাসন রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের মাধ্যমে রাবার বাগান তৈরী করে পুনর্বাসন, পাছড়া উৎপাদন প্রকল্প, উপজাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মাধ্যমে প্রান্তিক ঋণ সাহায্য প্রদান, পশু পালন, মৎস চাষ ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে নিয়মিত আয়ের সংস্থান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৪। (ক) ১৯৮২-৮৩ সনে ২৯৬ পরিবার ৬৫১০ টাকার স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

(খ) ৪৯২ জন উপজাতি ও ৯৮ টি উপজাতি সদস্য সমবায় সমিতিকে প্রান্তিক ঋণ সাহায্য উপজাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

(গ) ১৬৭ টি উপজাতি পরিবার মৎস চাষ পশু পালন ইত্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য পেয়েছেন।

(ঘ) পাছড়া উৎপাদন প্রকল্পে ১০৮২৫ জন আদিবাসী মহিলা নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) জুমিয়া রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার সাপেক্ষ ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট প্লান্টেশন কর্পোরেশনের মাধ্যমে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ১৮৩ হেক্টর জমিতে রাবার বাগানের কাজ করেছেন। ১৯৭৭-৮৮ইং সনের মধ্যে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন প্লান্টেশন কর্পোরেশন ৩৭৮৩ হেক্টর এলাকায় রাবার বাগান করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন এর ফলে ২৫২২ টি পরিবার স্থায়ী অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পাবেন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পরিবার পিছু ১.৫ হেক্টর করে রাবার বাগান দেওয়া হবে ঐ সব বাগানে জুমিয়ার কাজ পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে ঐ সব বাগান সহ জুমিয়া রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন যেখানে যেখানে রাবার বাগান করবেন সেখানেও জুমিয়ারা প্রায় সারা বছর কাজ পাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার - সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিলে এই জুমিয়াদের জন্য আলাদা কোন কর্মসূচী গ্রহন করেছেন কিনা এবং সেটা করলে এটার অন্তর্ভুক্ত কিনা? যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিলে জুমিয়াদের জন্য কত টাকা আর্থিক বছরে ব্যয় করা হয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব - স্যার, এই কর্পোরেশন একটা এনডিপেনডেন্ট কর্পোরেশন এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টার যারা আছেন তার মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান অন্তর্ভুক্ত আছেন, কাজেই কর্পোরেশন এনডিপেণ্ডেন্টলি কাজ করবে তার স্কীম অনুযায়ী, সব জুমিয়ারা পুনর্বাসন পাবে। ট্রাইবেল যারা অটোনমাস ডিসট্রিক কাউন্সিলের স্কীমে আছে তারা অনেকগুলি গ্রোথ সেন্টার করেছে এবং সেই গ্রোথ সেন্টারকে কেন্দ্র করে ট্রাইবেলদের নানারকম পুনর্বাসন ইত্যাদি দেওয়ার স্কীম আছে। জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য নরমালি যে স্কীম আছে সেই স্কীমের পরিচালনা দায়-দায়িত্ব শীঘ্রই অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তরিত হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কংগ্রেস আমলে কিছু সংখ্যক লোনী ৩০০/৫০০ টাকা লোন নিয়ে স্কীমের কোন কাজ না করে পুনরায় লোন নিচ্ছেন এটা সত্য কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, পুনর্বাসন কংগ্রেস আমলে পেয়েছেন কি পায় নি, সেটা আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে এখন যাদের পুনর্বাসন দেওয়া দরকার, আগে পেয়েছে কি পায় নি সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। ওরা যদি ভূমিহীন হয় তাহলে ওদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কর্পোরেশনের মাধ্যমে তারা সবাই সেই সুযোগ গ্রহন করতে পারবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা যে, জুমিয়াদের অর্থ নৈতিক দুর্বলতার সুযোগে এক শ্রেণীর দুর্নীতি পরায়ন লোক দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং তার সঙ্গে দুর্নীতিবাজ কংগ্রেস (আই)-এর লোক নিযুক্ত আছেন, এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহায়য় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এটা হলো কর্পোরেশন সংক্রান্ত প্রশ্ন, এটা সাপ্লিমেণ্টারী এরাইজ করে না। তবে এখানে বলা যায় যে দুর্বলতার সুযোগে কিছু সুবিধাবাদী লোক জুমিয়া কেন যারা ভুমিহীন তাদেরও ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, রাবার প্ল্যাটেশানের মাধ্যমে নিয়মিত আয়ের যে কথা বলেছেন সেই স্কীমে যে কয়টা স্থানে এই রাবার বাগানের কাজ শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন বন্ধ থাকার কারন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : —স্যার, এটা হলো প্ল্যান্টেশান কর্পোরেশনের মাধ্যমে রাবার বাগানে পুনর্বাসন, এই কাজ এখনো আরম্ভ হয় নাই। শুরু করবো এবং এখানে আমরা কয়েকটি জায়গা নিয়েছি এখন চারা আমাদের করা হবে; সেণ্টারিং করা হয়েছে, কতগুলি জায়গা আমরা নিয়েছি, -একটা হলো টাকারজলা, প্রমোদনগর, আগে কর্পোরেশনের আণ্ডারে ছিল রূপার ছড়া, এখনো নেওয়া হয়নি, কর্পোরেশন নেবে। আর ফরেষ্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে ওরা কিছু চারা করে দেবে এবং আমরা নিজেরা কিছু চারা করবো, কারন কর্পোরেশনের এক্সপার্ট লোক এখনো রিক্রুট হয়নি। ট্রেনিং দিয়ে আমরা কাজ করাবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন, অ্যাক্সপার্ট ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব হবেনা। তাহলে মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি জুমিয়াদের যে রিহেবিলিটেশান আছে, যে কয়েকটা স্কীম নেওয়া হয়েছিল সেখানে অ্যাক্সপার্ট ছিল কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :- ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান কর্পোরেশান, এইটা ত আলাদা দপ্তর। তারা আমাদের দপ্তরে আমরা আনতে পারিনা। আণ্ডারটেকিং মেণ্ট করলে, ওরা যদি আসতে চায় তাহলে আসতে পারে। কিন্তু ওদেরকে আমরা আনতে পারিনা। ওদের ত আলাদা দপ্তর।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উপজাতি জুমিয়াদের প্রতি বছরে এ, ডি, সি, থেকে যে বীজ ধান দেওয়া হয়, সেটা ঠিক সময়মত দেওয়া হয় না, তার কারনটা কি ?

শ্রীদশরথ দেব :- এইটার সঙ্গে এই প্রশ্ন হয়না।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৯

শ্রীদশরথ দেব :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৯

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর ব্লকের পিলাছড়া গাঁওসভায় জুমিয়া পুনর্বাসনের অনুদানের সম্যক টাকা গত তিন বছর যাবৎ কাঞ্চনপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কে জমা আছে,

২। যদি সত্য হয়, তবে ঐ সকল জুমিয়া পরিবার আর কত বছর সময়ের মধ্যে আর্থিক অনুদান পেতে পারেন বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সত্যি নয়,

যে ঘটনা সেটা হল কলোনীর মোট ৮০টি পরিবারের মধ্যে ৩০টি পরিবার পুনর্বাসন ভূমিতে না আসায় স্থগিত রাখা হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সনে ৬ হাজার ৫১০ টাকার স্কীমে মঞ্জুরীকৃত টাকা বিলি করা হয়েছে। সেই টাকা কাঞ্চনপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। আর ২৬টি পরিবারকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়। বাকী ৪টি পরিবার অন্যত্র চলে যাওয়ায় পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়নি।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সম্প্রতি আর্থিক বছরে এই যে ২৬টি জুমিয়া পরিবার থেকে কাঞ্চনপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যে টাকা জমানো হয়েছে, এই যে ৩ বৎসর ব্যাঙ্কে জমা ছিল সুদ সহ সেই টাকা পেয়েছে কিনা, না পেয়ে থাকলে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

শ্রীদশরথ দেব :- পাওয়া উচিত, এবং আমরা জানিনা কি করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৯।

শ্রীদশরথ দেব :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া, চন্দ্রপুর, বাঘন, ব্রজেন্দ্রনগর, গ্রামের কাঁচা ঘরের হাই স্কুল গুলিকে পাকা (বিলাডং) করার কোন পরিকল্পনা স কারের আছে কি,

২। ইহা কি সত্য, কালাছড়া হাইস্কুল বিলডিংয়ের জন্য সরকার ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন?

৩। সত্য হইলে এখনও পর্যান্ত ঐ বিলডিং এর কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া হাইস্কুল ও চন্দ্রপুর হাইস্কুলের জন্য পাকা বিলডিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। বাঘন হাঃ স্কুঃ ও ব্রজেন্দ্রনগর হাইস্কুলের জন্য এরূপ পরিকল্পনা এখনো হয় নাই।

২। হ্যাঁ, আনুমানিক ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭ শত টাকা ব্যয়ে কালাছড়া হাইস্কুলের পাকা বিলডিং করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন ও খরচের মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে?

৩। অর্থভাব হেতু কাজ আরম্ভ করা হয় নাই। অ্যাডমিনিস্ট্রেভ অ্যাপ্রোভেল আমরা অনেকগুলি বিলডিং করার জন্য পেয়েছি। তবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা করা হয়। সবগুলি একসঙ্গে করা যায় না। পাকা বিলডিং নির্মাণ করার সাপেক্ষে ১৯৮২-৮৩ সনে কালাছড়া হাইস্কুলের জন্য ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটা নতুন কাঁচাঘর নির্মান করা হয়েছে। ১৬ হাজার টাকা খরচ করে চন্দ্রপুর হাইস্কুল কাঁচাঘর নির্মান করা হয়েছে। যাতে আপাততঃ কিছু কাজ করতে পারা যায়। জায়গা খুব কম। সেখানে একতলা বিলডিং করা যাবে না। দোতলা বিলডিং ছাড়া এখানে কোন কিছু করা যাবে না।

শ্রীফৈজুর রহমান :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে কালাছড়া হাইস্কুলের জন্য ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭ শত টাকা কতদিন পূর্বে মঞ্জুর হয়েছিল ?

শ্রীদশরথ দেব :—এইটা ত ফাইল না দেখে বলা যাবে না। (ফাইল দেখে) এইখানে কালাছড়ার জন্য ৮১ সনে খুব সম্ভবতঃ।

শ্রীফৈজুর রহমান :—৮১ সনে দেওয়া হয়ে থাকলে, খরচ না হওয়ার কারন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—বললাম না এখনও অর্থাভাব রয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কালাছড়া, চন্দ্রপুর হাইস্কুল ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা হাইস্কুল পাকা করার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চানটা স্পেশিফিক। কাজেই এখন থেকে এটা সাপ্লিমেণ্টারী হিসাবে অ্যারাইজ করতে পারে না। আলাদা নোটিশ দিলে পরে সেটা বলা যাবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয়মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কালাছড়া হাইস্কুলের জন্য ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেটা কি প্ল্যানের টাকা না নন-প্ল্যানের ?

শ্রীদশরথ দেব :—প্ল্যান মানি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি গীতা চৌধুরী এবং শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৮।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় আইন কলেজ খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা চালু করা যাইতে পারে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) ত্রিপুরায় একটি সান্ধ্য আইন কলেজ খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। কবে পর্য্যন্ত তাহা চালু করা যাইবে তাহা এখন সঠিক বলা যাইতেছেনা।

মিঃ স্পীকার :--মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :--অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৫।

শ্রী যোগেশ চক্রবর্ত্তী :--অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকার কারা সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠণ করেছিলেন।

২। যদি সত্য হয় তবে এই কমিশন কারা সংস্কারের জন্য কি কি সুপারিশ করেছিলেন ; এবং

৩। এই সুপারিশগুলি কার্য্যকর করার জন্য সরকার এ পর্যন্ত কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। কমিশনের সুপারিশগুলি প্রধানত এই প্রকার :-- (১) কারা বন্দীদের জন্য :--

(ক) বন্দীদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থান সংকুলান করা।

(খ) পানীয় জল সরবরাহের সমূহ উন্নতি করা।

(গ) সেনিটারী পায়খানা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক সংস্কার ও ফ্লাস সিষ্টেম চালু করা।

(ঘ) খাদ্য বস্ত্র তালিকার পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্তন।

(ঙ) শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ।

(চ) পাঠাগারের উন্নতি সাধন।

(ছ) অবসরকালীন মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাদির উন্নতি ও খেলাধূলার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।

(জ) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের পাথেয় ভাতা বৃদ্ধি।

(ঝ) রুগ্ন, বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলা বন্দীদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য বিশেষ কর্মী নিয়োগ।

(ঞ) মানসিক রোগীদের জন্য আলাদা চিকিৎসাগারের ব্যবস্থা করা।

(ট) বিপথগামী শিশুদের ও মহিলাদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া কারাগারের ভার লাঘব করা।

(ঠ) বন্দীদের জন্য উন্নত কৃষিভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ড) বন্দীদের মজুরী বৃদ্ধি।

(ঢ) রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য কারাগারে উন্নত মানের আহার বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

(২) প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক উন্নতি :—

(ক) কারাগারের আবাস স্থানের সমূহ উন্নতি সাধন, জেল কর্মীদের জন্য আরও বাস-গৃহ নির্মাণ। বন্দী দর্শনার্থীদের জন্য উপযুক্ত বিশ্রামাগার স্থাপন করা।

(খ) প্রশাসনিক উন্নতি বিধানে দক্ষ কর্মী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

(৩) কমিশনের সুপারিশগুলি বর্তমানে সরকারের পরিক্ষাধীন আছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সুপারিশগুলি পরিক্ষাধীন আছে। এই রিপোর্ট কবে নাগাদ এসেছিল এবং এইটা কবে পর্য্যন্ত এই সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত হবে বলে সরকার আশা করেন?

শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী :—জেল রিফরম্স কমিশন ১৯৭৯ সালের ১৩ই অক্টোবর গঠিত হয়। শ্রী অপূর্ব কাঞ্চন দত্ত, অ্যাডভোকেট, উক্ত জেল রিফরমস্ কমিশনের কমিশনার নিযুক্ত হন। কমিশনের সুপারিশ এক বছরের মধ্যে দেওয়ার জন্য সময় সীমা নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু কমিশন সময় বৃদ্ধির সুপারিশ করায় ১৯৮২ইং এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। কমিশন ১লা মার্চ ১৯৮২ ইং তারিখে তাহার সুপারিশ পেশ করেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কারা উন্নতি সাধনের অনেক কাজের কথা বলেছেন এবং কয়েদীদের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে, এবং

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে জেল রিফর্মস্ সম্পর্কে বলতে চাই। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে অনেক কিছু পরিবর্তন এনেছি। যেমন, এইখানে বলা হয়েছে যেসব জিনিসগুলি তার মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, খাদ্য, বস্ত্র, ইত্যাদি যে রেইট ছিল, যে পরিমান ছিল তা বাড়িয়েছি। পাঠাগারের উন্নতিসাধন করেছি। আমরা কয়েদীদের বেতন নিম্নতম সরকারের যে মজুরী সেটাকে ভিত্তি করে তাদের খাদ্য বাবদ ৫ টাকা রেখে বাকীটা নগদে টাকা তাদের নামে জমা রাখছি। আমরা, যারা মানসিক রোগে ভুগছেন তাদের আলাদা করে থাকার ব্যবস্থা করছি। আমরা যেসব বন্দী ছাড়া পান, তাদের আসা যাওয়ার খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছ এবং দীর্ঘমেয়াদী যারা বন্দী তারা যাতে স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করেছি। অনেকে প্যারলে গিয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। এইসব দিক থেকে আমরা জেলখানাকে অনেক উন্নত করার বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। এই সুপারিশগুলি আমরা বসে কিভাবে কার্য্যকর করা যায় তা দেখব এবং তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয় অর্থ এক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন, তারা দেবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই অর্থ আমরা পায়নি। সেই অর্থ পেলে পরে আরো বেশী করে আমরা আরও কাজ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮৫।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় স্কুল ও কলেজের জন্য সর্ব্বমোট কতগুলি ছাত্রাবাস আছে, (স্কুল ও কলেজের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। ঐ ছাত্রাবাসগুলিতে সর্ব্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত?

৩। ঐসব ছাত্রাবাসগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কত, (পৃথক পৃথক হিসাব) -

৪। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে নূতন কোন ছাত্রাবাস খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় স্কুলে ৬৭টি এবং কলেজে ১০টি ছাত্রাবাস আছে।

২। স্কুলের ছাত্রাবাসগুলিতে ১৮৫৩ এবং কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে ৬৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী আছেন।

৩। স্কুলের ছাত্রাবাসগুলিতে ১৪২৫ জন তপশীলি উপজাতি এবং ৪২৮ জন তপশীলি জাতি আছেন এবং কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে ৬৬ জন তপশীলি উপজাতি এবং ৬৭ জন তপশীলি জাতি আছেন।

৪। আছে।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এরকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ছাত্রাবাসে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকতেন তারা অনেক-দিন ধরে ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছেন না বলে হোষ্টেল ছেড়ে বাড়ী চলে গেছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাসখানেক এইরকম আমাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে ট্রাবল্ ছিল কারণ আগে স্টাইপেণ্ড দেওযার ব্যাপারে এল. ও সি. ইনভলভড্ ছিল। এল. ও. সি. পেতে অনেক সময়ে দেরী হত। এখন কেবিনেটের সিদ্ধান্তের ফলে এল. ও. সির আর প্রয়োজন পড়েনা। এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিয়মিত পাচ্ছে। অনেক সময়ে গিন্নান-শিয়েল ব্যাপারে কোন কোন প্রব্লেম হতে পারে। বর্তমানে সরকার আরও চেষ্টা করছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা রীতিমত স্টাইপেণ্ড পেতে পারে। তবে স্টাইপেণ্ডের অভাবে বাড়ী চলে গেছে এরকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীমাণিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, দ্বাদশ বা দশম শ্রেণীতে যে সকল ছাত্রীরা পড়াশুনা করে তাদের হোষ্টেল ফেসিলিটি খুব কম তাই যেসব নূতন হোস্টেল খোলা হবে সে সবগুলিতে ছাত্রীদের জন্য কতটা থাকবে।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে যে ৬৬ জন তপশীলি উপজাতি এবং ৬৭ জন তপশীলি জাতি আছেন তাতে কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে প্রিজারভেশানের ২৯ ও ১৩ পার্সেণ্ট রোষ্টার চালু আছে সেটা মানা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এস.টি, এস. সি কোটা পূরণ করার জন্য সার্কুলার আছে তবে এস.টি, এস,সি প্রার্থী ছাত্রছাত্রী নাও থাকতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কাঞ্চনপুরে ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু অর্থের অভাবে ছাত্রাবাসটি পড়ে আছে, তাই ট্রাইবেল ছাত্ররা গ্রামাঞ্চলের

বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খবর নেব তবে আপাততঃ আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, স্টাইপেণ্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের ছাত্রদের জন্য একটি নিয়ম আছে যে, ৫ কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল থাকলে তারা স্টাইপেণ্ড পাবে না। কিন্তু এমন ছাত্র আছে যারা অত্যন্ত গরীব যাদের স্টাইপেণ্ড পাওয়া দরকার বা অনেক ছাত্র আছে যাদের ৫ কিলোমিটারের স্কুলে আসতে অনেক কষ্ট হয় তারাও কিন্তু হোষ্টেলে ভর্ত্তি হতে পারছে না। আবার অনেক ছাত্র ৫ কিলোমিটারেরও বেশী দূরের হয়েও হোষ্টেলে সীটের অভাবে ভর্ত্তি হতে পারছে না। তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে তবে সব কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে যদি শুধু দেড়শত মধ্যেও স্কুল করে দেওয়া যেত তাহলে পরেও ছাত্রাবাসের প্রয়োজন থাকত না। তবে আমরা এখনও সে অবস্থায় আসতে পারিনি বলে সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই যে নূতন ছাত্রাবাস খোলা হবে তা কোথায় কোথায় খোলা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনও ঠিক করা হয়নি।

শ্রীরশিকলাল রায় :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সোনামুড়াতে কোন ছাত্রাবাস আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? থাকলে সে ছাত্রাবাসে ছাত্রীরা আছে কিনা, না থাকলে ছাত্রীরা কেন থাকতে পারছে না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ছাত্রাবাস সাধারণতঃ এস, সি., এস,টির জন্য করা হয়। সোনামুড়াতে এস,সি, এস,টির জন্য আপাততঃ কোন স্কীম নাই, তবে ভবিষ্যৎ-এ হবে না সে রকম কথা আমি বলছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার যেটা বললেন যে অনেক এলাকাতে ৫ কিলোমিটারের ব্যতিক্রমে অনেক সময় ছাত্র পাওয়া যায় না তখন দশম বা দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল যেখানে আছে সেখানে ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আছে।

শ্রীসেন প্রসাদ মালসাই :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কাঞ্চনবাড়ী দ্বাদশ স্কুলের বাড়ীটা যে হচ্ছে না, তা কবে নাগাদ হবে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্মাণের কাজ হচ্ছেনা নয়, অলরেডি হয়ে গেছে। তবে প্রথমে কাঁচা বাড়ী দিয়ে শুরু করা হবে পরে পাকা বাউণ্ডারি করা হবে। আমরা আশা করছি যে, কিছু দিনের মধ্যে ছাত্র ভর্তি করাতে পারা যাবে।

শ্রীসুধীর মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরশিক লাল রায় যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা হল সোনামুড়া স্কুলের হোষ্টেল সম্পর্কে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর দেননি। প্রশ্নটা হল সোনামুড়াতে বর্তমানে যে গার্লস স্কুল আছে সেটার ছাত্রাবাসে কোন ছাত্রী আছে কিনা, না থাকলে কেন থাকছে না।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের সঙ্গেই সাপ্লিমেণ্টারি এরাইজ করে না। স্পেসিফিকেলি প্রশ্ন করলে তবে উত্তর দেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুল-কলেজে যেসব বোর্ডিং আছে সে সকল বোর্ডিং-এ যেসব ছা ছাত্রী আছে তাদেরকে মাসে কত করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার একটা স্কেল আছে। বর্তমানে ১৫০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড প্রতি মাসে দেওয়া হয়।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার ছাত্রাবাসে যখন কোন নূতন ছাত্র ভর্তি হয় তখন রেগিং করা হয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রেগিং সম্পর্কে কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে কেউ করছেন না। তবে যদি কোন রেগিং করা হয় তবে না জানালে আমাদের জানার কোন উপায় নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার কোন কোন বালোয়ারী বিদ্যালয়ে গ্রেজুয়েট শিক্ষক আছে,

২। যদি সত্য হয়, তবে তার সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ত্রিপুরায় এমন কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষক আছে গ্রামলক্ষ্মী নাই অথবা গ্রামলক্ষ্মী আছে শিক্ষিকা নাই,

৪। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন ভাবে বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছেন।

২। সংখ্যা ৬২ টি, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১। উদয়পুর— ৫ জন।

২। বিলোনীয়া— ৬ জন।

৩। সাব্রুম— ২ জন।

৪। কমলপুর— ৯ জন।

৫। কৈলাসহর— ৫ জন।

৬। ধর্মনগর— ৫ জন।

৭। খোয়াই— ৪ জন।

৮। সোনামুড়া— ৬ জন।

৯। সদর— ২০ জন।

৬২ জন।

৩। ত্রিপুরায় এখন ১৩৪টি বালোয়ারী কেন্দ্রে শিক্ষক আছে গ্রামলক্ষ্মী নাই এবং ১০৮টি কেন্দ্রে গ্রামলক্ষ্মী আছে, শিক্ষক নাই।

৪। নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ৬৮ জন শিক্ষকের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন তাদের অন্য কোন ডিপার্টমেণ্ট ট্রান্সফার করা যায়? এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথদেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। আর বালোয়াড়ী স্কুলের শিক্ষকদের অন্য কোন বিভাগে কনভার্ট করা যায় না।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে কোন কোন স্কুলে শিক্ষকের অভাবে স্কুল চালানো সম্ভব হচ্ছেনা। সেই সব স্কুলে শিক্ষক দেবার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে সব স্কুলে শিক্ষক নেই, সে সব স্কুলে শিক্ষক পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে যে এমন স্কুল আছে যেখানে একজন শিক্ষকও নেই ফলে সেই সব স্কুলে বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও স্কুল বন্ধ হয়ে আছে এই ধরণের স্কুলে শিক্ষক পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননী স্পীকার স্যার, বিদ্যালয় আছে অথচ শিক্ষক নেই এই ধরনের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উদয়পুরের লক্ষীবিল গ্রামে ৫ হাজার টাকা খরচ করে একটি বালোয়ারী স্কুল করা হয়েছে অথচ সে স্কুলে কোন শিক্ষক না থাকায় সে স্কুল এখনো চালু এখনো চালু করা হয়নি। এই স্কুলে অবিলম্বে শিক্ষক পাঠিয়ে স্কুল চালু করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কেনো তথ্য নেই।

শ্রীতরুনী মোহন সিংহ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এমন অনেক বালেয়ারী বিদ্যালয় আছে যেখানে গ্রামলক্ষী আছেন অথচ কোন শিক্ষকা না থাকায় সে সব স্কুলে পড়া শোনা একেবারে হচ্ছে না। এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার এই ধরণের তথ্য আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকারা স্যার, এডমিটেড কাশ্চোন নাম্বার—১৩৫।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কতগুলি বিদ্যালয়ে মোট কতজন শিক্ষকের অভাব রয়েছে ?

২। এই অভাব দূরীকরনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ১,০৫৫ টি বিদ্যালয়ে মোট ২,৫৩৮ জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২। অতিরিক্ত শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক আছেন এমন বিদ্যালয় সমূহ থেকে বদলীর মাধ্যমে এই অভাব দূরীকরনের প্রচেষ্টা চলছে।

শ্রীনকুল দাস : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি ঠিক যে, কোন কোন শিক্ষক বদলীর আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোর্টে অ্যাপিল করেন এবং কোর্টের ইনজাকশন জারী করে তাদের বদলী বাতিল করে দেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক। তবে আমাদেরও অনেক শিক্ষকের সরটেজ রয়েছে। যেমন ত্রিপুরাতে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল রয়েছে ৮২ টি তার মধ্যে শিক্ষকের অভাব রয়েছে ৩৮৭ জন, হাই স্কুল রয়েছে ৭৫১ টি এবং শিক্ষকের সরটের্জ রয়েছে ৫১৪ জন, মাধ্যমিক ২১৫টি স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে ৮৫৫ জন।

শ্রীভানুলাল সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বদলীর বিরোধে কেস করা হয় সে কেসের কনটেষ্ট সরকার করে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, সাধারনতঃ কেস করলে আমরা কোর্টে সেটা কনটেষ্ট করি।

শ্রীতরনীমোহন সিংহ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে শিক্ষকের অভাব রয়েছে অথচ সে সব স্কুল থেকে আবার শিক্ষক সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা জানা নেই। তবে কোথাও কোথাও এরূপ হতে পারে, কারণ অনেক সময় শিক্ষককে হয়তো টেনিং এর প্রয়োজনে নিয়ে আসা হয়, আবার হয়তো কোন শিক্ষক শারীরিক দিক দিয়ে এত অসুস্থ যে তাকে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে এমন স্থানে বদলী করতে হয়।

শ্রীমানিক সরকার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ২৭৩৮ জন শিক্ষকের সরটে'জ রয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই অভাব পূরনের জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রযোজনীয় অর্থ বরাদ্দে দাবী করা হয়েছিল কি ?

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছে ত্রিপুরায় যে শিক্ষকের অভাব রয়েছে তা জানিয়ে সে অভাব পূরনের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায় নি।

শ্রীজওহর সাহা : সাপিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন যে ১৯৭৯ ইং সনে সরকার যে বদলী নীতি চালু করেন সে নীতি প্রত্যাহার করা হলো কেন ?

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার প্রয়োজন মনে করেছেন এবং সেটা পাবলিক ইণ্টারেষ্টেই করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

প্রশ্ন

১। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কল্যানের জন্য উপজাতি কল্যান দপ্তর থেকে এস, ডি, ও, অফিসে যে টাকা এলটমেণ্ট দেওয়া হয় ঐ টাকা তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কল্যানের জন্য কি পদ্ধতিতে খরচ করা হয়, তার বিবরণ ?

২। উক্ত কাজ রূপায়নে উপজাতি দপ্তর এবং এস, ডি, ও. অফিস সংশ্লিষ্ট এলাকার জন-প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করেন কি ?

৩। পরামর্শ না করে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কল্যানে নির্দ্দিষ্ট স্কীম রূপায়নের জন্য এস, ডি, ও, দের নিকট যে আর্থিক বরাদ্দ করা হয় তা প্রতিটি প্রকল্পের বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে খরচ করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতে জুমিয়া পুনরবাসন কমিটি ও ব্লক উন্নয়ন সমিতি মুখ্যত প্রকল্প রূপায়নের জন্য সহযোগীতা করে থাকেন।

২। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে করেন।

৩। কতগুলি ক্ষেত্রে আলোচনা সম্ভব নয়, যেমন অসুস্থ বা রোগীদের জন্য যে আর্থিক সাহায্যের প্রকল্প রয়েছে তা নিয়মানুসারে ডাক্তারের সার্টিফিকেটের উপরই মঞ্জুরী বিলম্বিত হয় তা হলে চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটবে এবং এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই বিফল হবে।

[Written replies to the starred Questions which could not answer orally and also the written replies to the unstarred Questions were laid on the Table —Please see ANNEXURES "A" & "B"

বিজনেস অ্যাডভাসর কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো—বিজনেস অ্যাডভাইসর কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৯শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯৮৩ ইং হইতে ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার, ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলির পূর্বঘোষিত সময়সূচীর পরিবর্ত্তন করিয়া বিবেচনার জন্য, "বিজনেস অ্যাডভাইসর কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯৮৩ ইং হইতে ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার, ১৯৮৩ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্য-সূচীর পূর্বঘোষিত সময়সূচীর পরিবর্ত্তন করিয়া আলোচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসর কমিটি,, যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করিয়াছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন এই রিপোর্টটি সভায় বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, 'বিজনেস অ্যাডভাইসর কমিটি' কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবিত এখন আমি ভোট দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"বিজনেস অ্যাডভাইসর কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

NO—CONFIDENCE MOTION

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"ত্রিপুরার বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আলোচনা। অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের একটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এবং অপরটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচর্য্য মহোদয়। সভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এই অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সভায় উত্থাপনের জন্য সমর্থন করেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

আলোচনা সুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইফদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—যেহেতু দুইটা মোশন আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সেইহেতু মুভটা আমিও করব।

মিঃ স্পীকার—আপনি আলোচনায় অংশ গ্রহন করুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—যেহেতু সেপারেট প্রস্তাব এবং সেপারেটলী আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন তখন আমিও মুভ করতে পারি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, নো-কনফিডেন্স মোশান একজনেই আনতে পারেন। দুইজনে মুভ করতে পারেন না। সেটা একজন মুভ করতে পারেন। সুতরাং যিনি প্রথম দিয়েছেন তাকেই মুভ করতে দেওয়া হোক।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—এটা যদি কোন আইনে থাকে তাহলে নিশ্চয় আমি আইনটা মেনে নেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এটা পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—কোথায় পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসটা? আমি দেখলেই মেনে নেব।

M. Speaker—When a number of notices of No-confidence Motion are received for the same sitting, and if two or more are held to be in order, they are taken up one by one in the order of their receipt in point of time. In case leave of the House for the moving the first motion is not granted, the second motion is taken up. As soon as leave of the House to the moving of any motion is granted, the remaining motions if any, are kept pending till the one to the moving of which leave of the House has been granted is disposed of. However, when notices of several No- confidence Motions are received and it is agreed by consent of all mmbers tabling those motions that only a particular notice might be taken up, by other notices are not brouoht before the House. The first signatory of the agreed motion is permitted to ask for leave of the House to move his motion.

When leave of the House to the moving of a motion has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the Government till the motion of no-confidence has been disposed of.

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—কিন্তু দুটোতেই তো আপনি লীভ দিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, এটা এখানে পরিস্কার করে দেওয়া আছে যে মোশানটা নেওয়া হয়েছে, সেটা ডিসপোজড হয়ে গেলে পর, মাননীয় সদস্য শ্রীভট্টাচার্য্য যদি চান, ও তাহলে তিনি আবার এই ধরনের একটা মোশান আনতে পারেন। আমি জায়গাটা পড়ে দিচ্ছি। "As soon as leave of the House to the moving of any motion is granted, the remaining motions, if any, are kept pending till the one to the moving of which leave of the House has been granted and disposed of".

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য — স্যার, শুধু এটুকু পড়লে তো চলবে না। সবটা পড়ে তবে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। "When a number of notices of no-confidence motion are receivd for the same sitting, and if two or more are held to be in order, they are taken up one by one in the order of their receipt in point of time. In case leave of the House for the moving of the first motion is not granted, the second motion is taken up. As soon as leave of the House to the moving of any motion is granted, the remaining motions, if any, are kept pending till the one to the moving of which leave of the House has been granted and disposed of. However, when notices of several no confidence motions are received and it is agreed by consent of all members tabling those motions that only a particular notice might be taken up, by other notices are not brought before the House". এখন স্যার, কথা হচ্ছে দুইটি মোশানেরই লীভ গ্রেণ্ট করা হয়েছে। দুইটির সম্পর্কে এখানে আলোচনা হতে পারে, উনি উনারটা মুভ করবেন, আর আমিও আমারটা মুভ করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার, আসলে তো একটা মোশান এডমিটেড হয়েছে, দুটো নয়। কাজেই এখানে দুইটি একসঙ্গে মুভ হবে না।
যেটার আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সেটার উপর আলোচনা হবে এবং শ্রীভট্টাচার্য্য ইচ্ছা করলে তাতে অংশ গ্রহন করতে পারেন। অথবা এটার উপর আলোচনা হয়ে গেলে, শ্রীভট্টাচার্য্য যদি মনে করেন যে, তিনি আর একটা মোশান দেবেন, তা দিতে পারেন এবং আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, তিনি যেন তাঁকে সে সুযোগ দেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য - স্যার, এখন প্রশ্নটা হল, আমাকে মোশানটা মুভ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক। আর উনি স্পীকার মহোদয়কে কি এ্যাড্ভাইস দিতে চাইছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—ইট ইজ মাই রাইট এ্যাজ এ লীডার অব দি হাউস টু এ্যাড্ভাইস দি অনারেব্যল স্পীকার।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য---এটা কোথায় আছে ? বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—আছে, বই পড়লেই তা জানতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার—দুইজন সদস্য মোশানটা দিয়েছেন, প্রথম দিয়েছেন শ্যামাচরন বাবু তারপর দিয়েছেন অশোক বাবু,এটা আমি কাল্কেও উল্লেখ করেছিলাম। শ্যামাচরন বাবু যে নোটিশটা দিয়েছেন, সেটা সম্পর্কে সভার অনুমতি পাওয়া যায় কিনা, আমি যখন দেখেছিলাম তখন অশোক বাবুও উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনিও এই ধরনের একটা মোশান দিয়েছেন। কাজেই যেহেতু শ্যামাচরন বাবু প্রথমে দিয়েছেন, সেহেতু তিনি তাঁর মোশানটা মুভ করবেন এবং অশোক বাবু ইচ্ছা করলে তার আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে পারেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাবটি সভার সামনে পেশ করে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—মিঃ স্পীকার, স্যার, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি ত্রিপুরা বাসীর তথা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের আর কোন আস্থা নেই, এটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে। কাজেই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা যেন পদত্যাগ করে ত্রিপুরাবাসী জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করেন। স্যার, আমি প্রথমে যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই বিধান সভায় সরকার থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেই তথ্য অনুসারেই দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাসে মোট ৪৫টি খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তার মানে প্রতি মাসে ৯টা খুন হয়েছে এবং প্রতি ৩দিনে একটা করে খুন সংঘটিত হয়েছে। আর, এর অর্থ দাঁড়ানো আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং জনগণ তাদের নিরাপত্তা ও জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য সব চেয়ে বেশী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এই জিনিসটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার নিজেই সৃষ্টি করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে সেখানে খুন হচ্ছে, মানুষ মরছে, তার জন্য বিচার নেই, এরেষ্টও নেই। তাই আমি মনে করি, এই সরকার থাকার আর কোন নৈতিক অধিকার নাই। আমি এর আগে কাট মোশান এবং বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলাম যে, পুলিশের খাতে য পরিমান টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের কোন ক্ষোভ বা বিরোধিতা নেই, সেটা ১৫ কোটির জায়গায় ৩১ কোটি টাকা হলেও আমাদের কোন কিছু যায় আসে না। কিন্তু পুলিশকে যদি আইন শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার না করে, অন্য কোন কাজে বা শাসক দলের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমি সেটাকে উৎকোচ দেওয়ার মতই মনে করি। কারণ, গতকালও একজন মাননীয় সদস্য, এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমি বলেছিলাম যে, এই টাকা দিয়ে পুলিশকে টেরি-কটের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়, ব্লোকোটিস দেওয়া হয়, এই রকম যদি আরও অনেক কিছু করা হয় বা পুলিশ এ্যাসোসিয়েশান "ত্রিপুরা নন-গেজেটেড পুলিশ এ্যাসোসিয়েশান" সেটা গঠন হয়েছে, তাদের যদি জায়গা দিয়ে ৩০ হাজার টাকা খরচ করে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয় এবং টেলিফোন ইত্যাদি দেওয়া হয়, যেগুলি নাকি তাদের প্রয়োজনের বাইরে, সেই রকম খরচকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনা। অন্যদিকে আজকে যদি পুলিশ প্রশাসনের উন্নতির জন্য এবং পুলিশকে মর্ডান ইকুইপ্‌মেন্ট দিয়ে সাজানোর জন্য যদি টাকা ব্যয় করা হত, তাহলে আমাদের কারো কিছু বক্তব্য থাকতো না। আর এই পুলিশ প্রশাসন উগ্রপন্থী দমনে এবং দাঙ্গা দমনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উগ্রপন্থী নেতা চুনী কলইকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের কোন বাহাদুরী নাই, সেই বাহাদুরী হচ্ছে সি, আর, পি, এফের যাদেরকে এককালে এই বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন বিরোধী দলের নেতা ইন্দিরা গান্ধীর বাহন বলতেন, যাদেরকে এককালে সি, পি, এম,রা ঠেঙ্গানী বাহিনী বলতেন, আজকে কিন্তু সেই সি, আর, পি,রাই ত্রিপুরাতে শান্তি এবং নিরাপত্তার রক্ষার বাহক, আজকে এই প্রশ্নে ত্রিপুরার মানুষ তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে আছেন। আর ত্রিপুরা পুলিশ যারা আছে, তাদের উপর ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নে নির্ভর করতে পারছেন না, এটা

আমরা আজকে অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখতে পারছি। অন্য দিকে সি, আর, পি, বি, এস, এফ এবং আর, এ, সি যাদের বাইরে থেকে আনা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যিনি বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তিনি তাদের কতই না সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন যে, সি, আর, পি, হঠাও, এখানে সি, আর, পি'র প্রয়োজন নাই। আজকে তাদের কাছে মানুষ নিরাপত্তা পাচ্ছে না। তার উপর আজকে দেখা যাচ্ছে আবার নূতন করে একটা পুলিশের ব্যাটেলিয়ান করার প্রশ্ন এসেছে। এটা খুব ভাল জিনিষ। কারন এটা হলে আমাদের ত্রিপুরার অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে এবং আমাদের আর বাইরে থেকে সি, আর, পি, এফ, এবং বি, এস, এফ, আনতে হবে না, বাইরে থেকে পুলিশ ফোর্স আনার সমস্যা মিটবে। কিন্তু শুধু নূতন একটা পুলিশ বাহিনী করলেই হবে না, তাদের নৈতিক মান তাদের আদর্শ তাদের কর্ম দক্ষতা বাড়ানোর উপরই জনসাধারনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই সব ফোর্স দিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারনের শান্তি ও নিরাপত্তার কাজে লাগানো হবে না তাদের দিয়ে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হবে না। ঐ জার্মানীতে যে হিটলার গেষ্টাপো বাহিনী দিয়ে ইহুদিদের অপ্রেসড করা হত তাদের উপর নির্যাতন চালানো হত তাদের উপর অত্যাচার চালান হত, ঠিক তেমনি এই সব পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঐ গেষ্টাপো বাহিনীর মত ত্রিপুরায় যারা নন–সি পি, এম, তাদের উপর অত্যাচার চালান হবে। ত্রিপুরায় যারা নন--সি, পি, এম, তারাই তাদের চোখে ইহুদি—তারা গাঁওসভায় গেলে কাজ পাবে না, তারা পঞ্চায়েতে গেলে কাজ পাবে না, তারা চাকরী পাবে না, তাদের বদলী করা হবে না তারা প্রমোশান পাবে না এমন কি নাগরিক হিসাবে তাদের যে স্বাভাবিক নিরাপত্তা পুলিশের কাছে সেই নিরাপত্তাও তারা পাবে না। তারা কর্মচারীদের কাছে গেলে কর্মচারীদের কাছে কোন রকম সহযোগীতা পাবে না। কাজেই এই যে পুলিশের ব্যর্থতা আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য এটা এই সরকারেই সম্পূর্ন ব্যর্থ। অথচ আশ্চর্যের কথা, এর পরেও এই সরকার পুলিশের কাজের প্রশংসা করছেন এবং আমরা যতগুলি অভিযোগ তুলে ধরেছি সব অভিযোগ সম্পর্কেই অত্যন্ত হালকাভাবে মিথ্যা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি অভিযোগও খণ্ডন করতে পারেন নাই। তারপর দাঙ্গা, —দাঙ্গা সম্পর্কে এখানে

বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী উঠেছিল এই বিধান সভায়। তখন এই শাসক দল এটাকে ভয়ঙ্কর বলে অভিহিত করেছেন — বিচার বিভাগীয় তদন্ত নাকি ভয়ঙ্কর। হাঁ, এটা উদের চোখে ভয়ংকরই হওয়ার কথা। কারণ, যদি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়, যদি সেই তদন্তে কে প্রকৃত দোষী প্রকাশ হয়ে পরে তাহলে আমাদের শাসক দলের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আর শাসন ক্ষমতায় থাকার অধিকার নাও থাকতে পারে। কাজেই, বিচার বিভাগীয় তদন্ত ভয়ংকরই বটে। তারা বলেছেন যে, দাঙ্গার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে না, এরজন্য সাধারণ আদালতেই বিচার হবে এবং এই দাঙ্গা উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাই নাকি করেছে। তখন আমরা বলেছিলাম যে, দাঙ্গা সে উপজাতি যুব সমিতিই করুক, কংগ্রেসই করুক আর

সি. পি. এম. ই করুক যেই করুক তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। আমার মনে আছে, আমাকে যে দিন এম. এল. এ. হোষ্টেল থেকে এরেষ্ট করে সি. জে. এম. কোর্টে হাজির করা হল তখন অনেক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাস করেছিলেন যে, এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তখন আমি তাদের বলেছিলাম যে, এই দাঙ্গা যারাই করুক তাদের শাস্তি পেতে হবে আর সব চেয়ে জরুরী হচ্ছে এখন ত্রিপুরার পিস রেষ্টোর করা। এই ছিল সেদিন আমার বক্তব্য। কিন্তু আজকে আমি আমার শাসক দলের বন্ধুদের জিজ্ঞাস করতে চাই, এই দাঙ্গার সম্পর্কে উপজাতি যুব সমিতির উপর দায়িত্ব অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়ে তারা একটা ট্রাইব্যুনেল করলেন, যেখানে রাজ্য সরকার উইদাউট এনি ডিস্‌কাশন এবং উইদাউট এনি এপ্রুভেল অব দি হাই কোর্ট যে কোন লোককে এপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবে এবং বদলী করতে পারবে। তখন আমরা গৌহাটি হাই কোর্টে হাজির হলাম এবং হাই কোর্টের নির্দেশে শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারকে সেই ট্রাইব্যুনাল প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। তারপর তারা আরও বলেন যে, গত ৮, ৯, ১০ ডিসেম্বর ধুমাছড়ায় যখন আমাদের সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে নাকি আমরা স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়েছিলাম। এই কথা সত্য নয়। উপজাতি যুব সমিতি একটা গনতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি সিক্স্থ সিডিউল মেনে না নন তাহলে আমরা একটা প্যারালাল শাসন যন্ত্র চালু করব। যেরকম জয়প্রকাশ নারায়ন বিহারে চালু করেছিলেন (হাস্যধ্বনি) (ইন্টারাপশান) অফিসে অফিসে মেজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করে একটা আন্দোলনের ধাঁচ করেছিলেন। আপনারা হাসবেন না, ১৯৬৯ সালে কল্যানপুর সম্মেলনে গনমুক্তি পরিষদ এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাস করুন - তারাও এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ত্রিপুরায় অবিলম্বে সিডিউলের এরিয়া তারাই সীমানা ঠিক করবেন। তাই আমার জিজ্ঞাস্য যে, তাঁরা যখন কিছু করেন তখন সেটা হয় গনতান্ত্রিক, আর অন্য কোন পার্টি যখন ঠিক সেই রকম কিছু করতে চান তখন সেটা হয় অগনতান্ত্রিক (ইন্টারাপশান)। এটা আপনারা না জানতে পারেন, কারন আপনাদের চোখেতো মার্কস্‌বাদের চশমা (ইন্টারাপশান) আন্তর্জাতিক রিলেশান, ইন্টারন্যাশনল রিলেশান (ইন্টারাপশান) গনতন্ত্রের নাম গন্ধ নাই। যারা আন্দোলন করবে তাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হয়, আর বাইরে বলা হয় যে সাইবেরিয়ায় গঠনমূলক কাজ করার জন্য পাঠান হয়েছে। আসলে তাদের সাইবেরিয়ায় একজাইল করা হয়। ঠিক যেমন করা হত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতেন তাদের ঐ আন্দামান নিকোবরে নির্বাসন দেওয়া হত আজকেও এই সব জিনিষ চালু হচ্ছে। স্যার, তারপর সেই আন্দোলনের ধাঁচে আমরা এই রকম প্যারালাল জেলা পরিষদ করে সেখানে চেয়ারম্যান একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করেছিলাম। আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে আমরা সেই সব কাগজ পত্র এখানে এনে হাজির করতে পারি। এই সব জিনিষ আপনাদের কাজে লাগবে।

বিজয় রাংখল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু, অতএব আপনাদেরও বন্ধু। বিজয় রাংখল সেখানে একটা মনগড়া মন্ত্রিসভা করেছিলেন এবং বিদেশেও অর্থদপ্তর তার হাতে থাকবে বলে বলেছিল। আমরা এটা মানি নি। এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কাগজপত্র আমরা সীজ করে নিয়েছিলাম। কোন কাগজ আমরা সার্ভ করি নি। কারণ আমি জানি, মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী নৃপেন বাবু যেহেতু উনার একনিষ্ঠ বন্ধু সেইজন্য আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় নাই যে, বিজয় রাংখল যে, কাজ করেছেন সেটা নৃপেন বাবুর পরামর্শ নিয়েই করেছিলেন। বিদেশী বিতারণের দাবী। এটা তো ঠিক কথা যে, যে বিদেশী সে তো বিদেশীই। আপনার যদি সিটিজেনশীপ না থাকে, আপনি যে দেশে থাকবেন সেই দেশে থাকার মত যদি কাগজপত্র না থাকে তাহলে তো আপনার থাকার অধিকার নেই, আপনি থাকতে পারেন না। ঐ তৈদু সম্মেলনে বিদেশী বিতারণের দাবী আপনার নৃপেন বাবুর একনিষ্ঠ বন্ধু বিজয় রাংখলই তুলেছিল। উই ওয়ার নট ইনভোল্ভ টু দিস পার্টি'কোলার ডিমাণ্ড। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু উনার বন্ধুকে আটকে রাখতে পারলেন না। বিজয় রাংখলকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল, ওখানকার যে প্রধান উনার ষ্টেটমেণ্ট আছে। সিনেমা হলের পার্মিশন দেওয়া হয়েছিল, প্রাইভেট বাজার, ক্লাব হাউসের নাম করে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল ইণ্টারনেল ওয়েরিং করার জন্য। বিজয় বাবুর জন্য এতসব করেও তাকে রাখা গেল না। আপনারা জেগে ঘুমুচ্ছেন, আপনাদেরকে জাগানো যাবে না। আমার বাড়ীর সম্মেলনে আমাদের প্রস্তাব কি ছিল? আপনারা জেগে ঘুমুন। গত ১৮/১৯শে জুন শিলংএ একটা কনভেনশন হয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব দুঃখজনক মন্তব্য করেছেন শিলং কি বাহিরের কোন দেশের জায়গা। সেখানে যাওয়াটা কি বে-আইনি? শিলং তো উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের কেন্দ্র বিন্দু। আমরা দুই তিন বছরে এক বার যাই। সেখানে রিজিওন্যাল পার্টি'র একটা ফোরাম হয়েছিল। তার চেয়ারম্যান ছিলেন নৃপেন বাবুর একান্ত বন্ধু ব্রিগেডিয়ার সাইলো। সেখানে আমরা যখন ডাক বাংলোতে ছিলাম তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন মি: বি. বি. লিংডু। উনি মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রশংসা করেছিলেন। কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় নাই যে, উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত বন্ধু। ওদের সঙ্গেই তো আমাদের মিটিং হয়েছিল। এই মিটিং যদি আমরা ষড়যন্ত্র করে থাকি তো ওরাও তো এর সঙ্গে যুক্ত। তাহলে কি এটা আমরা বুঝব যে, নৃপেন বাবুর বন্ধুরাই এখন উনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমরা একটা মিটিংএ যেতে পারব না, বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করবেন এইভাবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। ১৯৭৮ সালে আমরা ধুয়া তুলেছিলাম যে এখানে ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করা। তখন আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছিল। বাংগালী ও উপজাতিদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছিল। বাজার বয়কট। হ্যাঁ, আমাদের একটা ছোট পার্টি, আমরা তো ত্রিপুরা বন্ধ করতে পারি না, আমরা বাজারই বয়কট করি। আমাদের পার্টি'র যে সমস্ত যুবকরা বাজার বয়কটে যোগ দিয়েছিল তাদের উপর পুলিশ অত্যাচার করেছে। কিন্তু প্রকৃত দাষী যারা তাদেরকে তো পুলিশ এরেষ্ট করেনি। তাদেরকে এরেষ্ট করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উগ্রপন্থী সম্পর্কে বলব। গত দাঙ্গার সময়ে পুলিশ অফিসার্স এবং এমন কিছু কর্মচারী কিছু লোকের উপর এমন অত্যাচার

করেছিল যার ফলে তারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। পাহাড়ের মধ্যে যে সমস্ত উপজাতী আত্মগোপন করেছিল তাদেরকে বলা হল উগ্রপন্থী, আর বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা আত্মগোপন করেছিল তাদেরকে বলা হয়েছে সমাজ বিরোধী। আপনারা বলছেন যে, উপজাতি যুব সমিতি তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু উগ্রপন্থীই তো উগ্রপন্থীই। চোর তো চোরই। তাদেরকে সেই ভাবেই দেখতে হবে। বিনন্দ জমাতিয়া এক সময় উপজাতি যুব সমিতিতে ছিল, কিন্তু এখন নাই। চারু মজুমদার এক কালে তো সি, পি, এম ছিলেন। কে কখন কোন দলে ছিল সেটা দিয়ে তো আইডেনটিফাই হয় না। এইভাবে মানুষকে আইডেনটিফাই করবেন না। আজকে যে বা যারা উগ্রপন্থী।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আমাকে দু' মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, রাজ্যের স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য, চোর, ডাকাত দমন করার যেমন দরকার আছে, ঠিক তেমনি যারা রাজ্যের অশান্তি সৃষ্টি করে সেই সব উগ্রপন্থীদের দমন করারও দরকার আছে। কিন্তু সরকার তা দমন করছেন না। তাদের দমন না করে সরকারের লাভ হচ্ছে. যখন কোথাও উগ্রপন্থীর হামলা হয়, তখন যে প্রেস নোট সরকারী তরফ থেকে প্রচার করা হয় তা আগে থেকেই লেখা থাকে। শুধু মাত্র জায়গার নাম আর তারিখ বসিয়ে দিলেই চলে। কেন না, এই দুটি জায়গা খালি থাকে। এই প্রেস নোটে লেখা থাকে, অমুক জায়গার অমুক দিনে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক উগ্রপন্থী দল আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণে এত জন খুন হল, এতজন জখম হল এবং এত টাকার জিনিস লুট হয়েছে। বাস্. রাতারাতি উপজাতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা খারাপ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেল। তার মানে বাঙালী পাহাড়ীদের মধ্যে একটা বিভেদের সৃষ্টি করা হচ্ছে। আপনারা চান না, জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি। তারা যাতে পাশাপাশি তাদের উন্নয়ন, তাদের শিক্ষা, তাদের সামাজিকতা বিকশিত করতে পারে, সেটা কি আপনারা চান না ? আপনারা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরেও উপজাতি যুব সমিতির লোকদের আহত করা হয়েছে খুন করা হয়েছে। তার হিসাব দেও। তো দূরের কথা খুনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ রকম কাউকে আজ পর্য্যন্ত ধরাই হয় নি। শরৎ বিকাশ চাকমা, জমাতিয়া, বীরচন্দ্র মনুর গুণধর রিয়াংকে খুন করা হল, সদরের পদ্ম কুমার দেববর্ম্মা, আশারাম দেববর্ম্মা খুন হলেন. তারা তো মন্ত্রী বাহাদুরের (মাননীয় অভিরাম দেববর্ম্মার) এলাকার লোক। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একজন আসামী ধরা পড়ল না। কৈলাসহরের শোভারাম দেববর্ম্মাকে খুন করা হল। আশ্চার্য্য,".ডইসি দেশের কথায়" দাবী করা হল. শোভারাম নাকি সি. পি. এম. এর সমর্থক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কারণেই আমি মনে করি, এই মন্ত্রী সভার ক্ষমতায় থাকার এবং রাজ্য বাসীর অধিকার ও স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার সরকারের নেই। তাঁরা অবিলম্বে পদত্যাগ করবেন, এই আশা রেখে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, টাইম লিমিট জানিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, বিরোধী পক্ষের জন্য ১২০ মিনিট করে বরাদ্দ করা আছে। ১৫ মিনিট করে সময় একজনের জন্য স্বাভাবিক ভাবে বরাদ্দ করা আছে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আমার দলের অন্য কেহ বলবে না। কাজেই আমি কতটুকু সময় পাব ?

মিঃ স্পীকার :— সুধীর বাবু বলবেন না ? যদি বলেন, তাহলে আধ ঘণ্টা সময় পাবেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আধ ঘণ্টা ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলতে শুরু করুন না। সময় সম্বন্ধে তারপর দেখা যাবে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— টাইমটা জানা থাকলে ভাল। পরে তো আবার লাল বাত্তি জ্বালিয়ে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনি বলতে শুরু করুন। সময় দেয়া যাবে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা এমন একটি দলের সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি এবং আলোচনা করছি, যে দল ১৯৩৬ সনে যখন মুসলীম্ লীগ্ চাইল, আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, অর্থাৎ পাকিস্তানের বীজ বুনতে তখন মুস্লীম্ লীগ্কে সমর্থন করলো। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৩৯ সালে যখন হিটলার আর ষ্টালিন এর মধ্যে এলায়েন্স হলো, এবং যুদ্ধ শুরু হলো মিত্র পক্ষের সঙ্গে, তখন এই কমিউনিষ্ট পার্টিই হিটলারকে সমর্থন করেছিল। এই কমিউনিষ্ট পার্টিই ১৯৪১ সালে যখন যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হল, যখন হিটলার রাশিয়াকে আক্রমন করল, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ওরা সমর্থন করেছিল। তখন ওরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গেই বেইমানি করেছিল। পৃথিবীর অন্যতম গ্রেট বীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিদেশে সৈন্যবাহিনী তৈরী করে, ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মুক্ত করতে চাইলেন, তখন এই কমিউনিষ্ট পার্টি নেতাজীকে বলল, কুইসলিং। এই রকম একটা সরকারের বিরুদ্ধে আজকে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দল ১৯৪৮ সনে বলেছিল যে " ইয়ে আজাদী যুটা হ্যায় "। অস্বীকার করতে পারবেন না ইতিহাস। মাননীয় স্পীকার স্যার, সে সময় তাঁরা ষ্ট্রাইক ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, প্যারালাইজ করে দাও, সমগ্র ভারতকে। ষ্ট্রাইক চলেছিল সাড়ে তিন দিন। জনসাধারণ তাঁদেরকে গ্রহণ করল না। ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে গেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন একটা দল যে দল ১৯৬২ সনে যখন চাইনিজ এগ্রিশন হয়, তখন তাঁরা বলেছিলেন, স্যোসালিষ্ট কান্ট্রি কোন রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন করতে পারে না। অথচ এই চাইনিজ বাহিনী বমডিলা পর্য্যন্ত দখল করেছিল। এই বমডিলা কি ভারতবর্ষের বাহিরে ? আজ পর্য্যন্ত চীন্ ভারতবর্ষের হাজার হাজার বর্গমাইল জায়গা দখল করে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা শুনি গণতন্ত্রের কথা। এই অ্যাসেম্বলীতে "গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার" শুনতে শুনতে কান ঝালা পালা হয়ে গেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মার্কসবাদীর কোন্ ডিকশনারীতে গণতন্ত্র শব্দটি আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা আমি জানি না, আমার সুযোগ হয়েছিল কমিউনিষ্ট পার্টির পিতৃ ভূমি রাশিয়া যাওয়ার। আমি গণতন্ত্রের ছিটে ফোটাও কোথাও দেখি নি। ইষ্ট বার্লিন যেটা জি, ডি, আর. বলে পরিচিত

সেখানে আমার থাকবার সুযোগ হয়েছে ১৫ দিন। গণতন্ত্রের ছিটে ফোটাও দেখি নি সেখানে। এইখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সভা কোন্ গণতন্ত্রের কথা বলেন সেটা আমি জানি না। চমৎকার! ওয়ার্ল্ডের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এবং স্বৈরতন্ত্র পরাভূত করার জন্য তাঁদের কত মাথা ব্যথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সৌভাগ্য, আমাদের বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার সৌভাগ্য, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মত একজন গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে আছেন। নইলে জুনের দাঙ্গার পর তাদেরকে গদী হতে উৎখাৎ হতে হতো। ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গা সম্পর্কে আমি এই সভায় বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভাকে সুস্পষ্ট ভাবে অভিযুক্ত করছি, এই দাঙ্গা ওরাই করেছেন।

জুন দাঙ্গা সম্পর্কে আপনার সামনে বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, চিন্তা করে দেখুন, কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সিক্রেট সার্ভিস থেকে তিনি খুব ভাল সার্ভিস পাচ্ছেন। তাহলে এতবড দাঙ্গা যে সংঘটিত হতে চলেছে খবর পেয়েও তিনি চলে গেলেন দিল্লীতে মুখ্য সচীবকে সঙ্গে নিয়ে। এটা অস্বীকার করতে পারবেন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দিন দাঙ্গা শুরু হয়েছে তার আগেই তিনি চলে গেলেন দিল্লীতে এবং যখন দাঙ্গা শেষ হয়ে গেল তখন ফিরে এলেন? আমরা বলেছি যে তোমরা জুডিশিয়্যাল এনকোয়ারি দাও সেই জুডিশিয়্যাল এনকোয়ারিতে প্রমাণিত হোক যে কারা দাঙ্গাকারী তাদের মুখোস টেনে ছিড়ে দাও। ওরা কথায় কথায় কমিশনের কথা বলেন। ওরা যখন বিরোধী দলে ছিল তখন একটা গুণ্ডা ব্ল্যাকার নিহত হয়েছিল তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে টেনে-হেচডে বের করা হয়েছিল রাস্তায় ১৯৬৬ সালে। আর এখন এতগুলি লোকের প্রাণ গেল সরকারী হিসাবে ৬ লক্ষ লোক ঘর-বাডী ছাড়া হলো, জনসাধারণ জানবে না এই দাঙ্গার পশ্চাতে. কারা আছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় লজ্জার বিষয় কারণ ওরা গণতন্ত্রের কথা বলে, প্রমানের কথা বলে ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার নায়ক কারা, এটার পশ্চাতে কারা ষডযন্ত্র করেছেন সেই কথা উনারা বলতে পারলেন না। কেন বলতে পারলেন না? আমরা জানি এই বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটা সদস্যকে দাঁড়াতে হবে কাঠ গডায় এবং তারই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন যে, যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে জুডিশিয়াল এনকোয়ারি করা হয় তাহলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি যুব সমিতি এই দাঙ্গার সঙ্গে জডিত থাকে তাহলে তাদের বিচার করুন। আমি এখানে বলতে চাই যে দাঙ্গা কোথায় কোথায় হয়েছে? মান্দাইয়ে হয়েছে সবচেয়ে বেশী যেখানে শতকরা ৯০ জন সি পি.এম-এর সমর্থক। মান্দাইয়ের এম.এল.এ হচ্ছেন সি.পি.আই.এম, গাঁও প্রধান হচ্ছেন সি.পি.আই.এম এবং গাঁও সভার সদস্যও সি.পি,আই,এম তাহলে সেখানে কেন এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হলো? এত বড গণহত্যা হয়ে গেল? পৃথিবীর কলঙ্কতম অধ্যায় সূচীত হলো? যদি যুব সমিতি এই দাঙ্গা সংগঠিত করে থাকেন তাহলে কেন বিচার করলেন না, কেন আজকে ভয় পাচ্ছেন ওরা? আমি শুনেছি মাননীয় সি,পি,এম, সদস্যরা বলেছেন কংগ্রেস আই দাঙ্গা করিয়েছে। তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন সেই ষ্টেটমেণ্টে বলেছিলেন কংগ্রেস (আই) এই দাঙ্গার সঙ্গে জডিত নয়। একটা চিঠিও দিয়েছিলেন এই মর্মে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি এটা অস্বীকার করতে পারবেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই মন্ত্রিসভা যে মন্ত্রিসভা একটা জাতি এবং উপ-

জাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগায়, যারা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গার মদত দেয় এবং যারা দাঙ্গায় পরিকল্পনা করে তাঁদের মন্ত্রীসভাতে থাকার কোন অধিকার নেই, সেই জন্য আমরা এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এমন একটা দলের বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি, যারা বলেন' "আমরা প্রগ্রেসিভ" চমৎকার কথা! কেন্দ্রে মোরারজী সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই দল মোরারজীকে সাপোর্ট করেছিলেন। এই দল মোরারজীর সঙ্গে যখন বিয়ে হলো এবং যখন মোরারজী অতিরিক্ত গয়না দিতে চাইল না, তখন সি.পি.এম, বলল, না আরও গয়না দাও, আমি তোমার নব পরিণীতা স্ত্রী, কিন্তু যখন মোরারজী রাজী হলো না তখন ওরা বলল, "চাই না চাই না চাই না রে তোর ওজন করা ভালবাসা।"

ওরা এক বুড়োকে তালাক দিয়ে আর এক বুড়োকে বিয়ে করলো, অর্থাৎ চরণ সিংকে সমর্থন করলো। তাদের ভাষায় চরণ সিং "কুলাক" অর্থাৎ বৃহৎ প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের প্রতিনিধি। প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধতে এই সুবিধাবাদী দলের একটুও বাঁধল না। চমৎকার ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি কার সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন সি.এফ-ডি এবং জনতার সঙ্গে? যখন দেখলেন যে দপ্তর কম হয়ে গেছে তখন জনতাকে বললেন ১২টা দপ্তর দিলে C.F.D. কে সমর্থন না করে আপনাকে করবো, করলেনও তাই কাজেই এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন একটা দল যে দল মরিচ ঝাপিতে হাজার হাজার মানুষকে জলের অভাবে জল খেতে না দিয়ে হত্যা করেছে, কত শিশুর বুক ফেটে মারা গেছে এবং যেখানে সাংবাদিকদের যেতে দেওয়া হয় নি এবং যেখানে মানুষকে গুলি করে মারা হয়েছে এমন একটা দলের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি, আপনি শুনেছেন কি কোন দেশে কোন রাজ্যে কর্তব্যরত অবস্থায় চীফ জুডিশিয়্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? সেটা এই মন্ত্রী সভার আমলে করা হয়েছে যারা আজকে আমাদের সামনে বসে রয়েছেন। কৈলাশহরের ননী দাস কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি কামরায় বসে রায় লিখছিলেন তখন গিয়ে পুলিশ বললেন আপনি এরেষ্ট হয়েছেন। চমৎকার, কাজেই এমন একটা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। আমরা দেখেছি চীফ জুডিশিয়্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি. কে. রায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দুজন এ, পি, পি, মদমত্ত অবস্থায় তাঁর বাড়ী গিয়ে আক্রমণ করেছে কোন গ্রেপ্তার নেই। এই বিধান সভার অধিবেশনে দেখলাম জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব গভীরভাবে বললেন যে চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট এই রকম যদি কেইস চেপে রাখেন তবে হাইকোর্টে চিঠি লিখব।

মিঃ স্পীকার—আপনি রিসেসের পর বলবেন। হাউস বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার বিচার বিভাগকে ভয় ভীতি দেখিয়ে তাদের কুক্ষিগত করার জন্য আমরা অভিযুক্ত করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার,

কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট আইনজীবি গিয়েছিলেন ডেপুটেশানে গৌহাটি হাই কোর্টে প্রধান বিচার-পতির কাছে বি. কে. রায় সম্পর্কে জানার জন্য। উনি বলেছেন লোকটাকে কোথায় সরানো হল সেটা বড় প্রশ্ন নয়, আজকে সবচেয়ে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তার সিকিউরিটির প্রশ্ন। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করার জন্য তাদের কিভাবে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। বিচার বিভাগ সংবিধানের মধ্যে এমন একটা বিভাগ যেখানে মানুষ তাদের কথা বলতে পারে উইদাউট অ্যানি ফিয়ার। আজকে সেই বিচার বিভাগকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন, সেটা আমরা মাননীয় চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী বি. কে. রায় এবং চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি ছিলেন ননী দাস। উনাদের প্রতি যে আচারন সেই আচারন থেকে লক্ষ্য করতে পারি। আজকে আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে অভিযুক্ত করছি জনসাধারনের কাছে, এই বিধানসভার কাছে, আপনার কাছে। আইন শৃংখলাকে ক্রমাগত উস্কানী দিয়ে কিভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে কিছু তথ্য আমি আপনার সামনে উপস্থিত করছি। গত ৫ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে হত্যা করা হয়েছে ৫৬০ জন ব্যাক্তি, এই হচ্ছে আইন-শৃংখলার পরিচয়? ডাকাতি হয়েছে ৮৮০টা। বিধানসভা যখন চলছে তখন আগরতলার আশে পাশে ডাকাতি হয়েছে। কো-অপারেটিভ ব্যাংক ডাকাতি হয়ে গেল। ৪ ঘণ্টা ধরে বসে বসে ডাকাতরা আলমারী ভাঙ্গল। থানার সামনে এই ঘটনা। আইনশৃংখলা এইসব ব্যার্থতার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অভিযুক্ত করছি। ৮৮০টা ডাকাতি সারা ত্রিপুরাতে হল সেই ক্ষেত্রে দোষী যারা তারা ধরা পড়েছে কি? আগরতলার খাস কতোয়ালী থানার সামনে হয়ে গেল। ৮-১০টা আলমারী ভাঙ্গল। আগুন লাগানো হয়েছে ২৭২টা বাড়ীতে। আইন শৃংখলা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? মাননীয় স্পীকার এর ৫ বৎসর আগের স্টেটিসটিক্স যদি দেখান তাহলে ভাল হয়। ১৯৮০ সালের যে দাঙ্গা হয়ে গেল, সেই দাঙ্গার জন্য মন্ত্রীসভাকে অভিযুক্ত করছি। সেই দাঙ্গার সময়ে দেখা গেল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। ল অ্যাণ্ড অর্ডার বলতে কিছু ছিলনা। আইন শৃঙ্খলাকে তারা নিয়ন্ত্রণাধী করে তুলছে এবং বর্ত্তমানে তা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার, পরিমল সাহাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য আমরা সি, বি, আই, এ্যানকোয়ারীর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী রেখেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছিলেন। আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলাম মাননীয় হোম মিনিষ্টার পি, সি, সেঠীকে তিনি নাকি চিঠি লিখেছেন। আমরা আজ পর্য্যন্ত জানতে পারলামনা এই চিঠির ফলাফল কি? আমরা সি, বি, আই, অ্যানকোয়ারী চেয়েছিলাম। এই জন্য চেয়েছিলাম, আমরা জানতে চেয়েছিলাম প্রকৃত তথ্য যাতে উদ্‌ঘাটিত হয়। আমরা জানিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই যে ষ্টেটমেণ্ট করেছেন মিঃ সেঠিকে চিঠি দিয়েছেন। এই কথা আমরা জানি, তিনি তার দলের লোকেদের বাঁচাবার জন্য সি, বি, আই, তদন্ত মেনে নেবেন না। কিন্তু আজও সি, বি, আই, এর টিম আসেনি, আমরা সুস্পষ্ট ভাবে জানতে চাই সি, বি, আই, এর তদন্তের কি হয়েছে।

আজকে আমরা চীৎকার শুনছি যে কেন্দ্র খাদ্য দিচ্ছে না আর কেন্দ্র খাদ্য না দিলে আমরা কোথা থেকে দেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্র খাদ্য দিচ্ছে না এই কথাটা খুব সুন্দর করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের লোকেরা জনসাধারনের কাছে বলছেন। কারন আজকে আমরা

দেখতে পাচ্ছি যে মন্ত্রীদের মিটিং-এ মিছিলে বাড়তি চাল দিয়ে লোক টেনে আনার চেষ্টা চলছে। এতে বিরাট একটা বরাদ্দ খরচ ব্যয় যাচ্ছে। কাজেই চাল দিচ্ছে না কথাটা ঠিক নয়। এর আগে বিভিন্ন সদস্য তাদের বক্তব্যে বলেছেন যে কিভাবে ফুড ফর ওয়ার্কের চাল দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা করার জন্য। সদস্যরা বলেছেন কিভাবে বাজারে চাল পাচার হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে চাল নিয়ে দলবাজী, চাল নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। ক্ষুধার অন্ন নিয়ে রাজনীতি করার জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অভিযুক্ত করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে ১৬ টাকা করে আমরা লবন খেয়েছি, ১০ টাকা করে কেরোসিন কিনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বামফ্রন্ট সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা কি ব্লেকমার্কেটিয়ারকে, একজন মুনাফাখোরকে গ্রেপতার করছেন। একজনকেও করা হয় নাই কারণ ঐইসব মজুতদারদের সঙ্গে, মুনাফাখোরদের সঙ্গ তাদের গাঁটছড়া বাঁধা আছে। ওরা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না আজকে ব্লেকমার্কেটিয়ারদের, চোরাকারবারীদের দাপটে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। আগরতলায় একটা মার্কেট আছে যেখানে পৃথিবীর সব জিনিস পাওয়া যায়। আমি কাষ্টমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনারা থাকতে কিভাবে এখানে চোরাকারবারের বাজার চলে? ওনারা বলেছেন যে ওনাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নাকি ওদেরকে বলেছেন যে এ ব্যাপারে তিনি কোন পুলিশ দিতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হচ্ছে দেশের অবস্থা। কাজে চোরাকারবারীদের মুনাফাখোরদের, মজুতদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকার জন্য এই সরকারকে অভিযুক্ত করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি এখানে ওরা চিৎকার করেছেন যে ন্যাসা-এসমার জন্য নাকি দেশটি শেষ হয়ে গেল। গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তারাই আবার গণতান্ত্রিক অধিকার, সিটিজেন রাইট, ফ্রীডম অব মুভমেন্টকে কার্টেইল করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন, ক্রীমিন্যাল প্রসিডিউর কোড করেছেন। যেটাতে কোন লোককে বিনা বিচারে ১৮০ দিন আটকিয়ে রাখা যায়। এটা হচ্ছে বিরোধী দলের লোকদেরকে আটকিয়ে রাখার, জন্য আনা হয়েছে। এই মন্ত্রীসভা এর দ্বারা মানুষের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটকে কার্টেইল করছেন। তারজন্য আমি এই মন্ত্রীসভাকে অভিযুক্ত করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি চেয়ারের দিকে লক্ষ্য করে বলুন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মুখটা দিয়ে হি হি করলে কি হবে। এ হাসি তো হাসি নয়, কান্নার নামান্তর। মাননীয় স্পীকার স্যার, উগ্রপন্থী সৃষ্টি করার জন্য আমি এই মন্ত্রীসভাকে অভিযুক্ত করছি। সি, পি. আই. এমেরই গণতান্ত্রিক পরিষদ নামে একটি উগ্রপন্থী দল আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মহু থানা লুঠ হয়ে গেল অথচ থানা থেকে ১টি গুলি ছোঁড়া হল না। আমরা বিস্মিত। এটা হচ্ছে কৌশলে উগ্রপন্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা। অনেক উগ্রপন্থী নেতা যখন ধরা পড়লেন তখন আর্মির ইন্টেলিজেন্স থেকে তাকে ইন্টারোগেশান করার জন্য গিয়েছিল কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি। এই বামফ্রন্ট সরকার বরং একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসারকে দিয়ে উগ্রপন্থী নেতাকে পরামর্শ দেওয়া হল। যারজন্য সে কোর্টে এসে শিক্ষা মাফিক বয়ান পড়ল। ঐ পুলিশ অফিসারকে দিয়ে শিক্ষানোর ফলেই তা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি চেয়ারের দিকে লক্ষ্য করে বলুন।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে সরকারের যে উগ্রপন্থীদের সাথে যোগসাজস আছে সেটা বললে কি অন্যায় হবে ? তা না হলে বিজয় রাংখল তার পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে গেল তার জিনিষপত্র নিয়ে, তার বৌকে নিয়ে সরকার কিছুই করতে পারল না। তাহলে কি আমরা বুঝব এডমিনিষ্ট্রেশান বলে কিছু আছে ? যদি থেকে থাকে তাহলে এটা কি ধরণের এডমিনিষ্ট্রেশান ? আমার মনে হয় বিজয় রাংখলকে তার নিরাপত্তার জন্যই পার্বত্য চট্‌টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আজকে ত্রিপুরার যে অংশে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে সেটা তুলে নেওয়ার জন্য চীৎকার করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করব কেন, কার স্বার্থে। তাহলে কি সি. পি. এমের স্বার্থে, বামফ্রন্টের স্বার্থে। কারণ সেখানে যদি কোন লোক ধরা পড়ে তাহলে সি পি এমেরই লোক ধরা পড়বে। আর তুলে নিয়ে নির্বিঘ্নে তাদের ইনসারজেন্সি চলতে পারবে। চুনি কলয়কে ত্রিপুরার পুলিশ ধরতে পারেনি,। ধরেছে সি. আর. পি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার আকালীদের ব্যাপারে বিরোধীদের ডেকেছেন। এখানে যারা বিরোধী আছেন তাদের সঙ্গে এখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা বলার কোন চিন্তাই করছেন না। কারণই ঐ ইনসারজেন্টদের সঙ্গে এই সরকারের যোগসাজস আছে তাই আমি এই সরকারকে অভিযুক্ত করছি এই রাজ্যে উগ্রপন্থা সৃষ্টি করার জন্য। উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আরেকটি ব্যাটিলিয়ান খোলা হচ্ছে।

এই বামফ্রন্ট সরকার এর আনুকুলে উগ্রপন্থীদের আর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে ট্রেনিং নিতে হবে না। বামফ্রন্ট সরকারই নতুন পুলিশ বাহিনী গঠণ করে এই উগ্রপন্থীদের সেই বাহিনীতে নিয়োগ করে এই আগরতলাতেই তাদের সবেতন ট্রেনিং নেবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। সুতরাং এই অভিযোগে আমি এই মন্ত্রীসভাকে অভিযুক্ত করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন ভাতা অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক কম। কেন্দ্রীয় সরকার ৭ম অর্থ কমিশনের সুপারিশক্রমে ত্রিপুরার কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ১৯৭৯ সালে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার কর্মচারীদের সেই বর্দিত হারে বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেই জন্য আমি এই মন্ত্রীসভাকে অভিযুক্ত করছি। আজকে আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বলছেন যে রাজ্যের কর্মচারীদের যে কেন্দ্রিয় হারে মহর্ঘভাতা দেওয়া হয়েছিল তা আরো এক বৎসর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা রাখার জন্য কর্মচারীদের কাছে আবেদন রেখেছেন। আমরা দেখেছি জোর করে কর্মচারীদের নিকট থেকে সেই সেণ্টাল ডি, এ, এর টাকা থেকে রাখা হয়েছে। সেখানে কর্মচারীদের ভয় দেখানো হয়েছে যে তারা যদি টাকা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে না রাখেন তবে তাদের প্রমোশন হবে না, তাদের বদলী করা হবে, ইত্যাদি। সুতরাং এই অভিযোগে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে অভিযুক্ত করি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনেক জোর জুলুম চালানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সমর্থক কিছু সমন্বয়ী অফিসে, আদালতে স্কুল কলেজে কর্মচারী, শিক্ষক ছাত্রদের নিকট থেকে জোর করে অর্থ সংগ্রহ করেছে। শিক্ষকদের নিকট

থেকে ১০ টাকা করে আর ছাত্রদের নিকট থেকে ২ টাকা করে। এই হলো এদের সামগ্রিক চরিত্র।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা : (নেপথ্যে) আপনি কত দিয়েছিলেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য : আপনি আসুন না আমি আপনাকে চাঁদা দেব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি রাজ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। যে সব ছেলেরা পাশ করেছে তারা চাকুরী পাচ্ছে না। এই বেকার ছেলেদের যবল হচ্ছে তারা যদি সি, পি. এম পার্টির হয়ে ইলেকশনে কাজ করে তবে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হবে। এইভাবে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা শিক্ষিত বেকার ছেলেদের নানা ভাবে প্রভাবিত করছেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে এসেছে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য : আমারতো সময় মাত্র শুরু হয়েছে স্যার, বামফ্রন্টের শেষ।

মিঃ স্পীকার স্যার আজকে আমরা দেখেছি যে ত্রাণ সামগ্রী নিয়েও বামফ্রন্ট সরকার অনেক কেলেংকারী করেছেন। বন্যা ও ঝঞ্ঝায় ভিকটিমাইজদের যে ত্রাণ সামগ্রী দেবার কথা তাও গ্রাম সেবকরা সঠিকভাবে দেয় নাই। উপরন্তু প্রধানরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের মিথ্যা মৃত দেখিয়ে তাদের পরিবারের লোকজনদের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আরেকটা কেলেংকারী সেটা হচ্ছে স্পিরিট কেলেংকারী। রাজ্য সরকার একজন কুখ্যাত কনট্রাকটারকে বিনা টেণ্ডারে স্পিরিট কেরল থেকে আনার জন্য অর্ডার দেয়। এবং সেই কনট্রাকটার লক্ষ লক্ষ টাকা এই স্পিরিট আমদানী করে কামাই করেছে। এই ব্যাপারে সেক্রেটারী রেভেনিউ একটা নোট দিয়েছিলেন কিন্তু চিফ সেক্রেটরীর কাছে সে নোটটি ফাইল চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এই করাপসনের জন্য বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে আমি অভিযুক্ত করছি।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। শেষ করার আগে আমি মনুষত্বের নামে, ভগবানের নামে, ত্রিপুরার সাধারন মানুষের নামে এই করাপটেড, মালপ্রেকটিজার, ধোকাবাজ বামফ্রন্ট সরকারকে অভিযুক্ত করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—(ককবরক)

কক বরক

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার অবনি বামফ্রন্ট-সরকার লাই থাওনাই বিসিবা রাজ্য শাসন খীলাইর্কা। তাকানাইনি ইলেকশান' হাইন'—হাই বামফ্রন্ট সরকার গঠণ খীলাইফিক্সা। বরগ তেই ওয়াইসা তাদিঅ আচুকয়িকা। কিন্তু অর' উানসক াইনা তংগ। লাই থাওনাই ১৯৭৭ সালনি ইলেকসান আংফুরু বামফ্রন্ট রাজ্য বিধান সভা অ ৫৬টা আসন মানমানি। তাকালাই ১৯৮৩ সালনি নির্বাচন' ত্রিপুরা রাজ্যনি ২১ লক্ষ বরক প্রমান রাখা বরগনি গনতন্ত্র চেতনী অরনি বামফ্রট সরকার বাহাইব' নামুঙ কাহাম তাংখা াওয়া অমনি প্রমান আঁওখা ৫৬টা আসননি জাগাঅ ৩৯টা আসন' সাফাইমানি। অম বামফ্রন্ট সরকারনি কাহাম না হাময়ানিনমুনরি বরগ অমন' বুচিই নাইথন। অবশ্য বামফ্রন্টনি বর বক বুচিনা, নাইয়া, লাচিনা রাঁওয়া। চাঁও সিম কমিউনিই পাট সি, পি, এম, দল হীন যে তংমানি, বরগনি গনতন্ত্রনি কক আঁংখা তাতাল। ভারতবর্ষনি কমিউনিষ্ট পার্টনি কা রগন' চাঁও গসিঅই নাই মানয়া। ১৯৩২-৪৩ সাল' যখন ভারতবর্ষন স্বাধীন খীলাইনা বাহাই রত ছাড' আন্দোলন আংগ আফুরু বরগ বনি বিরোধীতা খীলাইকা। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা মানখা, বরুগ অ স্বাধীনতান' হিনকা 'ইয়ে আজাদী জুতা হ্যায়' বরগনি কোন নীতি কীরাহং। বরগনি

নীতি তংথৗলাই রাজ্যনি শাসন ক্ষমতা ইয়াকারৗই রৗখামু। কিন্তু বরগ লাচিনাসিয়া। বরগনি লাচিমা কৗরৗই। চৗও মুগ—১৯৬২ সন' যখন ভারত চীন যুদ্ধ নাংলাইখা আঁফুরু বরগনি বিসিংগ কেব আংখা রাশিয়া পন্থী কেব বা চীনা পন্থী, কেব ডান পন্থী, কেব বাম পন্থী। ১৯৬৪ সাল' হিনখাইন' সি, পি, এম, তাই সি, 'প, আই হিনৗই দলমুই আঁও থাওকা। অরনি কতমারগ দশরথবাবু, নৃপেন বাবু বরগ সিঅ। এরপরে ১৯৬৭ সাল' হিনখাই সি, পি, এম, নি সি, পি, আই (এম, এল) হিনৗই তে বলসা আচাইখা। আহাইখে কমউনিষ্ট পার্টিনি তিনটা দল অওখরকা। বরগনি গনতন্ত্র সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাখা কৗরৗই। বরগনি গনতন্ত্র আংখা ওয়ান, টু, থি—নি চেরাইরগনি' কেরাং কথমা সামা আহাই। আব আঁওখা কানা রগন' মাযুং বাহাই ফৗরৗওমা কক। কানা খরকসান' মাযুং বৗসাক তাওকথা। ব পুইলা মা তাংখা ইয়াথেক। আর মিহিমৗই নাই ব হিনকা মাযুং থাম আহাই। তে খরকসা কানান' তুবুই তাংরৗখা বুথুনজু। মাযুং খুনজু মিহিমৗই নাই ব হিনকা মাযুং বালিং হাই কিতিং। তে খরকসান তুবুই তাংরৗখা খিতুং। খিতুং-ন' মিহিমৗই ব হিনকা মাযুং লাথা হাই কলক। কিন্তু খুনজু, ইয়াথেক, খিতুং, বুসুমদুই ভতন' তৗইলে মাযুং। আব হাইন, কমিউনিষ্ট পার্টিনি গনতন্ত্র হৗনৗই কোমু কক কৗরৗই। ববগ দক্ষিন, বাম, জেসা আঁওথন কেব গনতন্ত্র নাইয়া। ত্রিপুবা রাজ্য বামফ্রন্ট ক্ষমতা তংসাক অর' গনতন্ত্র ত' মানয়া' শাস্তি ফাই মানয়া। রাজ্য অ গনতন্ত্র কৗরৗই আংমা বাই'ন উপেন্দ্র ভৌমিকনি কারাগারে মৃত্যু ঘটনা আঁওগ। রাজ্য অ গনতন্ত্র কৗবৗই আঁওমা বাইন' কাবাগার অঞ্চলি কর্মকারনি উপব' অত্যাচাব আঁওমান। কাজেই অ সরকারন' বাতিল খৗলাইনা বানতা, বরগনি নৈতিক অধিকাব কৗরৗই ক্ষমতা আচুক তংমানি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা তংসাক ত্রিপুবানি উন্নতি আঁও মানগৗলাক। নৃপেন বাবু, দশরথ বাবু বার বার দিল্লী থাংগ। দিল্লী যে বরগ কোন কক সারাকয়া। কলিকাতা ফাইকা হিনকাই সাঅ —ইন্দিরা গান্ধীন' খুনজু মেরৗই রাঙ তুবুই ফাইকা তা। এইভাবে ঐ ইন্দিরা গান্ধীনি রাঙ মানৗই ইন্দিরা গান্ধী নন' হাময়া হিনৗ। রবীন্দ্র নাথনি কক কাহসা মুইতু মান'—

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি—কাছে ঋনি সে যে পাছে ধরা পড়ে"। বরগব' আহাইন, ইন্দিরা গান্ধীন, হামথা মাংসে সাই তংছিঅ। বিনি কাহামলে বরগ মুংস সায়া। অথচ যা কিছু অর বরগ ইন্দিবা গান্ধীনি কেন্দ্রীয় সরকারনি চুবাচু বাই ক্ষমতা আচুক তংগ। আহাইখে সরকার নাবৗক মানগৗলাক। গথকয়া আহাইখে, যাতে এভাবে নরগ যে সমস্ত তথ্য অর' তুবুই ফাইমানি অ তথ্য রৗমারগ অমরগ বাস্তববাই গথকয়া। জনসাধারন-ন' ফাকি রৗই বেশীদিন তং মান ৗলাক। নরগনি বিসিং গণ্ডগোল কৗবৗই দা? নরগনি বিসিং ক্ষমতানি লোভ াৗবৗই দা? মুখ্যমন্ত্রী তামনি মা রৗলাও? ক্ষমতা সেকলাই সি পি, এম, কাকলাইতৗই চাকলাইতৗই তাং তংগা। মিলিলাই মানলিয়া। দশরথ দেব-ন' মুখ্যমন্ত্রী রৗয়াখেই উপজাতি সংগঠন বাই থাংনাই। Sixth Schedule চালু খৗলাই মানয়া হৗনকাই উপজাতি সংগঠন নারৗক মাগৗলাক তব দশরথ মুখ্যমন্ত্রী মানলিয়া, মানখা উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীভাইলাল সাহা :- পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার—মাননীয় সদস্য উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার :- এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়নি।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া—কাজেই সি, এম, নি বিসিঙ, বামফ্রন্টনি বিসিং যে কোন্দল আবু

রাজ্যনি জনসাধারন পরিষ্কার মুকথা। বরগনি শরিক দল ফরোয়ার্ড ব্লক কাক থাংনা নাং তংখা। তাবুক বরগ তেই কাইসা T. H. P, P, দল খালাই তুবুনা নাইঅ। T, H, P, P, গঠন আঁওমানি পেছনে নরগনি ষড়যন্ত্র তংগ, অম' আঁংখা যুব সমিতিন' সাবাইনা ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্র ছাড়া নরগ কুমুব' খালাই মানমা কারাই। অনেক কক কতর কতর সাকা, কিন্তু বাস্তব কোন খালাই মানমা কারাই। এইভাবে ক্ষমতা আচুকমা উল' কক সামা তংগ, পাহাড় অঞ্চল' শিক্ষা কাহামখে রাই- মান নাই; শিক্ষা বিস্তার খালাই নাই। অথচ তিনিন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সাকা যে রাজ্যনি ১,০৫৫টা স্কুল, ২,৫৩৮ জনা শিক্ষকনি অভাব তংখ। অনেক হাই স্কুল তাবুক ব হেড মাষ্টার কারাই। তামনি অমতাই শিক্ষকনি অভাব আঁও?

বন দপ্তরনি মন্ত্রী মিয়া সাকা ১৯৭৭ সাল জরা কংগ্রেসনি আমল, ৫২ হাজার হেক্টর নাকি রিজার্ভ বলং তংমানি। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালনি সিমি ১৯৮২ সাল জরা পাঁচ বছুরন, ২৪ হাজার হেক্টর রিজার্ভ বলং খাগ্রাইকা। অ বামফ্রন্টনি আমল, ৪,৬০০০ হক্টর রাবার বাগান আঁংখা। ১৯৬৯ সালনি সিমি তাবুক জরা হাজার হাজার একর ভূমি ফেরৎ আঁংখা সাজাকথা, কিন্তু বাস্তববাই ববগ বাঁমানি তথ্য গথকমা।

অমনি বাইন, আঙ হিননা নাইঅই বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বন, ক্ষমতা তনগে রাজ্যনি উন্নতি আঁংগালাক। বন বাতিল খালাইনা বানতা। কাজেই আঙ তিনি যে অনাস্থা প্রস্তাব তুবুজাকমানি বন, আঙ সমর্থন খালাই অ। স্নাসাক সায়াইন আনি বক্তব্য অরন, পাই রাথা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:—মাননীয় স্পীকার স্যার এব রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এবারেও নির্বাচনে ও জয়ী হয়ে বামফ্রন্ট সরকাব আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। কিন্তু এখানে চিন্তা করার আছে। গত ১৯৭৭ সালেব নির্বাচনে বামফ্রন্ট রাজ্য বিধানসভাতে ৫৬টা আসন পেয়েছিল। কিন্তু এবার ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে ত্রিপুরা বাজ্যের ২১ (একুশ) লক্ষ লোক প্রমান করেছেন গনতান্ত্রিক চেতনা। এ বাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কিরকম ভাল কাজ করছে না করছে তার প্রমান হচ্ছে ৫৬ টা আসনের জাগায় ৩০টা আসনে লাভ করার মধ্য দিয়ে। এটা কি বামফ্রন্ট সরকারের ভাল না, খারাপের নমুনা? এটা তাদের ভেবে দেখা উচিত। অবশ্য বামফ্রন্টের সদস্যরা বুঝতে চাচ্ছেন না এবং লজ্জাবোধ করছেন না। আমরা জানি কমিউনিষ্ট পার্টি, বা সি, পি, আই (এম) দল নামে যে দল আছে তাদের কাছে গনতন্ত্রের আদর্শ অর্থহীন। ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টীর বানী আমরা মেনে নিতে পাচ্ছিনা। ১৯৪২-৪৩ সালে যখন ভারত বর্ষকে স্বাধীন করার জন্য 'ভারত ছাড়' আন্দোলন হয়েছিল সে সময় তারা তার বিরোধীতা করেছিল। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পেয়েছিল, সে সময় তারা এই স্বাধীনতাকে বলেছিল "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, তাদের যদি নীতি থাকত তাহলে তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তারা লজ্জা বোধ করছেন না এবং লজ্জা বোধ করতে ও জানেন না। আমরা জানি, ১৯৫২ সালে যখন ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ হলো সেই সময় তাদের মধ্যে কেহ হচ্ছে রাশিয়া পন্থী কেহবা চীনাপন্থী, কেহ ডান পন্থী কেহ বা বাম পন্থী। ১৯৬৪ সালে কি হচ্ছে তাদের মধ্যে দুইটা দল বিভক্ত হয়ে গেল। একটা হচ্ছে সি, পি, এম অপরটি হচ্ছে সি, পি, আই। এরকম ঘটনা দশরথবাবু এবং নৃপেন বাবু ভালো ভাবেই জানেন।

এর পরে ১৯৬৭ সালে হয়েছে সি. পি, এম থেকে সি, পি, আই (এম, এল) নামে একটা দলের জন্ম হলো। এভাবে কমিউনিষ্ট পার্টীর তিনটা দল বের হয়েছে তাদের কাছে গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তাদের গণতন্ত্র হচ্ছে ওয়ান, টু, থ্রি র ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের সেই গল্পের মত। সেটা হচ্ছে অন্ধদেরকে হাতী কি রকম শেখানোর গল্প। যেমন একজন অন্ধ লোককে হাতী স্পর্শ করতে দেয়া হলো। সে প্রথমে স্পর্শ করলো হাতীর পা। পা ধরে সেই অন্ধ লোকটি বলল হাতী হচ্ছে থামের মত। আর একজন অন্ধ লোককেই হাতীর কান ধরতে দেওয়া হলো এরপর কান ধরার পর অন্ধ লোকটি মন্তব্য করল হাতী হচ্ছে কোলার মতো গোল। এভাবে আর একজন অন্ধ লোককে এনে ধরতে দেওয়া হলো সে বললো হাতী হচ্ছে বাঁশের মতো লম্বা। কিন্তু কান, পা, লেজ শুড নিয়ে হাতীর আকৃতি। ঠিক তেমনি কমিউনিষ্ট পার্টীর ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা নেই। তারা দক্ষিণ বা বাম যেই হোক না কেন তারা কেউ গণতন্ত্র মানছেন না। তাই ত্রিপুরা রাজ্যে যতদিন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকবে ততদিন এ রাজ্যে গণতন্ত্র থাকতে পারবে না। এবং কেউ শান্তিপূর্ন ভাবে ও থাকতে পারবে না। এ রাজ্যে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই। তার জন্যই উপেন্দ্র ভৌমিকের কারাগারে মৃত্যু ঘটেছে। রাজ্যে গণতন্ত্র নেই বলেই কারাগারে অগ্রণী কর্মকারের উপর দৈহিক অত্যাচার হতে পেরেছে। কাজেই এই সরকারকে বরখাস্ত করা দরকার এবং তাদের ক্ষমতায় বসে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার থাকলে উন্নতি হবে না। নৃপেন বাবু দশরথ বাবু বার বার দিল্লীতে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে এখানকার মতো বড় বড় কথা বলতে পারে না। কলকাতায় ফিরে এলেই তারা বলতে শুরু করেন। ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে টাকা পেয়েও তারা শ্রীমতি গান্ধীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন। এখানে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের একটা কবিতা মনে হচ্ছে

"ধ্বনিটিরে প্রতি ধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণি সে যে পাছে ধরা পড়ে"।

নৃপেন বাবু, দশরথ বাবু তারাও শ্রীমতী গান্ধীকে সব সময় সমালোচনা করছেন। তাঁর সম্পর্কে একটাও ভালো কথা তারা বলেন না। অথচ কেন্দ্রের অর্থ দিয়েই এ রাজ্যের সমস্ত কিছু চলছে। এ ভাবে সরকার রাখতে পারবেন না। আপনারা যে সমস্ত তথ্য এই হাউসে পরিবেশন করেন সেগুলি বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। জনসাধারনকে ফাঁকি দিয়ে ক্ষমতায় বেশী দিন থাকতে পারবেন না। আপনাদের দলের মধ্যে কি কোন্দল নেই? আপনাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ নেই। উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ কেন করতে হয়েছে ক্ষমতা নিয়ে সি, পি, এম, দলের মধ্যে বিরাট কোন্দল রয়েছে। মিলে মিশে করে থাকতে পারছেন না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেবকে মুখ্যমন্ত্রী নামকরলে যারা উপজাতি সি, পি, এম, সমর্থক রয়েছেন তাদের সংগঠন ভেঙ্গে যাবে, আর যদি চালু না করা যায় সি, পি, এমের উপজাতি সংগঠন থাকবে না। এবং দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী পদটি পেলেন না পেয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, মাননীয় সদস্য উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—কাজেই সি, পি, এম, দলের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে তাদের শরিক দল ফরোয়াড´ব্লক দল ও ভেঙ্গে যাবার উপক্রম দেখা দিয়েছে এখন তারা আর একটি দল সৃষ্টি করেছে। টি, এইচ, পি, পি দল এই দল গঠন করার পেছনে তাদের ষড়যন্ত্র রয়েছে। এটা হচ্ছে উপজাতি যুবসমিতিকে ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্ত্র। ওরা ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য আর কোন কিছু করতে জানে না, অনেক বড় বড় কথা বলেছেন কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে মিল রেখে কোন কাজ করতে পারেন নি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে এরকম কথা বলেছিল। এবং শিক্ষার একথাও বলেছিলেন আমরা ক্ষমতায় আসিতে পারিলে পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তা-রের দিকে নজর রাখা হবে অথচ আজকেই এই হাউসে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন যে রাজ্যে এখন ও ১,০৫২ টা স্কুলে ২,৫৩৮ জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তারপর অনেক হাইস্কুলেই এখনও প্রধান শিক্ষক নেই, শিক্ষক মহাশয়ের এত অভাব কেন?

গতকাল বন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আমলে ৫২ হাজার হেক্টর মাত্র রিজার্ভ বন ছিল। বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরেই ২৩ হাজার হেক্টর রিজার্ভ বন সৃষ্টি করেছে। এই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ৪ ৬০০ হেক্টর রাবার বাগান হয়েছে। আর আমরা শুনে আসছি ১৯৬৯ সাল থেকে এখন পর্য্যন্ত হাজার হাজার একর ভূমি ফেরত দেয়া হয়েছে কিন্তু আমরা যা দেখছি তা বাস্তবের সঙ্গে মিল দেখছি না।

তারজন্যই আমি বলতে চাই এই রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকার সম্পুর্ন ব্যর্থ। এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখলে উন্নতি আসতে না এবং বরখাস্ত করা উচিত। কাজেই আজকে এই হাউসে যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্য এবং আমাদের পরিষদীয় নেতা শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং কংগ্রেস (ই) বিরোধী দলের নেতা অশোকবাবু যে নো-কন্‌ফিডেন্‌স মোশান এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সরকারকে জনগণের পক্ষ থেকে ব্রীচ অব প্রিভিলেজের অভিযোগে অভিযুক্ত করে পদত্যাগ করার জন্য, আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ, জনগণ এই রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে হাজার হাজার মানুষের জীবন, প্রাণ এবং সম্পত্তি নষ্ট বা তছনছ করার অধিকার এই সরকারকে দেখা দেয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এই সরকারকে রাজ্যের মধ্যে অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচার করার কোন অধিকার দেয় নি। কাজেই, আমি জনগণের পক্ষ থেকে এই সরকার যে অধিকার ভঙ্গ করছে, তার অভিযোগে অভিযুক্ত করে পদত্যাগ করার আহ্বান জনাচ্ছি কারণ, এই সরকারের প্রতি জনগণের আর কোন আস্থা নেই। আমি যদি প্রশ্ন করি যে, আপনারা কোথায় শাসন করছেন? শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চল কোথায় আপনাদের শাসন?

আমরাতো কোথাও আপনাদের শাসন দেখতে পারছি না। কারণ, শহরাঞ্চলে যান দেখবেন সমাজ বিরোধীরা রাজত্ব কায়েম করেছে, পাহাড় অঞ্চলে যখন দেখবেন উগ্রপন্থিরা রাজত্ব কায়েম করেছে, আবার সমতলে যখন দেখবেন দাঙ্গা বাজরা দাঙ্গাবাজী করছে। তাহলে আপনাদের শাসন কোথায় চলছে? জনগণ তো আপনাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে, শহরে বা সমতলে সমাজবিরোধির কাজ, উগ্রপন্থীর কাজ বা দাঙ্গাবাজী করার জন্য ক্ষমতায় বসান নি? কিন্তু, ত্রিপুরা রাজ্যর জনগণ বাস্তবে দেখতে পারছেন যে, আপনারা ঐ সমাজ বিরোধীদের হাতে, উগ্রপন্থীদের হাতে এবং দাঙ্গাবাজদের হাতে আপনাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে বসে আছেন। কাজেই, এই রাজ্যে শাসন করার যে অধিকার জনগণ আপনাদের দিয়েছিল সেটা আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন। এতএব আপনাদের আর শাসন ক্ষমতায় বসে থাকার কোন নৈতিক অধিকার আপনাদের নাই। আপনারা অনেকেই আপনাদের নিজেদের ক্ষমতা হস্তান্তর করে ফেলেছেন, এখন সেটা স্বীকার করে নেওয়ার সময় এসেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সরকারের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, তাদের জীবন, প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে, মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্থ। তারা আজকে ভেবে পাচ্ছেন না, যে এই সরকার গদীতে থাকলে, তাদের নিরাপত্তা কি করে সম্ভব। তাই জনগণ থেকে দাবী উঠছে যে আপনাদের আর ক্ষমতায় বসে থাকার দরকার নেই। কারণ আপনারা প্রশাসনকে কি ভাবে ব্যবহার করছেন, এটা আজ কারোর অজানা নয়। কি বিধান সভার নির্বাচনে, কি পৌর সভার নির্বাচনে আপনারা সরকারী ক্ষমতায় বসে প্রশাসনকে কি ভাবে ব্যবহার করেছেন, তার ইতিহাস বলতে গেলে আর একটা রামায়ণ বা মহাভারত সৃষ্টি হবে। নির্বাচনের আগে আপনারা বলেছিলেন যে আপনারা নাকি সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চান না। কিন্তু, দেখা গেল নির্বাচনের ঠিক কয়েকদিন আগে ৫০ জন অফিসারকে প্রমোশন দেওয়া হল। হাজার হাজার বেকারকে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের চাকুরী হবে, সেজন্য তাদের সি, পি, এমের পক্ষে কাজ করতে হবে। এভাবে কাউকে প্রশাসনের আশ্বাস আবার কাউকে চাকুরীর আশ্বাস আবার কাউকে দাঙ্গার মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাস দিয়ে আপনারা নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছেন। এত করার পরও আপনারা আগে যেখানে ৬৮ জন ছিলেন, সেখানে ৩৯ জনকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, গত পৌর সভার নির্বাচনেও আপনারা প্রশাসনকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন বিজয় কুমার স্কুলে যে ভোট কেন্দ্র ছিল, সেখানে ধূর্জটি ভট্টাচার্য্য নামে একজনকে ভোট দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হল। কিন্তু দেখা গেল যে, সে ঐ নামের প্রকৃত ভোটার নয়, সে কোর্ট প্রাঙ্গনের একজন কলম বিক্রেতা। সে নিজের অপরাধটা স্বীকার করল। শেষ পর্য্যন্ত তাকে এরেষ্ট করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, সি, পি, এমের বাঘা বাঘা নেতারা থানায় উপস্থিত হয়ে দাবী জানাতে লাগলেন যে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে, আর তা না হলে চাকুরী যাবে। কাজেই থানা থেকে তারা বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিলেন। এ হল তাদের ক্ষমতায় বসে সরকারী প্রশাসন পরিচালনার নমুনা।

আর রাস্তা ঘাটের কথা বললে তো সে অনেক ব্যাপার। কিছু রাস্তা করা হয়েছে, কিন্তু অলিতে গলিতে যে আরও অনেক রাস্তা করার দরকার, সে দিকে তাদের কোন নজরই নাই। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় বসে দলবাজীর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি টাকা পেতে চাও তাহলে তোমাদের সি. পি. এম. করতে হবে। তোমরা যদি সুতা পেতে চাও তাহলে তোমাদের সি. পি. এম. করতে হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার উনারা যে কথা বলছেন যে, এই সরকার ত্রিপুরার মানুষের জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন, এই সরকারের জন্যই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হচ্ছে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, কোথাও যদি খুন হয় এবং সেই খুনটা যদি সি. পি. এম. দলের কেউ হন সংগে সংগে সরকারী তরফ থেকে প্রচার সুরু হয়ে যায় যে, তাদের কর্মী খুন হয়েছে। আর যদি কংগ্রেস বা উপজাতি যুব সমিতির কেউ খুন হয় তাহলে সব চুপ করে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই। সে যত বড় কর্মী বা নেতাই হউক না কেন প্রশাসন চুপ। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এর উপর নির্ভর করে ত্রিপুরায় গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সরকার-এর বিরোদ্ধে সমালোচনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সরকার রক্ত চক্ষু দেখিয়ে সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন। এবং এই রক্ত চক্ষুকে অস্বীকার করে খুব কম সংখ্যক পত্রপত্রিকা তাদের বিরোদ্ধে সমালোচনা করতে সাহস পাচ্ছে। এমনকি আমরা যখন সমালোচনা করি তখনও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এটা নাকি প্রেস পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য সমালোচনা করা হচ্ছে। স্যার, এইভাবে দিনের পর দিন মানুষের ফাণ্ডামেণ্ট্যাল রাইট খর্ব করা হচ্ছে। উনারা সিডিউল্ড ট্রাইব এবং সিডিউল্ড কাষ্টের জন্য অনেক কথা বলেন যে, তাদের মত এত দরদী আর কেউ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা প্রথম যখন উপজাতি যুবসমিতি থেকে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী করি তখন আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এই দাবী মেনে নেওয়া যায় না। এবং যখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময়বাবু ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট পাশ করে ট্রাইবেলদের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তখন এই সি. পি. এম. দল থেকেই সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আন্দোলন করা হয়েছিল। এর ফলে যখন জনসমর্থন হারাল তখন সমস্ত কর্মী টি. ইউ. জে. এস. র সামিল হয় এবং তখন উপজাতি যুব সমিতি থেকে ৪ দফা দাবী উত্থাপন করা হয় এটা ইতিহাস। স্যার, আমার সন্দেহ হয় শ্রীমতী গান্ধীর কাছে কখন উনারা এই সব কথা বলেছেন। আমরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি তখন প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানালেন যে, ত্রিপুরায় উপজাতিরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ, আজ এরা সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিনত হয়েছে। এরা আজকে ২৯ পার্সেণ্ট হয়েছে এদের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে দেখা যাচ্ছে এই সরকার জনগণের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন, তারা জনগণের নিকট ব্রীচ অব প্রিভিলেজ পড়েছেন, কাজেই তাদের আর ক্ষমতায় আকড়ে বসে থাকার অধিকার নাই। এই সরকারের উচিত

আবার নূতন করে জনগণের রায় নিয়ে আসা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা. মাননীয় সদস্য, আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট সরকারের অবাক হওয়ার কথা এই জন্য যে, গত ৫ বছর তাঁর বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আসে নাই। এই সরকার নিশ্চই লজ্জা পাবেন এই জন্য যে গত নির্ব্বাচনের ৫৬টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু আজ এসেছেন মাত্র ৩৭টি আসন নিয়ে। আজকে তাবা চিৎকার করেছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানে ১৩টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসনই তাঁবা পেযেছেন। কিন্তু এই ১৩টি আসন তারা কি ভাবে পেয়েছেন ? ঐ ১৮ বছরের অপরিণত বুদ্ধি বালক বালিকাদের ভোটে তারা জয়ী হয়েছেন। কিছু দিন পরে দেখা যাবে যে, ৯ বছরের ভোটারের ভোটে তাদের জয় লাভ করে ক্ষমতায় আসতে হবে। কাজেই এই সরকার যদি আগামী ১০ বছর ত্রিপুরার ক্ষমতায় থাকেন তাহলে ত্রিপুরায় গৃহ যুদ্ধ লেগে যাবে স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটা মানুষের দাম হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকা। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে মানুষের মূল্য মাত্র ৫ হাজার টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, উগ্রপন্থী সব উপজাতি যুব সমিতির, লোক উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেসের লোকদের কোন ক্ষতি করে না। এবং ত্রিপুরায় এত খুন করেছে অথচ উপজাতি যুব সমিতির এবং কংগ্রেসের কোন লোককে তাদের গায়ে একটা টুকাও দিচ্ছে না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, পরিমল সাহা কি করে খুন হল ? কে এই ভাবে তাঁকে খুন করল ? এটা কি উগ্রপন্থীদের কাজ ? এটা কে করেছে ? এটা কি উগ্রপন্থী করেছে ? আজকে তারা ত্রিপুরার জনসাধারনের জীবনকে উগ্রপন্থীর কাছে বন্ধক দিয়েছে। আজকে তারা বিজয় রাংখলের ভয়ে আতংকিত। এই রকম আর দশটা বিজয় রাখল থাকলে এদের উপায় ছিল না। যে সরকারের মন্ত্রীরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তারা কি করে জনসাধারণের,জীবন রক্ষা করবে ? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সরকার থাকার অর্থ কি ? আজকে তারা বলেছে যে গরীবের জন্য চিন্তা করছে এবং বলছে যে ৮০ পার্সেন্ট লোক দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ওরা কৃষির উপর জোর দেন নাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন জীবনের কোন নিরাপত্তা নাই। কাজেই, এদের নির্লজ্জের মত ক্ষমতা আকড়ে থাকা ঠিক নয়। যে সরকারের আমলে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল, একটা বিচার হল না সেখানে এই সরকারের গদিতে থাকা ঠিক নয়। নারায়ন রুপিনী এবং রসিরাম দেববর্মা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা এই সরকারের মদতে এখন ক্ষমতায় আছে। বিচার হয় নাই। এরা গনতন্ত্রকে হত্যা করেছে। তাই আমি এই সরকারের নিকট আবেদন করব যে আপনারা ক্ষমতা থেকে নেমে আসুন এবং জনসাধারণের রায় নুতন করে নেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে উপজাতী যুব সমিতির পরিষদীয় দল নেতা এবং কংগ্রেস (ই) দলের পরিষদীয় দলনেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। আজকে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্যরা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উত্থাপিত করেছেন এবং তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এই সভায় তাতে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, এই সরকারের যদি একটু নৈতিক দায়িত্ব বোধ থাকে তাহলে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করা উচিত। কারণ যে সরকার জনগণের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে না যে রাজ্যে মানুষ অনাহারে মরে, যে সরকার গণতন্ত্রের নাম করে গণতন্ত্রকে হত্যা করে এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। আমি এই সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, গণতন্ত্রের প্রতি যদি বিন্দুমাত্র আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে তাহলে গদি থেকে পদত্যাগ করে এসে নির্বাচনের সম্মুখীন হউন। দেখা যাক জনগণের রায় কার পক্ষে যায়। উনারা ক্ষমতায় আসার পর বলেছিলেন যে, না আমাদের পুলিশ লাগবে না, জনগণই আমাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু দুই বছর পার হতে না হতে দেখা যায় ওরা পুলিশ ছাড়া চলতে পারছেন না। ওদেরকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের দরকার। গত নির্বাচনে আমরা লক্ষ করেছি যে, এই ত্রিপুরার কিছু কর্মচারী এদেরকে ক্ষমতার নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট ছিল। তারা সমসত নিয়মনীতি লংঘন করে এদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ওরা এই কর্মচারীর প্রতি কি ব্যবহার করছে? কর্মচারীরা আজকে কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, পাচ্ছেনা, ওদের বেতন বৈষম্য থেকে যাচ্ছে। ওরা কর্মচারীদেরকে জোর করে তাদের ডি. এ. জি. পি. ফানডে জমা রাখতে বাধ্য করেছেন। ১৯৮২ সাল থেকে সেই টাকা তারা জমা রেখে আসছে। এর মধ্যে সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, যে সমস্ত কর্মচারী এই টাকা নগদ পেতে চান তারা দরখাস্ত করতে পারেন ওদের দরখাস্ত বিবেচনা করে দেখা হবে। বহু কর্মচারী দরখাসত করেছেন টাকাটা নগদ নেওয়ার জন্য। কিন্তু এই সরকার সেটা কার্য্যকর করেনি। এই সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি নিজেই রক্ষা করে না। ৭ম অর্থ কমিশন কর্মচারীদেরকে ডি. এ. দেওয়ার জন্য ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা কি করেছে সরকার তার জবাব দিতে পারছে না। এর মধ্যে কর্মচারীদের আরও নয়টা ডি. এ. পাওনা হয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে এই সরকার কিছুই বলছে না। এরা কর্মচারীদেরকে ধোকা দেওয়ার পলিসি, মানুষকে বিভ্রানত করার অপকৌশল গ্রহন করেছে। সেই জন্য আজকে এরা কর্মচারীদের আস্থাও দিন দিন হারিয়ে ফেলছে।

আজকে তাদের নিগৃহীত হতে হচ্ছে। তাদের এই কমিটির সেক্রেটারী জেনারেলকে পর্য্যন্ত আজকে বিবৃতি দিতে হচ্ছে। সেন্ট্রাল ডি. এ. সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া ডেকে দেওয়ার জন্য আজকে কর্মচারী নেতাকে বলতে হচ্ছে। তামরা চাইছি, ২য় পে কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন কর্মচারীদের হাউস রেন্ট এলাউন্স, মেডিকেল এলাউন্স এবং ওয়াশিং এলাউন্স ব্যাপারে, সরকার কিন্তু সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। ফলে আজকে এই অবস্থা চলছে। সরকার তো গরীব মানুষের হাজার হাজার টাকা খরচ করে পত্রিকার মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এই প্রচারের জন্য ১৮ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা :—ঠিক আছে, আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। এই বদলী নীতি শুধুমাত্র

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। এই বদলী নীতি প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে সরকারকে। যে সব বিরোধী মতাবলম্বী লোক আছে সরকার তাদের সিনিয়রিটি লঙ্ঘন করে দুর্গম অঞ্চলে বদলী করে দিয়েছেন। এইসব কর্মচারীরা যাতে যেতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা করেছেন। আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়, নির্দ্দিষ্ট কোন নীতি তাঁরা ঘোষণা করতে পারছেন না। এই জন্যই আজকে তাঁরা জন সমর্থন হারিয়ে বসে আছেন। ৩ টি বে-সরকারী স্কুল অধিগ্রহণের প্রস্তাব এই হাউসে দেওয়া হয়েছে। সরকারী স্কুলগুলি আজকে কিভাবে চলছে তা দেখুন, আর সেই সাথে দেখুন কিভাবে রমেশ স্কুলের মত বে-সরকারী স্কুলগুলি চলছে। শুধু মাত্র কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তাব হাউসের মধ্যে আনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা সরকারের এই সকল জনবিরোধী নীতি মানতে পারি না। অবশ্য সরকারও জানেন, তাঁরা জন সমর্থন হারিয়ে চলছে। ফলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা জন্যই এই প্রচেষ্টা।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীজহর সাহা :—স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করে নিচ্ছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই সরকার দিন মজুর, শ্রমিকদের কথা বলে না।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীজহর সাহা :—তাহলেও, আমাকে এক মিনিট সময় দিন স্যার। আমি শেষ করে ফেলছি। এই মানুষের উন্নতির জন্য আপনারা কি করেছেন ? পশ্চিম বাংলায় কৃষকদের এবং দিন মজুরদের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা কেন করছেন না ? আপনারা দিন মজুরদের ভাওতা দিচ্ছেন।

মি; ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীজহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাকে কিছু সময় দিন। অন্তত এক মিনিট সময় দিন আমার বক্তব্য শেষ করার জন্য।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবে না। আপনি বসুন। আপনি হাউসের প্রটোকল মানছেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে যে অনাস্থা প্রস্তাব রাখা হয়েছে সে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বিধান সভায় আজকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে এটা ভাবতে ব্যথা লাগে। ব্যথা লাগে এই কারণে, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি আজ কোথায় গিয়ে পৌছেছে তা দেখে। ত্রিপুরা ছিল শান্ত সমাহিত। পাহাড় বেষ্টিত এই ত্রিপুরার শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র ঝরনার জল পাহাড়ের মাঝখানে দিয়ে কল কল ধ্বনিতে নিম্নে সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। যে জল পাহাড়ী বাঙ্গালী অবগাহন করিত দিনে শেষে। আজ সেই জল ভায়ের রক্তে রঞ্জিত। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় এই জল লাল হয়েছে। এর পরেও আমরা এই বিধান সভায় এসেছি। ত্রিপুরার দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য আমাদের ব্যথা থাকতে পারে। কিন্তু এখানে সেটা আছে কিনা আমার জানা নেই। এইখানে মানুষের বাঁচার প্রশ্ন, নিরাপত্তার

প্রশ্ন কোথায়? পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। কিন্তু সত্যি কি পুলিশ অক্ষম? তাদের বাহুতে কি শক্তি নেই? এ কথা কি আমরা কোন দিন বিচার করেছি? আমরা কি বিচার করে দেখেছি, ওদের শক্তিকে কিভাবে পদে পদে পদদলিত করে রাখা হচ্ছে? যার জন্য আজকে আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে, "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"। তার জন্য আজকে আমরা দেখি, রাস্তায় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে স্কুলের ক্লাস থেকে ছাত্রকে টেনে এনে খুন করা হচ্ছে, সিনেমা হলের সামনে খুন হচ্ছে, সিনেমা হলের ভেতরে খুন হচ্ছে। কিন্তু দর্শক নির্বাক। শিক্ষিত মানুষ নির্বাক। নির্বাক পুলিশ। আজকে আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার এ কী হাল? শিক্ষিত মানুষ সাক্ষী দিতে আসেন না। এটাই কি আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সভ্যতা?

কিন্তু ভারতবর্ষে তো এমন ছিল না? শিক্ষায় দীক্ষায় নিজেদের জীবন যাত্রার মান তো নির্ভর করেই চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সেই ভারতবর্ষের কেন আজ এই অবস্থা হলো? এই প্রশ্ন কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি না? শুধু তাই নয় হাজার হাজার জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না, যেখানে গৌতম দত্ত মারা গেলেন বিচার হয় নি, পরিমল সাহা মারা গেলেন, খুনী ধরা হয় নি। যেখানে গাঁও প্রধান নৃপেন পাল মারা গেলেন, সেই সমস্ত খুনীদের ধরা হচ্ছে না, তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা আছে। এই হচ্ছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের নিরাপত্তা? এই যে দিনে দুপুরে ডাকাতি হচ্ছে তার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার কি করছে। একবার কি আপনারা ভেবে দেখেছেন? একবার ভাববার চেষ্টা করুন, কারণ ২১ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সবারই মনে একটা ভীত ভাব কি জানি কি হয়ে যাবে, এই যে অবস্থা এই অবস্থা থেকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই তাদের মুক্তি দিতে পারেন। তাহলে ২১ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছিলেন শিল্পের প্রসার হবে, কারণ বিভিন্ন স্কীম করা হয়েছে, কারন ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রের অনুদানের উপর নির্ভরশীল, এই অনুদানকে নির্ভর করেই ত্রিপুরা রাজ্যকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে, তাই তো এ সব কথা বলতেই হবে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখছি? হাঁা দেখছি কিছু মহিলা আদিবাসীকে পাছরা বানাবার জন্য কিছু টাকা দিচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখছি শহরের উপকণ্ঠে হাট-বাজারে বিদেশী মাল বিক্রি করা হচ্ছে। যেখানে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে সে রাজ্যে কিভাবে প্রকাশ্য দিবালোকের বিদেশী মাল বিক্রি হয় এটা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। তাহলে কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক কি বলবেন যে, সত্যিই উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি চান? পরোক্ষভাবে ত্রিপুরার উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করছেন এটা কি মনে করবো না? শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, আপনাদের সহোদর রাজ্যে সেই পশ্চিমবঙ্গে মরিচঝাপিতে যে সমস্ত শরনার্থীদের পাঠানো হয়েছিল তাদের জল পর্য্যন্ত খাওয়ার জন্য দেওয়া হলো না, সাংবাদিকদের প্রবেশ পর্য্যন্ত করতে দেওয়া হলো না। কারণ, তাহলে তো সমস্ত খবর প্রকাশ হয়ে যাবে? কিন্তু যখন দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল, যখন আপনারা অপজিশানে ছিলেন তখন তো খুব চীৎকার করেছিলেন সেই চীৎকারের কথা তো আজকে আপনাদের মনে নেই? কেন মনে নেই? এখানে আমার একটা কবিতা মনে পড়ছে বিচারের

বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজকে আপনারা দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। এই কি আপনাদের শিক্ষা ? এটাই কি আপনাদের গণতন্ত্র ? ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক লাইসেন্স বন্দুক ছিল তার মধ্যে কতটা জমা পড়েছে, কতটা পড়েনি তার তথ্য কি এই হাউসে দিয়েছেন ? যদি দিয়ে থাকেন তাহলে যারা দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে সব বন্দুক ধরা পড়েছে সেগুলি কি করছেন ? সেই তথ্য কি হাউসে দিয়েছেন ? আমরা আদিবাসী বাঙ্গালী সকলে একই রাজ্যে, একই বাজারে চলাফেরা করি তা সত্বেও পরস্পরের মধ্যে একটা বিবাদের সৃষ্টি করেছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আপনারা সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—স্যার, আর এক মিনিট। এই যে মানসিকতা আমাদের মধ্যে একটা বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে সেটা দূর করার জন্য আমরা পরস্পরকে দোষারুপ করছি। ওরা বলছেন, প্রতিক্রিয়াশীল প্রবাগাগুাশীল এই সমস্ত বললেই কি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে. এটা তো আমার জানা নেই। এই বলে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ ১২০ মিনিটের মধ্যে আপনারা ১৩৫ মিনিট সময় নিয়েছেন। সুতরাং ঠিক সময়ের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে অনুরোধ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার।

শ্রী বিমল সিনহা (মিঃ ডেপুটি স্পীকার) - অনারাবল স্পীকার, আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। দীর্ঘ ১৮৪ জন রাজা এই ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করে গেছেন, তারপর দীর্ঘ ৩৫ বছর একটানা কংগ্রেস দল ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করে গেছেন। এই দীর্ঘ বছর ধরে রাজা এবং কংগ্রেসের শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অর্থনীতিকে চুরমার করে দিয়েছেন। বিকাশ তো দূরের কথা, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ উপজাতি জনগণ পুনর্বাসন তো দূরের কথা, বরং উদ্বাস্তু করে দিয়েছেন। সমস্ত রকম জীবিকা থেকে তাদের বিরত রেখেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদের অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা কংগ্রেস আমলে এবং রাজার আমলে সৃষ্টি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের সংগ্রামী মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সাল থেকে। সেই ১৯৭৮ ইংরাজীতে যখন বামফ্রন্ট সরকার গঠন হয়. তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আশা আকাংখা, সেই আশা আকাংখাকে বাস্তবে রুপায়নের জন্য মানুষ বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে গদীতে বসিয়েছে। ৩০ বৎসর কংগ্রেস শাসন করেছে। তারা কার স্বার্থে কাজ করেছে, তা মানুষ বুঝতে পেরেছে। তারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে, জমিদার, জোতদারদের স্বার্থে কাজ করেছে। তারা ৩০ বৎসরে মানুষকে কিভাবে নির্যাতিত করেছে, শোষিত করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। জনগণই তার রায় ভোটের বাক্সে দিয়ে দিয়েছে। ঐ সমস্ত শোষিত নির্যাতিত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে। ত্রিপুরার দিনমজুর, ভূমিহীন কৃষক, কর্মচারী সব একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে গদীতে বসিয়েছে। ত্রিপুরাতে যখন বামফ্রন্ট এল, তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনে আশার জাগরন দেখা গেল। গণতন্ত্রকে কুক্ষিগত করে কিছু কিছু আমলা টুকরা টুকরা করে দেওয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছিল।

ত্রিপুরার ২১ লক্ষ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তারপরে পৌরসভার নির্বাচন হল। বিধানসভার নির্বাচনে যেমন কংগ্রেসের বাতি দেবার মত কেউ ছিলনা, পৌরসভার নির্বাচনেও তাই হল। ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী জনগণ গণতন্ত্রের ঝণ্ডাকে উর্দ্ধে তুলে, তারা সমাজবিরোধী শত্রুদেরকে, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদেরকে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দূর করে দিয়ে গনতন্ত্রের বাতাবরন ফিরিয়ে আনবার জন্য বামফ্রন্টকে ভোট দিল এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিল। তারপর হল পঞ্চায়েতে নির্বাচন সেখানেও দেখা গেল ৬৭৯ টা গাঁওসভার মধ্যে ৪৮০টা গাঁওসভা বামফ্রন্টের দখলে গেল। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর ভূমিহীন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করল। গনতন্ত্র আসল ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরাতে শুরু হল "ফুড-ফর-ওয়ার্কের" কাজ। ত্রিপুরার গরীব মানুষ এক হয়ে গ্রামে গঞ্জে দেখা গেল কি কর্মকল্লোল। গ্রামে গঞ্জে কাজ শুরু হল, কাজের মধ্যে দেখা গেল শত শত মানুষের জনজোয়ার, এই জনজোয়ার সমস্ত ত্রিপুরাকে নতুন করে দিল। যা ত্রিপুরার মানুষ আগে আর কখনও দেখেনি। নতুন করে আবার ত্রিপুরা গড়া শুরু হল। ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের কর্মকল্লোল দেখা গেল। তাতে ত্রিপুরার কি পরিবর্তন হল তা বামফ্রন্টের ৫ বৎসরের কাজ দেখলেই বুঝা যায়। যারা পরের পিঠে করে চলত তাদের এগুলি সহ্য হলনা। গ্রামাঞ্চলে একটি গল্প আছে। একবার ঝড়ের সময় নাকি একটা বানর একটি গাছে উঠে জড় সড় হয়ে বসল বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য। তখন বাবুই পাখীরা বাসা থেকে বলল, "তুমি এত বৃষ্টির মধ্যে ভিজছ। তোমার কি সুন্দর হাত রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলেই অনেক ঘরবাড়ী তৈরী করতে পার। তাহলে তোমার এত কষ্ট হত না।". তখন বানরটা বলল, বৃষ্টিটা শেষ হোক তারপর দেখিয়ে দেব কিভাবে ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারা যায়। বৃষ্টি যখন শেষ হল তখন একটা একটা করে বাবুই পাখীর বাসা ভাঙতে শুরু করল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কর্মকল্লোল চলেছে, যে জনজোয়ার দেখা যাচ্ছে তা দেখে তাদের গায়ে জ্বালা উঠেছে। ত্রিপুরা যখন নতুন করে তার কাজ শুরু করল, নতুন ত্রিপুরা গঠন হতে শুরু করল তখন তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিল। এই ইলেকশানে তারা ভয়ভীতি দেখিয়ে, দুর্নীতির মাধ্যমে, রিগিং এর মাধ্যমে তারা কিছু সিট পেল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বেওনেট দেখিয়ে, সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরন করে তারা কয়েকটা সিট পেয়ে তারা শুরু করল বাবুই বাসা ভাঙ্গার পালা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন রাস্তা তৈরী করেছে। তারা "রাস্তা রোখো" আন্দোলনের নাম করে রাস্তাগুলি ভাঙ্গছে। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের বিরুদ্ধে লাগল। অনেক টাকা খরচ করে ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থা ভাল করার জন্য অনেক টি. আর. টি. সি. বাস তৈরী করা হয়েছিল। তারা এইগুলি ভাঙ্গচুর করল। এইটা ত আর নতুন কথা নয়। চিলীর কথা আমরা জানি। সামরিক সরকার গঠন করে এখানে ধনতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেছিল স্পেনের ফ্রাংকো রি-পাব্লিকান সরকারকে পতন করার জন্য আন্দোলন করে। গনতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে দিয়ে তারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল। মুসলিনী ঠিক সেইরূপ গনতান্ত্রিক সরকারকে পতন করার জন্য ধনতান্ত্রিক সরকার কায়েম করল। আজকে আমাদের এখানেও এই চলেছে। গনতন্ত্রপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার, তাকে হটিয়ে দিয়ে তারা আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে

ব্যবস্থার এবংচেটিয়াপুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করা হয়, বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, সেই সরকারকে কায়েম করার জন্য তারা প্রচেষ্টা, চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের একটি মতের সংগে আমি একমত। গনতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের কথা বলেছেন। এখানে ৬০ জন সদস্য আছেন। ঐ খিওগছড়াতে দশরথ দেবের উপর ফায়ারিং না করা হত, গ্রেনেট ব্যবহার করা হত ঐ অধিকারকে পদদলিত না করে যদি সুষ্টুভাবে নির্ব্বাচন হত তাহলে বামফ্রন্ট প্রায় সবগুলিই সিটই দখল করতে পারত। আজকে চারিদিকে খুন-খারাপি হচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে, চারিদিকে কর্মের জোয়ার চলেছে, কাজকর্মের সৃষ্টি হচ্ছে, এই অবস্থায় আজকে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। আজকে কেউ যদি বলে দেশে আইন শৃঙ্খলা আছে তাহলে তার সাথে আমি একমত নই। এই যে সন্ত্রাস সেটা ত একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। একটা গাছ রোপন করা হয়েছে, সেই গাছটা এখন দিন দিন বাড়ছে। সেই গাছটা কে রোপন করেছেন। এই যে এখানে নগেনবাবু, অশোকবাবু বিরোধী দলের বেঞ্চে বসে আছেন তারা একই বৃক্ষের ফল। একটা পূর্ব দিকে একটা পশ্চিম দিকে। তারা দুই দল একই স্বার্থ নিয়ে বসেছেন। যেদিন থেকে বামফ্রন্ট সরকার গদীতে বসল সেদিন থেকে জনবিরোধী কাজ কর্ম শুরু করল ২১ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে। আজকে তারা হাউসের মধ্যে বসে আছেন। এইটা আমি বলতে চাই, সেদিন ছিল ১৯৭৮ ইংরাজীর এপ্রিল মাস। বিজয় রাংখল, শ্যামাচরন ত্রিপুরা, নগেন বাবু কাশীমা মিশনারী স্কুলে টি এন, ভি, গঠন করেন। কি উদ্দেশ্যে? আজকে তারা বলেছেন বিজয় রাংখল আমাদের দলের না। আমরা সেই দলের না। আজকে ঐখানে শ্যামাচরণ বাবু ছিলেন, নগেন বাবু ছিলেন, ওঁরা সেখানে ষড়যন্ত্র করেন কিভাবে ২১ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা যায়। এইটাই শেষ নয়। এর কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। শ্রীমতি গান্ধী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একটি বাহিনী তৈরী করলেন এস, এস, বি,। কম্বলের পোষাক জলপাই রং-এর সঙ্গে রাইফেল। তারিখটা হচ্ছে ২৮।৭।৭৮ কমলাছড়াতে সেই সেন্টার করলেন। তাদেরকে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য যেহেতু সেন্টার খুললেন বিজয় রাংখল সেখানে এসে টি,এন, ভি. গঠন করেন। আনকোড়া হাত, রাইফেল চালাতে জানেনা। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, ২১ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তার জন্য ইন্দিরার নেতৃত্বে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পাঠালেন এস, এস, বি, বাহিনীকে কম্বল রংএর পোষাক পরা মানুষগুলিকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ১৯৭৮ ইংরাজীতে ৫০ রাউণ্ড করে গুলি পাঠালেন।

২৮-৭-৭৮ টি. এন. ভি, গ্রুপ ট্রেনিং-এর জন্য যায়। প্রথমে তারা এস, এস, বি ট্রেনিং নেয় পরে এরা ছেলেগুলিকে ব্রাউ কুমার রিয়াং বুমকাইয়া রিয়াং দামছড়ায় নিয়ে এম এন, এফ,-এর নেতাদের সাথে আলাপ করিয়ে অস্ত্রের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করিয়ে নেয়। ১৯৭৮ সালের ১১-১২ ই অক্টোবর নর্থ ইষ্টার্ন ফোরামের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দল গুলির এক কনফারেন্স হল কোহিমাতে। সেখান থেকে এসে ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালী বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নিল। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কোহিমার এই নর্থ ইষ্টার্ণ ফোরামের কনফারেন্সের নেতৃত্বে ছিলেন বুদ্ধ দেববর্মা, বিজয় কুমার রাংখল, শ্যামা চরণ ত্রিপুরা, রতি মোহন জমাতিয়া, জয়ন্ত কুমার রিয়াং প্রভৃতি। তারপরে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কাজে এই উপ-জাতি যুব সমিতির নেতারা নেমে পড়লেন। এখানেই তাঁদের শেষ হল না। ২৭-২৯ শে মার্চ শিলিগুড়িতে সম্মেলন হল। সে সম্মেলনে এক

ভয়াবহ সম্মেলন। সেখনে আসমের আমুদেরকে বলা হল আসামে গিয়ে বিদেশীর নামে বাঙালী বিতাড়ন করতে বলা হল আর ত্রিপুরায় উপ-জাতি যুব সমিতিকে বলা হল, এখানেও বাঙালী বিতাডনের কাজ চালাতে। সে সম্মেলনে ত্রিপুরা থেকে ছিলেন বুদ্ধ দেববর্মা, জয়ন্ত রিয়াং বিজয় রাংখল প্রভৃতি। সে কারণে তারা জুন মাসে বাজার বয়কট আরম্ভ করল।

(গণ্ডগোল)

১৯৭৮ সালের ৮,৯, ও ১০ ই ডিসেম্বর ধুমাছড়ায় নর্থ ত্রিপুরার কুমারঘাটে আরেকটা সম্মেলন হল। সেখানে স্বাধীন ত্রিপুরা সরকার গঠন করা হল। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা তার একজন মন্ত্রী হলেন। বিজয় রংখল তার বিদেশ মন্ত্রী হলেন। এম, এন, এফ-এর একজন ক্যাপটেইন সম্মেলনে বক্তব্য রাখলেন। সেটাকে ককবরক ভাষায় অনুবাদ করলেন বিজয় রাংখল আর বাংলায় অনুবাদ করলেন শ্যামা চরণ বাবু। সে সম্মেলন হয়েছিল মংহুয়া রিয়াং-এর বাড়ীতে। বিজয় রাংখলের সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহলে সেটা আপনারা কি করে বলেন। আপনাদেরকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তারপরে ১০-১২ ই এপ্রিল ১৯৮০ বাখিহালাম সম্মেলন হল। সেখানে হাতী সাজিয়ে ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে প্যারালাল সরকারের সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে তখন কিছু লিফলেট ছাডা হয়েছিল। সেখানে সুদূর পেণ্টাগণ থেকে একজন নেতার আসার কথা ছিল। সেখানে মহারাণী বিভু দেবী গেলেন এবং বক্তব্য রাখলেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখা যায়না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এখানে কনফারেন্সের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীবিমল সিনহা :—সে সম্মেলনে সহদেব কর্তাও উপস্থিত ছিলেন। যিনি কিছুদিন আগ পর্য্যন্তও কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সভ্য ছিলেন। যে সদস্যের সুদূর আমেরিকার পেণ্টাগণ থেকে আসার কথা ছিল তিনি অসুবিধা থাকা বশতঃ আসতে পারেন নি। সেখান থেকে ঘোষণা করা হল যে ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের পরে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে তারা যদি ত্রিপুরা রাজ্য না ছাডে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদেরকে তাডানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ত মনে করি মান্দাইর দাঙ্গা তারই জন্য হয়েছে। সে দাঙ্গার আগ থেকে তারা আরম্ভ করল বাজার বয়কট। সে বাজার বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় দাঙ্গা করে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ম্লান করে দিলেন। তাতেও তাদের শেষ হয়নি, তারপরে ২৫-১৩-৮০ তে আরম্ভ করলেন হাংগার ষ্ট্রাইক আন্দোলন। তাতে বললেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। দিনেশ সিং আসল তাতেও বললেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। সে কথা ত্রিপুরার মানুষ কোন দিন ভুলবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা আশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলেছেন। কিন্তু কংগ্রেস (ই) যদি ডেগার নিয়ে চলে তবে আমাদের কিছু করার নাই। কংগ্রেস (ই) র একজন পুলিং এজেণ্টকে কংগীরা ধরে নিয়ে হত্যা করল দোষটা রাম ফ্রন্টের উপর চাপিয়ে। তাদের এই হচ্ছে চরিত্র।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এরা কমঃ শচীন্দ্র দেববর্ম্মাকে নৃসংশভাবে খুন করেছে। আর বিধায়ক পরিমল সাহার খুন সম্পর্কে এই বিধান সভায় অনেক কথাই বলেছেন। আমরাও দুঃখীত যে, একজন বিধায়ককে আমাদের হারাতে হয়েছে। এবং তার খুনীদের ধরা হোক এটাও আমারা চাই। কিন্তু পরিমল সাহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই বিধানসভার একজন নিরিহ ড্রাইভার মানিক দেবনাথকে নৃসংশভাবে হত্যা করল। কিন্তু কই তার মৃত্যুর তদন্ত করা হোক বা তার খুনীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক এরূপ কোন দাবী বা কথা তো আমরা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের মুখে শুনিনি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি এই কংগ্রেস (আই) কে ত্রিপুরার মানুষ চিনে ফেলেছেন। এরা যে খুনের রাজনীতি চালাতে চায় এটা ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পেরেছেন। তাই আমরা দেখেছি এবারের পৌরসভার নির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসকে একেবারে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

আরেকটি বিষয় হলো, মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিগত জুনের দাঙ্গার প্রকৃত অপরাধীকে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় হোম মিনিষ্ট্রির একটি চিঠি দেখলেই আমরা পরিস্কারভাবে তা বুঝতে পারব। এটি লিখা হয়েছে—২০. ৯. ৮০ তারিখে। ·

The Report received in this Ministry is re-produced below for information of the State Government.

"The T. U. J. S. is planning first disturbance in the State. It has the Tribal people to assemble at Sakhan and Jampai Hall areas for this purpose. According to Reports Chuni Kalai, an extremist leader who is the responsble for a series of killings ann arsons in the State is now trying to accross over to Bangladesh, with his followeres and re-groupe there. Shri Harinath Debbarma, MLA of T. U. J. S. had alrea crossed into Bangadesh and joined the rebel Mizos there. They are now planning to create disturbance in Tripura and accross the Boarder.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চিঠিতে আমরা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারছি কারা এই দাঙ্গার সময়ে যুক্ত ছিল। অথচ আমরা দেখেছি যে, শ্রীমতি গান্ধী এই টি. ইউ. জে. এস এর সঙ্গে খাতির করে চলছেন। সুতরাং আমরা দেখছি যে, বামফ্রণ্ট সরকার যেখানে চেষ্টা করছেন এই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য, নানা প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করছেন তখনই এই বিরোধী দলের সদস্যরা চেষ্টা করছে ত্রিপুরাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবার জন্যে। এইরূপ সর্বনাশ যারা করতে চায় মানুষ তাদের চিনে ফেলেছেন। তাই তাদের অস্তিত্ব এই ত্রিপুরাতে আর নেই। কাজেই, আমি এই অনাস্থা প্রস্তাব কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে অনাস্থা প্রস্তাব এখানে এনেছেন সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে, মাননীয় শ্রী ত্রিপুরা উনার বক্তব্য যে অভিযোগ এনেছেন তা মোটেই স্পষ্ট নয়

১৯৭৮ সাল থেকে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণ করেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা কংগ্রেসী আমলের দুর্নীতিগ্রস্থ অপশাসনে ত্রিপুরার ভগ্ন অর্থনৈতিক অবস্থাকে কিছুটা ভারসাম্য অবস্থায় নিয়ে এসেছেন ঠিক এমনি সময়ে কংগ্রেস (আই)-এর রাজ্য নেতৃবৃন্দ এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেলেংকারী কথা বলে এই সরকারকে পর্যুদস্ত করতে চাইছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি এই কংগ্রেস (আই) এর নীতিই হচ্ছে বিভিন্ন কেলেংকারী সৃষ্টি করা। তার ফলেই এরা আজকে ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরার জণগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় সারা ভারতবর্ষের জণগন থেকেও এই কংগ্রেস আই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজকে আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কংগ্রেস (আঃ) কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজ্য নেতৃবৃন্দ ঘোর বিপাকে পড়েছেন। আর এই কেলেংকারীর কথা আমরা শুনেছি সেই মহারাষ্ট্রে আনতুলেকে নিয়ে ঘটেছে, ঘটেছে উড়িষ্যায়, ঘটেছে হিমাচল প্রদেশ। সেখানকার সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রামলাল চুরির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় তার মন্ত্রী সভার পতন ঘটেছে। আর সেই রামলালের প্রমোশন দিয়েছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাকে অন্ধ্রপ্রদেশর রাজ্যপাল করে। সুতরাং দুর্নীতি কারা সেটা সহজেই বুঝা যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আরেকজন হলেন সেই কংগ্রেস (আই) এর নেতা তিনি হলেন রাজীব গান্ধী। তিনি জন সংসদ সদস্য মাত্র। অথচ তাকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যে নানা ধরনের হৈ হৈ রৈ রৈ, নানা ধরণের জল্পনা কল্পনা। স্যার, নিজের বংশের একজনকে তো ক্ষমতায় বসাতে হবে তাই ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সমর্থকরা রাজীব গান্ধীকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। আর মহারাষ্ট্রে আমরা দেখেছি, সেই আনতুলে 'ইন্দিরা প্রতিভা ট্রাষ্ট' গঠন করে তাতে বে-আইনিভাবে জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করেছে। আর এই কংগ্রেস ভবনের যে ইতিহাস আমরা দেখেছি, তারা নিজের দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন, আর নিজেরা দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছেন। আর এই টি. ইউ, জে, এস, এর চরিত্র আমরা দেখেছি তাদের এই বাজেট আলোচনার সময়ে। তাদের একটি অংশ বের হয়ে গিয়ে "ত্রিপুরা হিল পিপলস্ পার্টি" গঠন করে পরে একটি পুস্তিকা বের করে তাতে উল্লেখ করে যে, টি, ইউ, জে, এস,এর নেতা শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া নাকি ৩৮ হাজার টাকা পকেটে পুরেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অর্ডার, আমি মাননীয় সদস্যর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি। তিনি যা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই ত্রিপুরার ৫০ পারসেণ্টে এর ও বেশী লোক এই বামফ্রন্টকে পুনরায় ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এই এরা আজকে শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় শহরেও তাদের মুখ দেখাতে পারছেন না। এরা আজকে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজ তাদের চিনে ফেলেছে। তাই নিজেদের দোষ ঢাকাবার জন্য এরা চোর চোর বলে চিৎকার করে এই বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করবার চেষ্টায় আছে। তাই তো তারা এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই

অনাস্থা প্রস্তাবকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এই বামফ্রন্ট সরকারের উপর যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাব এর বিরোধীতা করছি। কারণ এই প্রস্তাব জনগণের স্বার্থে আনা হয়নি, এটা জনগণের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। এবং এই অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, যারা এই প্রস্তাব এনেছেন তারা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত হয়েই এটা এনেছেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই অনাস্থা প্রস্তাব আনার দুটি আসপেকটস্ আছে। প্রথমতঃ সরকার এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকারটাকে বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট থাকা দরকার। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে বাতিল করার ক্ষমতা তাদের নেই। দ্বিতীয়তঃ যদি গভর্ণমেণ্টকে বাতিল করতে হয় তাহলে বাজেট সেসান চলছে এবং সেই বাজেট সেসনে অর্থবিল আছে, তাদের যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার থাকে তাহলে সেই ফিনানস বিলকে আউট করে গভর্ণমেণ্টকে বাতিল করা যায়। কাজেই বাজেট সেসানে কোন বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাব আনেন না। স্থান কাল পাত্র ভুল হয়েছে। তৃতীয়তঃ সরকার জনস্বার্থে বার বার আঘাত দিচ্ছে, অথচ সরকারকে সেগুলি বলার জন্য কোন সুযোগ নেই এমন যদি হতো তাহলে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রয়োজন দেখা দিত। কিন্তু বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন। কাজেই এই বাজেট সেসনে নো কনফিডেন্স মোশন আনার কোন যুক্তি নেই। কাজেই এই অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কোন মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না বরং তাদের বিরুদ্ধেই এটা আনা হয়েছে। তাই অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের প্রাপ্য শুধু জনগণের বিদ্বেষ এবং ঘৃণা।

দুর্নীতির কথা তাঁরা বলছেন। সেটা তো স্যার, কংগ্রেসের একচেটিয়া ব্যাপার। এই দুর্নীতির কুৎসিত গৃহে প্রবেশ করার অধিকার আমরা চাই না। তবে তার মধ্যে প্রবেশের প্রবেশপত্র টি, ইউ, জে, এস,-এর কেউ কেউ সংগ্রহ করে ফেলেছেন। পশ্চিমবংগ এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অনেক আশা, চাহিদা আছে জনগণের যে চাহিদা সেটা পশ্চিমবংগই বলুন আর ত্রিপুরাই বলুন, সেটা আমরা সম্পূর্ণ মটাতে পারব না। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে যা আমরা করেছি তার জন্য সার্টিফিকেট আমরা অনেক পেয়েছি। সংবাদ পত্রের কথা বলেছেন। পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী বা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ অশোকবাবুরা আনতে পারেন। তাদের আমাদের করবার কিছু নেই। ক্যাডার পোষন তাঁরা বলেছেন। তবে অশোকবাবুদের ভাষায় আমরা ক্যাডার পোষা বলব না। ৪০ এর দশক থেকে কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে অশোকবাবু বলেছেন সেই রাশিয়ার ব্যাপার, সেই সুভাষের ব্যাপার।' এইগুলি কম্যুনিষ্টদের কুৎসা। কিন্তু তবুও সমাজ বাদের অস্তিত্ব গোটা পৃথিবী স্বীকার করে। কাজেই এই অ্যানটি কম্যুনিস্ট কথা বলার কোন মানে নেই। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেছেন সাইবেরিয়ায় যান। সেখানে নির্ব্বাসন হয়।

আমি যদি কোথায়ও স্কুল করি, আর যদি সেই দুর্গম অঞ্চলে স্কুল মাষ্টার পাঠালেই কি শ্যামাচরণ বাবুরা বলবেন নির্ব্বাসন? অশোকবাবু বলেছেন তিনি রাশিয়া গিয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও গিয়েছেন। তিনি তাঁর চিঠিপত্রতে কি লিখেছেন সেটা দেখতে পারেন। যার যেমন চোখ সে তেমনি দেখে।

বৈদ্য সম্মেলনে বিজয় রাংখল শ্যামাচরণের মুখে যে পিল দিয়েছে সেটা শ্যামাচরণ বাবুর গিলতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, ১৯৪৯ সালকে ভিত্তি হিসাব ধরে বিদেশী চিহ্নিত করার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু বিজয়বাবু আমাকে দিয়ে সেটা বলিয়েছেন। যাই হোক বিলম্বে হলেও এই স্বীকৃতিটা আমাদের সাহায্য করবে। তবে সেটা মুখেই স্বীকৃতি, না অন্তরেরও সেটা তিনিই জানেন। টি. ইউ. জে. এস. একটা সংগঠন। তাতে বিজয় রাংখল যা খুশী তাই চালিয়ে যাবে, সেই বিজয় রাংখলের পিল এখনও হজম হচ্ছে না। ইহা কতটুকু বিশ্বাস-যোগ্য হতে পারে? কাজেই তাঁরা যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপকার করবেন সেটা নন্—ট্রাইবেল বা কেউই বিশ্বাস করবে না।

দাঙ্গার কথা বলেছেন। দাঙ্গা আবার কি? সেটা তো শ্যামাচরণ বাবুর কথা দিয়ে হবে না অশোক বাবুর কথা দিয়েও হবে না। দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ত্রিপুরার জনসাধারণ। দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়েছে। সেই স্বশাসিত জেলা পরিষদে ত্রিপুরার জনগণ আমাদের দলকেই নির্বাচিত করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কাজেই যাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার অভিযোগ তাদেরই আবার স্বশাসিত জেলা পরিষদে মানুষ ক্ষমতায় বসিয়েছে। এটা থেকেই প্রমাণ হয় কারা দাঙ্গার জন্য দায়ী।

এরপর গত বিধানসভার নির্বাচনে আপনারা কি এই প্রশ্ন তোলেন নাই যে মার্কস-বাদীরা ত্রিপুরাতে দাঙ্গা করেছে, কাজেই তাদেরকে একটি আসনও দেবেন না। এ কথাও অশোক বাবু ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে সর্বত্র বলে বেড়িয়েছেন। এসব কথা বলার পরও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে, তার মানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আমাদের উপর আস্থা আছে। কাজেই এই সরকার চলবে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে, বিরোধী দলের এটা বুঝার দরকার আছে। এই বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরাতে প্রথম গঠিত হল, তখন থেকে এই সরকারকে বলা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের বন্ধু, এই সরকার জনগণের জন্য সমস্ত কাজ করে চলেছে। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই রাজ্যে কাউকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয় নি, যেটা নাকি কংগ্রেস আমলে করা হয়েছিল। কংগ্রেসের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের কি পাহাড়ে কি সমতলে অনাহারে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে একটি মৃত্যুর মিছিলও হয় নি। এমন কি আজকে পাহাড়ে যান দেখবেন কোন ভিখারী ভিক্ষার জন্য এদিক সেদিক ঘুরছেন না, আর আগরতলা শহরে তো একেবারে দেখতে পাওয়া যায় না। আজকে গ্রামে যান, সেখানেও দেখবেন যে কোন ভিক্ষারী নাই। কাজেই জনগণই আমাদের সরকারে পাঠিয়েছেন, এবং জনগণ চাই যে আমরা সরকারী থাকি, এটা বিরোধী দল অস্বীকার করলে কি হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ স্বীকার করে। এই সরকারের আমলে মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার,

সেই অধিকার ভোগ করার গ্যারান্টি আছে যা অন্য কোন আমলে এমন কি কংগ্রেসের আমলেও তারা পায় নি। আর রাস্তা ঘাটের কথা যদি বলেন তো, বলব যে আজকে পাহাড়ে জঙ্গলেও জীপ গাড়ী যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে, এটার দরকার। বামফ্রন্টের আমলে অনেক রাস্তা হয়েছে, আগে যা ছিল না এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। বামফ্রন্ট জনগণের বন্ধু হিসাবে কাজ করছে বলেই বার বার তারা বামফ্রন্টকে আস্থাসূচক ভোট দিয়ে এই বিধান সভায় পাঠাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে গত পৌর সভার ভোটের কথা নাই বললাম, কারণ পৌর সভার নির্বাচনে তারা একবারেই আউট হয়ে গেছেন, একটি আসনও তারা পাননি। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে বার বার পদত্যাগ করার জন্য যে কথা বলেছেন, তার কোন কারণ নাই। সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার যতদিন তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় রাখবে ততদিন পদত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং বিরোধী দলের কথা অনুযায়ী, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ লোককে কোন মতেই ডিস্‌প্রিজড্‌ করতে পারি না। তারা আমাদের যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটা আমরা পালন করতে বাধ্য। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী দল থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে তার মধ্যে কিছু রাজনৈতিক নেতা বা দলের উষ্মা প্রকাশ ছাড়া সারবত্তা বলতে কিছু নাই। কাজেই শ্যামাচরণ বাবু যে প্রস্তাব এই সভার সামনে এনেছেন, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে, কেন ওরা নিজেরা আসামীর কাঠ গড়ায় ইচ্ছাকৃত ভাবে দাঁড়াতে চান। আমি মনে করি, এটা ওদের বোকামী হয়েছে। কারণ এতগুলি অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে আসবে, ওরা সম্ভবতঃ এর জন্য তৈরী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ আর একটা জিনিস আমাকে অবাক করেছে যে, এর সঙ্গে দুটো লেজুর দেখা যাচ্ছে। এখন কে লেজুর, আর কে মাথা, সেটা বলা বড় মুস্কিল। আগে দেখা গিয়াছিল টি, ইউ, জে, এস, লেজুর ছিল, আর এখন দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস (ই) লেজুর হয়ে গিয়েছে। এটা আমার কাছে বড় দুর্বোধ্য। তাছাড়া বৃদ্ধ বাবুরা এদের লেজুর হলেন কি করে, তাও দুর্বোধ্য। স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে, যে টি, ইউ, জে, এস, ওয়ালারা নিয়ে এসেছেন কংগ্রেস (ই) কে, ভাল কি খারাপ কাজ করেছেন, সেটা আমি বলতে পারছি না, আগে তো তাদের মধ্যে এমন বীজ ছিল না, এখন ২১১ টা বীজ তারা নিয়ে এসেছেন, যদিও তাদের মতের কোন মিল নাই। এই যে অশোক বাবু, যিনি আমার সামনে বসে আছেন, উনি তো দেখতাম আগাগোড়াই ট্রাইবেলদের কোন কিছুতেই ছিলেন না। অন্ততঃ যখন ৬ষ্ঠ তপশীলের উপর প্রস্তাব এসেছিল, তখনতো দেখেছি উনি পাল্টা। আমরা তো দেখছি যে ইন্দিরা কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য কি করছে, তারা তাদের যে অধিকার, সেই অধিকার সম্পর্কে যে আলোচনা, তার থেকেও অনেক দূরে। কিন্তু এখন দেখছি যে, যিনি আগরতলা শহরের একটি কেন্দ্র থেকে বিধান সভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই সেই কেন্দ্রের লোকেরা তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। আবার

তিনিই দেখছি বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন। এবার আসুন যিনি এই অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন, তিনি তাঁর জন্ম লগ্ন থেকে বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন বাংলা হরফে লেখাপড়া শিখেছেন, আবার এখন বলেছেন যে, না বাংলা ভাষা চলবে না, বাংলা হরফ চলবে না, অর্থাৎ বাঙ্গালীর যা কিছু, সব কিছুরই বিরোধীতা করে আসছেন, তিনি আবার কি করে অশোক বাবুর সংগে একত্রিত হলেন। তারা আজকে তামা ছুয়ে বললেন যে, আমরা একেবারে ইস্পাত, আমরা এসব কিছুই জানি না, ছিন্নতাবাদ কাকে বলে অথবা আসামের আন্দোলন কাকে বলে, আমরা কিছুই জানি না। আমাদের এখানে জোর করে গিলানো হচ্ছে। স্যার, আমি এখন ওদের যে পত্রিকা, "চিনি-কক", তার থেকে পড়ে শুনাচ্ছি। স্যার, আমি চিনিকক পত্রিকা থেকে কিছু অংশ পড়েছি সেই পত্রিকাটিতে গত ২৮।৩।৮০ইং তারিখে লিখেছেন আসামের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর মূল কারণ ত্রিপুরার মতো বিদেশী-দের দ্বারা শাসিত হবার ভয়। এই কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, উদেরই কাগজে উঠেছে এই কথা। ত্রিপুরা বিদেশী দ্বারা শাসিত হচ্ছে আসাম যেন বিদেশী দ্বারা শাসিত ন হয় এই ভয়ে—কাজেই আসাম আন্দোলন সঙ্গত। তারপর শ্রীত্রিপুরা আরও বলেছেন, 'দ্বাদশ সম্মেলনে আমরা আসামের আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমর্থন করছি। স্যার, আমার মনে হয় শ্রীত্রিপুরা এখন এই হাউসে উপস্থিত নেই, নইলে আমার কথার প্রতিবাদ করতেন। (হাস্য ধ্বনি) না, তিনি আমার সামনেই আছেন—তারপর শ্রীত্রিপুরা আরও বলেছেন "আসামের সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংশা না হলে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল অশান্তির আগুনে দগ্ধ হবে"। তাহলে আগুন দেখছি আসাম থেকে এসেছে। স্যার, আমি অবাক হই যখন শুনি যে এখানে আগে শান্তিপূর্ণ ছিল—বিলোনীয়ার এক ভদ্রলোকতো একেবারে নাটক করে ছাড়লেন। ত্রিপুরাতে আগে অশান্তি ছিল না, ঐ পঞ্জাবে কি রকম ছিল আসামে কি রকম ছিল শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে আজকে দেশটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। সমস্ত দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আজকে আসামে (ইন্টারাপশান) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিদেশীর হাত আছে কিনা আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। মন্দিরীমঠ নামে একজন লোক চার্চের লোক আমেরিকার দালাল একটা বই লিখেছেন। বইটার নাম "চার্চ রোড টু পিপল্‌স মুভমেন্ট" তার বইয়ের এর একটা কোটেশান আমি এখানে দিচ্ছি। 'The political movements made the tribes of Tripura receptive of the Gospel.' সেই পলিটিকেল আইডিয়া কারা এনেছেন ত্রিপুরাতে সেটাতেই আছে—এই রাজ্যের মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রভাব ছিল এখন সেখানে আর একটি দল সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম টি. ইউ. জি.এস. চার্চের জন্য গর্ব করে বলা হয়েছে। চার্চের আগে ধারনা ছিল যে চার্চের রাজনীতি করা উচিত নয়, এটা ঠিক নয়। তারা বলেছেন যে, আগে আমরা ভুল করেছি—আমাদের ছেলেরা বিধানসভায় নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে। সেই সব ভদ্রলোকদের নাম সেই বইয়ে ছাপা হয়েছে এবং তাদের জন্য চার্চ গৌরব অনুভব করছে। তা থেকেই বুঝা যায় যে, ত্রিপুরার কারা টি, ইউ, জে, এস, সৃষ্টি করেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের এটাকে যেকোভাবে নেওয়ার জন্য বলছি না, আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে

এই ব্যাপারে বিবেচনা করতে বলছি। আমি আগেও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি যে, কিভাবে চার্চের মাধ্যমে টাকা আসছে। এখানেতো একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, উনার সময় থেকেই স্কুল শুরু হয়েছে—স্যার, আমাদের এখানকার ছেলেরা পড়াতে পারে না সেজন্য বাইরে থেকে ছেলে আনা হয় সেই সব স্কুলে পড়ানোর জন্য। এখানকার ছেলেরাতো বিষ ছড়াবে না। কাজেই বাইরে থেকে ছেলে আনতে হবে যারা তাদের মনে বিষ ঢুকিয়ে দেবে যে, তোমরা বিদেশীর রাজত্বে আছ। এবং সেই জন্য আজকে আমাকে এই কথা বলতে হচ্ছে আজকে উরা বলেছেন যে, না উদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। এই কিছুদিন আগে তাকে দল থেকে বিতারণ করা হল। শ্রীমতী গান্ধীর দলের সঙ্গে গাটছড়া বাধার আগে তিনি বলে দিলেন যে, বিজয় রাংখলকে তোমরা একটু আড়াল করে রাখ নইলে তোমাদের অসুবিধা হবে। সেই বিজয় রাংখলকে পর্দার আড়ালে রেখে তারা ত্রিপুরার সর্বনাশ করেছে। সেই অশুভ শক্তি, সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি ত্রিপুরার ক্ষতি করছে এবং এখনও করছে। স্যার, আমাদের এখানে দুইটা জাতি আছে, সেই দুইটা গোষ্টিকে একত্র রাখতে চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ঐ দুইটা জাতিকে একত্র রাখার চেষ্টা সেই ভদ্রলোকেদের কাছে এটাই আমাদের অপরাধ এবং সেই জন্য ... ...

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, হাউসে মেম্বারদের মাননীয় সদস্য বলে সম্বোধন না করে ভদ্রলোক বলে সম্বোধন করা যায় কি না?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি তো ছোটলোক বলতে পারি না, কাজেই ভদ্রলোক বলতে হচ্ছে স্যার, এই প্রসংগে আমার একটা গল্প মনে পড়েছে আমি সেই গল্পটি বলছি। পশ্চিম বঙ্গের একজন কংগ্রেসী বিধায়ক কোন একজন বিধায়ককে 'তুই' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তখন সেই ভদ্রলোকতো চটে গেলেন তখন সেই কংগ্রেসী ভদ্রলোক জানালেন যে স্যার, আমিতো আমার মাকে আদর করে "তুই" বলি (হাস্যধ্বনি) কাজেই বিধান সভায় কিছুই নিষিদ্ধ নয়। মাননীয় সদস্য নূতন এসেছেন, কাজেই তিনি অনেক কিছুই জানেন না আদর করে অনেক সময় "তুই" বলে সম্বোধন করা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে দুইটা জাতি গোষ্টি একটা হচ্ছে বাংগালী যারা সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী সবচেয়ে অগ্রসর শিক্ষায় সমস্ত দিক দিয়ে শুধু ত্রিপুরায় নয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এরা অগ্রসর, আর একটা হচ্ছে সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতি শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে জাতিতে জাতিতে, জাতিতে উপজাতিতে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ, দুইটা অংশের লোককে একত্রে রাখাটা যে কত কঠিন কাজ এবং সেই কাজে আমরা কতটুকু উত্তীর্ণ হয়েছি এটা উনারা না দেখতে পেলেও সারা ভারতবর্ষ জানে। সারা ভারতবর্ষ জানে যে আমরা কত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দাংগার মোকাবিলা করেছি কত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দাঙ্গা দুর্গতদের পুনর্বাসন দিতে পেরেছি। কত অল্প সময়ের মধ্যে আজকে দুর্গম এলাকায় বাংগালীরা যেতে পারছে, আর বাঙ্গালী এলাকায় পাহাড়ীরা নির্ভয়ে ঘুরাঘুরি করতে পারছে। আজকে ত্রিপুরায় খুন সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা চলছে, তবু এইসব সন্ত্রাসকারীরা মাথা চাড়া দিতে পারছে না, আজকে এটাই আমাদের সাফল্য। মাননীয় ডেপুটী

স্পীকার স্যর, এই যে আমরা ৫ বছর কাজ করলাম, স্যার, প্রত্যেকটা সরকারের তার নিজস্ব কর্মসূচী থাকে এবং সেই কর্মসূচীর ভিত্তিতেই তারা কাজ করেন। আমাদের সরকারেরও ঠিক তেমনি তার নিজস্ব কর্মসূচী রয়েছে। আমরা আমাদের সেই কর্মসূচীতে ৫ বছর কাজ করার পর আমরা ভোটারদের কাছে গেলাম। আমরা ভাল কাজ করেছি, না খারাপ কাজ করেছি সেই বিচার করার জন্য। স্যার, উনারাও গিয়েছিলেন, উকিল উনারাও এনেছিলেন, টাকা এনেছিলেন গুণ্ডা এনেছিলেন, ভোটের জন্য হেন জিনিষ নেই আনেন নি। আমরা গরীবের সরকার, আমরা গরীব মানুষের মতই তাদের কাছে গেলাম তাদের আমাদের কর্মসূচীর কথা বললাম। দেখা গেল যে, তারা ভোট দিয়ে আবার আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে, কারণ ভোটাররা আমাদের আরও ৫ বছর দেখতে চায়—স্যার, আমরা তাদের বলেছি আমাদের অন্ততঃ ১৫/২০ বছর থাকতে দিন, তাহলে আমাদের কর্মসূচীর ফল দেখতে পাবেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই যে আমরা ৫ বছর ৬ মাস কাজ করলাম আমি তো উদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই সময়ের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে তো কেউ লড়াই করল না, শ্রমিক করল না, কৃষক করল না মধ্যবিত্ত করল না, বেকাররা করল না, ছাত্ররা করল না, শিক্ষক করল না, কেউ করল না। স্যার, এখানেতো একজন হেডমাষ্টার আছেন তাঁরাও করল না। কেন করল না বলুন তো। এই ভারতবর্ষে দুটো সরকার আছে যারা জনসাধারণের হয়ে যুদ্ধ করে। তারা বিনা বিচারে আটক রাখে না তারা বলেনা যে ধর্মঘট বে-আইনী। স্যার, এই যে আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার এসেছি। এখানে দেখছি কেউ যুদ্ধের কথা বলছেন। কিন্তু অশোক বাবু হয় তো জানেন না যে, ১৯৩০ সালে বৃটিশ আমলে আমি তখন জেলে। তখন এখানে অনেকেই জাপান কে নিয়ে আসার জন্য নাচানাচি করছিলেন। জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে, আমি তাদের বিরোধীতা করছি যারা এখানে জাপানকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এখানে যারা বিরোধী সদস্যরা আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই বই পুস্তকের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এ সব তো ওদের লোকরাই লিখেছেন। পড়ে দেখুন না জওহরলাল নেহেরু কি বলেছিলেন। যারা জাপনকে আনার জন্য ফুল চন্দন নিয়ে বসে ছিলেন। এ ব্যাপারে ওদের শিক্ষা নেই। ভুল করতে করতে ওরা এখানে এসে গেছে। ওরা বলছে যে, আমাদের রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, আবার বলছে না চীনের সঙ্গে, আবার বলছে যে না সেটাও নয়। ওরাই বলছে যে চীন আক্রমণকারী ছিল না। চীন যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায়ই আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, দুইটা শ্রেণী আছে। একটা হচ্ছে শোষক শ্রেণী আরেকটা হচ্ছে শোষিত শ্রেণী। শোষক শ্রেণীর লোকেরাও প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু শোষক শ্রেণীর যারা এখানে আছেন তারা একটু অসুবিধায় আছে। এদের মধ্যে কেউ হয় তো চা বাগানের মালিক, কেউ হয় তো ট্রাকের মালিক, আবার কেউ হয়তো অসাধু কনট্রাকটারের সঙ্গে আছেন, তারা এখন একটু বেকায়দায় পড়েছেন। অবশ্য তাদের পক্ষে ওকালতি করার জন্য এই ভদ্র লোকদেরকে এখানে পাঠিয়েছে। ওরা এখানে এসেছেন, জনসধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য। আমরা যদি বেশী খাদ্য আনতে চাই ওরা বলবে কেন্দ্রকে খাদ্য দিও না। আমরা যদি বলি টাকা দাও ওরা বলবে এদেরকে টাকা দিও না। আমরা বলছি যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে অন্যান্য সুযোগ

সুবিধা দিতে হবে ওরা তার বিরোধীতা করছে। যা কিছু জনসাধারণের কল্যাণের জন্য দরকার তারা সেটাতেই বিরোধীতা করছে। ওরা ভেস্টেড ইনটারেসটে কাজ করছে। কেন্দ্রের ঐ বুর্জুয়া জমিদার, সেই মুরারজী দেশাই, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ঐ ছয় মাসের যে ভদ্র লোক এদের স্বার্থে ওরা কাজ করেছে। মাননীয় সদস্যদের একটা স্মরণ রাখতে বলছি যে, আমারা দিল্লীতে গিয়ে ক্ষমতায় বসব কি না, জানি, তবে আমার সংগঠিত। এই ৫ বছরে কৃষক, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক ও কর্মচারী পুলিশদের মধ্যে যুবক সংগঠনের শক্তি সেটা গত ৩০ বছরে ওরা দেখাতে পারে নি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এসব তারা করতে পারে নি। কারণ তাদের আমালে এসব করলে বিনা বিচারে আটক থাকতে হতো, ধর্মঘট করলে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হত। গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় সেই গ্রাম থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষদেরকে সংগঠিত করার অধিকার, সেই পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে সমস্ত স্তরে আমরা মানুষকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সন্ত্রাসের কথা বলা হচ্ছে। এই দেখুন ওদের একজন নেতা কি করছেন একটা পঞ্চায়েত জেতার জন্য। সেখানে সমান সমান আসন হয়ে গেছে। তেরটি সি. পি. আই. (এম) ছেলে, কৃষকের ছেলে ওরা খুন করে ফেলল। ওরা আবার আইন শৃঙ্খলার কথা বলছে। এখানে সি. পি. আই. (এম) কর্মীকে খুন করলেও ওদের গায়ে আঁচড় লাগছে না। ওরা বলছে, চুনি কলই এর কথা। চুনি কলই বামফ্রন্টের গান্ধী ত্রিপুরাকে খুন করেছে। আমাদের এ ডি. সি. এর মেম্বার খুন করেছে তাঁদের দল। ওরা কি বলতে পারবেন, ওদের লোক নয় খুনী? উপজাতি যুব সমিতি গর্ব করে বলেছেন, আমরা নিস্পাপ। কালিদাস দেববর্মাকে খুনের ব্যাপারে যারা ধরা পড়েছে তারা স্বীকরোক্তি করেছে, তারা সবাই টি. ইউ জে এস এর সমর্থক। সেখানে একটি ছোট চার্চের মধ্যে কালিদাস দেববর্মাকে খুন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অস্বীকার করতে পারবেন, যারা খুন করেছে তারা তাঁদের দলের লোক নয়?

(ভয়েসেস্ ফ্রম টি. ইউ জে. এস. বেঞ্চ:—জোর করে চালিয়ে দেবেন)

বাংলা দেশে ট্রেনিং নেওয়া হচ্ছে। কেন না, এখানে বন্দুক চালানোর শিক্ষা দিতে হবে। অসামাজিক কাজকর্ম করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। দিল্লীতে তো শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব চলছে সেখান থেকে অনেক কম অসামাজিক কাজ কর্ম হচ্ছে। সেখানে দৈনিক একটা খুন হচ্ছে, রেপ হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম সেখানে যা হয় ভারতবর্ষের মধ্যে খুব কম জায়গাই আছে সে রকম কাজ করার। সেখানে দিনের বেলায় লোক তুলে নিয়ে যায়। পাঞ্জাবের সেই ছেলেটির কথা চিন্তা করুন। মেয়েটির কথা চিন্তা করুন। আমাদের দুর্নীতির সমালোচনা করছেন? এর জবাব আমি দিয়েছি। কিন্তু এইখানে তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন, একটা চাকুরী কত টাকায় বিক্রী হতো জিজ্ঞেস করুন তো? তদন্ত কমিশনে রিপোর্টে আছে। কালা ধলা দুই জন মাত্র লোকই শুধু নয়, ঐ দুই জন উনার এলাকার লোক, প্রতিবেশী তারা কত করে পেত?

(ভয়েসেস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ:—এখন ২০০ জন খাচ্ছে)।

স্যার, ওদের একজন মন্ত্রী ছিলেন, একটি ট্রাকের লাইসেন্স পেতে হলে ১০,০০০ টাকা ওঁর নামে ব্যাঙ্কে রাখতে হত।

(ভয়েসেস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ:— এখন কত দিতে হয়)।

যারা ট্রাক কেনে তাদের কাছ থেকে জেনে নিন। আমরা—এই গভর্ণমেণ্ট বেকারদের জন্ত গ্যারাণ্টি হই, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেতে সাহায্য করি। ব্যাঙ্ক ৯০ পারসেণ্ট সাহায্য করে, আমরা করি ১০ পারসেণ্ট। দুর্নীতি কে করছে ? ম্যাডিক্যাল সার্টিফিকেট কত দিয়ে বিক্রী করতেন ?' এই কাণ্ড কারখানা ছিল তখন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একটি লাঠি বেঁধে রাখতেন। এই লাঠি দিয়ে কখনো চাল আটকানো হতো, কখনো আটকানো হতো ড্রাইভারদের। ড্রাইভারদের ধরে এনে ওয়ারেণ্ট ধরিয়ে দেওয়া হতো। এই ভাবে ১০,০০০ শ্রমিককে হয়রাণি করা হতো। হয়রাণি করা হতো এই কারণে, তাদের কাছ থেকে এই করে ২ টাকা আদায় করা যেতে পারত। এই ২ টাকাই কিন্তু পুলিশরা পেতেন না। ৪ আনা পেত পুলিশরা, আর বার আনা পেতেন থানার অফিসাররা। এমন কোন যায়গা ছিল না যখন সেখানে দুর্নীতি চলছিল না। সেই দিক থেকে ওরা আজকে বেড়িয়ে এসেছে। কাজেই এই অবস্থায় এখানে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনাটা কি ঠিক হয়েছে ? এর জন্য জনসাধারণ তাঁদের কি বলবে ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য এখানে ২১৪টি কথার অবতারণা করেছেন। ক্রিমিনাল প্রিসিডিউর অ্যাক্ট কি আমরা চালু করেছি ? এটা শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শ ক্রমে চালু করেছি। (ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ:—তাই নাকি)

আজ্ঞে। স্যার, আমি এই সদস্যকে বলছি, এটা যদি ওরা না চাইতেন, তাহলে আটকে দিতে পারতেন। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া চালু করা যায় না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করবেন, সি. জি. এম-কে কি বলেছেন ? তিনি কি আমার কথায় সরিয়েছেন ? চীফ্ জাষ্টিস্কে বলবেন। এই হাউসে বলার পরেও এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, বিরোধী দলের নেতা সরকারী বিবৃতি যদি বিশ্বাস না করেন। সি. আই. বি. সম্পর্কে আমরা সময় মত লিখেছি। পরবর্ত্তী সময়ে হোক থেকে রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন, কথায় কথায় সি. আই. বি. সাহায্য চাইবেন না। আপনাদেরই নিজেদের কাজ করতে হবে। আমাদের নিজেদের অনেক কাজ আছে। এই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ দিই। রাজ্য সরকারও তাই চান। আমরা পুলিশকে, সাধারণ কনেষ্টবলকে সংগঠন করার ক্ষমতা দিয়েছি, অফিস করার জন্য ক্ষমতা দেব টেলিফোন নেবার ক্ষমতা দেব, এটা তো শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি গণতন্ত্রের কথা। আপনারা কাদের অধিকার দেন ? যাদের টাকা আছে, যারা পার্লামেণ্টে কথা বলতে পারে, রেডিওতে কথা বলার যাদের ক্ষমতা আছে, পত্রিকাওয়ালারা যাদের কথা লিখবে এটা তো বুর্জোয়া শ্রেনীর গণতন্ত্র। শ্রমিকদের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য, সুযোগ সুবিধা তাদের দেবার জন্য যে চেষ্টা তাই শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্র। দুঃখতি, তাঁরা পুলিশকে টেনে এনেছেন এই সমস্ত নোংরামি করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিধায়ক শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে আরো একটু তথ্য জানিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে, তাঁরা এই যে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গাটছাড়া বেঁধেছেন, তা আমরা জানি। অমরপুরে যখন আক্রমণ হয় তার আগেই তাঁরা নিজেদের সঙ্গে গাটছাড়া বাঁধেন। তাদের অফিসে বসেই রেকর্ড করা হয়েছিল।

অস্বীকার করার উপায় নেই। সরে যাওয়ারও ক্ষমতা নেই। আমি বলব, উপজাতি যুবসমিতি কংগ্রেস (আই) এর সঙ্গে জোট হয়েছে. এইখানে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, সমগ্র ত্রিপুরার পক্ষে এটা বিপজ্জনক। এর সম্পর্কে সমগ্র রাজ্যের জনগণকে স্বচেতন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার জন্য, আমাদের রাজ্যের ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয়ের জন্য, আমাদের ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্তে, এ. ডি সি. গঠন করার মধ্য দিয়ে আমরা ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের চেষ্টা করছি। আমরা সে সব রক্ষা করারও চেষ্টা করব। আমি শ্যামাচরণ বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ, ডি, সি,তে ২৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২ জন মাত্র আছেন টি. ইউ. জে. এস. সদস্য। কাজেই সেখানে শ্যামাচরণ বাবু এবং অশোক বাবুর যে অনস্থা প্রস্তাব এর কোন ভিত্তিই নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, আপনি বলার অধিকার পাবেন যদি উত্তর দিতে চান তাহলে ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—স্যার, ৫ মিনিটের মধ্যে সম্ভব নয়, দয়া করে আর একটু বাড়িয়ে দিন

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, বলুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন এটাতে বিদেশী ষড়যন্ত্র আছে। এটা অবশ্য সত্য, কারণ উনারা বঙ্গীন চশমা দিয়ে বিচার করেন, কাজেই তাদের চোখে এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাদের আসল চেহারা জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন। তারই প্রতিফলন হিসাবে আজকে বিধান সভায় এই অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে আমার বিবরণ সম্পর্কে উনি যে কথা বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য, কারণ আমি কোর্টে এবং পুলিশের কাছে যে বিবরণ দিয়েছিলাম সেটা আমি আবার বলছি। এরপর আমরা তাড়াতাড়ি মিটিং করে বিজয় রাংখলকে ডেকে আনি। তাঁকে সমস্ত কর্মচারী এবং ছাত্ররা ছেঁকে ধরে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন, সে বার বার বলতে থাকেন যে এই রকম কোন ঘটনা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই ভদ্রলোক কি পুলিশকে জানিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি আপনাকে জানিয়েছি। আমি আগেই বলেছি, আপনাকে যদি না জানাই তাহলে আপনি আমাদের উপর দোষ দেবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমরা আগেই জানিয়েছি সমস্ত বড় পুলিশকে, কিন্তু আপনারা কোন রকম ব্যবস্থা নেন নি উগ্রপন্থীদের ধরবার জন্য। ১৯৮১ সনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন আমাদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া দিয়ে সুখদয়াল জমাতিয়াকে পাঠাই একটা নির্দিষ্ট স্থানে তাদের মাস্তানা দিয়ে। তারপর কি হয়েছিল বলতে পারবো না। আমি নিজে টেলিফোন করে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—সমস্ত বোনাস খবর।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা-আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। স্যার, আপনি আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি। তারপর আমাদের দিক থেকে আর কোন

রকম ত্রুটি রাখা হয়নি। সরকার কোন ষ্টেপ নিলেন না বা করতে চান না, সেটা আমাদের ব্যাপার নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ যে অভিযোগ এনেছেন, তিনি বলেছেন যে ডিব্রুগড় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই নাকি বৈতু সম্মেলনে বিদেশী বিতারনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারন, বৈতু সম্মেলন হয়েছিল ১৯৮০ সালের ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ই মার্চ আর ডিব্রিগড় সম্মেলন হয়েছিল ১৯৮০ সালের ২৮ও ২৯শে মার্চ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী "চিনি কক্" পত্রিকার কথা বলেছেন আমি তো আর সব লিখি না, কারন ২৬শে মার্চ হইতে ২৮শে মার্চ এখানে ছিলাম না। কাজেই এটা পরিস্কার যে, আমি লিখি নি। এটা আমার মনে হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দলের লোকই লিখেছেন। যাই হোক আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করছি না। বামফ্রন্ট সরকার আজকে বুঝতে পারছেন তাঁরা জনস্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের কাছে এবং সভার কাছে আমি এই অনুরোধ রাখবো অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে এই দুর্নীতিপরায়ন মন্ত্রীসভার পতন ঘটান। এই বলে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক উর্থ্থাপিত অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি ভোট দিচ্ছি :—

"That the House is expressing want of conffidence in the Council of Ministers, Tripura Headed by Shri Nripen Chakraborty"

(অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোট বাতিল হয়)।

এই সভা আগামী ২০শে জুলাই বুধবার, ১৮৯৩ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

Admitted Starred Question No. 22

By Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বর্ষে কতজন দুঃস্থ উপজাতি ও তপশিলী জাতির লোককে চিাকৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে সাধারন উপজাতিরা ডাক্তারের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারেন না বলে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন,

৩। সত্য হলে এর জটিলতা দূর করার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হবে কি?

উত্তর

১। মোট ১৭৭৩ জন উপজাতি ও ১২৭৮ তপশিলী জাতির লোককে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)

	উপজাতি		তপশিলী জাতি
(ক)	সদর— ৮০২ জন	—	২৯৮ জন
(খ)	খোয়াই— ১১৮ জন	—	১০২ জন

(গ) সোনামুড়া- ৮৪ জন — ১০০ জন

(ঘ) উদয়পুর-- ১৪২ জন — ৮৫ জন

(ঙ) বিলোনিয়া- ৭৮ জন — ১৪১ জন

(চ) সাব্রুম- ৬৪ জন — ১৫৩ জন

(ছ) অমরপুর- ৯৩ জন — ৯০ জন

(জ) কমলপুর- ৯৬ জন — ১৩১ জন

(ঝ) ধর্মনগর- ১৯৭ জন — ৯১ জন

(ঞ) কৈলাশহর- ৯৫ জন — ৮৭ জন

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question no.32 By— Shri Fay-Zur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার পশ্চিম ইচাই লালছড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী ভূমিহীন কলোনীতে জে. বি স্কুল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 53 By— Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের রাহুমছড়া গাঁওসভায় সুন্দিবাসা জে' বি স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত এবং ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মোট সংখ্যা কত ;

২। এবং ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে ঐ বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল বাবত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। ৩ জন (তিন) এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৩ (তিন) জন ,

২। ১৯৮২-৮৩ ইং সালে মিড-ডে-মিল বাবত কোন টাকা খরচ হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 70.

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be plaesed to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর রাজবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়টির গৃহ মেরামতের অভাবে উক্ত বিদ্যালয়ের ক্লাশ ডি. এন. স্কুল হইতেছে ?

২। সত্য হইলে কতদিনের মধ্যে উক্ত রাজবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়টির গৃহ মেরামত করিয়া পুনরায় ক্লাশ চালু করা সম্ভব হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্য ক্লাশ ডি. এন. বি, স্কুলে হয়েছিল ।

২। বিগত ১৫।২।৮৩ইং হইতে রাজবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে নবনির্মিত স্থুল গৃহে ক্লাশ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 74.

By—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা সত্য সাম্প্রতিককালে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ত্রিপুরায় কোন কোন সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীদের সার্ভিস বুক ধ্বংস হয়ে গেছে ;

২। সত্য হইলে তাহাদের সার্ভিস বুক পুনরায় খুলে তাদের চাকুরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ।

২। হ্যাঁ ।

Admitted Starred Question No. 82.

By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও প্রাইমারীস্তর পর্য্যন্ত নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপারে কোর্টে কতকগুলি মামলা আছে ;

২। উক্ত মামলাগুলির মধ্যে কতকগুলিতে আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ জারী করা হয়েছে ; (প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হিসাব) ;

৩। স্থগিতাদেশের ফলে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাহা দূরীকরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ৩৪৮।

২। ১১৮ (১) ১৪ (মাধ্যমিক নিয়োগ ও বদলী)

(২) ১০৪ (প্রাইমারী নিয়োগ ও বদলী)

৩। স্থগিতাদেশ খারিজ ও সত্বর শুনানীর জন্য ডিপার্টমেন্ট মাননীয় আদালতের নিকট যথাসময়ে প্রয়োজনীয় দরখাস্ত ও আবেদন করিয়াছেন।

'Admitted Starred Question No. 84.

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ চালু করেছেন কি ?

২। করে থাকলে ঐ বিভাগ কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন ত্রিপুরায় পেয়েছেন বলে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ; এবং

৩। অবগত থাকলে সেগুলি কোন যুগের কি কি নিদর্শন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 86

By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা মহিলা কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। আগরতলা মহিলা কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বর্তমানে আর্থিক বৎসরে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—87.

'By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত আগরতলা পি. জি. সেন্টারটির জন্য ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ইউ. জি. সি কত টাকা বরাদ্দ করেছে এবং রাজ্য সরকারের দিক থেকে কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে ?

২। পি. জি. সেন্টারটির ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরের জন্য ব্যয় মঞ্জুরীর আবেদন ইউ. জি. সি ও রাজ্য সরকারের দিক থেকে সমুদয় বরাদ্দের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি ?

৩। থাকলে তা পূরনের জন্য কি ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেওয়া হবে ?

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত আগরতলা পি. জি. সেণ্টারটির জন্য ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ইউ. জি. সি. কতটাকা বরাদ্দ করিবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। রাজ্য সরকার পি. জি. সেণ্টারটির জন্য বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরে (১৯৮৩-৮৪) প্ল্যান খাতে ১৮ লক্ষ টাকা এবং নন প্ল্যান খাতে ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছে।

২। এখনও বলা যাইতেছে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 103
By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দামছড়া ও খেদাছড়া এলাকায় কোন কোন বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ শিক্ষকগণ ক্লাশে যোগ দিচ্ছেন না ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই ব্যাপারে সরকার আইনগত কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

৩। এবং মনাছড়া জে. বি. স্কুল, থুমছারায় পাড়া জে. বি. স্কুল, গৌরাঙ্গ পাড়া জে. বি. স্কুল ও খগেন্দ্র পাড়া জে, বি, স্কুলে শিক্ষক মহোদয়গন নিয়মিত ক্লাশ করে থাকেন কি ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। মনাছড়া জে. বি. , থুমছারায় পাড়া জে.বি , খগেন্দ্র গৌরাঙ্গ পাড়া জে.বি. স্কুলের শিক্ষকগণ কয়েকদিনের ছুটিতে থাকায় রীতিমত ক্লাশ করিতে পারেন নাই।

Admitted Starred Question No. 122.
By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের তপশিলী জাতির কল্যানের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে দপ্তরের বরাদ্দ কত ?

২। উহার শতকরা টাকা এখন পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে এবং কোন কোন স্কীমে খরচ হয়েছে তাহার হিসাব।

উত্তর

১। রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ৬৫ লক্ষ এবং বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ৩৩.৫০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৯৮.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। (ক) ৩০-৬-৮৩ ইং পর্য্যন্ত মোট বরাদ্দ হইতে ৫১.৮১৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৫২.৬০ ভাগ বিভিন্ন কার্যকারক অফিসারদের মধ্যে নানারকম প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 123.

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট কত ছাত্র-ছাত্রী আছে,

২। তার মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের শতকরা হার কত? (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। স্তর	মোট
প্রাথমিক (১ম-৫ম শ্রেনী)	৩,১২,০০০
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেনী)	৭৪,৮০০
উচ্চ মাধ্যমিক (৯ম-১০ম শ্রেনী)	৩১,৯৮০

২। তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হার—

স্তর	তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি
প্রাথমিক—	১৮·৩৯	২৯·৯৩
মাধ্যমিক—	১২·২৮	১৬·৫৯
উচ্চ মাধ্যমিক—	১০·৮২	১৩·৩৯

Admitted Starred Question No. 143

By—Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাবরুম দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয়, ব্রজেন্দ্র নগর হাইস্কুল, সোনাই হাইস্কুল, বনফুল হাইস্কুল, মাগুরছড়া হাইস্কুল, সাতচাঁদ হাইস্কুল, উত্তর ভূরাতলী হাইস্কুল, শ্রীনগর ও ঘোড়াকাপা হাইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যা কত?

২। উক্ত স্কুলগুলির শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়াছেন কি?

৩। না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
১। সাবরুম বালিকা দ্বাঃ শ্রেণী বিদ্যালয়	২৯৮	১৩
ব্রজেন্দ্রনগর হাই স্কুল	৩৫৯	৯

ছাতকছড়ি (সোনাই) হাই স্কুল	২২৪	১৩
মনু বনকুল হাই স্কুল	২১৩	৮
মনু তহশীল (মাগুরছড়া) হাই স্কুল	৩৬৫	১১
সাতচাঁদ (উঃ ভুরাতলী) হাই স্কুল	১৯৪	৭
গার্দাং হাই স্কুল (কলাছড়ি) (উত্তর ভুরাতলী হাই স্কুল)	২০৪	১২
শ্রীনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	২৮২	১৮
ঘোড়াকাপা হাই স্কুল	১৩০	৬

২। হ্যাঁ। আরও শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 148

By—Shri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মাগরুম বগাচতল (বগাচতল) অঞ্চলে যে সব জুমিয়া পরিবার বংশানুক্রমে বসবাস করছেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ;

২। যদি কোন পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ না করা হয়ে থাকে তবে উহাদের বিকল্প বাঁচার পথ ঠিক করার জন্য কোন শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হবে কি ?

উত্তর

১। এই পর্যন্ত ৬৫১০ টাকার পুনর্বাসন প্রকল্পে ২৫টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 160

By—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত প্রধান শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন অসুবিধা ও শিক্ষক কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। থাকিলে উক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করেছেন কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ প্রধান শিক্ষক উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থেকে আগরতলা থাকেন ?

উত্তর

১। এরকম কোন ঘটনা সরকারের নজরে আসে নি।

২। প্রশ্ন আসে না, তবে যতদূর সম্ভব শীঘ্র একজন হেডমাষ্টার পোষ্টিং দেওয়া হবে।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 168
By—Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শান্তির বাজার সারকেলের (জুলাই বাড়ী সাব সারকেল) অন্তর্গত কোয়াইফাং ডইকুমার সমাজশিক্ষা কেন্দ্রটি অনেকদিন যাবৎ অর্ধ নির্মিত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১। অর্থাভাবেই ইহার কারণ।

Admitted Starred Question No. 175.
By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

Question

1) How many books (Research & reference have been published during 1982-83 by the Tribal Research Directorate/authority (write name's of the books) ?

2) Total number of employees of the said Directorate/authority.

3) Is it a fact that the linguistic officer of that Directorate does not know how to speak or write Kak Barak ?

Replies

1) 3 (Three) and these are :—

a) Strength of achievement motivation and personality of two cultural groups in Tripura.

b) Problem of indebtedness among the tribals of Sadar Sub-Division.

c) Lookabrither Aloke Kolai Sampraday,

2) 16 Nos

i) Class—II—1,

ii) Class—III—8

iii) Class—IV—7

3) It is not a fact.

Admitted Starred Question No. 178.

By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কগ বরক উন্নয়ন পরিষদের সভ্যগণের নাম (কগ বরক সেল নামে খ্যাত)

২। ১৯৮৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্যাবলী ও উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

উত্তর

১। শিক্ষা বিভাগের অধীনে কক্ বরক উন্নয়ন পরিষদ (কক্ বরক সেল) নামে কোন পরিষদ বা সেল নাই। সুতরাং সদস্যদের নাম উল্লেখের প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 179.

By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

Questions

1. The total number of employees under the Autonomous District Council, Tripura till 31st May 1983,

2. How many of them are directly recruited and (break up seperately) ; how many of them are on deputation ; and

3. Is there any recruitment rules in the A. D. C.

4. If not the reasons therefor ?

Replies

1. 116 Nos. including Contingent, Daily rated workers & re-employed staff.

2.

	Deputation	Direct recruitment
Class—I	5 Nos	—
Class—II	9 „ (3 re-employed)	—

Class—III 41 ,,	5 Nos.
Class—IV 2 ,,	54 Nos. including Contingent & daily rated.

3. ADC have framed Recruitment Rules for L. D. C. Driver peon & Sweeper and that same under consideration of the Govt. Meanwhile, R/Rs applicable to state Govt. employees are being followed.

4. Does not arise.

Admitted Questien No. 197.

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Educatian Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর মহকুমায় গত এক হইতে দেড় বৎসর যাবত কোন বিদ্যালয় পরিদর্শক নাই ;

২। সত্য হইলে কবে পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—199

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নোটিফায়েড এরিয়ায় এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় গত আর্থিক বৎসর পর্যন্ত কতজন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বার্ধক্য ভাতা এবং অন্ধ ও পঙ্গুদের ভাতা দেওয়া হইতেছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। ইহা কি সত্য যে, এই সকল ভাতা প্রাপ্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক ৬০টাকা হারে বরাদ্দ দিতেছেন ?

৩। সত্য হইলে রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁদেরকে ৩০ টাকা হারে ভাতা দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। নোটিফায়েড এরিয়া ও আগরতলা পুরসভা এলাকায় গত আর্থিক বৎসরে ৪২৩ জনকে বার্ধক্য পেনসন এবং ৭৯ জনকে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ পেনসন দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

সংস্থার নাম	বার্ধক্য পেনসন প্রাপকদের সংখ্যা	অন্ধ ও বিকলাঙ্গ পেনসন প্রাপক-দের সংখ্যা

১।	মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়	—	২০৭ জন	৪৮ জন
২।	নোটিফায়েড এরিয়া ধর্মনগর	—	২৬ ,,	৪ ,,
৩।	,, ,, কৈলাসহর	—	৩১ ,,	২ ,,
৪।	,, ,, কমলপুর	—	৫৯ ,,	৫ ,,
৫।	,, ,, খোয়াই	—	৩৩ ,,	৪ ,,
৬।	,, ,, সোনামুড়া	—	১০ ,,	৩ ,,
৭।	,, ,, উদয়পুর	—	১০ ,,	৫ ,,
৮।	,, ,, অমরপুর	—	৯ ,,	----
৯।	,, ,, বিলোনীয়া	—	২২ ,,	৫ ,,
০।	,, ,, সাব্রুম	—	১৪ ,,	৩ ,,
			৪২৩ জন	৭৯ জন

২। না।

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 210

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কয়টি সিনিয়র বেসিক এবং হাই স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে ;

২। শিক্ষকের কয়টি বদলীর আদেশ দীর্ঘদিন যাবত কার্য্যকরী হচ্ছে না ;

৩। অগ্নিদগ্ধ হওয়া বা ঝড়ে পড়ে যাওয়া কয়টি স্কুল ঘর এখন ও তৈরী করা যায়নি ;

৪। শিক্ষকের অভাব এবং স্কুলঘর মেরামতের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ২৯৫ টি সিনিয়র বেসিক এবং ৭৫ টি হাই স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে।

২। ১৫৯ টি শিক্ষকের বদলীর আদেশ এ পর্য্যন্ত কার্যকর হয় নাই। ইহার মধ্যে ৯০ টি ক্ষেত্রে আদালতের ইনজাংশন আছে। ১১টি ক্ষেত্রে শিক্ষকের অসুস্থতার বিষয়টি মেডিক্যাল বোর্ডের মতামতের জন্য পাঠানো হইয়াছে। ঐ সব রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই। বাকি ৫৮ টি বদলীর আদেশ অন্যান্য কারণে কার্যকর হয় নাই।

৩। ৩৮৮ টি এখনও তৈরী করা যায় নাই।

৪। শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য নূতন পদ সৃষ্টি করার চেষ্টা হইতেছে। স্কুলঘর মেরামতির জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 228
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইউ, জি, সি টিম ত্রিপুরা সফর করে কোন রিপোর্ট পেশ করেছেন বলে রাজ্য সরকার জানেন কি ?

উত্তর

১। না

Admitted Starred Question No. 230
By—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার অনেক হাই স্কুল ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক নাই ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 231
By—Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের ১৯৭৯ সনের ২৭ শে মার্চের প্রকাশিত শিক্ষক কর্মচারীদের বদলীনীতি বাতিল করা হয়েছে কি ?

২। হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁা।

২। প্রশাসনিক কারণে এটা বাতিল করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No 240
By—Shri Bhanu Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন খেলাধূলার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের কত টাকা প্রয়োজন ; এবং

২। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আর্থিক অনুদান চাওয়া হয়েছে কিনা ;

৩। হইলে এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার করেছে ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে মোট ৫৫,৫২,০০০ টাকার প্রয়োজন (মঞ্জুরীকৃত পদ ব্যতীত)।

২। ১৯৭৬ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১৪,৫০,০০০ টাকা অনুদান চাওয়া হইয়াছে।

৩। এ পর্য্যন্ত ৪,০৫,৩২০ টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 247
By—Shri Sudnir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে অনেক হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নাই ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 268
By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উপজাতি স্বশাসিত জেলাপরিষদ এলাকায় কয়টি হাই স্কুল, এস, বি, স্কুল ও জে, বি, স্কুল আছে ? (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। হাই স্কুল – ৫৬টি
সিনিয়র বেসিক স্কুল—৮৬টি
নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়—১০৬৭টি

Admitted Starred Question No. 269
By—Shri Budha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিগত আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩) এবং চলতি আর্থিক বছরে (১৯৮৩-৮৪) ১৫ই জুন পর্য্যন্ত মিড্ডে মিল প্রোগ্রামে কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে;

২। উক্ত প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত-সারা রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত; এবং

৩। কত উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৮২-৮৩ ইং সনে মোট ৯৯,৯৯,৮৮৫ (নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত পঁচাশি টাকা) এবং ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের ১৫ই জুন পর্য্যন্ত ২১,৭৩,৭৫৪ (একুশলক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত চুয়ান্ন টাকা) মিড্‌ডে মিল প্রোগ্রামের জন্য ব্যয় হইয়াছে।

২। ১৯০৬টি

৩। ২,৩৩,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্ত্তমানে উপকৃত হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 272 By—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অমরপুর মহকুমার কে উচই (K.Uchai) এস, বি, স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক আছেন,

২। যদি সত্য হযে থাকে তবে ঐ স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। নূতন শিক্ষক নিযোগের মাধ্যমে এবং শহরাঞ্চলের অধিক শিক্ষক সম্পন্ন বিদ্যালয় সমূহ থেকে বদলীর মাধ্যমে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No 273 By—Shri Budha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ছৈলেংটা আই, এস অফিস থেকে ছাউমনু হাই স্কুলের জন্য বরাদ্দ কৃত ১২১ টা বই হারানো গিয়াছে; এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে তা খুজে বের করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 274
By—Shri Kali Kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Walfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাবার প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে কোন্ বিভাগে কত পরিবারকে এই পরিকল্পনার পুনর্বাসন দেওয়া হবে;

৩। উক্ত পরিকল্পনায় কি কি সুযোগ সুবিধা জুমিয়াদের দেয়া হবে?

উত্তর

১। আছে।

২। প্রকল্পানুসারে কোন্ মহকুমায় কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে তাহার হিসাব নিম্নরূপ:—

সদর—	৯৮২	পরিবার
সোনামুড়া—	৫১০	,,
খোয়াই—	১০১০	,,
বিলোনীয়া—	২৮৮	,,
সাব্রুম—	৩০৮	,,
অমরপুর—	১৪২০	,,
উদয়পুর—	৪১৬	,,
কৈলাশহর—	৫৮২	,,
ধর্মনগর—	৬৪৮	,,
কমলপুর—	৩৩৬	,,
মোট—	৬৫০০	পরিবার

৩। উক্ত প্রকল্প জুমিয়াদের এলটকৃত বাস্তুভিটা সহ ৩.০৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১.৫ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা হইলে বাকী জমিতে তাদের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যথা কৃষি, শুকর, হাঁস, মুরগী, দুগ্ধবতী গাভী পালন মৎস্যচাষ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 279

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) অন্ধ, বিকলাঙ্গ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য 'চিলড্রেন হোম' 'বয়েজ হোম' গুলিতে তাদের শিক্ষার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে?

উত্তর

১। ক) চিলড্রেন হোম, বয়েজ হোমগুলিতে পরিত্যক্ত অথবা শারীরিক থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের গ্রহণ করা হয় না। তিন বৎসর বয়সের অনুর্দ্ধ পরিত্যক্ত এবং দাবিদারহীন শিশুদের জন্য নরসিংগড়ে একটি রাষ্ট্রীয় শিশু সদন রয়েছে। সেখানে তাদের লালন-পালন, পরিচর্যা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 288
By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগামী শিক্ষা বর্ষে সমতল বাগমা হাই স্কুলটিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা এবং বগার বাসা ও বারভাইয়া সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয় দুইটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে উক্ত স্কুল তিনটিকে যথাক্রমে দ্বাদশমান ও মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র নাই। তাছাড়া সবগুলি স্কুল এক সাথে উন্নীত করার মত আর্থিক সঙ্গতি নাই।

Admitted Starred Question No. 290
By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৈদু ও অম্পি হাই স্কুলের পাকা ঘর কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে,

২। উক্ত দুইটি হাই স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও আসবাবপত্র দেওয়া হয়েছে কিনা,

৩। না দেওয়া হইলে তার কারণ,

উত্তর

১। অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত এই দুইটি স্কুলের পাকা ঘরের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরেই হাতে নেওয়ার প্রস্তাব আছে।

২। প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আসবাবপত্রের জন্য অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রয়োজন ভিত্তিক পদ না থাকার দরুন এবং বিষয় শিক্ষকের অভাব থাকায় সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 29? By - Sri Narayan Das.

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিভাগে কয়টি স্কুল ঘর বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর পোড়া গিয়েছে এবং কয়টি ঘর তৈরী হচ্ছে।

উত্তর

১। ৬ (ছয়)টি ঘর পোড়া যায়। তারমধ্যে ৫টি পুনরায় নির্মিত হয়েছে এবং একটির কাজ শীঘ্রই শুরু হইবে।

Admitted Starred Question No. 301 By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পশ্চিম নলছড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করার এবং উক্ত বিদ্যালয়টি পাকা বাড়ী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ এ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 307.
By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকারের মুদ্রণ কারখানার ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটি ভুক্ত সরকারী প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন উপজাতি কর্মচারীদের পদোন্নতি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির বিরোধীতা করছে ;

২। যদি সত্য হয় তাহলে এই সম্পর্কে সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং ;

৩। যদি সত্য না হয়, তাহলে গত আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩) এবং বর্তমান আর্থিক বছরের ৩১শে মে পর্য্যন্ত সরকারী মুদ্রন কারখানার কতজন উপজাতি কর্মচারী কোন্ কোন্ পদে সংরক্ষণ নীতি অনুসারে পদোন্নতি লাভ করেছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। গত আর্থিক বৎসরে (১৯৮২-৮৩) ছয়জন উপজাতি কর্মচারী একাউন্টেন্ট ইউ. ডি.-ক্লার্ক, এসিঃ সেক্‌শান হোল্ডার ও ইলেট্রিক মেকানিক পদে ও বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের ৩১শে মে পর্য্যন্ত একজন উপজাতি কর্মচারী গেষ্টেটনার অপারেটার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

Admitted Starred Question No. 316.
By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগামী শিক্ষাবর্ষে উদয়পুর মাতারবাড়ী ব্লকাধীন আঠারবোলা গাঁও-সভাতে একটি স্থানে হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সরকারের পরিকল্পনা আছে ; এবং

২। পরিকল্পনা থাকিলে তাহা উক্ত গাঁওসভার কোন্ স্থানে স্থাপন করা হবে ?

উত্তর

১। এখনও এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 320.

By—Shri Sayed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Stationery Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জানতে পারা যায় যে, ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার কত অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং ইহার মধ্যে কত অংশ লোককে পাঁচ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার স্বাবলম্বী করেছেন ?

এবং কৈলাসহর মহকুমাতে কতজন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে ও কতজন স্বাবলম্বী হয়েছেন তাহার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্যানুসারে ত্রিপুরার মোট জন সংখ্যার আনুমানিক শতকরা ৮১.৮ অংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন।

১৯৮৩-৮৪ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় তথ্য সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। এই সংগৃহীত তথ্য সংকলন করা হইলে পরবর্তী কালের সংখ্যা জানা যাবে।

গত পাঁচ বৎসরে কত জন লোক স্বাবলম্বী হয়েছেন এই তথ্য এখনও সংকলিত হয় নাই। কৈলাশহর মহকুমায় কত জন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন এই তথ্য পৃথক ভাবে সংকলিত হয় নাই।

Admitted Starred Question No 321.

By—Shri 'Narayan Das

Will the Hon'ble Minister ın-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া এন. সি. আই. দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিকে কলেজে উন্নীত করার এবং সোনামুড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টীকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে তবে কবে নাগাদ এরূপ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হবে।

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Saıred· Question No. 335

By Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon 'ble Minister–in-charge of the Edncation Department be Pleased to state —

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন, কি যে বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহটি ভেঙ্গে পড়েছে ;

২। অবগত থাকলে অবিলম্বে উহার সংস্কার সাধন করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

Admitted Untsarred Question No. 5.
By Sri Keshab Majumder

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্য কৃষক পরিবারের সংখ্যা কত ? (১৯৮১ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। আদমসুমারী বিভাগ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী ১৯৮১ইং সনের আদমসুমারীতে এই তথ্য এখন ও সংকলিত হয় নাই।

প্রশ্ন

২। তার মধ্যে ১০ একরের উপর জমির মালিক কত, ৫ থেকে ১০ একর সম্পত্তির মালিক এবং ২ থেকে ৫ একর ও ২ একরের নীচে সম্পত্তির মালিক কৃষকের সংখ্যা কত ?

উত্তর

২। ১৯৮১ইং সনের আদমসুমারীতে এই তথ্য সংগৃহীত হয় নাই।

প্রশ্ন

৩। রাজ্যে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুরের সংখ্যা কত ?

উত্তর

৩। ১৯৮১ইং সনের আদমসুমারীতে এই তথ্য সংগৃহীত হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 7.
By:—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Ministar-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৫৩ ইং সনে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত জুমিয়া পরিবারকে জুমের বীজ ধান বণ্টন করা হয়েছে,

২। উক্ত বীজ ধান গ্রহীতাদের ব্লক ও গাঁও সভা ভিত্তিক সংখ্যা,

উত্তর

১। ১৯৮২-৮৩ ইং সনে নিম্নলিখিত ব্লকে জুমিয়া পরিবারদের জুমের বীজ ধান বণ্টন করা হয়েছে ;

১) বিশালগড়—	৪৪৫ পরিবার
২) মোহনপুর—	৬৬৬ ,,
৩) জিরানিয়া—	৪৪০ ,,

৪)	মেলাঘর—	৪৭০
৫)	তেলিয়ামুড়া—	৯৫৫
৬)	খোয়াই—	৫২৯
৭)	উদয়পুর—	১৪২১
৮)	রাজনগর—	১৯০
৯)	বগাফা —	১১৭০
১০)	সাতচাঁদ -	৩০৪০
১১)	অমরপুর —	২২১৩
১২)	ডুম্বুরনগর—	১৯২০
১৩)	সালেমা—	২৮২২
১৪)	কুমারঘাট—	২৯৪
১৫)	পানিসাগর—	২২৪
১৬)	কাঞ্চনপুর -	৬৮৩
১৭)	ছামনু—	২৯২০
		২০, ৩৮২

(১)

২। মোহনপুর ব্লক :—

ক)	ডুম্বুরাকারী	গাঁও সভা—	১১০
খ)	তুইসামককই	,, —	১৩০
গ)	বালুবন্ধ	,, —	১৩০
ঘ)	কামুকছড়া	,, —	৯০
ঙ)	পূর্বসিমনা	,, —	৬৬
চ)	সনথলা	,, —	১৪০
			৬৬৬

(২)

মেলাঘর ব্লক :—

ক)	তৈজিলিং	গাঁও সভা —	১৫
খ)	লক্ষ্মণডেপা	,, —	২৫
গ)	জুমের ডেপা	,, —	
ঘ)	বগাবাসা	,, —	১০
ঙ)	ধনপুর	,, —	১০
চ)	৩কছা পাড়া	,, —	২০
ছ)	শিবনগর	,, —	২৫

জ)	মতি নগর	গাঁও সভা	—	পরিবার
ঝ)	কুলুবাড়ী	,,	—	১৫
ঞ)	আসন্দনগর	,,	—	১৫
ট)	বালুরচর	,,	—	১৫
ঠ)	মৈনাপাথর	,,	—	৪০
ড)	জগৎরামপুর	,,	—	৪০
ঢ)	কাঠালিয়া	,,	—	১০
ণ)	ভবানীপুর	,,	—	৫
ত)	নিদয়া	,,	—	১০
থ)	পাহাড়পুর	,,	—	১০
দ)	মহেশপুর	,,	—	৫
ধ)	উবমাই	,,	—	১৫
ন)	তেলকাজলা	,,	—	৩০
প)	মোহনভোগ	,,	—	১৫
ফ)	চান্দুল	,,	—	২০
ব)	তৈইবান্দল	,,	.	৩০
ভ)	চাণ্ডঘর	,,	—	১০
ম)	খাসচৌমুহনী	,,	—	১০
য)	দুর্লভ নারায়ন			২০ পরিবার
র)	খেদারবাড়ী			৫ ,,
ল)	কামবাঙাতলী			১০ ,,
				৪৭০

(৩)

বিশালগড় ব্লক

ক)	প্রভাপুর	গাঁও সভা	২৫	পরিবার
খ)	রতনপুর	,,	২৫	,,
গ)	শ্রী নগর	,,	২০	,,
ঘ)	জম্পুইজলা	,,	৬০	,,
ঙ)	অমরেন্দ্রপুর	,,	৩৫	,,
চ)	উজান পাথালিয়া	,,	২০	,,
ছ)	সাংকুমা	,,	৭০	,,
জ)	মোহনপুর	,,	২০	,,
ঝ)	পেকুয়াজলা	,,	২০	,,
ঞ)	টাকারজলা	,,	৩৫	,,

ট)	কেন্দ্রাইছড়া গাঁওসভা	৫০ পরিবার
ঠ)	মধ্যঘনিয়ামারা ,,	৬৫ ,,
		৪৪৫ ,,

(৪)

জিরানীয়া ব্লক

ক)	খোরাই	গাঁওসভা	৮৩ পরিবার
খ)	হারবং	,,	৮৩ ,,
গ)	দিনাকবরা	,,	৭৫ ,,
ঘ)	বেলবাড়ী	,,	২০ ,,
ঙ)	ভৃগুদাসবাড়ী	,,	৫০ ,,
চ)	পূর্বদেবেন্দ্রনগর	,,	১৫ ,,
ছ)	চম্পকনগর	,,	১৫ ,,
জ)	চাম্পাবাড়ী	,,	৭৫ ,,
ঝ)	আশীঘর	,,	২৪ ,,
			৪৪০ ,,

(৫)

তেলিয়ামুড়া ব্লক

ক)	কাকড়াছড়া	গাঁওসভা	১২০ পরিবার
খ)	নোনাছড়া	,,	১৮৫ ,,
গ)	পূর্ব লক্ষীপুর	,,	৪০ ,,
ঘ)	আঠারমুড়া	,,	১৮৯ ,,
ঙ)	শ্রী রামখেরা	,,	৪৫ ,,
চ)	উত্তর পুলিণপুর	,,	১৫ ,,
ছ)	সর্দ্দারকরী	,,	৩০ ,,
জ)	পশ্চিমকল্যাণপুর	,,	১৫ ,,
ঝ)	দক্ষিণ গকুলনগর	,,	৩০ ,,
ঞ)	হাউয়াইবাড়ী	,,	২৬ ,,
ট)	গয়ামনিবাড়ী	,,	২৫ ,,
ঠ)	পশ্চিম কুঞ্জবন	,,	১৫ ,,
ড)	বাদলাবাড়ী	,,	৫০ ,,
ঢ)	উত্তর গকুলনগর	,,	৪০ ,,
ণ)	তুইসিংগ্রামবাড়ী	,,	৩০ ,,
ত)	দক্ষিণ পুলিনপুর	,,	১৫ ,,

থ)	তুইসিনত্রাই	গাঁওসভা	১০	পরিবার
দ)	পাগলাবাড়ী	,,	১০	,,
ধ)	রামকৃষ্ণপুর	,,	৫	,,
ন)	শান্তিনগর	,,	১০	,,
প)	দক্ষিণমহারাণীপুর	,,	৩০	,,
ফ)	পূর্ব তেলিয়ামুড়া	,,	২০	,,
	আর.এফ		৯৫৫	,,

(৬)

খোয়াই ব্লক

ক)	বেহালা বাড়ী	২০	,,
খ)	পূর্ব্বাচাইবাড়ী	১১৫	,,
গ)	শিকারী বাড়ী	৫৫	,,
ঘ)	পূর্বচাম্পাছড়া	৭৩	,,
ঙ)	পূর্ব রাজনগর	১৭০	,,
চ)	দাক্ষন পদ্মাবিল	৩৬	,,
ছ)	রতনপুর	২০	,,
জ)	বগাবিল	৪০	,,
		৫২৯	,,

(৭)

উদয়পুর ব্লক

ক)	ছয়ঘড়িয়া—	৪২	পরিবার
খ)	উত্তর বড়মুড়া—	৯৪	,,
(গ)	দক্ষিণ বড়মুড়া—	১৪৮	,,
(ঘ)	দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর—	৬৪	,,
ঙ)	কাচিগাং—	৬৩	,,
চ)	পূর্বথুপিলং—	৭০	,,
ছ)	লক্ষীপতি—	৪৪	,,
জ)	আঠারবুলা—	৪০	,,
ঝ)	তৈনানী—	৭২	,,
ঞ)	চন্দ্রপুর আর, এফ—	৫৬	,,
ট)	উত্তর ব্রজেন্দ্র নগর—	৮৫	,,
ঠ)	পূর্ব মগ পুষ্করিনী	৭২	,,
ড)	ধ্বজনগর/ধুপতলী—	৯২	,,

ঢ) রাণী—	১০৫	,,
ন) শামুকছড়া—	৬২	,,
ত) কিল্লা—	১৩৯	,,
থ) দক্ষিণ মহারাণী—	১৭৩	,,
	১৪২১	,,

(৮)

রাজনগর ব্লক

ক) পশ্চিম পিপড়াখলা—	১৬	,,
খ) কমলপুর—	১০	,,
গ) দক্ষিণ সোনাইছড়ি—	১২	,,
ঘ) রাধানগর—	১০	,,
ঙ) কলাবাড়ীয়া –	১২	,,
চ) উত্তর ভারতচন্দ্র নগর—	১২	,,
ছ) চিতাখারা –	১০	,,
জ) বড় পাথরী—	১০	,,
ঝ) উত্তর শ্রীরামপুর –	১০	,,
ঞ) পাইখলা—	৮	,,
ট) রাজনগর—	৮	,,
ঠ) রাঙ্গামুড়া—	৮	,,
ড) সারাসীমা—	২	,,
ঢ) পূর্ব পিপড়ীয়াইখলা—	১৩	,,
ণ) উত্তর সোনাইছড়ি	৬	,,
ত) মাতাই	১৩	,,
থ) হরিপুর—	৯	,,
দ) অভয়নগর—	৫	,,
ধ) কৃষ্ণনগর—	৬	,,
ন) দেবীপুর—	৫	,,
প) ঋষ্যমুখ—	৫	,,
	১৯০	,,

(৯)

বগাফা ব্লক

ক) তাকমাছড়া—	৯৪	পরিবার

খ) পত্তিছড়ি—	৬৭	,,
গ) বীরচন্দ্র নগর—	৮০	,,
ঘ) দেবীপুর—	৭০	,,
ঙ) লক্ষীছড়া—	৭০	,,
চ) বীরেন্দ্র নগর	১৫৩	,,
ছ) মুনীরামপুর—	১০৭	,,
জ) রতিনপুর—	৭৭	,,
ঝ) কাঠালিয়াছড়া—	৫৭	,,
ঞ) পূর্ববগাফা—	৪৪	,,
ট) পূর্বপিলাখ—	১২১	,,
ঠ) মধ্য পিলাখ—	১০১	,,
ড) পূর্বচড়কবাই...	৪৩	,,
ঢ) কলসী—	৫১	,,
ণ) মুহুরীপুর আর, এফ	১০	,,
ত) গরদাং—	৫	,,
	১১৫০	,,

(১০)
সাতচাঁদ ব্লক

সোনাইছড়ি—	১৫	পরিবার
রূপাইছড়ি—	২৫	,,
চাতকছড়ি—	৩৭	,,
দক্ষিণ বুড়াথলি—	১৮	,,
তইচামা –	১৪৭	,,
সকবাড়ী—	১৪৯	,,
উত্তর বুড়াথলী—	৯	,,
কালাপানিয়া—	২৫	,,
গরধাং	১৪০	পরিবার
পূর্ব জলেফা	১৬	,,
পশ্চিম ,,	৫	,,
গড়িফা	১৬	,,
ঘোড়া কাপ্‌পা	১১০	,,
কৃষ্ণনগর	৩৪	,,
পূর্ব লুধুয়া	৪	,,

পশ্চিম সাব্রুম	৩৮	,,
পশ্চিম লুধুয়া	৪৩	
ডাওলা বাড়ী	৩	,,
শ্রীনগর	৮	,,
বৈষ্ণব পুর	৬৫	,,
পূর্ব সাব্রুম	৯৮	,,
মাগরুম	১০৫	,,
বগাচতল	১৭০	,,
কাপতলি	৬৫	,,
শিলাছড়ি	১৫০	,,
বড়াবিল	২৩৪	,,
মাধব নগর	৮	,,
রাজনগর	১২	,,
চাগিতা বংকুল	১৩৮	,,
মনু-বাজার	৫৩	,,
সিন্দুক পাথর	৪০	,,
কালাডেপা	৩৪	,,
ফুলচড়ি	৭৬	,,
বিজয়পুর	৮৫	,,
বিষ্ণুপুর	১২০	,,
আমলীঘাট	৩৫	,,
দক্ষিন মনুবংকুল	৪৮	,,
উত্তর মনুবংকুল	৫৩	,,
বাগমারা	১৫০	,,
হরবাতলী	৩১	,,
বেতাগা	১৮৭	,,
সুকনাছড়ি	১৯০	,,
চালিতাছড়ি	৫১	,,
	মোট—৩০৪০	

অমরপুর ব্লক

পূর্ব তৈসলং	৭৫ পরিবার	
পশ্চিম তৈসলং	৩৭	,,
জামুছড়া	২০	,,
উত্তর তৈদু	১৫	,,

দক্ষিন তৈদু	২০	,,
তৈদু	২৫	,,
পালকাছড়া	৩৭	,,
তৈদুডেপা	৩৭	,,
হরিপুর	৩৭	,,
অম্পিছড়া	৬৫	,,
গামাইছড়া	৫০	,,
ধনলেখা	২৫	,,
বৈষ্যমনি পাড়া	২০	,,
অম্পিনগর	১৫	,,
উত্তর ছনগাং	৪২	,,
দক্ষিন ছনগাং	৪২	,,
একজনছড়া	৮৫	,,
মেলছি	১৫	,,
ছেছুয়া	১৫	,,
সোনাছড়া	১৫	,,
পূর্ব সরবং	৮৫	,,
পশ্চিম সরবং	৩২	,,
দেববাড়ী	৫০	,,
গংগিয়া	৯৫	,,
রাঙ্গকাং	৬০	,,
রাংকাং	২০	,,
পূর্ব মালবাসা	৮০	,,
পশ্চিম মালবাসা	১০	,,
ডালাক	১৫	,,
পশ্চিম ডুলমা	৫২	,,
পূর্ব ডুলমা	৫৫	,,
পাহাড়পুর	৭০	,,
দক্ষিন ছেলাগাং	২০	,,
উত্তর ছেলাগাং	১৫	,,
লাউগাং	৬৫	,,
কচুছড়া	৮২	,,
নূতন বাজার	৪৩	,,
একছড়ি	১৫	,,
উত্তর একছড়ি	১৫	,,

লেবাছড়া	২০	,,
রামভদ্র	২৫০	,,
পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান	২০	,,
পূর্ব মানিক্য দেওয়ান	২৫	,,
পূর্ব করভোগ	৯০	,
পশ্চিম করভোগ	৫২	,,
দক্ষিন করভোগ	৫০	,,
ইছাছড়ি	৬০	,,
পতিছড়ি	৫০	,,
রাঙ্গামাটি	১৫	,,
	২২১৩	,,

ডুম্বুর নগর ব্লক

গণ্ডাছড়া	১৩৫	পারব
শর্মা	১৭৫	,,
জগবন্ধু পাড়া	২২৫	,,
লক্ষীপুর	১৯০	,,
ভগীরথ পাড়া	১৬৫	,,
রতননগর	১৯৫	,,
দলপতি	১৯০	,,
রামনগর	১৪৫	,,
তৈচাক্মা	১৭০	,,
পোতাছড়া	১৬০	,,
রাইমা	১৭০	,,
	১৯২০	,,

সালেমা ব্লক

বিলাশছড়া—	২৫	পরিবার
মায়াছড়ি—	৩০	,,
বামনছড়া—	৩০	,,
মারাছড়া—	৫	,,
মহাবীর—	৩৫	,,

ছোটশর্মা—	৫০	,,
লুম্ব—	৩০	,,
শ্রীরামপুব—	৫০	,,
দুর্ধরছড়ি—	২২	,,
আপারেশকার—	৭০	,,
কাটালুটমা—	৩০	,,
মেনদি—	৪০	,,
কচুছড়া—	৪৫	,,
মেছুরিষা—	৮০	,,
ডাববাড়ী—	৬০	,,
পশ্চিমডুমুছড়া—	৪০	,,
পশ্চিমনালীছড়া—	৮৫	,,
দেবীপুর—	৫৫	,,
চানকাপ্র	৬০	,,
কুলাই	২৫	,,
লালছড়ি	১৫	,,
কমলাছড়া—	১০০	,,
কুলাই অ ব, এফ—	১৫০	,,
বলরাম—	১০০	,,
শিকাড়ী বাড়ী—	২৫০	,,
জগন্নাথপুর—	১৪০	,,
হরিমঙ্গল—	২৫০	,,
কমাপাড়া—	১০০	,,
কর্ণপাড়া—	১০০	,,
সিধ্যাপাড়া—	১৫০	,,
চাক্মাপাড়া—	২০০	,,
তেতুয়া—	১০০	,,
রাধারামবাড়ী—	১৫০	,,
গংগানগর—	১৫০	,,
	২৮২২	,,

কুমারঘাট ব্লক

দক্ষিন ঊণকোটি—	১৯	পরিবার
রাজকান্দি—	২০	,,

দেওভেলী—	২২	,,
সায়দাছড়া—	১৩	,,
সিঙ্গিরবিল—	১০	,,
পূর্ববেতছড়া—	১১	,,
কুমারঘাট—	৩	,,
গোলকপুর—	২৮	,,
লালজুরি—	১০	,,
দেওযাছড়া—	৫০	,,
উনকোটি—	২৫	,,
ফটিকছড়া—	১৩	,,
ডেমডুম—	২০	,,
পশ্চিম রাতাছড়া—	২০	,,
জাম্ তৈলবাড়ী—	১৮	,,
দাবৈছে—	৭	,,
পাবিয়াছড়া	৫	,,
	২৯৪	,,

শানিসাগর ব্লক

বালিধুম—	১৪১	,,
পেকুছড়া—	৮৩	,,
	২২৪	,,

কাঞ্চনপুর ব্লক

পূঃ সাত্তনালা—	৩০	পরিবার
	৩০	,,
নালকাটা—	২০	,,
উত্তর লালজুরি—	১০	,,
উজান মাছমারা—	৩০	,,
বছিরামপাড়া—	২০	,,
দশমনিপাড়া—	৫০	,,
মনুছৈলেংটা—	৫০	,,
আনন্দসাগর—	৩০	,,
নবীনছড়া—	২০	,,
উত্তর মাছমারা—	১০	,,

আন্দার ছড়া—	৫০	,,
কাছাড়ী ছড়া—	৫০	,,
দক্ষিণ দজদা—	২০	,,
তুইসামা—	২০	,,
জমাইপাড়া—	৩০	,,
পেচারথল—	১৫	,,
রাহুমছড়া—	৩০	,,
উত্তর দজ্‌দা—	৩২	,,
পশ্চিম সাতনালা—	১৫	,,
কাঞ্চনপুর—	৬০	,,
শান্তিপুর—	৬	,,
ডাইনছড়া—	১৫	,,
শিবনগর—	০	,,
	৬৮৩	,,

ছামনু ব্লক

নাতিনমনু—	২	,,
গোবিন্দ বাড়ী—	১০০	,,
মালিধর—	১৮০	,,
পূর্ব ছামনু—	৭৫	,,
রাজধর—	১৭৩	,,
মানিকপুর—	১৪৫	,,
লবণছড়া—	১৭০	,,
ডলুছড়া—	১২০	,,
দুর্গাছড়া—	৫৫	,,
লালছড়া—	৪০	,,
মনু—	৪৫	,,
দেও—	২০৫	,,
পূর্ব্বকরমছড়া	৫০	,,
কাঞ্চনছড়া—	৫০	,,
উত্তর লংতরাই—	৭৫	,,
জয়চন্দ্রপাড়া—	১২০	,,
সিন্ধুকুমারপাড়া—	১০০	,,
জামিরছড়া—	৯০	,,

লংতরাই—	১৬০	,,
ডেমছড়া—	৪০	,,
কাঁঠালছড়া—	৯০	,,
করাত্তিছড়া—	৩০	,,
পশ্চিম কবমছড়া—	২৫	,,
নালকাটা—	২৫	,,
দক্ষিণ ধুমাছড়া—	২৫	,,
ময়নামা—	২১	,,
গয়নামা—	২০	,,
ছৈলেংটা—	১৪	,,
পশ্চিম ছামনু—	২০	,,
	২৯২০	,,

প্রশ্ন

৩। বন্টিত বীজ ধান কোথাও বীজের অনুপযোগী বলে কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কি ?

উত্তর

৩। না।

Admitted Unstarred Question No. 10.

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কতগুলি বারোয়ারী শিক্ষাকেন্দ্র আছে ?
(তার ব্লক ভিত্তিক নাম সহ হিসাব)

২। তার মধ্যে কতটি কেন্দ্রে ঘর আছে ও কতটিতে নাই ?

৩। এবং যেখানে ঘর নাই সেখানে ঘর তৈরীর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। ১১৬৪ টি বারোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

উত্তর জেলা

সালেমা	১০০
কুমার ঘাট	৮৯
কাঞ্চনপুর	৫৫
পানিসাগর	৭৬
ছামনু	২৩
	৩৪৩

দক্ষিণ জেলা

মাতাবাড়ী	১০৬
সাতচান	৭১
রাজনগর	৬৬
অমরপুর	৬৬
বগাফা	৫৫
	৩৬৪

পশ্চিম জেলা

তেলিয়ামুড়া	২২
খোয়াই	৫৮
মোহনপুর	৮৯
মেলাঘর	৬০
বিশালগড়	১১৭
জিরানীয়া	৬৫
	৪১১

১। ব্লক ভিত্তিক নামের তালিকা এই সংগে দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া সদর নর্থ ব্লক এরিয়াতে আর ও ৪৬ টি বালোয়াড়ী কেন্দ্র আছে।

২। ৭৩২টি কেন্দ্রে ঘর আছে এবং ৪২৮টি কেন্দ্রে ঘর নাই।

৩। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ঘর খাস জমিতে অথবা কাহার ও দান করা জমিতে তৈরী হয়। গৃহহীন কেন্দ্রগুলির জন্য ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। যেখানে ভূমি পাওয়া যায় সেখানে গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় এবং SREP এর মাধ্যমে ঘর তৈরী করা হচ্ছে।

Statement showing names of Social Education/Balwadi Centres under the North Tripura District Block-wise.

Salema Block.

1. Gouri Shishu Bihar, Ambassa.
2. Ambagan Shishu Bihar.
3. Kanchanpur Colony S. E. Centre.
4. Jagannathpur S. E. Centre.
5. Raipasa S. E. Centre.
6. Dulubari S. E. Centre.
7. Vauliabastee S. E. Centre.

8. Kekmacherra S. E. Centre.
9. Subhadra Shishu Bihar, Kulai.
10. Sonamura Kabrapara S. E. Centre.
11. Gandacherra S. E. Centre.
12. Nalicherra S. E. Centre.
13. Basudebpara S. E. Centre.
14. Sudharampara S. E. Centre.
15. Lalchari S. E. Centre.
16. Lalchari Tribal Colony S. E. Centre.
17. Bagmara S. E. Centre.
18. Dhanban Reang Chow Para S. E. Centre.
19. Balaram S. E. Center.
20. Chandraipara S. E. Centre.
21. Nilambar Shishu Bihar, Salema.
22. North Singinala S. E. Center.
23. South Singinala S. E. Centre.
24. Mendi Hower No. 1 S. E. Centre.
25. Mendi Hower, No. 2 S. E. Centre.
26. Padma Kumar Deb Barma Para S. E. Centre.
27. Rakhaltali S. E. Centre.
28. Rabindra Chandra Shishu Bihar.
29. East Dalucharra S. E. Centre.
30. West Dalucharra S. E. Centre.
31. Salema Colony S. E. Centre.
32. Dabbari S. E. Centre.
33. South Kachucherra S. E. Centre.
34. Mahendra Shishu Bihar.
35. Madhya Kachucherra S. E. Centre.
36. Kachucherra S. E. Centre.
37. Kachucherra Sangmabastee S. E. Centre.
38. Avanga S. E. Centre.
39. West Avanga S. E. Centre.
40. Maharani S. E. Centre.
41. Noagaon S. E. Centre.
42. Katalutma S. E. Centre.

43. Adhir Deb Barma S. E. Centre.
44. Mechuria S. E. Centre.
45. Chulubari S. E. Centre.
46. Noagong S. E. Centre.
47. Kalachari No. 2 S. E. Centre.
48. Mangal Sing. Chou Para S. E. Centre.
49. Iswar Deb Barma Para S. E. Centre.
50. West Chulubari S. E. Centre.
51. Mayachari S. E. Centre.
52. Bishnupur S. E. Centre.
53. Sashi Kumar Para S. E. Centre.
54. Krishnanāgar S. E. Centre.
55. South Manikbhandar S. E. Centre.
56. West Lambu S. E. Centre.
57. Rajdhan Halam Para S. E. Centre.
58. Sadhubari S. E. Centre.
59. Fulchari S. E. Centre.
60. Durai shib Bari S. E. Centre.
61. Mainabari S. E. Centre.
62. West Halahali S. E. Centre.
63. Manikbhandar S. E. Centre.
64. Biswa Ch. Para S. E. Centre.
65. Kalachari No. 1 S. E. Centre.
66. Bidya Chou. Bari S. E. Centre.
67. Mangal Sing. Para S. E. Centre.
68. Santosiabari S. E. Centre.
69. Sridampur S. E. Centre.
70. Ganarampara S. E. Centre.
71. Bamancherra S. E. Centre.
72. Baradrawn S. E. Centre.
73. West Kuchainala S. E. Centre.
74. North Michuria S. E. Centre.
75. Rupaspur S. E. Centre.
76. Chotosurma S. E. Centre.
77. Kamalpur South S.E. Centre.

78. Kamalpur Sub-Jail S.E. Centre.
79. Maracharra S.E. Centre.
80. Lalchari S.E. Centre.
81. Mohanpur S.E. Centre.
82. Kamranga S.E. Centre.
83. Kamalpur West S.E. Centre.
84. Putiacherra S.E. Centre.
85. Harerkhala S.E. Centre.
86. Baligaon S.E. Centre.
87. Barasurma S.E. Centre.
88. Darang S.E. Centre.
89. Kandigram S.E. Centre.
90. Halahali S.E. Centre.
91. Profull Das Para (Chulubari) S.E. Centre.
92. Pasupati Deb Barma Para S.E. Centre.
93. Kalachari No. 3 S.E. Centre.
94. Debicherra S.E. Centre.
95. Panbhua S.E. Centre.
96. Panchashi S.E. Centre.
97. South Kuchainala S.E. Centre.
98. Singhagra S.E. Centre.
99. Aparaskar S.E. Centre.
100. Kamalacharra S.E. Centre.

Chaumanu T.D. Block.

1. Mainama S.E. Centre.
2. Aghore Sarder Para S.E. Centre.
3. Masli S.E. Centre.
4. Lalcharra M.T. Colony S.E. Centre.
5. Bhitar Mainama S.E. Centre.
6. Nalkata S.E. Centre.
7. Karamcharra S.E. Centre.
8. Jamircharra S.E. Centre.
9. South Lalcharra S.E Centre.
10. Kanchancherra S.E. Centre.
11. Kathalcherra S.E. Centre
12. Ghagracherra S.E. Centre.
13. Kukicherra S.E. Centre.
14. Jatindra Rowaja Para S.E. Centre.
15. Wakiram Rowaja Para S.E. Centre.
16. Rabi Kumar Rowaja Para (Manikpur) S.E. Centre.
17. Dhumacherra S.E. Centre.
18. Reang Bastee S.E. Centre.

19. Chailengta Colony S.E. Centre.
20. Karaticherra S.E. Centre.
21. Brajendra Tripura Para S.E. Centre.
22. Chitta Sen Rowaja Para S.E. Centre.
23. Rajdhar S.E. Centre.

Kanchanpur Blook.

1. Nabincherra S.E. Centre.
2. Karaicherra S.E. Centre.
3. Dhanicherra S.E. Centre.
4. Unmadini Shishu Bihar.
5. Hemangini Shishu Bihar.
6. Kirshnatilla S.E. Centre.
7. Nalkata S.E. Centre.
8. Taraka Debi Shishu Bihar.
9. Pyari Mohan Tirthamayee Shishu Bihar.
10. Natunbari S.E. Centre.
11. Barahaldi S.E. Centre.
12. Babujoy Choudhury Para S.E.C.
13. Tuisama S.E. Centre.
14. Hanumanpara S.E. Centre.
15. Kamakhyapur Nayanram S.E. Centre.
16. Anandabazar S.E. Centre.
17. S.K. Sermun S.E. Centre.
18. Uttar Gachirambari S.E. Centre.
19. Raimanipara S.E. Centre.
20. S.K. Tlaugsang S.E. Centre.
21. No. 3 Colony S.F Centre.
22. Kaljuri S E. Centre.
23. Vivekananda Memorial S E. Centre. Kaljuri.
24. Dupada S.E. Centre.
25. Kanchanpur S.E. Centre.
26. Kanchanpur Model S.E. Centre.
27. Kokeswari S.E Centre.
28. Baikunthanath Shishu Bihar, Kanchanpur.
29. Deshabandhu Samaj Siksha Kendra, Satnala.
30. Nimaichard Shishu Bihar, Satnala.
31. Jariham Shishu Bihar, Satnala.
32. Chandra Mohan Baidya para S.E.C.
33. Phuldungsei S.E. Centre.
34 Sabual S.E. Centre..
35. Tlangsang S.E. Centre.
36. Bangla S.E. Centre.

37. Belihianchhip S.E. Centre.
38. Vanghmun S.E.Centre.
39. Tlaksih S.E. Centre.
40. Hmunpui S.E. Centre.
41. Hmawnchuan S.E. Centre.
42. Vaisam S.E. Centre.
43. Khedacherra S.E. Centre.
44. Damcherra S.E. Centre.
45. Radhakishorepur S.E. Centre.
46. Sundibassa S.E. Centre.
47. Mitrajoypara S E. Centre.
48. Shibnagra S.E. Centre.
49. Purba Uricherra S.E. Centre.
50 Balanalcherra S E. Centre.
51. Kawnpui S.E. Centre.
52. Setudwar S.E. Centre.
53. Saikarbari S.E. Centre.
54. Subalpara S.E. Centre.
55. Silbari S.E. Centre.

Panisagra Block;

1. Kalagangerpar S.E.Centre.
2. Balicherra S.E. Centre.
3. Kadamtala S.E. Centre,
4. Pearicherra S.E. Centre,
5. Kurti S.E. Centre,
6. Birajanagar S.E. Centre.
7. Jolaibari S.E. Centre;
8. Tarakpur S.E. Centre.
9. Bargool S,E, Centre,
10. Telanganabastee S,E, Centre,
11. Churaibari S,E, Centre,
12. Saraspur S,E Centre.
13. Ranibari S,E, Centre.
14. South Bargool S.E. Centre,
15. Amtilla S,E. Centre,
16. Challishdrone S,E, Centre,
17. Raghna S,E, Centre,
18. West Chandrapur (S,Para) S,E. Centre.
19. Sanicherra S,E. Centre,
20. Sonarerpasa S,E, Centre,
21. Dharmanagar Town Balwadi S.E. Centre.
22. Chandrapur (P,para) S,E. Centre.

23. Ganganagar S.E. Centre,
24. Rajbari S.E. Centre,
25. East Chandrapur S.E. Centre.
26. Padmapur S E. Centre.
27. North Baruakandi S.E. Centre.
28. West Chandrapur S.E. Centre.
29. Ichai Nutanbazar S.E. Centre.
30. Huplong Upajatipara S.E. Centre.
31. Saminipara S.E. Centre
32. Darjir Hower S.E. Centre.
33. Dewanpasa S.E. Centre No. 1.
34. Baithangbari S.E. Centre.
35. Dewanpassa No. 2 S.E. Centre.
36. Ichai Lalcherra S.E. Centre.
37. Nandalal Shishu Bihar, Gobindapur.
38. Kameswar S.E. Centre.
39. Sakaibari S.E. Centre.
40. South Harua S.E. Centre,
41. Khopatilla S.F. Centre.
42. Sabajpur S.E. Centre.
43. Nayapara No, 1 S.E. Centre,
44. Nayapara No 2 S,E. Centre.
45. South Baruakandi S.E. Centre,
46. Chandrapur S.E, Centre.
47. Huplongcherra S.E. Centre.
48. Aginpasa S,E. Centre.
49. Dalubari S.E. Centre.
50. Panisagar S.E. Centre.
51. South West panisagar S.E. Centre,
52. North West panisagar S.E. Centre,
53. Chandpur S. E. Centre.
54. Deocherra S. E. Centre.
55. Rowa S. E. Centre.
56. Tilthai S. E. Centre.
57. Betangi S. F. Centre.
58. Bairagibari S. E. Centre.
59. Jalabassa S. E. Centre.
60. Madhabpur S. E. Centre.
61. North Deocherra S.E.Centre.
62. Uptakhali S. E.Centre.
63. North Padmabil S.E.Centre.
64. South Padmabill S. E. Centre.
65. Krishnapur S. E. Centre.

66. Rajnagar S. E. Centre.
67. Madhuban S.E. Centre.
68. Ramnagar S. E.Centre.
69. Uptakhali S. E. Centre.
70. Pekucheıra S. E. Centre.
71. Gobindapur S. E. Centre.
72. Chandrapur (M. Para) S. E. Centre.
73. Huplong S. E. Centre.
74. South Pearicheria S. E. Centre.
75. South Birajnagar S. E, Centre.
76. North Telamgana Bastee S. E. Centre.

Kumarghat Block

1. Fatikroy S. E. Centre.
2. Rajnagar Colony S. E. Centre.
3. Ganganagar S. E. Centre.
4. Rajkand S. E. Centre.
5. Saidacherra S. E. Centre.
6. Radhanagar S. E. Centre.
7. Assambasti S. E. Centre.
8. Krishnanagar S. E. Centre.
9. Fatikcherra S. E. Centre.
10. Gakulnagar S. E. Centie.
11. Kuleshnagar S. E.Centre.
12. Saidarpar S. E. Centre.
13. West Katatilla S. E. Centre.
14. East Ratacherra S. E. Centre.
15. West Kanchanbari S. E. Centre.
16. West Ratacherra S. E. Centre.
17. Kalyansingh Choudhury Para S. E. Centre.
18. Masauli S. E. Centre.
19. Laljuri S. E. Centre.
20. Vidyanagar S. E. Centre.
21. Kirtantali S. E. Centre.
22. Durganagar S. E. Centre.

23. Bhagabannagar S. E. Centre.
24. Ichabpur S. E. Centre.
25. Kaulikura S. E. Centre.
26. West Kaulicura S. E. Centre.
27. Deoracherra S. E. Centre.
28. Pakhirbada S.E. Centre.
29. Tilakpur S.E. Centre.
30. Muraibari S. E. Centre.
31. Baburbazar S.E. Centre.
32. Santipur S.E. Centre.
33. Kamrangabari S. E. Centre.
34. Kacharghat S. E. Centre.
35. Tilabazar S. E. Centre.
36. Irani S. E. Centre.
37. Latiapara S. E. Centre.
38. Chinibagan S. E. Centre.
39. Nooncherra S. E. Centre.
40. Tailen Muktar Para S. E. Centre.
41. Belehar S. E. Centre.
42. South Bhagabannagar S. E. Centre.
43. Devasthal T. E. Social Edn. Centre.
44. Kanakpur S. E. Centre.
45. Gobindapur S. E. Centre.
46. District Jail S. E. Centre.
47. Jalai S. E. Centre.
48. Durgapur S. E. Centre.
49. Narendra Chow. Para S. E. Centre.
50. Behakumar Para S. E. Centre.
51. Tailenbari S. E. Centre.
52. Kumarghat S. E. Centre.
53. Darchai S. E. Centre.
54. Sadhucharanpara S. E. Centre.
55. Dudpur S. E. Centre.
56. Betcherra Bhumihin Colony S. E. Centre.
57. Dudpur Colony S. E. Centre.

58. Ashrampalli S. E. Centre.
59. Sonaimuri Halambari S. E. Centre.
60. Nutanbazar S. E. Centre.
61. Sidangcherra S. E. Centre.
62. North Pabiacherra S. E. Centre.
63. Satyendra Malakar Para S. E. Centre.
64. Bhagyapur S. E. Centre.
65. Singirbill S. E. Centre.
66. Chantail S. E. Centre.
67. Nayapara S. E. Centre.
68. Rajnagar S. E. Centre.
69. Jagannathpur S. E. Centre.
70. Baraitali S. E. Centre.
71. Samrurpar S. E. Centre.
72. Chandipur S. E. Centre.
73. Bilaspur S. E. Centre.
74. Dalugaon S. E. Centre.
75. Pechardahar S. E. Centre.
76. East Fultali S. E. Centre.
77. Mohanpur S. E. Centre.
78. West Fultali S. E. Centre.
79. West Katatilla S. E. Centre.
80. Murticherra S. E. Centre.
81. Rangrung S. E. Centre.
82. Rajmohan Chow Para S. E. Centre.
83. Daityaram Para S. E. Centre.
84. Sarojini T. E. Social Education Centre.
85. Sova Tea Estate S. E. Centre.
86. Hiracherra Tea Estate S. E. Centre.
87. Rangauti S. E. Centre.
88. Nidebi S. E. Centre.
89. Juricherra S. E. Centre.

Materbari Block (Udaipur)

1. Bagabasa S.E. Centre.
2. Garjanmura East S.E. Centre.

3. Garjanmura West S.E. Centre.
4. Tepania East S.E. Centre.
5. Tepania West S.E. Centre.
6. Salghara S.E. Centre.
7. Hadra S.E. Centre.
8. Amatali S.E. Centre.
9. Bagma S.E. Centre.
10. Chhanban S.E. Centre.
11. Gakulpur East S.E. Centre.
12. Gakulpur West S.E. Centre.
13. Dhawjanagar S.E. Centre.
14. Khupilong East S.E. Centre.
15. Khupilong West S.E. Centre.
16. Daria Bagma S.E. Centre.
17. Barabhaiya S.E. Centre.
18. Bagma Daria S.E. Centre.
19. Resetlement Colony (Barabhaiya)
20. Sataria S.E. Centre.
21. Tepania Village S.E. Centre.
22. Kamalasagar S.E. Centre.
23. Rabindrapalli S.E. Centre.
24. Dist. Jail (Udaipur) S.E. Centre.
25. Sonamura S.E. Centre.
26. Surasundari S.E. Centre.
27. Palatana S.E. Centre.
28. Materbari S.E. Centre.
29. Rajnagar S.E. Centre.
30. Rajnagar Settlement Colony S.E. Centre.
31. Fulkumari No. 1. S.E. Centre.
32. Fulkumari No. 2. S.E. Centre.
33. Lulunga No. 1. S.E. Centre.
34. Lulunga No. 2. S.E. Centre.
35. Khiroda Sundari West Dudpuskarini) S.E. Centre.
36. Materbari Landless Colony S.E. Centre.
37. Buradhighirpar S.E. Centre.

38. Palatana Beri S.E. Centre.
39. Kunjaban S.E. Centre.
40. Fulkumari Landless Colony S.E. Centre.
41. Kalatilla S.E Centre.
42. Gamaria S.E. Centre.
43. Hirapur S.E. Centre.
44. Re-settlement Colony Hirapur S.E. Centre.
45. Brammachhara S.E. Centre.
46. Nabajagaran Sangha S.E. Centre.
47. Flowers Club S.E. Centre.
48. Khilpara S.E. Centre.
49. Jamjuri S.E. Centre.
50. Bipinnagar S.E. Centre.
51. Kakraban S.E. Centre.
52. East Dud-puskarini S E. Centre.
53. Rajarbak S.E. Centre.
54. Rajdharnagar S.E. Centre.
55. Ichhachara S.E. Centre.
56. Surendra Nagar S.E. Centre.
57. Kushamara S.E. Centre.
58. Rani Buraghat S.E. Centre.
59. Rani Nattapara S.E. Centre.
60. Kishoreganj S.E. Centre.
61. Shighati No.1. S.E. Centre.
62. Mogpuskarini S.E. Centre.
63. Shighati No.2. S.E. Centre.
64. Harishchandra S.E. Centre.
65. Alongbari S.E. Centre.
66. Hatipacha S E. Centre.
67 Chandrapur Village S.E. Centre.
68. Chandrapur Colony S.E. Centre.
69. Murapara S.E. Centre.
70. Chandrapur Landless Colony S.E. Centre.
71. Killa S.E. Centre.
72. Uttar Barmura S.E. Centre.
73. Chhaygharia S.E. Centre.
74. Noabari S.E. Centre.
75. Kalamkhai S.E. Centre.
76. Pitra S.E. Centre.
77. Pabitrarambari S.E. Centre.
78. Raiyabari S.E. Centre.
79. Baishabari S.E. Centre.
80. Kalaban S.E. Centre.

81. Chungthingchara S.E. Centre.
82. Murshambari S.E. Centre.
83. Karaiyamura S.E. Centre.
84. Duptali Pailpara S.E. Centre.
85. Rani Killa S.E. Centre.
86. Holakhet S.E. Centre.
87. Holakhet Bazar S.E. Centre.
88. Jwalikhamar S.E. Centre.
89. Bazrabari S.E. Centre.
90. Garjee S E. Centre.
91. Puktadas Para S.E. Centre.
92. Chimsima S.E. Centre.
93. Gangachhara S.E. Centre.
94. Gangacharan West Para S.E. Centre.
95. Ramkrishnapara S.E. Centre.
96. Tulamura S.E. Centre.
97. Turpadhum Hindupara S.E. Centre.
98. Damdama S.E. Centre.
99 Samukchhara S.E Centre.
100. Mirja S.E. Centre.
101. Prabir Choudhury Para S.E. Centre.
102. Pouramura S.E. Centre.
103. Dateram S.E. Centre.
104. Basankhola S.E. Centre.
105. Mayapuri S.E. Centre.
106. Takkiroypara S.E Centre.

Amarpur M.P. Block

1. Bhagaban Khola S E. Centre.
2. Bampurbazar S E Centre.
3. Bampur S.E. Centre.
4. Rangamati S E. Centre.
5. Ramkrishna Colony S.E. Centre.
6. Purbadhan Chowdhury Para S.E. Centre.
7. Rutuk Roy bari S.E. Centre.
8. Burburia Social Edn.S.E. Centre.
9. Mailak S E. Centre
10. South Mailak S.E. Centre.
11. Dhakair char S.E. Centre.
12. Khudiram Colony S.E. Centre.
13. Birbal Das Para S.E. Centre.
14. Hari Mohan Smriti Nursery S.E. Centre.
15. Vibakanda S.E, Centre.

16. Fatik Sagar S. E. Centre,
17. Gobinda Tılla S. E. Centre.
18. Makrai Bari S. E. Centre.
19. Kurma S. E. Centre.
20. South Malbasa S. E. Centre.
21. North Malbasa S. E. Centre.
22. Malbasa Jamatiabari S. E. Centre.
23. Gamakubari S. E. Centre.
24. Hati Ray Bari S. E' Centre.
25. Nabin Ray Bari S. E. Centre.
26. Chaduk Chara S. E. Centre.
27. Paschim duluma S. E. Centre.
28. Netajee pally S. E. Centre.
29. Sarbong S. E. Centre.
30. Adaısha Sukanta Colony S. E. Centre.
31. Pan Chara S. E. Centre.
32. Chellagang S. E. Centre.
33. Karkhana Colony S. E. Centre.
34. Jharjharia S. E.Centre.
45. Nutan Bazar S. E. Centre.
36. Sukanta Colony S. E. Centre.
37. Depachara S. E. Centre.
38. Nabajoy Chowdhury Para S. E. Centre.
39. Probin Roaza Para S. E. Centre.
40. Ram Kr. DebBarma para S E. Centre.
41. Sakhi Charan DebBarma Para S. E. Centre.
42. Chandra Das Roaza Para S E. Centre.
43. Karbook S. E. Centre.
44. Uttar Chellagang S. E. Centre.
45. Mohanta Para S. E. Centre.
46. Shib Kr. Para S. E. Centre.
47. Sadhu Para S. E. Centre,
48. Taidu Kalitila S. E. Centre.
49. Ampinagar S. E. Centre.
50. Halua bari S.E. Centre.
51. BaishamaniPara S. E. Centre.
52. Dhanlekha Kaipeng Para S. E. Centre.
53. Taichakma S. E. Centre.
54. Taidu Khamarbari S. E. Centre.
55. North Taidu S. E. Centre.
56, Taidu Dhapa S, E. Centre.
57. Uttar Singh Reang Bari S. E. Centre
58, Dhan Lekha Bangali Para S. E. Centre.

59. Chankhola S. E. Centre.
60. Chankhola(Dhalachara) S. E. Centre.
61. Khum Charan Para S. E. Centre.
62. Nagrai S. E. Centre.
63. Juksuya Bari S. E. Centre.
64. Dhalachara S. E. Centre.
65. Ampinagar Re-Settlement Colony S. E. Centre.
66. Ampi Chara S. E. Centre.

Bagafa C. D. Block

1. Betaga S. E. Centre.
2. Lowgang S. E. Centre.
3. West Charabai (New) S. E. Centre.
4. West Chara kbai (Old) S. E Centre,
5. Laxmichara S. E. Centre.
6. East Charakbai S. E. Centrr.
7. Malindra Reang Para S. E. Centre.
8. Asram Tilla S. E. Centre.
9. East Bagafa (old) S. E. Centre.
10. East Bagafa (New) S. E. Centre.
11. Subash Colony S. E. Centre.
12. Block H. S. E. Centre.
13. Kusharghat S. E. Centre.
14. Muhuripur S. E. Centre.
15. North Muhuripur S. E. Centre.
16. Ratanpur S. E. Centro.
17. Takurchara S. E. Centre.
18. South Jolaibari S. E. Centre.
19. West Jolaibari No. 1. S. E. Centre.
20. West Jolaibari No. 2 S. E. Centre.
21. Jolaibari S. E. Centre.
22. Batambari S. E. Centre.
23. North Jolaibari S.E. Centre.
24. Sankarpur S. E. Centre.
25. Kalam S. E. Centre.
26. Naziraipara S. E. Centre.
27. Kanchannagar S. E. Centre.
28. Santi Colony S. E. Centre.
29. Birchandra Nagar S. E. Centre.
30. Biiratan Chow. Para S. E. Centre.
31. Kathakiachara S. E. Centre.
32. Dbipur (North) S. E. Centre.

33. Takmachara S. E. Centre.
34. West Manu S E. Centre.
35. Manu S E. Centre.
36. Naraifun S. E. Centre.
37. Lamirah S. E. Centre.
38. Rajapur S. E. Centre.
39, Gardhang S. E. Centre,
40. Gargerai S, E. Centre.
41. East Patichari S, E. Centre.
42. West Patichari S. E. Centre.
43. Madhya Pilac S. E. Centre.
44, South Muhuripur S. E. Centre.
45. Sachiram bari S. E. Ceutre.
46. Raniabari S. E. Centre.
47. West Pilac S. E. Centre.
48. Kalashi S. E. Centre.
49. Kuaifung S. E. Centre.
50. Manirampur S. E Centre.
51. South Hichachara S. E. Centre.
52. Sahapathar S. E. Centre.
53. Madhya Pilac Banik Para S. E. Centre
54. East Pilac S. E. Centre.
55. Debdaru S. E. Centre.

Rajnagea Block

1. Jaykathpur S. E. Centre.
2. South Sonaichari S. E. Centre.
3. North Sonaichari S. E. Centre.
4. East Sarashima S. E. Centre.
5 Mirjapur (Satmura) S. E. Centre.
6. Mirjapur S E. Centre.
7 North Mirjapur S. E. Centre.
8 Baraj Colony S. E. Centre.
9. Sarashima S E. Centre.
10 Arya Colony S. E. Centre.
1 Shishu Niketan S. E. Centre.
1 . Kalinagar S. E. Centre.
1 . Ramthakur Para S. E. Centre.
14. Shishu Sabgha S. E Centre.
15. North Belonia S. E. Centre.
16. S. B. C Nagar S. E. Centre.
17. Rambabu Tila S. E. Centre.

18. Sukar mara S. E. Centre.
19. Shishu Bitan S. E. Centre.
20. Ishan Chandra Nagar S. E. Centre.
21. U. B. C. Nagar S. E. Centre.
22. Ratanbari S. E. Centre.
23. Chiltamara Bo. 2 S, E. Centre.
24. Jirtali (Kalabari) S. E. Centre.
25. North Kalabari S. E. Centre.
26. Chittamara S. E. Centre.
27. Paikhola S. E. Centre.
28. Mandharia S. E. Centre.
29. Laxmipur S. E. Centre.
30. Barpathar S. E. Centre.
31. North Barpathar S. E. Centre.
32. Barkashari S. E. Centre.
33. Joychand pur S. E. Centre.
34. Munshi para S. E. Centre.
35. East Piparaiakhola S. E. Centre.
36. West Piparaiakhola S. E. Centre.
37. Asram Para S. E. Centre.
38. Subjail S. E. Centre.
39. Belonia Office S. E. Centre.
40. Durgapur S. E. Centre.
41. Rajnagar S. E. Centre.
42. Radhnagar No. 2 S. E. Centre.
43. Radhnagar S. E. Centre.
44. Asgar Rahman pur S. E. Centre.
45. Nihar Nagar S. E. Centre.
46. Kamalpur S. E. Centre.
47. Gabtali S. E. Centre.
48. Coandrapur S. E. Centre.
49. Chofla Khola S. E. Centre.
50. Akimpur S. E. Centre.
51. Suoth Srirampur S. E. Centre.
52. Badakhal S. E. Centre.
53. Abhaynagar S. E. Centre.
54. Baraz Colony S. E. Centre.
55. Krishnanagar S. E. Centre.
56. Lengtapara S. E. Centre.
57. North Krisnanangar S. E. Centre.
58. Shibpur S. E. Centre.
59. Dubashibari S. E. Centre.
60. South Haripur S. E. Centre.

61. North Haripur S. E. Centre.
62. Sripur S. E. Centre.
63. Ramnagar S. E. Centre.
64. Uttar Gajaria S. E. Centre.
65. Champaknagar S. E. Centre.
66. East Rejnagar S E. Centre.

Satchand T. D. Block (Subroom)

1. Sabroom S. E. Centre.
2. Dulbari No. 1 S. E. Centre.
3. Dulbari No. 2 S. E. Centre.
4. Noabadi Tilla S. E. Centre.
5. Thaibong S. E. Centre.
6. Barkala S. E. Centre.
7. East Manughat S. E. Centre.
8. Ramendranagar S. E. Centre.
9. Harbatali S. E. Centre.
10. Bijoynagar S. E. Centre.
11. Chutakhil S. E. Centre.
12. Manikgharh S. E. Centre.
13. Khatalchari S. E. Centre.
14. Chidya S. E. Centre.
15. Shyama Prassed Pally S. E. Centre.
16. East Jalefa S. E. Centre.
17. Baishnabpur S. E. Centre.
18. Utter Bijoypur S. E. Centre.
19. Harina No. 1 S. E. Centre.
20. Harina No. 2 (Bijoyshilpara) S. E. Centre.
21. Harina Babukgram S. E. Centre.
22. Harinarayanpur S. E. Centre.
23. East Ludyya S. E. Centre.
24. East Sabroom S. E. Centre.
25. Kaptali S. E. Centre.
26. Rajmohan Roy Para S. E. Centre.
27. Kalachara S. E. Centre.
28. Sashimohan Roaja Para S. E. Centre.
29. New Manu S. E. Centre.
30. Bhuratali S. E. Centre.
31. Sudukpather S. E.Centre.
32. Adibashi Sevasram S. E. Centre.
33. Manu Bazar S. E. Centre.
34. South Manu S. E. Centre.

35. Magurchara S. E. Centre.
36. Satchand S. E. Centre.
37. Goachand S. E. Centre.
38. Madya Goachand S. E. Centre.
39. Fuchhari No. 2 S. E. Centre.
40. Hemchandra Roaja Para S. E. Centre.
41. Laxmiyabari S. E. Centre,
42, Sukna Chara S. E. Centre,
43, Kathakchari S, E, Centre,
44. Fulchari No. 2 S. E. Centre,
45. Kajushi Mogpara S, E. Centre.
46. Ganatantrik Nari Samity S. E. Centre.
47. Kaladepha S. E. Centre.
48. Sinduk pather No. 2 S. E. Centre.
49. South Taishama S. E, Centre.
50. Howaibari S. E. Centre·
51. Gagan Roaja Para S. E. Centre.
52. Dewn Chand Para S. E. Centre.
53. Manu Bankul S. E. Centre.
54. Chatakchari S. E. Centre,
55. Sri Nagar S. E. Centre,
56. Chalita chari No. 3 S. E. Centre.
57. Potamog para S. E. Centre,
58. Madhab Nagar S. F, Centre·
59, Rupaichari S. E. Centre,
60, Sonaichari S, E, Centre,
61. Chalitachari, No, 2 S. E, Centre,
62. Rupaichari No. 2 S. E. Centre.
63. Samarendra Jang S. E. Centre.
64. Chalitachari No. 1 S. E, Centre.
65. Karimatilla S. E, Centre,
66, poangbari S. E. Centre,
67; Lal Roaja para S. E. Centre,
68, Bugmara S, E, Centre.
69, Amlighat S. E. Centre.
70. Kumarchandra para S. E. Centre.
71, Bisnupur S. E. Centre,

Teliamura Block

1. Howaibari S.E. Centre.
2. South Pulinpur S.E. Centre.
3. Ghaniarbill S.E. Centre.

4. Karailong S E. Centre.
5. Maharanipur S.E. Centre.
6. Maigonga S.E. Centre.
7. Baluchara. S E. Centre.
8. Krishnapur S E. Centre.
9. Gunamani S.E. Centre.
10. Maharchara S.E. Centre.
11. Santipur S.E. Centre.
12. Tolabari S E. Centre.
13. Gangraihowr S.E. Centre
14. Satya Bhama Hriday S.E. Centre.
15. Dwarikapur S.E. Centre.
16. Gouranga Tila S E Centre.
17. Hadrai S.E. Centre.
18 Ampura S.E Centre.
19. Gagansadhu para S.E. Centre
20. Kamalnager S.E. Centre
21. Kunjamura S.E. Centre.
22. Santinagar Jumia Colony S E. Centre.

Khowai Block.

1 Samatal Padmabil S E Centre.
2, West Singichara S E. Centre.
3. Ajagartila S E Centre.
4. Manaichara S E. Centre.
5. Belchara S.E. Centre
6. Sonotala Landless Colony S E. Centre,
7. Ganki S-E. Centre.
8. Sri Krishna S.E. Centre.
9. Bara Baghai S E. Centre.
10. Abala S.E, Centre.
11. Harkumar S.E. Centre.
12. Sonatola S.E. Centre.
13. Paharmura S F. Centre.
14. Bagabil Jumii S.E. Centre.
15. Bagabil S.E. Centre.
16. Radhanagar S.E. Centre.
17. Gournagar S.E. Centre.
18. Purba Ganki S.E. Kentre,
19. Belfangbari S.E. Centre.
20. Dhalajoy S.E. Centre.
21. Ramsadhupara S E. Centre.

22. Bara Jambaɹia S.E. Centre.
23. Sri Ramthakur Para S.E. Centre.
24. Asharambari S.E. Centre.
25. Behalabari S.E. Centre.
26. Sikaribari S.E. Centre.
27. Gopalnagar S.E. Centre.
28. Champa Houar S.E. Centre.
29. Gagan Smriti S.E. Centre.
30. Kachubari S.E. Centre.
31. Chargharia bari S.E. Centre.
32. Ramgopal bari S.E. Centre.
33. Bachhaibari S.E. Centre.
34. Bidyabill (Rest Camp) S.E. Centre.
35. East Champa Chhara S.E. Centre.
36. Bansirambari S.E. Centre.
37. Ramgopal Bari S.E. Centre.
38. Barabil S.E. Bentre.
39. West Laxmichara S.E. Centre.
40. Banbazar S.E. Centre.
41. Radram bari S.E Centre-
42. West Champa chhara SE Centre.
43. Purbasingi Chhara SE Ceutre.
44. Bakiyabari SE Centre.
45. Anath Choudhury para SE Centre.
46. Paschim Rajnagr S.E. Centre.
47. Utalabari S.E. Centre.
48. Uttar Chebri S.E. Centre.
49. Purba Ramchandra Ghat S.E. Centre.
50. Kaminipara S.E. Centre.
51. Laltila S.E. Centre.
52. Attaibari S.E. Centre,
53. Sonaraibari S.E. Centre.
54. Talakari SE Centre.
55. Dakshin Jamtila SE Centre.
56. Lankapara SE Centre.
57. Subal para SE Centre.
58. Shasikumar Deb Barma para SE Centre.

MOHANPUR BLOCK

1. Konarghat SE Centre.
2. Brahmakunda SE Centre.
3. Ishanpur SE Centre.
4. Ramdas Thakur Para SE Centre.
5. Brahmakunda Basti SE Contre.

6. Putiabill SE Centre.
7. Narendra para Matiabari Jumia Colony SE Centre.
8. Kambuk Chhara SE Centre.
9. Bhadra Mani para SE Centre.
10. Rangamura SE Centre.
11. Daldali SE Centre.
12. Ishan choudhuri para SE Centre.
13. MantalaColy. SE Centre.
14. Bajabrnodinipur SE Centre.
15. Debendra Choudhuri para SE Centre.
16. Brajanagar Jumia Coly. SE Centre.
17. Chhankhola SE Centre.
18. Haticherra SE Centre.
19. Sarat choudhuri para SE Centre.
20. Masraibari SE Centre.
21. Mohanpur SE Centre.
22. Gamchha kobra SE Centre.
23. Sepai para SE Centre.
24. Krishnamohan kobra para SE Centre.
25. Nepali Basti SE Centre.
26. Rajghat SE Centre.
27. Mahadeb Bari SE Centre.
28. Bhati Fatikcherra SE Centre.
29. Dainmara SE Centre.
30. Taranagar SE Centre.
31. Fatikcherra SE Centre.
32. Bijoynagar SE Centre.
33. Rangacharra SE Centre.
34. Uttar Debendranagar SE Centre
35. Kalikamura SE Centre.
36. Tamakari SE Centre.
37. Lefunga SE Centre.
38. Sonai SE Centre.
39. Barkathal SE Centre.
40. Chachu SE Centre.
41. Jagatpur SE Centre
42. Satdobai SE Centre.
43. Harinakhola SE Centre.
44. Jairammudi SE Centre.
45. Chanpur SE Centre.
46. Chanmuri SE Centre.
47. Uttar Rangutia SE Centre.
48. Kalkalia SE Centre.
49. Hazamara SE Centre.
50. Ramdayal Thakur para SE Centre.
51. Jamirghat SE Centre.
52. Deba pur SE Centre.
53. Dakhin Rangutia SE Centre.
54. Mukampara S.E.C.
55. Kumaribil S E.C.
56. Ujan fatikcharra S.E.C.

57. Noagaon S.E.C,
58. Barmura Sontosh Iamader para S.E.C.
59. Radhanagar Bijoy Deb Barma S.E.C.
60. Tuchamung kurai S.E.C.
61. Kalkalia Re-settel village S.F.G.
62. Harinakhala Re-settle village S.E.C.
63. Mohinipur Re-settle village S.E.C.
64. Nripendranagar Colony S.E.C.
65. Laxman Sardar para Re-settled village S.E.C.
66. Hrishi Arabinda Barjala S.E.C.
67. Gowala basti (Litchu bagan) S.E.C.
68. Indranagar (New) S.B.C.
59. Lichu bagan S. E. C.
70. Kalikapur S. E. C.
71. Ananganagar S. E. C.
72. Narayanpur S. E. C.
73. Nayaniamura S. E. C.
74. Shanmura S. E. C.
75. Nandannagar S. E. C.
76. Nabagram S. E. C.
77. Natun nagar S. E. C.
78. Lankumara S. E. C.
79. Narsinggarh S. E. C.
80. Desh Bandhu S. E. C.
81. Air Port S. E. C.
82. Sharma Longa Land less S. E. C.
83. Barjala S. E. C.
84. Gandhigram S, E. C.
85. Binpara S. E. C.
86. Nandannagar No. 2 S. E. C.
87. Durjoynagar S. E. C.
88, Bargatha Kartic Deb Barma Para S .E. C,
89. Mohandas Baisnab Para S. E. C.

MELAGHAR BLOCK

1. Joychandra Bala Mandir.
2. Rangamura S. E. C.
3. Thakurpara S. E. C.
4. Palpara S. E. C.
5. Mohanbhog S. E. C.
6. Askhoy Samaj Sikha Kendra S. E. C.
7. Nalchara S. E. C.
8. Jagt Chandra Sishu Udyan S. E. C.
9. Ambika Sishu Bihar S. E. C.
10. Maya Rani S. E. C.
11. Ram Kanai Sishu Niketan S. E. C.
12. Taxapara S. E. C
13. Taijling S. E. C.
14. Jumerdhepa S. E. C.
15. Bagabasa S. E. C.

16. Chandanmura S. E C.
17. Abid Ali S. E. C.
18. Bamnimura S. E. C.
19. Gaijanban S. E. C.
20. Kemtali S. E. C.
21. Kalapara S. E. C.
22. Battali S. E. C.
23. Urmai S. E. C.
24. Baniyacherra S. E. C.
25. Garurband S. E. C.
26. Kaliram S. E. C.
27. Laxmandhepa S. E. C.
28. Kukiacherra S. E. C.
29. Kachirgang S. E C.
30. Kumaria Kucha S. E. C.
31. Khaschowmuhini S. E. C.
32. Lalmaibari S. E. C.
33. Killamura S. E. C.
34. Taibandal S. E. C.
35. Kunjamohan Sishu Bihar.
36. Sonamura Sishu Niketan S. E. C.
37. Sonamura Sub-Jail S. E. C.
38. Soramani Sishu Sikha Mandir.
39. Barnarayan S. E. C.
40. Sonamura Village S. E. C.
41. Karalıamura S. E. C.
42. Kulu bari S. E. C.
43. Mati nagar S. E C.
44. Batadola S. E. C.
45. Kalabari S E. C.
46. Kalamchera S. E. C.
47. Baxanagar S. E. C.
48. Promod Sishu Bihar (Valuarchar) S. E. C.
49. Kalshimura S. E. C.
50. Kiranmovee S. E. C.
51. Bhshpukur S. E. C.
52. Barmura S. E. C.
53. Kamkali S. E. C.
54. Nirbhoypur S. E. C.
55. Thalibari S. E. C.
56. Manaipathar S. E. C.
57. Bhabanipur S. E. C.
58. Aralia S. E. C.
59. Putia S. E. C.
60. Kunjamohan Sishu Bihar (Rangamatia) S. E. C.

BISHALGARH BLOCK

1. Nagichara Ex-Servicemen Colony S. E. C.
2. East Dukli S. E. C.
3. Sukanta Jogendranagar S. E. C.
4. North Badarghat S. E. C.
5. Nagichhar S. E. C.
6. Madhya Charipara S. E. C.
7. Bairagitila S. E. C.
8. East Partapghar S. E. C.
9. Rabindranagar S. E. C.
10. East Aralia Gurudas E. E. C.
11. Kalitila S. E. C.
12. Srinagar S. E. C.
13. Anandanagar Ram Krishan S. E. C
14. Madhudan Ex-Servicoman Colony S. E. C.
15. Kantarjala S. E. C.
16. Sadhutila S. E. C.
17. Pratapghar Hrishidas para S E. C.
18. Aralia S. E. C.
19. Charipara No. 2 S. E. C.
20. Charipara No. 1 S. E. C.
21. Chandrapura S. E. C
22. Panchyamukha S. E. C.
23. Santangar S. E. C.
24. South Anandanagar S. E. C.
25. Nabadoy Jogendranagar S. E. C.
26. Chowringhee S. E. C.
27. Bidyasagar Polli S. E. C.
28. Surjamainagar S. E. C.
29. Purba Laxmi Bill S. E. C.
30. Purnagram S. E. C.
31. West Gkulnagar S. E. C.
32. Gopinagar S. E. C.
33. Kalkalia S. E. C.
34. Mohanpur S. E. C.
35. Pekuarjala S. E. C.
36. Shyamnagar S. E. C.
37. Pandit Rampara S. E. C.
38. Chandranagar S. E. C.
39. Sibanagar S. E. C.
40. Hassan Husson Para S. E. C.
41. Chalikhala S. E. C.
42. South Sibnagar S. E. C.
43. Dayarm para S. E. C.
44. Routh khala S. E. C.
45. Bishalgharh S. E. C.
46. Paschim Laxmibill S. E. C.
47. Murabari S. E. C.
48. Nehal chandra Nagar S. E. C.
49. Office Tilla S. E. C.

50. Surendra Para S. E. C.
51. Kachanmala S. E. C.
52. Raghunath pur S. E. C.
53. Naraura S. E. C.
54. Nadilog S. E. C.
55. Pandabpur S. E. C.
56. Fultali S. E. C.
57. Champamura S. E. C.
58. Madhabpuar S. E. C.
59. Purathal Rajnagar S. E. C.
60. Madhupur S. E. C.
61. Office Talla No. 2 S. E. C.
62. Gania mara S. E. C.
63. North Gajaria S. E. C.
64. East Sipnagar S. E. C
65. Purba Cakulnar S. E. C.
66. Ram Chara S. E. C.
67. Khmthana S. E. C.
68. Chanbaria S. E. C.
69. Dhalipukur S. E.
70. Ujan Larma S. E. C.
71. South Champamura (Deshbandhunagar) resettled village S. E. C.
72. Gakulnagar Re-settled village S. E. C.
73. Purathal Rajnagr Re-settled village S. E. C.
74. Bangshidari Re-settled village.
75. Murabari S. E. C.
76. Dhariatha S. E. C.
77. South Charilam S. E. C.
78. West Amtali S. E. C.
79. Kamal Chowdhurypara S. E.C.
80. Lalshimura S. F. C.
81 Kamraj Colony S. E. C.
82. Aamtali S. F. C.
83. Urangbari S. E. C.
84. Kariamura S. E. C.
85. Bishramganja S. E. C.
86. Chumirdhung S. E. C.
87. Ramnagar S. E. C.
88. West Brajapur S. E. C.
89. Shikharia S. E. C.
90. Tilak Thakurpara S. E. C.
91. Nabinagar S. E. C.
92. Maharampara S. E, C.
93. Bakurbari S. E. C.
94. Mandabari S. E. C.
95. East Padmanagar S. E. C.
96. South Charilam S. E. C. (Re-settled village) S. E. C.
97. Banshibari Re-settled village S. E. C.

98. Takerjala (West) S. E. C.
99. Amtali S. E. C.
100. Madhya Ghaniamara S. E C.
101. Jampai Colony S. E. C.
102. Hari Kanta Para . E. C.
103. Sabarpara S. E. C.
104. Ratanpur S. E. C.
105. Kandraichara S. E. C.
106. Dhariachara S. E. C.
107. Gahirampara S. E. C.
108. Bhabanikobra Para S. E. C.
109. Pravapur Re-settled village S. E. C.
110. Gurudayalpara B. C.
111. Telarban Re-settled village S. E. C.
112. Debendra Para S. E. C.
113. Hamuckchara S. E. C.
114. Kantamani Para S. E. C.
115. Ramjoy Para S. E. C.
116. Jampaijala S. E. C.
117. Dundripara S. E. C.

JIRANIA BLOCK.

1. Jirania S. E. C.
2. Kala Chand Kobra Para S. E. C.
3. Narayanbari S. E. C.
4. Bhadramissip Para S. E. C.
5. Noabadi S. E. C.
6. Khutamara S. E. C.
7. Harinath Sarder Para S. E. C.
8. Vrigudasbari S. E. C.
9. Chargharia Radha Rani S. E. C.
10. Matambari S. E. Centre.
11. Purba Debendranagar S. E. C.
12. Belbari S. E. C.
13. Gurupada Tribal Colony S. E. C.
14. Harijoy Chowdhury Para S. E. C.
15. Tarak Bhuiya Para S. E. C.
16. Master Rara S. E. C.
17. Subhasnagar S. E. C.
18. Bisrambari S. E. C.
19. Sachindranagar Colony S. E. C.

20. Joynagar S. E. C.
21. Jangalia S. E. C.
22. Atuckthank S. E. C.
23. Khamarbari S. E. C.
24. Chintaram Kobrapara S. E. C.
25. Mandhai Bazar S. E. C.
26. Sonaram Sadhu Para S. E. C.
27. Chanai Sarder Para S. E. C.
28. Uttar Joynagar S. E. C.
29. Balram Thakurpara S. E. C.
30. Athara Card Colony S. E. C.
31. Joy Gobinda Para S. E. C.
32. Brajabashi Para S. E. C.
33. Durga Choudhury Para S. E. C.
34. Rajchandra Chantaipara S. E. C.
35. Old Agartala S. E. C.
36. Dafadarpara S. E. C.
37. Kobrakhamar No. 2 S. E. C.
38. Keprampara S. E. C.
39. Kobrakhamar S. E. C.
40. Lembuchara S. E. C.
41. Birchandra Thakurpara S. E. C.
42. Purbanoabadi S. E. C.
43. Purba noagaon S. E. C.
44. Uttar Champamura S. E. C.
45. Brajanagar S. E. C.
46. Bardhaman Thakurpara S. E. C.
47. Nalgaria S. E. C.
48. Mohanpur Gurukul Ashram S. E. C.
49. Ratannagar Satyavajan S. E. C.
50. Astalonga S. E. C.
51. Sat para S. E. C.
52. Sonamani Shipali para S. E. C.
53. Kalisangkar Thakur para S. E. C.
54. Lal Tilla S. E. C.
55. Baldakhal S. E. C.
56. Kash noagaon S. E. C.
57. Gopinathgarh S. E. C.
58. Assampara Ianakalyan S. E. C.
59. Paschim noabadi S. E. C.
60. Kitchenpara S. E. C.
61. Dupchara S. E. C.
62. Kashipur S. E. C.
63. Ramnarayan Sardar para S. E. C.
64. Ranirbazar S. E. C.
65. Kalikapur S. E. C.

Sadar (Non-Block) area.

1. Ashoke Smriti S. E. Centre.
2. Shishu Niketan Town Indranagar S. E. Centre.
3. Ashram Chowmohani S. E. Centre.
4. Dhaleswar Nutanpolli S E. Centre.
5. Dhaleswar Kalyani S. E. Centre.
6. Khudiram Prasad S. E, Centre.
7. Ujan Abhoynagar S. E. Centre.
8. Santi para S. E. Centre.
9. West Banamalipur S. E. Centre.
10. Adibashi Mahila Samity S. E Centre.
11. Sukanta (Ranjitnagar) S. E. Centre.
12. Sukanta (Molarmath) S. E. Centre.
13. Central Jail Outaree S. E. Centre.
14. Kumaritila S. E. Centre.
15. Dashamighal S. E. Centre.
16. 79 Tila S. E. Centre.
17. Bhagni Nebedita S. E. Centre.
18. Adarsha Hrishipolli Milanchakra S. E. Centre.
19. Ramsundarnagar S. E. Centre.
20. North Banamalipur S. E. Centre.
21. North Banamalipur Santi Unnyan S. E. Centre.
22. Udiyaman S. E. Centre.
23. Sitalatali S. E. Centre.
24. T. M. N. Colony S. E. Centre.
25. Bibakanda Gangil S. E. Centre.
26. Bibekbarati Town Indranagar S. E. Centre.
27. Bibekpolli Collegetila S. E. Centre.
28. Haradhan Sangha S. E. Centre.
29. North Krishnanagar S. E. Centre.
30. Vati Abhoynagar Molla Para S. E. Centre.
31. Old Colonelbari S. E. Centre.
32. Samalibazar S. E. Centre.
33. Laxmi Narayanbari S. E. Centre.
34. Arun Uday Sangha S. E. Centre.
35. Swrja Sen S. E. Centre.
36. Ramnagar It Khola S. E. Centre.
37. Rajnagar S. E. Centre.
38. Santipara Kshemohan S. E. Centre,
39. Dhaleshwar S. E. Centre.
40. Chandinamura S. E. Centre.
41. Durga Chowmohani S. E. Centre.
42. Indranagar S. E. Centre.
43. Kunjaban Khannapart S. E. Centre.
44. Indranagar Harijan Colony S. E. Centre.
45. Gurkhabasti S. E. Centre.
46. Najirbari S. E. Centre.

Admitted Unstatted Question No. 11.

By : .. Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে কতটি অঙ্গনাদি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে ? (গাঁওসভা ভিত্তিক কেন্দ্রগুলির নাম)

২। তাব মধ্যে কোন কোন কেন্দ্রে অয়ার্কার (শিক্ষিকা) নাই

এবং

৩। কোন কোন কেন্দ্রে এখন ও গৃহ নির্মিত হয় নি ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লকে ৪৩টি অঙ্গনাদি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে গাঁও সভা ভিত্তিক কেন্দ্রগুলির নাম অত্র সঙ্গে জুড়ে জেওয়া হল ।

২। অত্র সঙ্গে যে ৪৩টি কেন্দ্রের নাম দেওয়া হল তার সবগুলিতেই অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী

৩। অঙ্গনাদি কেন্দ্রেব কোন গৃহ এখন ও নির্মান করা হয় নাই ।

কেন্দ্রের নাম	গাঁও সভার নাম
১। কাচারী ছড়া	কাচারী ছড়া
২। থ্যছড়া পাড়া	পিপলা ছড়া
৩। ভাল্লুক ছড়া	রাহুম ছড়া
৪। পুর্ব রাহুম ছড়া	খেদা ছড়া
৫। লুংথিরিক	সাতনালা
৬। সিমলুয়াং	তালাং সাং
৭। কেংরাই	পুর্ব সাতনালা
৮। মুল্যরাম পাড়া	উজান মাছমারা
৯। উত্তমজয় পাড়া	কাচারী ছড়া
১০। কালাগাং	কালাগাং
১১। তারমা	তালাং গাং
১২। কানপুই	সবল
১৩। বিক্রমজয় পাড়া	উত্তর লালজুরী
১৪। হরিকুমার পাড়া	মনু ছৈলেংটা
১৫। গুনধর পাড়া	ঐ
১৬। পত্তিছড়া	ঐ
১৭। দশমনি পাড়া	দশমনি পাড়া
১৮। দসদা লক্ষীপুর	দঃ দসদা
১৯। জেলেন পুর	ঐ
২০। বনছড়া	তুই সামা
২১। কানপুই	ঐ
২২। গাছিরাম পাড়া	গাছিরাম

২৩।	লম্বাছড়া	অম্লদা সাগর
২৪।	হেজাছড়া	ঐ
২৫।	বানড্রাইমা	বানড্রাইমা
২৬।	বিজয় ডা: পাড়া	ঐ
২৭।	সুনীতিপুর	রহমছড়া
২৮।	কাঞ্চনছড়া	কাঞ্চনছড়া
২৯।	জয়ন্তীপুর	শিবনগর
৩০।	জয়মনি পাড়া	দ: মাছমারা
৩১।	রানদুলালপুর	ঐ
৩২।	হেমন্ত টিলা	দ: ধনীছড়া
৩৩।	উত্তর ধনীছড়া	উঃ ধনীছড়া
৩৪।	কাছারীছড়া	কাছারীছড়া
৩৫।	গতছড়া	নালকাটা
৩৬।	শীলবাড়ী	নবীনছড়া
৩৭।	আন্দারছড়া	আন্দারছড়া
৩৮।	বাগাইছড়া	বাগাইছড়া
৩৯।	মনাছড়া	খেদাছড়া
৪০।	উরিছড়া	কাঞ্চনপুর
৪১।	দামছড়া (রূপনী বস্তি)	দামছড়া
৪২।	তীর্থরামপাড়া	পশ্চিম সাতনালা
৪৩।	সোরো চন্দ্র পাড়া	পিপলা ছড়া

Admitted Unstarred Question No. 16

By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ব্লকে কতটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দ্বাদশমান বিদ্যালয় আছে ! (তার ব্লক ভিত্তিক নাম) এবং

২। কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর মোট সংখ্যা কত ও শিক্ষক সংখ্যা কত ? (তার বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব) ।

উত্তর

১। ব্লক ভিত্তিক ও মহকুমা শহরস্থিত মাধ্যমিক ও দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের নাম সম্বলিত "ক" তালিকায় দেওয়া গেল । ১৭টি ব্লকে ১৪২টি মাধ্যমিক ও ৪৩টি দ্বাদশমান বিদ্যালয় আছে। মহকুমা শহরগুলিতে ১০টি মাধ্যমিক ও ৩৯টি দ্বাদশমান বিদ্যালয় আছে।

২। বিদ্যালয় ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যা সম্বীয় "খ" তালিকায় দেওয়া গেল।

"ক" তালিকা

১ নং প্রশ্নের উত্তর

বিশালগড় ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। সুতার মুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশমান স্কুল
২। জম্পুই জলা ,,	২। চড়িলাম ,,
৩। শ্রীনগর গাবরদী ,,	৩। মধুপুর ,,
৪। সাউথ টাকারজলা	৪। আনন্দনগর ,,
৫। পাথালিয়াঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫। সেকের কোট ,,
৬। ধরিযাথল ,,	৬। চারিপাড়া ,,
৭। সিপাইজলা ,,	৭। ঈশান চন্দ্র নগর পরগনা ,,
৮। যোগেন্দ্রনগর ,,	৮। বিশালগড় ,,
৯। মধুবন কাঁঠালতলী ,	৯। করই মুড়া ,,
১০। অফিসটীলা ,,	
১১। কোনাবন (ওয়েষ্ট) ,,	
১২। আমতলী ,,	
১৪। পূর্বলক্ষ্মীবিল ,,	
১৫। আড়ালিয়া ,,	
১৬। পেকুয়ারজলা ,,	
১৭। চাম্পামুড়া ,,	

মোহন পুর ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। বড় কাঠালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। ঈশান পুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। কলাগাছিয়া ,,	২। মোহনপুর ,,
৩। গামছা কোবরা ,,	৩। তালতলা ,,
৪। বড়জলা ,,	৪। সুখময় ,,
৫। মধ্যভুবন বন ,,	৫। কেন্দ্রিয় ,,
৬। ইন্দ্রনগর ,,	
৭। নন্দন নগর ,,	
৮। নবগ্রাম ,,	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়		দ্বাদশমান বিদ্যালয়
৯। কামালঘাট	,,	
১০। কাতলামারা	,,	
১১। হলিক্রস	,,	

জিরানিয়া ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়		দ্বাদশমান বিদ্যালয়	
১। পুরাতন আগরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১। পল্লী মঙ্গল দ্বাদশমান বিদ্যালয়	
২। কোব্‌রা খামার	,,	২। বীরেন্দ্র নগর	,,
৩। মান্দাই	,,	৩। রাণীর বাজার	,,
৪। রাণীর গাঁও	,,		
৫। ত্রিপুরা লোকশিক্ষালয়	,,		
৬। চম্পকনগর	,,		
৭। রেশম বাগান	,,		
৮। কামান মুড়া	,,		
৯। বড়জলাবীনাপানি	,,		
১০। জন্মেজয়নগর	,,		

তেলিয়ামুড়া ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়		দ্বাদশমান বিদ্যালয়	
১। বলরাম কোবরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১। তেলিয়ামুড়া দ্বাদশমান বিদ্যালয়	
২। আমপুরা	,,	২। কল্যানপুর	,,
৩। তুই চন্দ্রাই পাড়া	,,	৩। বিবেকানন্দ	,,
৪। কল্পবন	,,		
৫। মোহর ছড়া	,,		
৬। গৌরাঙ্গ টীলা	,,		
৭। ঘীলাতলী বাজার	,,		
৮। ব্রহ্মছড়া	,,		
৯। নর্থ ঘীলাতলী	,,		
১০। পুরা কুলাক	,,		
১১। সাঘদাময়ী বালিকা	,,		

খোয়াই ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়		দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। বেহালা বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১। চেবরী দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। বাচাই বাড়ী	,,	
৩। বাইজল বাড়ী	,,	
৪। ভারত চন্দ্রনগর	,,	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
৫। ভারত সরদার পাড়া ,,	
৬। রতনপুর ,,	
৭। সিঙ্গীছড়া ,,	
৮। আশারাম বাড়ী ,,	

খোয়াই মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুল সমুহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১ লালছড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। খোয়াই সরকারী দ্বাদশমান (বালক) বিদ্যালয়
	২। খোয়াই (বালিকা) ,,
	৩। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন

মেলাঘর ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। নলছড় মাধমিক বিদ্যালয়	১। মেলাঘর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। বক্সনগর ,,	
৩। খাস চৌমুহনী ,,	
৪। নিদয়া ,,	
৫। বর নারায়ণ ,,	
৬। কাঠালিয়া ,,	
৭। কলম চৌরা ,,	

সোনামুড়া মহকুমার শহরঞ্চলের স্কুল সমুহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। সোনামুড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। এন, সি, ইনষ্টিটিউশন

আগরতলা শহরাঞ্চলের স্কুল সমূহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। অভয়নগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। জয়নগর ,,	২। বোধজং (বালক) ,,
৩। রামঠাকুর বালিকা ,	৩। উমাকান্ত একাডেমী
৪। ধলেশ্বর ,,	৪। মহাত্মা গান্ধী
৫। শঙ্করচার্য্য বিদ্যানিকেতন	৫। প্রগতী বিদ্যাভবন
৬। সেণ্ট পল্‌স্‌ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬। এস, ডি, বিদ্যানিকেতন
৭। নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ ,,	৭। রাম ঠাকুর পাঠশালা (বালক)
৮। উপেন্দ্র বিদ্যাভবন	৮। রোধজং (বালিকা) ,,
৯। সখীচরণ বিদ্যানিকেতন	৯। শিশু বিহার ,,
১০। হিন্দি উচ্চতর বিদ্যালয়	১০। বিজয় কুমার বালিকা ,,

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১১। বাপুজী বিদ্যামন্দির	১১। বড দোয়ালী দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	১২। প্রাচ্য ভাবতী
	১৩। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন
	১৪। অরুন্ধতীনগর
	১৫। বানী বিদ্যাপীঠ বালিকা
	১৬। মহাবাণী তুলসীবতী বালিকা

মাতাবাড়ী ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। সাউথ বাগমা সমতল পাডা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। কাকরাবন দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। নোয়া বাডী ,,	২। ত্রিপুবা সুন্দরী ,,
৩। জামজুরী ,,	৩। মীর্জা ,,
৪। গঙ্গাছডা ,,	
৫। চন্দ্রপুর ,,	
৬। তুলামুডা ,,	
৭। শালগডা ,,	
৮। পিতরা ,,	
৯। গর্জি ,,	
১০। গামারিয়া ,,	
১১। শিলঘাটি ,,	
১২। চন্দ্রপুর কলোনী ,,	

উদয়পুর মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুল সমূহ

১। হরিয়ানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। রমেশ দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	২। উদয়পুর বালিকা ,,
	৩। কে, বি, ইন্‌স্টিটিউশন ,,

সাব্রুম মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুল সমূহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	১। সাবরুম দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	২। সাবরুম বালিকা ,,

সাতচাঁদ ব্লক

মধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। মনুবঙ্কুল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। মনু দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। হরিণা ,,	২। শ্রীনগর ,,
৩। গারধাং ,,	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
৪। ব্রজেন্দ্র নগর ,,	
৫। শিলাছড়ি ,,	
৬। সাতচাঁদ ,,	
৭। চাতকছড়ী ,,	
৮। ঘোড়াকাপ্পা ,,	
৯। মনুতহশীল ,,	

রাজনগর ব্লক

১। মতাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। ঋষ্য মুখ দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। নিহার নগর ,,	২। বড় পাথারিয়া
৩। সারাসিমা ,,	
৪। অভয় নগর ,,	
৫। পূর্ব কলাবাড়িয়া ,,	
৬। কুকিছড়া ,,	
৭। রাজনগর কলোনী ,,	
৮। পুরাণ রাজবাড়ী ,,	

বগাফা ব্লক

১। মুহুরীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। বগাফা আশ্রম দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। শান্তির বাজার ,,	২। জোলাই বাড়ী ,,
৩। আলয়ছড়া ,,	৩। বাইখোরা ,,
৪। পশ্চিম বগাফা ,,	
৫। দেবদারু ,,	
৬। কলসী ,,	
৭। পাইখলা ,,	
৮। লক্ষীছড়া ,,	

বিলোনিয়া মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুল সমূহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	১। বি, কে,, ইনষ্টিটিউশন
	২। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ
	৩। বিলোনীয়া বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়।

অমরপুর ব্লক

১। অম্পিনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। নূতন বাজার দ্বাদশমান বিদ্যালয়।
২। ডুইদু বাড়ী ,,	
৩। কববুক ,,	
৪। রাঙ্গামাটী ,,	

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
৫। মালবাসা ,,	
৬। চেলাগাং ,,	

ডুম্বুর নগর ব্লক

১। গণ্ডাছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

অমরপুর মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুল সমুহ

——	১। অমরপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	২। অমরপুর বালিকা ,,

কমলপুর মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুল সমুহ

১। কমলপুর মাদ্রাসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। কমলপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	২। কে, সি, বালিকা ,,

সালেমা ব্লক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। বরলুৎমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। কুলাই দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। মরাছড়া ,,	২। হরচন্দ্র ,,
৩। চন্দ্রাই পাড়া ,,	৩। হালাহালি ,,
৪। মহারাণী ,,	৪। সালেমা ,,

কাঞ্চনপুর ব্লক

১। জম্পুই মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। কাঞ্চনপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। দুর্গারাম ব্রিযাং পাড়া ,,	২। পেচারথল ,,
৩। লেদরাই দেওয়ান	
৪। দামছড়া	
৫। উত্তর লালজুড়ি (জয়শ্রী)	
৬। আনন্দ বাজার	
৭। ভাটি মাছমারা (রামগুনা)	

পানিসাগর ব্লক

১। চন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। বিলথৈ দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। পদ্মবিল ,	২। কদমতলা ,,
৩। কৃষ্ণপুর ..	
৪। কলাছড়া ,'	
৫। ব্রজেন্দ্র নগর ,,	
৬। পানিসাগর ,,	
৭। বাগন ,,	
৮। জয়নগর ,,	
৯। সৎসঙ্গম ,,	

ধর্মনগর মহকুমার শহরাঞ্চলের স্কুলসমূহ—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	১। বি, বি, ইনস্টিটিউসন
	২। পদ্মপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়
	৩। ডি, এন, বিদ্যামন্দির
	৪। ধর্মনগর সরকারী দ্বাদশমান (বালিকা) বিদ্যালয়

ছামনু ব্লক

১। ময়নামা মাধ্যমিক বিদ্যালয

২। ছৈলেংটা ,,

৩। মাছলিছড়া ,,

৪। ছামনু ,,

৫। ধুমাছড়া ,,

৬। কাঠালছড়া ট্রাইবেল মডেল কলোনী

কুমারঘাট ব্লক

১। টীলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। ফটিকরায় দ্বাদশমান বিদ্যালয়
২। পাবিয়াছড়া ,,	২। কাঞ্চনবাড়ী ,,
৩। ডলুগাঁও ,,	
৪ জয়গস্তী ,,	
৫। রাতাছড়া ,,	
৬। দারচই খ্রীষ্টান ,,	
৭। বেতছড়া ,,	
৮। শ্রীরামপুর ,,	

কৈলাসহর মহকুমার শহরাঞ্চলে স্কুলসমূহ

মাধমিক বিদ্যালয়	দ্বাদশমান বিদ্যালয়
১। বিদ্যানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্টান।
	২। আর, কে, ইনষ্টিউসন
	৩। কৈলাশহর সরকরী দ্বাদশমান (বালিকা) বিদ্যালয়

"খ" তালিকা

২ নং প্রশ্নের উত্তর

বিদ্যালয়ের নাম	ব্লকের নাম	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। সুতারমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বিশালগড	৩৭৩	১৭
২। জম্পুইজলা ,,	,,	২৮৯	১৩
৩। শ্রীনগর গাবরদী ,,	,,	৩৭৩	১৩
৪। সাউথ টাকারজলা ,,	,,	৮২	৬
৫। পাথালিয়াঘাট ,,	,,	১৬৬	৭
৬। ধরিয়াথল ,,	,,	২৬৩	৯
৭। সিপাইজলা ,,	,,	৪৩৮	১৭
৮। যোগেন্দ্র নগর ,,	,,	৫০৪	২৩
৯। মধুবন কাঁঠালতলী ,,	,,	২৮৯	২১
১০। অফিসটীলা ,,	,,	২৮০	২৪
১১। কোনাবন (ওয়েষ্ট) ,,	,,	৩৩২	২০
১২। আমতলী ,,	,,	৭৬৫	২৯
১৩। ব্রজপুর ,,	,	২২৬	১১
১৪। পূর্ব লক্ষীবিল ,,	,,	১৭৩	৯
১৫। আড়ালিয়া ,,	,,	৩২৪	২৬
১৬। পেকুয়ারজলা ,,	,,	১৪৬	৪
১৭। চাম্পামুড়া ,,	,,	১১৩	৮
১৮। বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশমান	,,	৫৯০	২৩
১৯। চড়িলাম ,,	,,	৫৪০	২৯
২০। মধুপুর ,,	,,	৫০৭	২৩
২১। আনন্দ নগর ,,	,,	৪০৮	১৯
২২। সেকেরকোট ,,	,,	৮২০	৫৪
২৩। চারিপাড়া ,,	,,	৭২০	৩৬
২৪। ঈশান চন্দ্র নগর পরগণা ,,	,,	৪৩০	২৮
২৫। বিশালগড ,,	,,	১২০০	৬২
২৬। করইমুড়া ,,	,,	৬৫০	৩২
	মোহনপুর ব্লক		
২৭। বড় কাঠালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২০৭	১১

১		২	৩	৪
২৮। কলাগাছিয়া	,,	,,	২০৯	১৬
২৯। গামছা কোবরা	,,	,,	২৩১	১৬
৩০। বড়জলা	,,	,,	৫৪৩	২০
৩১। মধ্য ভুবন বন	,,	,,	৫৯৫	১৮
৩২। ইন্দ্র নগর	,,	,,	৬৩৭	২৪
৩৩। নন্দন নগর	,,	,,	২৭১	২০
৩৪। নবগ্রাম	,,	,,	২৮৩	১৮
৩৫। কামালঘাট	,,	,,	৫৩৬	২৮
৩৬। কাতলামারা	,,	,,	৩৭৫	১২
৩৭। হলিক্রস	,,	,,	৬৯৯	৩১
			৩৭।৯।৮১ ইং পর্যন্ত	
৩৮। ঈশানপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়		,,	২৪৩	১৬
৩৯। মোহনপুর	,,	,,	৭৩৩	৩৯
৪০। তালতলা	,,	,,	৫৭৩	৩২
৪১। সুখময়	,,	,,	৮৪৭	৪২
৪২। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়	,,	,,	৮০৫	৩৭
			৩০।৯।৮২ ইং পর্যন্ত	
		জিরানিয়া ব্লক		
৪৩। পুরাতন আগরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	,,	৩৬৪	১২
৪৪। কোবরা খামার	,,	,,	৩০৬	২৩
৪৫। মান্দাই	,,	,,	১৯৬	১২
৪৬। রাণীর গাঁও	,,	,,	৪৪৬	২৫
৪৭। ত্রিপুরা লোকশিক্ষালয়		,,	৩১২	১৪
৪৮। চম্পক নগর	,,	,,	১৯১	১২
৪৯। রেশম বাগান	,,	,,	২৪২	২২
৫০। বামানমুড়া	,,	,,	৮৬	৬
৫১। বড়জলা বীণাপাণি মাধ্যমিক বিদ্যালয়		জিরানিয়া ব্লক*	৪২৮	১২
৫২। ভগেজয়নগর			৩৯৭	৮
৫৩। পল্লীমঙ্গল দ্বাদশ মান বিদ্যালয়		,	৫৭৩	৩৯
৫৪। বীরেন্দ্রনগর		,	৬৫৪	৩৭
৫৫। রাণীর বাজার		,,	১,১৫৪	৪৯

১	২	৩	৪
৫৬। বলরাম কোবরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	তেলিয়ামুড়া ব্লক	১৮৬	১১
৫৭। আম্‌পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	১৯১	৯
৫৮। তুইচন্দ্রাই পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	৪২১	২০
৫৯। কুঞ্জবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	৩০০	৯১
৬০। মোহরছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	৪১০	১৫
৬১। গৌরাঙ্গটীলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	২৯১	৮
৬২। ঘীলাতলী বাজার	”	২৫৮	৯০
৬৩। ব্রহ্মছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	৯৬০	৮
৬৪। নর্থ ঘীলাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	২১২	৮
৬৫। পুরা কুলাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	৯৯৬	৪
৬৬। সারদা ময়ী (বালিকা) বিদ্যালয়	”	৩৫১	১৬
৬৭। তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ মান বিদ্যালয়	”	৯,০১৯	৪০
৬৮। কল্যানপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়	”	৯০৭	৩৪
৬৯। বিবেকানন্দ দ্বাদশমান বিদ্যালয়	”	৫৯৭	২৫
৭০। বেহালাবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	খোয়াই ব্লক	৯৭৫	৯
৭১। বাচাইবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	১৭৯	১০
৭২। বাইজলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	”	৩০৪	৮

১	২	৩	৪
৭৩। ভারত চন্দ্র নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৮৮	৯
৭৪। ভারত সরদার পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩০২	১৭
৭৫। রতন পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২২৮	৯
৭৬। সিংহীছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	খোয়াই ব্লক	৩৪৬	১৯
৭৭। আশারামবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৫২	৬
৭৮। চেবরী দ্বাদশ মান বিদ্যালয়	,,	৫৩৯	২২
৭৯। খোয়াই (বালক) বিদ্যালয়	খোয়াই শহর	৬১৬	৩২
৮০। খোয়াই (বালিকা) বিদ্যালয়	,,	৭৩০	৩৫
৮১। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন	,,	৯১৫	৩০
৮২। লালছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৯৭	১২
৮৩। নলছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মেলাঘর ব্লক	৪৫১	১৯
৮৪। বক্সনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২৭৩	১৮
৮৫। খাস চৌমুহনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩০১	১৭
৮৬। নিদয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৯৯	১০
৮৭। বড় নারায়ন বিদ্যালয়	,,	১৪১	৮
৮৮। কাঠালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৭৩০	২৩
৮৯। কলম চোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৮১	৫

৩১।৩।৮২ ইং পর্যন্ত

১		২	৩	৪
৯০। মেলাঘর দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৮৮৫		৪৩
৯১। এন, সি, ইন্‌স্টিটিউশন	সোনামুড়া শহর	৭৬১		৩৯
৯২। সোনামোড়া মাধ্যমিক (বালিকা) ইন্‌স্টিটিউশন	,,	২৪৭		২১
৯৩। রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	আগরতলা শহর	৪৭৯		৩১
৯৪। জয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যাল	,,	২৪১		২৩
৯৫। রামঠাকুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৬১২		৩৪
৯৬। ধলেশ্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২০১		১৭
৯৭। শঙ্করাচার্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১,২৩০		৬২
৯৮। সেণ্টপল্‌স্‌	,,	৩৮৬		২৪
				৩১।৩।৮১ নাগাদ
৯৯। নিউবুঞ্জবন টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৬০২		২০
১০০। উপেন্দ্র বিদ্যাভবন	,,	৪৭৯		২৮
১০১। সখীচরন বিদ্যানিকেতন	,,	৩৪৩		১৪
১০২ হিন্দিউচ্চতর বিদ্যালয়	,,	৪৬৬		১১
				৩০।৯।৮২ ইং নাগাদ
১০৩। বাপুজী বিদ্যামন্দির		আগরতলা শহর	৮০৯	২৬
১০৪। অভয়নগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়		,,	৭১৯	৪৫
১০৫। বোধজং (বালক) দ্বাদশমান বিদ্যালয়		,,	৬২০	৫৮
১০৬। উমাকান্ত একাডেমী দ্বাদশমান বিদ্যালয়		,,	৮৯৬	৪৫
১০৭। মহাত্মাগান্ধী দ্বাদশমান বিদ্যালয়		,,	১৩০০	৫৪

১	২	৩	৪
১০৮। প্রগতী বিদ্যাভবন দ্বাদশমান বিদ্যালয়	আগরতলা শহর	১১০২	৪৫
১০৯। এস, ডি. বিদ্যানিকেতন দ্বাদশ বিদ্যালয়	,,	৫৫০	২৫
১১০। রামঠাকুর পাঠশালা (বালক) দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৯০৭	৪৪
১১১। বোধজং (বালিকা) দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৭১৬	৫৫
১১২। শিশুবিহার দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	২০৫	৩০
১১৩। বিজয় কুমার বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	১০০৯	৫৭
১১৪। বড়দোয়ালী দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	১৩৯০	৪৮
১১৫। প্রাচ্য ভারতী দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	১২৮৭	৬০
১১৬। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	১১৮১	৬২
১১৭। অরুন্ধতীনগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৬৮৫	৩৬
১১৮। বানীবিদ্যাপীঠ বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৯৮৬	৬২
১১৯। মহারানী তুলসীবতী বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	১২১৮	৭৪
১২০। সাউথ বাগমা সমতল পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মাতাবাড়ী ব্লক	২৯৬	১৪
১২১। নোয়াবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২৩২	১২
১২২। জামজুরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩৪০	১৭
১২৩। গজাছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৭২	৯

১	২	৩	৪
১২৪। চন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মাতাবাড়ী ব্লক ,,	৩৯৬	২১
১২৫। তুলামুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২১৩	১২
১২৬। শালগড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩০২	১৮
১২৭। পিতিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২১২	১৩
১২৮। গর্জী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩০০	১১
১২৯। গামারিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়		৪৬২	১৭
১৩০। শিলাঘাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩৫৮	১২
১৩১। চন্দ্রপুর কলোনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৫৮০	১৬
১৩২। কাকড়াবন দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	১৩০০	৪৬
১৩৩। ত্রিপুরা সুন্দরী দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৪২৭	২৬
১৩৪। মির্জা দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	৩৩০	১৫
১৩৫। রমেশ দ্বাদশমান বিদ্যালয়	উদয়পুর	১২৩২	৫২
	শহর	৯৫৯	৫০
১৩৬। উদয়পুর বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়			
১৩৭। কে. বি. ইনষ্টিটিউশন	,,	৯০০	৪৬
১৩৮। হরিয়ানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২৫০	১৭

১	২	৩	৪
১৩৯। মন্নুবক্কুল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সাত চাঁদ ব্লক	১৩২	৮
১৪০। হরিণা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩০০	১৭
১৪১। গারধাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২৯৪	৯
১৪২। ব্রজেন্দ্রনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩৬৪	৯
১৪৩। শিলাছড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২১০	১৩
১৪৪। সাতচাঁদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৯৭	৭
১৪৫। চাতকছড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩৪৯	১৩
১৪৬। ঘোড়াকাপ্পা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	২১৩	৬
১৪৭। মনুতহশীল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩৯০	১১
১৪৮। সাব্রুম দ্বাদশমান বিদ্যালয়	সাব্রুম শহর	৪১৪	২৫
১৪৯। সাব্রুম বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	২৮৯	১৩
১৫০। মনু দ্বাদশমান বিদ্যালয়	সাতচাঁদ ব্লক	৪৪০	১৮
১৫১। শ্রীনগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,,	২৮২	১৮
১৫২। মতাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রাজনগর ব্লক	৩৯০	১৮
১৫৩। নীহারনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩১৪	১১
১৫৪। সারাসীমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	৩০০	১৭
১৫৫। অভয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	১৬২	১২

	১		২	৩	৪
১৫৬।	পূর্ব কলা বাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়		রাজনগর ব্লক	১৯০	১১
১৫৭।	কুকি ছড়া	,	,	২৭০	১৬
১৫৮।	রাজনগর কলোনী	,	,	১৩৬	৩
১৫৯।	পুরাণ রাজবাড়ী	,	,	২০৫	৬
১৬০।	ঋষ্যমুখ দ্বাদশ মান	,	,	৬.৫	২৬
১৬১।	বড় পাথরিয়া ,	,	,	৫৮০	২৩
১৬২।	মহুরীপুর মাধ্যমিক	,	বগাফা ব্লক	৩০২	১৩
১৬৩।	শান্তির বাজার ,	,	,	৪৭৬	১৭
১৬৪।	আলয় ছড়া ,	,	,	১৫০	১১
১৬৫।	পশ্চিম বগাফা	,	,	৩৪৬	১৫
১৬৬।	দেবদারু	,	,	২২০	১১
১৬৭।	কলসী	,	,	২২০	৯
১৬৮।	পাইথলা	,	,	২০০	৮
১৬৯।	লক্ষীছড়া	,	,	৩০৩	১২
১৭০।	বগাফা আশ্রম দ্বাদশ মান		,	৫৪৬	২৪
১৭১।	জোলাই বাড়ী	,	,	৮২০	২৫
১৭২।	বাই খোরা	,	,	৯৫০	২২
১৭৩।	বি, কে, ইনষ্টিটিশন	,	বিলোনীয়া শহর	৫৪৩	৪০
১৭৪।	বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ	,	,	৯৫০	৩৭
১৭৫।	বিলোনীয়া বালিকা	,	,	৫০২	২৮
১৭৬।	অম্পিনগর মাধ্যমিক	,	অমরপুর ব্লক	২৩০	১২
১৭৭।	তইদুবাড়ী ,	,	,	৫৫৪	১৪
১৭৮।	করবুক ,	,	,	১৫০	৫
১৭৯।	রাঙ্গামাটি ,	,	,	৪০৫	১৮
১৮০।	মালবাসা ,	,	,	১৯০	৬
১৮১।	চেলাগাঙ ,	,	,	৩৩৬	৭
১৮২।	নূতন বাজার দ্বাদশ মান	,	,	৩৪৫	১৪
১৮৩।	গণ্ডাছড়া মাধ্যমিক	,	ডুম্বুর নগর ব্লক	৪৩০	১৩
১৮৪।	অমরপুর দ্বাদশমান	,	অমরপুর শহর	৫৩৬	২৮
১৮৫।	অমরপুর বালিকা	,	,	২৩৯	১৫
১৮৬।	বড় লুতমা মাধ্যমিক	,	সালেমা ব্লক	৮৬৯	১৮
১৮৭।	মরাছড়া ,	,	,	২৭৬	১২
১৮৮।	চন্দ্রাই পাড়া ,	,	,	১১৩২	২৪

	১	২	৩	৪
১৮৯। মহারানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সালেমা ব্লক	,	৮৬৯	১৮
১৯০। কুলাই দ্বাদশমান বিদ্যালয়	,	,	৬৭৪	২৫
১৯১। হরচন্দ্র ,	,		৮১৫	২৮
১৯২। হালাহালি ,	,	,	৬৮৩	২৪
১৯৩। সালেমা ,	,	,	৭৫৮	২১
১৯৪। কমলপুর মাদ্রাসা মাধ্যমিক	,	কমলপুর সহর	৫৮৪	১৭
১৯৫। কমলপুর দ্বাদশ মান	,	,	৭৭৯	৪১
১৯৬। কে, সি, বালিকা	,	,	৪৮০	৩৭
১৯৭। জম্পুই মাধ্যমিক	,	কাঞ্চনপুর		
	,	ব্লক	২১৯	১৮
১৯৮। দুর্গারাম রিয়াং পাড়া	,	,	৭১২	১৮
১৯৯। লেদয়াই দেওয়ান	,	,	৫২০	১৭
২০০। দামছড়া	,	,	২৫৩	১০
২০১। উত্তর লাল জুরি (জয়শ্রী)	,	,	২৯৫	৬
২০২। আনন্দ বাজার	,	,	৩২১	৫
২০৩। ভাটি মাছ মারা	,	,	৪২৭	১০
২০৪। কাঞ্চনপুর দ্বাদশ মান	,	,	৫৭৪	৩০
২০৫। পেচারথল	,	,	৭৫১	২৪
২০৬। চন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয	,	পানিসাগর		
	,	ব্লক,	৯৭০	৩৯
২০৭। পদ্মবিল ,	,	,	৪৭৫	১৬
২০৮। কৃষ্ণপুর ,	,	,	৫৮১	২৩
২০৯। কালাছড়া ,	,	,	৪০৪	১৬
২১০। ব্রজেন্দ্রনগর ,	,	,	৩৯৪	১২
২১১। পানিসাগর ,	,	,	৮১৪	২৫
২১২। বাগন ,	,	,	৪৩০	৯
২১৩। জয়নগর ,	,	,	৩৯০	১০
২১৪। সৎসঙ্গ ,	,	,	১৫৭	৬
২১৫। বিলথৈ দ্বাদশ মান ,	,	,	৫৫২	২২
২১৬। কদমতলা ,	,	,	৪২২	৩০
২১৭। বি. বি. ইনষ্টিটিউশন ,	,	ধর্মনগর শহর	৯১৫	৩৯
২১৮। পদ্মপুর দ্বাদশমান ,	,	,	১০৬৭	৩১

১				২	৩
২১৯। ডি. এন. বিদ্যামন্দির			ধর্মনগর শহর	৯৬২	৩৯
২২০। ধর্মনগর বালিকা দ্বাদশমান			,,	৯১৪	৪৬
২২১। মনুনামা মাধ্যমিক বিদ্যালয			ছামনু ব্লক	২৫১	১৫
২২২। চৈলেংটা	,,		,,	৬৭২	১৬
২২৩। মাছলীছড়া	,,		,,	৪৩৩	১২
২২৪। ছামনু	,,		,,	৪৩০	১৮
২২৫। ধুমাছড়া	,		,,	৭৪০	১৮
২২৬। কাঁঠালছড়া ট্রাইবেল মডেল কলোনী			,,	৪২৩	৮
২২৭। টিলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়			ব্লক কুমার ঘাট	৩৫৩	২৪
২২৮। পাবিয়াছড়া	,,	,,	,,	১,১০৯	২৮
২২৯। ডলুগাঁও	,,	,,	,,	৩২২	১৪
২৩০। জয়গঙ্গী	,,	,,	,,	৪১৩	১২
২৩১। রাতাছড়া	,,	,,	,,	৫৫৯	১২
২৩২। দারচই খৃষ্টান	,,	,,	,,	৩২৮	৮
				৩১।৩।৮২ ইং নাগাদ	
২৩৩। বেতছড়া	,,	,,	,,	৪১০	৮
২৩৪। শ্রীরামপুর	,,	,,	,,	৩৭৭	১৩
২৩৫। ফটিকরায দ্বাদশমান		,,	,,	৮৯৮	৩৫
২৩৬। কাঞ্চনবাড়ী		,,	,,	৭৮০	২৪
২৩৭। বিদ্যানগর মাধ্যমিক		,,	কৈলাসহর শহরাঞ্চল	৩৬৫	১৮
২৩৮। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		,,	,,	৬৭৯	৩৪
২৩৯। আর. কে ইনস্‌টিটিউশান			,,	৬৯৫	৪০
২৪০। কৈলাসহর দ্বাদশমান বালিকা বিদ্যালয়			,,	৯৪২	৫৫

Admitted Unstarred Question No. 19
By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে হাইস্কুল এবং দ্বাদশমান বিদ্যালয় সংখ্যা কত এবং এর সংখ্যা কি ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে ;

২। ১৯৭৭-৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল এস. বি. স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

৩। জনসংখ্যার ভিত্তিতে আগামী দিনে এস. বি. স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করার কথা সরকার ভেবে দেখবেন কিনা;

৪। হাইস্কুল থেকে জে. বি. স্কুলগুলিকে পৃথক করার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহন করবেন কি ?

উত্তর

১। সংখ্যাগুলি এই সঙ্গে প্রদত্ত ১নং টেবিলে দেখান হইল। মুটামুটীভাবে এলাকার জন সংখ্যা অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া সংখ্যা ও নিকটবর্ত্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের দূরত্বের দ্বারাই সংখ্যাগুলি নির্ধারিত হয়।

২। হিসাবগুলি এই সঙ্গে প্রদত্ত ২নং টেবিলে দেখান হইল।

৩। কেবলমাত্র জনসংখ্যাকেই ভিত্তি ধরা যায় না।

৪। প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা লওয়া হইয়া থাকে।

Admitted Unstarred Question No. 20
By- Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার দামছড়া, খেদাছড়া তহশীল এলাকায় ও উত্তর পিপলা এলাকায় কতগুলি জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়ার বেসিক ও হাইস্কুল আছে, (এলাকা ভিত্তিক স্কুলের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে কতজন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিতেছে এবং এদের তপশীলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা কত; (বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। ঐ সব বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রীকে ১৯৮১ হইতে ১৯৮৩ ইং সনের শিক্ষাবর্ষে পোষাক পরিচ্ছদ ও পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। দামছড়া (পিপলাছড়া সহ) এলাকায় ১টি হাইস্কুল, ১টি সিনিয়ার বেসিক স্কুল এবং ১১টি জুনিয়ার বেসিক/ প্রাইমারী স্কুল আছে। খেদাছড়া এলাকায় ১টি সিনিয়ার বেসিক ও ৭টি জুনিয়ার/প্রাইমারী স্কুল আছে।

২। সংলগ্ন "ক" তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। বিগত ২ | ৩ | ৮২ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সমস্ত নথিপত্র নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Unstarred question No. 21
By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon,ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে মোট কয়টি জে, বি, স্কুল ও এস, বি, স্কুল আছে, এবং

২। তার মধ্যে এক শিক্ষক বিশিষ্ট জে, বি, স্কুল কয়টি আছে ; (ব্লক ভিত্তিক স্কুলগুলির নাম)

উত্তর

১। বর্তমানে ২,০২১টি প্রাইমারী/জুনিয়র বেসিক স্কুল এবং ৩০৯টি সিনিয়র বেসিক/জুনিয়র হাই স্কুল আছে। ব্লক- ভিত্তিক (বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস অধীন প্রাইমারী জে. বি. স্কুল ও সিনিয়র বেসিক/জুনিয়র হাই স্কুলের সংখ্যা সম্বন্ধীয় "ক" তালিকায় দেওয়া গেল)।

২। এক শিক্ষক বিশিষ্ট জে. বি./প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩৫৩। এক শিক্ষক বিশিষ্ট জে. বি./প্রাইমারী স্কুলগুলির নাম সম্বন্ধীয় "খ" তালিকায় দেওয়া গেল।

২ নং প্রশ্নের উত্তর "ক" তালিকা

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা উপজাতি	তপশীলি তপঃ জাতি	মোট সংখ্যা
১।	দামছড়া হাই স্কুল	৪৩	১৬	২৭৫
২।	লঙ্গাই নরেন্দ্রনগর হালাম বস্তি জে, বি,	২৬	—	৩১
৩।	ভালুক ছড়া জে, বি,	৩২	—	২৯
৪।	পশ্চিম বগুমছড়া জে, বি,	৩৫	—	৩৫
৫।	পিপলাছড়া নর্থ সিনিয়র বেসিক	৫৩	—	৫৩
৬।	পিপলাছড়া প্রাইমারী	৪০	—	৪০
৭।	খগেন্দ্র সি, পি, জে. বি.	৮	—	৮
৮।	পাঞ্জা গভঃ প্রাইমারী	২৬	—	২৬
৯।	বিদ্যাধর আর. সি. পি. জে. বি.	১৬	৭	৭
১০।	উড়িয়া ছড়া প্রাইমারী	(Non functioning)		
১১।	কুহিলা আর, এস, পি, জে, বি,	৪১	—	৪১
১২।	মন ছড়া	(Non functioning)		
১৩।	কাউ ধ্বংশী প্রাইমারী	১৮	—	১৮
১৪।	উত্তমজয় চৌঃ পাড়া জে. বি.	৩৯	—	৩৯
১৫।	কাচারী ছড়া প্রাইমারী	৩০	—	৩০
	খেদাছড়া এলাকা			
১৬।	খেদাছড়া সিনিয়র বেসিক	১৮৩	—	১৮৩
১৭।	মমপই জে, বি,	৮৮	—	৮৮
১৮।	খেদাছড়া তুগঙ্গা প্রাইমারী	—	২২	২২
১৯।	কালাগাং প্রাইমারী	২২	—	২২
২০।	লংথি্রক প্রাইমারী	১৪	—	১৪
২১।	ডাম্বু মং জে, বি,	৪৭	—	৪৭
২২।	রাম বাহাদুর নকুলজয় প্রাইমারী	৫১	৪	৫৫
২৩।	ধারমা জে, বি.	৪২	—	৪২

'ক, তালিকা

ব্লক ভিত্তিক (বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস অধীনে) বিদ্যালয় গুলির সংখ্যা	সিনিয়ার বেসিক/ জুনিয়র হাই স্কুল	জুনিয়র বেসিক প্রাইমারী স্কুল
১	২	৩
১। সদর—এ (আগরতলা)	৬	৩৮
২। বিশালগড়	৩২	১৭২
৩। জিরানিয়া	১৬	৯৮
৪। মোহনপুর	২৭	১০২
৫। তেলিয়ামুড়া	১৪	১২৭
৬। খোয়াই	১৭	৯৬
৭। সোনামুড়া	২৩	১১৬
৮। কমলপুর	২০	১৪১
৯। কৈলাশহর	২৬	১১২
১০। চৈলেংটা	৮	১৪৯
১১। কাঞ্চনপুর	১৩	১৩৮
১২। ধর্ম্মনগর	২৬	১১৫
১৩। উদয়পুর	২৪	০০৯
১৪। অমরপুর	১১	১২৬ | আই. এস
১৫। ডুম্বুর নগর টি. ডি. ব্লক	২	৪০ | অমরপুর
১৬। শান্তির বাজার	১৫	১০৫
১৭। বিলোনীয়া	১৯	৯৯
১৮। সাব্রুম	১১	১৩৮
	৩০৯	২,০২১

(||)

"খ" তালিকা

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ব্লক—ভিত্তিক এক শিক্ষক বিশিষ্ট জে, বি/প্রাইমারী স্কুলের নাম :

বিশালগড় ব্লক

১। আমতলী জে, বি, স্কুল

২। দুর্গাবানিক কলোনী জে, বি.
৩। গকুলনগর জে, বি,
৪। খাস মধুপুর (কলোনী) জে, বি.
৫। পুকুরিয়ামুড়া জে, বি,
৬। প্রভাপুর জে, বি,
৭। সাউথ চড়িলাম জে, বি,
৮। পূর্ব সেনাপতি পাড়া জে, বি.
৯। তেলার বন অফিসটিলা কলোনী
১০। তুই জিলক জমাতিয়া পাড়া
১১। ঋষি দাস পাড়া
১২। জীবন গুরু পাড়া
১৩। দারকাই কাই পেং
১৪। পবিন বাড়ী

জিরানীয়া ব্লক

১৫। খামতিং বাড়ী জে, বি, স্কুল
১৬। বুধরাই সেনাপতি পাড়া
১৭। এন, এন, সি কলোনী
১৮। জ্যতিলাল পাড়া
১৯। সাতপাড়া
২০। চক বস্তী
২১। দুখাই কোবরা

মোহনপুর ব্লক

২২। রাধারাম বাড়ী প্রাইমারী স্কুল
২৩। জয়রাম সাধপাড়া জে. বি. স্কুল
২৪। বালুয়ার বাধ জুমিয়া কলোনী
২৫। পশ্চিম কাটাছড়া
২৬। মরাং টক দুধুরাম এস, পি,
২৭। সিমনা ছড়া
২৮। রাম দয়াল ঠাকুর পাড়া
২৯। রাধাকৃষ্ণ পাড়া
৩০। বাগবাড়ী
৩১। হরেন্দ্র নগর টি, ই,

তেলিয়ামুড়া ব্লক

৩২। তুই চাকমা
৩৩। সোনাতন দাস বৈষ্ণব বাড়ী জে, বি,
৩৪। কাকিরাই ছড়া প্রাইমারী স্কুল
৩৫। জিযলছড়া জে, বি, স্কুল
৩৬। চবণ মনি রুপিনী স্কুল
৩৭। শিরধুক ছড়া
৩৮। দুর্গাপুর ল্যাণ্ড লেস কলোনী স্কুল
৩৯। রামবাবু সম্পাদক পাড়া স্কুল
৪০। বাগান বাজার স্কুল
৪১ বাসুদেব ঠাকুর পাড়া স্কুল
৪২। মইচং বাড়ী স্কুল
৪৩। আখড়া বাড়া স্কুল
৪৪। নগবাই কোবরা স্কুল
৪৫। বি, এস, এফ প্রাইমারী স্কুল

খোয়াই ব্লক

৪৬।পূর্ব সিঙ্গিছড়া জে, বি, স্কুল
৪৭। দখল সিং বাড়ী জে, বি, স্কুল
৪৮। দীন কোবরা " " "
৪৯। বিষ্ণাচরণ পাড়া " " "
৫০। বড জামবিরা বাড়ী জে, বি, স্কুল

মেলাঘর ব্লক

৫১। ঈশান চন্দ্র চৌধুরী পাড়া জে, বি, স্কুল
৫২। ঝর ঝরিয়া জে, বি, স্কুল
৫৩। ময়নামা জে, বি,
৫৪। কাঁঠালিয়া মুড়া জে, বি, স্কুল
৫৫। ইউ, এস, সি নগর জে, বি,
৫৬। পাচ নালিয়া জে, বি, স্কুল
৫৭। পাচ নালিয়া ট্রাইবেল জে, বি,
৫৮। নল জালা জে, বি, স্কুল
৫৯। বিজয় নগর জে. বি; স্কুল
৬০। চক বস্তা জগৎরাম পুর জে, বি,

৬১। হিম্মত পুর জে, বি, স্কুল

৬২। কালীখলা জে, বি, স্কুল

৬৩। রাঙ্গামুড়া ট্রাইবেল জে, বি,

৬৪। বগাছিচড় জে, বি,

৬৫। জগৎ দাস বৈরাগী পাড়া জে, বি, স্কুল

৬৬। বাসুকুমার চৌধুরী পাড়া জে, বি,

৬৭। তুইসামা লেগুলেস কলোনী জে, বি

৬৮। চৈতন্য চৌধুরী পাড়া জে, বি,

সালেমা ব্লক

৬৯। বিদ্যামোহন সি. পি. জে, বি, স্কুল

৭০। সাহকার বাড়ী জে, বি,

৭১। সনখা বিনাং পাড়া জে, বি,

৭২। শিব বাড়ী জে, বি,

৭৩ কার্তিক গ্রাম জে. বি. স্কুল

৭৪। পুরাতন বিলাশছড়া

৭৫। কানাইলাল হালাম পাড়া জে, বি, স্কুল

৭৬। কাটা লোতমা জে, বি, স্কুল

৭৭। পদ্মকুমার জে, বি, স্কুল

৭৮। নকসি চৌ পাড়া জে, বি,

৭৯। উত্তর দেবিছড়া জে, বি, স্কুল

৮০। রাম ধন চৌ পাড়া জে, বি, স্কুল

৮১। চুলুবাড়ী কলোনী জে, বি, স্কুল

৮২। খালবাড়ী উজান জামধুম জে, বি, স্কুল

৮৩। সালেমা এগার কার্ড জে, বি,

৮৪। নলাছড়া ভূমিহীন জুমিয়া কলোনী জে, বি,

৮৫। দক্ষিণ নলীছড়া জে, বি,

৮৬। বিচিত্র চৌ পাড়া জে, বি,

৮৭। মলিরায় রোয়াজা পাড়া জে, বি,

৮৮। নর্থ সিঙ্গী নল জে, বি,

৮৯। মেচুরিয়া কলোনী নং জে, বি,

৯০। কেকমাছড়া জে, বি,

৯১। বাল্লুরীছড়া জে. বি,

৯২ পুরঞ্জয় জে, বি,

৯৩। পল্টনজয় রিয়াং পাড়া জে, বি,

সালেমা ব্লক (ক্রমশঃ)

৯৪। রুইদা রোয়াজা পাড়া জে, বি,
৯৫। লক্ষ্মণ জয় পাড়া ,,
৯৬। সুফিরথা বাড়ী ,,
৯৭। কবলাইহা রিয়াং পাড়া ,,
৯৮। বাগমারা ধান বন রিয়াং পাড়া
৯৯। দাবরাম রিয়াং চৌ. পাড়া
১০০। খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়া
১০১। কর্মজয় চৌ, পাড়া জে, বি,
১০২। গলাছড়া কলোনী
১০৩। নলিছড়া ভূমিহীন কলোনী
১০৪। পায়জা বাড়ী
১০৫। ধন সাই রিয়াং পাড়া
১০৬। গঙ্গা নগর
১০৭। ধন সিং রোয়াজা পাড়া

কুমারঘাট ব্লক

১০৮। দেবীপুর জে, বি, স্কুল
১০৯। খোওড়া বিল ,,
১১০। তেলিয়া বাড়ী ,,
১১১। হালাই বাস্ত প্রাইমারী
১১২। শামরু ছড়া জে, বি,
১১৩। বাঘাছড়া ,,
১১৪। পূর্ব কাওলী কুরা ,,
১১৫। অরবিন্দ নগর ,,
১১৬। বড় খোলা ,,
১১৭। অনিলা ,,
১১৮। বলাহার ,,
১১৯। ছাগড ডেমা
১২০। পশ্চিম সিঙ্গির বিল ,,
১২১। পশ্চিম বন বিলাস জে, বি. স্কুল
১২২। কাওলীকুড়া বালিকা ,,
১২৩। ভিতর পাখীর বাদা ,,
১২৪। রাঙ্গা চাঁদ চৌ পাড়া ,,
১২৫। কিনার চড ,,
১২৬। নিশান চৌ. পাড়া ,,

১২৭। পশ্চিম পনমে নগর ,,

১২৮। মূর্ত্তির পাড়

১২৯। লালধর

১৩০। জগন্নাথ পুর লেও লেস কলোনী

১৩১। রাধা গোবিন্দ পুর জে, বি,

১৩২। সিধা বন পানি ,,

১৩৩। তেলিয়া ,,

১৩৪। উজান সোনাইমুড়া ,,

১৩৫। সাধুচন্দ্র রিয়াং পাড়া ,,

১৩৬। নর্থ ঈষ্ট কাঞ্চন বাড়ী ,,

১৩৭। নর্থ ওয়েষ্ট কাঞ্চন বাড়ী ,,

১৩৮। কাঞ্চন বাড়ী কলোনী ,,

১৩৯। বলিছড়া ,,

১৪০। কুলেশ নগর ,,

১৪১। পতি চন্দ্র রিয়াং পাড়া ,,

১৪২। মকাই চৌ. পাড়া ,,

১৪৩। আঠার মুড়ী ,,

১৪৪। আশানন্দ পাড়া ,,

১৪৫। রিম খাসিয়া পাড়া ,,

ছামনু ব্লক ,,

১৪৬। গয়ারাম রোয়াজা পাড়া জি, বি,

১৪৭। অধর চাঁদ ,, ,, ,,

১৪৮। চালিতাছড়া ,,

১৪৯। আনন্দ রোয়াজা পাড়া ,,

১৫০। ভাগ্য মণি ,,

ছামনু ব্লক (চলছে)

১৫১। কুঞ্জ মোহন চৌ. পাড়া জে, বি, (মালধর)

১৫২। মেকিন্দ্র চন্দ্র কারবারী পাড়া

১৫৩। মদাই রিয়াং চৌ. পাড়া

১৫৪। ফকীরাম আর, পি, জে, বি,

১৫৫। নূতন কুমার ,, ,, ,,

১৫৬। হাজিরাই চৌ. পাড়া ,,

১৫৭। ক্ষেত্রিছড়া তেজেন্দ্র কে, পি. ,,

১৫৯। বেহাল চান্দ রোয়াজা পাড়া ,,
১৫৯। আরাধন আর, পি, ,,
১৬০। ইন্দ্রপুর কুমার ,, ,, ,,
১৬১। কবেহা কারবারী পাড়া
১৬২। গোবিন্দ বাড়ী জে, বি, স্কুল
১৬৩। চন্দ্রনীকান্ত কারবারী পাড়া
১৬৪। লালখিজা বাড়ী জে, বি,
১৬৫। চাপালিয়া আব, পি ,,
১৬৬। দামোদর ,, ,, ,,
১৬৭। দাজ্জা ছড়া জে, পি,
১৬৮। গকুল নগর কলোনী নং ২ ,,
১৬৯। মাছলি ছড়া আই, পি,
১৭০। সূর্যরাম পাড়া জে, বি

কাঞ্চন পুর ব্লক

১৭১। বগীচান্দ চৌ. পাড়া জে, বি,
১৭২। বড়ছড়া ,,
১৭৩। ব্রজকুমার আর, পি ,,
১৭৪। বেজু মোহন পাড়া ,,
১৭৫। চতুর মনি চৌ. পাড়া ,,
১৭৬। দহরাম পাড়া ,,
১৭৭। গাজ্জা ছড়া ,,
১৭৮। রাম মণি চৌ. পাড়া ,,
১৭৯। সায়খিয়া বাড়ী জে, বি, স্কুল
১৮০। বড়হালী ,,
১৮১। সুবল পাড়া ,,
১৮২। জরিহাম পাড়া ,,
১৮৩। গোবিন্দ চৌ. পাড়া ,,
১৮৪। লক্ষাধর ,,
১৮৫। সেতুকুমার মধু চৌ. পাড়া ,,
১৮৬। চইবর পাড়া ,,
১৮৭। ভুই বুং পাড়া ,,
১৮৮। বুকরাম পাড়া ,,
১৮৯। কমপাই ,,
১৯০। প্রেম সুকলা চৌ.পড়া ,,
১৯১। কলা গাঙ

১৯২। আন্নমা ,,
১৯৩। পিপলাছড়া প্রাইমারী স্কুল
১৯৪। লুংথেক জে, বি, স্কুল
১৯৫। কাছারীছড়া প্রাইমারী ,,
১৯৬। পূর্ব হরিপুর ,,
১৯৭। মস্তাটীলা ,,
১৯৮। রামপুলা পাড়া ,,
১৯৯। গোবিন্দ বাড়ী ,,
২০০। গোমোহন পাড়া ,,
২০১। পূর্ব রাহুমছড়া ,,
২০২। পশ্চিম রাহুমছড়া ,,

পানিসাগর ব্লক

২০৩। কামেশ্বর গাঁও বি, এইস. সি. জে বি, স্কুল
২০৪। রাজনগর কলোনী ,,
২০৫। পূর্ব হুরোয়া ,,
২০৬। ভিতর গুল ,,
২০৭। ঝলাই বাড়ী ,,
২০৮। ঝিড় ঝিড়ি ,,

পানি সাগর ব্লক (চলছে)

২০৯। খুলিধর জে.বি. স্কুল
২১০। জুলাই বাসা ,,
২১১। সোনাই ছড়ী ,,
২১২। সাউথ ফুল বাড়ী ,,
২১৩। সাউথ ইষ্ট চুরাই বাড়ী
২১৪। দক্ষিণ বাগন হরিনা ছড়া
২১৫। ঈষ্ট কালা গঙ্গারপাড়া ,,
২১৬। নর্থ ওয়েষ্ট সরস পুর কলোনী
২১৭। বিরজা নগর জে. বি. স্কুল
২১৮। কটুয়াছড়া ,,
২১৯। তেকুই ,,
২২০। পুরান গারদ ,,
২২১। দক্ষিণ পূর্ব নদীয়াপুর ,,
২২২। জারুল মুড়া প্রাইমারী ,,

২২৩। খেজুরছড়া ভিতর গাঁও ,,
২২৪। পেয়ারছড়া ,,
২২৫। পদ্মবিল কলোনী ,,
২২৬। বোয়াবাড়ী ,,
২২৭। তিলতই হালাম বস্তি ,,
২২৮। পদ্মবিল দোগঙ্গা ,,
২২৯। উত্তর পদ্মবিল বি. এই স. সি.
২৩০। নর্থ কলা গঙ্গার পার জে. বি. ,,

মাতাবাড়ী ব্লক

২৩১। ভুইধুম জে. বি. স্কুল
২৩২। জুমের ঢেপা ,,
২৩৩। হাতী পচা বটতলী স্কুল
২৩৪। কুয়াই মূড়া ,,
২৩৫। কালাটীলা প্রাইমারী ,,
২৩৬। নজিলাবাড়ী জে. বি. স্কুল
২৩৭। দারজিলিংবাড়ী ,,
২৩৮। ২ নং ছাইঘারিয়া ,,
২৩৯। ভাবাকলাই বাড়ী ,,

অমরপুর ব্লক

২৪০। ছাজিয়াখলা জে. বি. স্কুল
২৪১। পূর্বধন বাড়ী ,,
২৪২। ধন সরদার পাড়া ,,
২৪৩। ভগবানটীলা কালীরায় পাড়া
২৪৪। পূর্ব রাইমা জে. বি. স্কুল
২৪৫। নোয়া রায় কারবারী পাড়া স্কুল
২৪৬। লিতাও মাঘ জে. বি. স্কুল
২৪৭। পিলানজয় চৌপাড়া ,,
২৪৮। জীবন সরদার পাড়া
২৪৯। আয়ারায় চৌ পাড়া
২৫০। জেতা একছড়ি জুম্পাজয়
২৫১। পাতিছড়ি জে. বি. স্কুল
২৫২। নূতন বাজার অরবিন্দ কলোনী

২৫৩। মালারায় বাড়ী প্রাইমারী স্কুল
২৫৪। ওরাং কলোনী জে. বি. স্কুল
২৫৫। পাইলট প্রজেক্ট পঞ্চরাস পাড়া
২৫৬। রাতুর পাড়া জে. বি. স্কুল
২৫৭। ছেচুয়া বাড়ী ,,
২৫৮। লক্ষ্মীচরণ রাবন বাড়ী ,,
২৫৯। দালংবাড়ী ,,
২৬০। মান্দাই বাড়ী ,,
২৬১। আগুনলাল কারবারী ,,
২৬২। ধলাছড়া ,,
২৬৩। জকসাই বাড়ী ,,
২৬৪। তুয়ারী কানাই জে. বি. স্কুল
২৬৫। তুই চাকলাক ,,
২৬৬। গামাকুবাড়ী ,,
২৬৭। দিনছড়ি ,,
২৬৮। মাইবংরি ,,
২৬৯। ছনখলা বাড়ী ,,

ডুম্বুরনগর ব্লক

২৭০। ধনঞ্জয় চৌ পাড়া জে. বি.
২৭১। গিরা চন্দ্র রোয়াজা পাড়া ,,
২৭২।, নবদা ,, ,,
২৭৩। পশ্চিম গন্ধছড়া ,,
২৭৪। জগবন্ধু চিত্রজরি ,,
২৭৫। পঞ্চ রতন ,,
২৭৬। কর্ণ কিশোর রোয়াজা পাড়া জে. বি,
২৭৭। দেবী চরণ চৌ ,,
২৭৮। লক্ষ্মীপুর ,,
২৭৯। তুই চাকমা কলোনী ,,
২৮০। মনোরঞ্জন দাস পাড়া ,,
২৮১। গন্তিরাম বাড়ী ,,
২৮২। রামনগর বাজার ,,
২৮৩। পুরাণ দলপতি ,,
২৮৪। ওনেশা পাড়া ,,
২৮৫। মাসকুম বাড়ী ,,

২৮৬। কুঞ্জরাম পাড়া ,,
২৮৭। পূর্ব বোলং বাসা ,,
২৮৮। ঝাঝি মনি পাড়া ,,
২৮৯। কমল আশ্রম কলোনী

বগাফা ব্লক

২৯০। মুসিমগ পাড়া জে, বি, স্কুল
২৯১। বিষ্ণু মুড়াসিং পাড়া ,,
২৯২। রাধা কিশোরগঞ্জ ,,
২৯৩। মঙ্গলজয় ঠাকুর পাড়া ,,
২৯৪। হমুরাম পাড়া ,,
২৯৫। দলুছড়া ,,
২৯৬। গঙ্গাজয় (কলালাওগাং)
২৯৭। চাপরু মগ পাড়া ,,

রাজনগর ব্লক

২৯৮। বিনদমাটীলা জে, বি. স্কুল
২৯৯। লুবদা বাড়ী ,,
৩০০। সাবর পাড়া ,,
৩০১। শীলছড়ি ,,
৩০২। বগাচত্তল ,,
৩০৩। মুড়া সিং পাড়া ,,
৩০৪। গবুর ছড়া ,,
৩০৫। অনন্ত পুর (ডিমাটীলা) ,,
৩০৬। গাবতলী ,,
৩০৭। আজগর রহমান পুর ,,
৩০৮। নর্থ শ্রীরাম পুর ,,
৩০৯। উদয়হারী ,,
৩১০। বাইদ্যারখিল ,,
৩১১। চন্দ্রপুর (ডিমাতলী) ,,
৩১২। ভৈরব নগর দাস কলোনী
৩১৩। ঘনাই রিয়াং পাড়া ,,
৩১৪। জয় কুমার রোয়াজা পাড়া ,,
৩১৫। রতন মনি ,,

৩১৬। দেওয়াছড়া প্রাইমারী স্কুল
৩১৭। মাচুন খিল জে. বি. স্কুল
৩১৮। জগৎ পুর ,,
৩১৯। ধানমনি রোয়াজা পাড়া জে. বি. স্কুল
৩২০। গলাচিপা জে, বি, স্কুল
৩২১। কৃষ্ণপুর

সাতচাঁদ ব্লক

৩২২। অভিকুমার রোয়াজা পাডা জে, বি, স্কুল
৩২৩। বাগমারা প্রাই স্কুল
৩২৪। বড়খোলা পাডা জে, বি, স্কুল
৩২৫। চালতাছড়ি বাজার ,,
৩২৬। বেলতলী ,,
৩২৭। গারধাং (টি) ,,
৩২৮। চালতা বকুল বেলতলী বাজার
৩২৯। বগাচওল অনন্ত আর, পি
৩৩০। আশ্বিন চন্দ্র রোযাজা পাডা
৩৩১। নং ১ হরিনা জে, বি, স্কুল
৩৩২। সুবল রোয়াজা পাডা ,,
৩৩৩। পুরাণ ভিটা ,,
৩৩৪। কালী বল্লভ পাডা ,,
৩৩৫। নতুন ত্রিপুরা পাডা ,,
৩৩৬। মনাই গ্রাম ,,
৩৩৭। নোয়া চন্দ্র মন্দালী পাডা ,,
৩৩৮। শরৎ চন্দ্র রোয়াজা পাডা জে, বি,
৩৩৯। শীতল চৌ পাডা ,,
৩৪০। উথাইমগ পাডা ,,
৩৪১। কজাসী মগ পাডা ,,
৩৪২। বগলা ভূষণ পাডা ,,
৩৪৩। সুধারাম বালী পাড়া ,,
৩৪৪। তইসামা অনন্ত রোয়াজা পাডা ,,
৩৪৫। থাইবুং পাড়া ,,
৩৪৬। গারধাং পোয়াং বাডী ,,
৩৪৭। বাশী চন্দ্র পাডা ,,
৩৪৮। নয়া প্রসাদ পাড়া ,,

৩৪৯। বিষমা চাকমা পাড়া ,,
৩৫০। দাস কলোনী ,,
৩৫১। গোপাল চন্দ্র রোয়াজা পাড়া
৩৫২। মনিন্দ্র রোয়াজা পাড়া জে, বি,
৩৫৩। সুধুরাম বারী পাড়া ,,

Admitted Unstarred Question No. 29.

By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department Pleased to state :—

Question

1) What were the aims and objects of the Tribal Conference held at R. S. Bhavan, Agartala, on 16th and 17th May, 1983 ;

2) What was the amount of expenditure incurred for the said purpose ; and

3) What were the resolutions adopted at the said Conference (Full text) ?

Replies

1) The principal aims and objects of the Confetence were peace and amity and above all Welfare of the Tribal People,

2) Rs. 74,666.48

3) The resolutions are Appended at Annexures 'A' and 'B'.

ANNEXURE—A

This convention comprising of the representatives of the tribals of Tripura resolves that, whereas an elected body named Tripura Tribal Areas Autonomous District Council formed under the Seventh Schedule of the constitution is working with the support of all sections of people for about one and half years last for the growth and development of tribal people and whereas more power and financial resources are necessary for the multiferious activities of this council, and whereas the Legislative Assembly of Tripura has already appealed to the Central Government to confer powers to the said Council as per Sixth Schedule of the Constitution, so the Central Government is to enforce Sixth Schedule in Tripura with immediate effect.

At the same time this convention is placing demand before the Central Government that, it should provide necessary financial grants so as to enable the Autonomous District Council to uplift the economic and cultural standard of the tribal people by way of implementing its programme and raise the tribals to the same level with the non-tribals within a specified period.

ANNEXURE -- B.

This convention of the representatives of all sections of tribals of Tripura demands before the left Front Government of this State so that it attaches of importance to the implementation of the following programme of Welfare works on a priority basis and this convention requests the Central Government to give necessary fund to the State Government for the implementation of these Welfare works :—

1) To resettle the Jhumias especially by way of creating Rubber Plantation. To provide sufficent work, outright grant, and gratuitous relief so that they can overcome the present financial crisis .

2) To spread education amongst the tribals.

3) To provide electricity and arrange irrigation facilities in the Tribal inhabited areas.

4) To provide employment to the unemployed tribal youths through Scheduled Tribe Corporation by giving Bank Loans and through fisherise, piggeries, orchards, Rubber Plantation, Cattle rearing, poultry etc.

5) To develop the communication system by constructing more roads, bridges, culverts etc. in the far flung tribal villages.

6) To wipe off the loans taken by Jhumias and other Tribals living under poverty line.

7) To give unemployed educated tribal youths works valuing upto Rs. 50,000/— like construction of roads and Government Buildings in rural areas without tender and earnest money.

8) To give Bank loans to the tribal under 100% guarantee by the Government so that they can purchase Bus, Jeep, Taxi etc. and be encouraged in coming to the Transport business.

Admitted Unstarred Question No. 50
By—Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে "গ্রোথ সেণ্টার" স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। থাকলে কয়টি এবং কোথায় কোথায় ;

৩। ৮৩-৮৪ বর্ষে এরূপ কয়টি কোথায় স্থাপন করবেন ?

উত্তর

১। আছে।

২। ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে কমলপুর মহকুমার শিকারী বাড়ীতে ১টি গ্রোথ সেণ্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

৩। ১৯৮৩-৮৪ সনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ৩টি গ্রোথ সেণ্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব এডিসি গ্রহণ করেছেন।

(ক) কোয়াইফাং (বিলোনীয়া)
(খ) মানিকপুর (কৈলাশহর)
(গ) জগবন্ধু পাড়া (অমরপুর)

Admitted Un-Starred Question No. 51
By—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৩১শে মে, ১৯৮৩ ইং তারিখে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারীর হার কত ; (দপ্তর ভিত্তিক ও পদ ভিত্তিক হিসাব)

২। গত আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩) এবং বর্তমান আর্থিক বছরের ৩১মে পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে কতজন তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারী সংরক্ষণ নীতি অনুসারে পদোন্নতি লাভ করেছেন ? (দপ্তর ভিত্তিক ও পদ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 53
By—Shri Sayed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরায় বর্তমানে জেলখানার সংখ্যা কত ;

২। গত প"াচ বৎসরে বিভিন্ন জেলে সর্ব্বমোট কতজন আসামী কারাবরন করে অন্তরীন আছেন; (আসামীর শ্রেণী ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক সংখ্যা)।

৩। উপরোক্ত সময়ে এই সমস্ত কয়েদীদের জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে, তার শ্রেণী ভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব;

৪। কৈলাসহর জেলখানায় বিভিন্ন রকম দুরবস্থা আছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা ?

৫। থাকিলে তাহা প্রতিকারে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

উত্তর

১। দশটি।

২। ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

সন	কয়েদী	হাজতী	উমাদ	মোট
১৯৭৮	৫৮৯	৫২৬৬,	২২৪	৬০৭৯
১৯৭৯	৪৮১	৪৮৯০	৩২৫	৫৬৯৬
১৯৮০	৩৬৬	৭৭৭৭	৩২০	৮৪৬৩
১৯৮১	৩৪০,	৫৯৫০	৩১৮	৬৬১১
১৯৮২	৪০৬,	৫০৯৫,	৩২০	৫৮২১

৩। শ্রেণী ভিত্তিক কোন আলাদা হিসাব রাখার কোন রীতি নাই, বিধায় সর্ব্বশ্রেণীর বন্দীদের মোট খরচের বৎসর ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :—

১৯৭৮ইং ৫,০৯,২৮০·৬০।
১৯৭৯ইং ৫,৭১,৩০১·৪৮।
১৯৮০ইং ১৩,৯২,৬০৫·২১।
১৯৮১ইং ৭,৭১,১০৯·৩৭।
১৯৮২ইং ৫,৫৭,৬০৮·১৩।

৪। বর্ষায় কৈলাশহর জিলা কারাগার জলে মাঝে মাঝে নিমজ্জিত থাকে।

৫। ইহার উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতল অট্টালিকা নির্মান করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, Tripura on Tuesday, 20th July, 1983, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 (eleven) Ministers, the Dy. Speaker and 43 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পিকার স্যার, আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীফৈজুর রহমান ঃ---অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাং ৩৬।

শ্রীখগেন দাস ঃ---অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত ইছাইলালছড়া বাজারে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য পানিসাগর ব্লকের বি, ডি, সির একটি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

২। সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ধর্মনগর কদমতলার হাসপাতালটিকে আরও উন্নত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

৪। থাকিলে, তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে চোরাইবারী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এইখানে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে দেখানো হয়েছিল এবং বি, ডি, সি, থেকে সিদ্ধান্ত পাঠানো হয়েছিল এবং বি, ডি, সির চেয়ারম্যান স্পেশ্যাল একটি চিঠি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং ডাইরেকটর, হেলথ সার্ভিসকে দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটা পাওয়া গেছে কিনা এবং সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা জানতে পারি কি?

শ্রীখগেন দাস ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আম যখন চোরাইবারী ইন্‌সপেক্‌শানে গিয়েছিলাম তখন আমি জায়গাটা দেখি। বি, ডি, সির চেয়ারম্যানও আমার সাথে ছিল। তবে

আমরা বলেছিলাম, ৮৩-৮৪ সনে সাব সেন্টার করার পরিকল্পনা আছে বি, ডি, সির সিদ্ধান্ত অনুসারে। এইটাও যদি বি, ডি, সি, সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে বিবেচনা করে দেখব, .ব, ডি, সির সিদ্ধান্ত এখনও আমার হাতে এসে পেঁৗছায় নি ,।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৬।

শ্রীখগেন দাস ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় সিলিং বহির্ভূত জমির পরিমাণ কত।

২। এই জমির কতটুকু সরকার উদ্ধার করেছেন, এবং

৩। যদি উদ্ধার না করে থাকেন, কারণ?

উত্তর

১। মোট প্রায় ১ হাজার ৯৩৫ একর।

২। মোট ১ হাজার ৮৪৩ একর, অবশিষ্ট অংশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উদ্ধারীকৃত যে জমি আছে, এই রাজ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন হওয়ার কথা আমরা স্বাভাবিকভাবে মনে করতে পারি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতজন ভূমিহীন বা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে?

শ্রীখগেন দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ১ হাজার ৮৫৩ একর যেটা উদ্ধার করে আমরা নিয়েছি তার মধ্যে ১ হাজার ৪২৭ একর ১ হাজার ২২১ জনের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়েছে। যারা ভূমিহীন, এর মধ্যে সিডুল কাষ্ট হচ্ছে ২৮৬ জন এবং সিডুল ট্রাইব হচ্ছে ২৭২ জন এবং বাকী অন্যান্য।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এই উদ্ধারীকৃত জমি ১৯৭৭ এর ডিসেম্বরে কতটা হয়েছিল এবং তারপরে কতটা হয়েছে?

শ্রীখগেন দাস ঃ—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন প্রথম প্রশ্নে ১ হাজার ৯৩৫ একর এবং দ্বিতীয় প্রশ্নে ১ হাজার ৮৪৩ একর এবং এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু উদ্বৃত্ত আছে। সেই উদ্বৃত্ত জমি কবে উদ্ধার করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস ঃ—এইটা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অমরপুরে একজন জোতদার তার সেই সিলিং বহির্ভূত জমি প্রায় ৪৫ টা ভূমিহীন পরিবার দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবত দখল করে আসছেন এবং অনেক আবেদন নিবেদন করেও তাদের সেই দখলীকৃত জমি পাচ্ছেন না। যারা এই জমি ৩০ বৎসর যাবত দখল করে আছেন তাদের সেই জমি ফেরত দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীখগেন দাস ঃ—নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া হলে আমরা নিশ্চয় দেখব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিলিং আইন বাহির হওয়ার পর যে সমস্ত জোতদার তাদের পরিবারের অন্যান্য লোকদের নাম লিখিয়ে জমি রেখেছেন বিভিন্ন নামে সেগুলি খোঁজ করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস ঃ---এইভাবে নির্দিষ্ট তথ্য দিলে পরে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

শ্রীসমীর কুমার নাথ ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিলিং বহির্ভূত জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১ হাজার ৯৩৫ একর। এর মধ্যে টিলা জমি কতটুকু এবং নাল জমি কতটুকু?

শ্রীখগেন দাস ঃ---এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সিলিং বহির্ভূত জমি উদ্ধার করতে গিয়ে, সরকার সেই জমি হস্তান্তর না করার জন্য, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন বন্ধ করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন কেইস বা মামলা করেছেন কিনা, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সিলিং বহির্ভূত যে জমি সরকার নিয়েছেন সেটার জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

শ্রীখগেন দাস ঃ---এই তথ্য নাই।

শ্রীসমীর কুমার নাথ ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কতটা সিলিং বহির্ভূত জমির মধ্যে চা বাগান মালিকদের জমি আছে কিনা তা জানাবেন কিনা?

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত চা বাগানগুলি তাদের রিটেনশান, তাদের কত জমি আছে, কত জমি দরকার, তার বহির্ভূত আছে কিনা। তার জন্য কমিটি গঠন করেছি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে সিলিং করা হচ্ছে তাতে কোন সাব-ডিভিশানে কতটুকু জায়গা সিলিং করা হয়েছে তা জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকাণ স্যারা, এটা এখন আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---৯৭।

মিঃ স্পীকার ঃ---এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে।

২। কোন্ কোন্ সমিতিকে কত পরিমাণ সরকারী জলাশয় ইজারা দেওয়া হয়েছে, এবং

৩। বর্তমানে দপ্তরের হাতে মোট কয়টি জলাশয় আছে এবং এর পরিমাণ কত?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ১১০ টি সমবায় সমিতি আছে।

২। ৩১টি সমবায় সমিতিকে মোট ১৯৯.৬০৮ হেক্টার জলাশয় ইজারা দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন সমিতিকে কত পরিমাণ সরকারী জলাশয় ইজারা দেওয়া হয়েছে তাহা এইরূপ ঃ---

১।	সোনামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭.৭৬ হেক্টার।
২।	আগরতলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪.৪৭ ,,
৩।	কুমারীটিলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.৬৮ ,,
৪।	যোগেন্দ্রনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩.১০ ,,
৫।	জনকল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.৭৮ ,,
৬।	বড়জলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪,০০ ,,
৭।	সুকান্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২.০৪ ,,

৮। সদর পূর্বাঞ্চল মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২.৪৭৮	„
৯। তৈদুবাড়ী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪.২৩	„
১০। সমাজ কল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২.০৮	„
১১। উত্তর মহারাণী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩.৬১	„
১২। খিলপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৫.৯৩	„
১৩। জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪.০০	„
১৪। তপশীলি উন্নয়ণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫.৬০	„
১৫। ত্রিপুরা সুন্দরী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	.৮.৮৯	„
১৬। বাগমা সমাজ কল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.৩৮	„
১৭। বিলোনীয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২.৭৫	„
১৮। ফুলছরি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.১৪	„
১৯। অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১.২০	„
২০। নূতন বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭.৬০	„
২১। ধর্মনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.৭০	„
২২। জুলিভেলি আদিবাসী মৎস্যছীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩.০০	„
২৩। কালাছড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.৪২	„
২৪। সালেমা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩.৪০	„
২৫। মনুঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সভিতি লিঃ	২.৫৭	„
২৬। ছৈলেংটা আদর্শ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২.০০	„
২৭। নবজাগরণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১.৬০	„
২৮। পেঁচার ডহর মংৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪২.০০	„
২৯। যুবরাজনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	০.৬০	„
৩০। খাউরাবিল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩.২০	„
৩১। দুধপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৫.২০	„

৩। বর্তমানে মৎস্য দপ্তরের হাতে সর্বমোট ৫৫টি জলাশয় আছে যাহার মোট আয়তন ১৮৫.০২ হেক্টার। এরমধ্যে মৎস্য প্রজনন খামার এবং মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার সমেত ২৩টি জলাশয় আছে যাহার মোট আয়তন ৮৫.৮৭ হেক্টার এবং ২৯টি সংস্কার যোগ্য জলাশয় ও ৩টি নির্মীয়মান মৎস্য প্রজনন খামার রয়েছে যার মোট আয়তন যথাক্রমে ৬৯,১৫ হেক্টার ও ৩০ হেক্টার।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত সমবায় সমিতিকে জলাশয় দেওয়া হয়েছে সেগুলি বাদে বাকী সমবায় সমিতিগুলিকে কোন জলাশয় দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৮টি সমবায় সমিতিকে খাস জমি না থাকায় জলাশয় দেওয়া সম্ভব হয় নি তবে সমিতির গরীব মৎস্যজীবিদের কথা বিবেচনা করে তাদের এলাকায় গভীর জলাশয় সৃষ্টি করে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার থেকে যে সমস্ত জায়গায় মৎস্য চাষ করা হয় অর্থাৎ যে ১৮৫,০২ হেক্টার জায়গায় মৎস্য চাষ করা হচ্ছে সে সকল জলাশয়ে কত বড় মাছ ধরা হয়েছে এবং কত টাকার মাছ বিক্রী হয়েছে এবং কত পোনা ধরে কৃষকদের কাছে বিক্রী করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি থেকে কত মাছ জি, বি, ও ভি, এম হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে নি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৩১টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে সরকার জলাশয় করে ইজারা দিয়েছেন তাতে প্রত্যেকটি কত টাকায় ইজারা দেওয়া হয়েছে এবং যারা ইজারা দিয়েছেন তারা কত টাকা দিয়েছেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে তবে উত্তর দেওয়া সম্ভব।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত জায়গায় জলাশয় সৃষ্টি করে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে দেওয়া যাচ্ছে না সে সব জায়গায় কোথায়ও আলাদা জলাশয় নির্মাণ করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, খাস জমিগুলির তদন্ত চলছে সেগুলিতে মৎস্য চাষের উপযোগী করে তবে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেসব অনাবাদি জলাশয় আছে সেগুলিকে সংস্কার করার কোন চেষ্টা সরকার করছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পূর্বেই বলেছি যে---যেসব জায়গায় মাছের চাষের মত জলাশয় নাই সে সব জায়গায় সেখানকার কো-অপারেটিভগুলি হতে মৎস্যচাষের উপযোগী জলাশয় করে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেসমস্ত সমবায় সমিতিকে জলাশয় দেওয়া হয়েছে সেগুলির অধিকাংশ অনাবাদি, আজকে ২।৩ বছর পর্যন্ত পড়ে আছে সেগুলি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ওখানকার সমিতিগুলি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে করতে পারে তবে যেগুলি বড় সেগুলি আমরা দেখছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি জায়গায় উপজাতি-দের মধ্যে সমবায় সমিতি আছে এবং জুরিতে যে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে সেটাকে কি ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আরও এই ধরনের করার কোন উদ্যোগ সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মৎস্যজীবি সমিতি কমলা সাগর জলাশয়কে তাদের হাতে সমর্পন করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই জলাশয়কে উক্ত সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এখনো সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই জলাশয় থেকে মাছ তুলে সেই মাছ দিয়ে সিদল তৈরী করে তা উপজাতিদের মধ্যে সাপ্লাই দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী তরণীমোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১০২।

শ্রীআরবের রহমান ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১০২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাতাছড়া ও, এন, সি, পাড়াতে রাবার কর্পোরেশনের বাগানে

রাবার চারা থাকা সত্বেও ত্রিপুরার বাইরে থেকে অথবা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগান হইতে রাবার চারা কেনা হয়;

২। যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ কি?

৩। সরকার পরিচালিত র‍্যাবার কর্পোরেশনের এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগানের প্রতি এক হাজার রাবার চারার মূল্য কত; (আলাদা আলাদা হিসাব),

৪। ত্রিপুরার বাইরে যে সব ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগান হইতে রাবারের চারা কেনা হয় সেই সমস্ত মালিকের নামও রাজ্যের নাম সরকার জানাবেন কি?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। রাবারের চারা (বাডেড ষ্টাম্প) ত্রিপুরার বাহির হইতে বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগান হইতে কেনা হয় না।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। ত্রিপুরা ফরেষ্ট কর্পোরেশনের প্রতি হাজার চারার (বাডেড ষ্টাম্প) মূল্য ১৫০০ টাকা। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগানের চারার মূল্য জানা নাই।

৪। এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী তরনীমোহন সিংহ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাতাছড়া এবং এন, সি, পাড়া রাবার বাগানে রাবার বীজ এবং চারা থাকা সত্বেও ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ত্রিপুরার বাইরে থেকে চারা আমদানি করা হয় এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি না

শ্রী আরবের রহমান ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ত্রিপুরা ফরেষ্ট করপোরেশনের রাবার নার্সারীর বীজে সংকুলান না হওয়ায় ত্রিপুরার বাহির হইতে বীজ এবং ভিতর হইতে রাবার এসটেট এবং ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগান হইতে কিছু রাবার বীজ আমদানী করিতে হইয়াছিল। এন, সি, পাড়ার রাবার বাগানে বীজ হয় না। কারন, গাছগুলি এখনো বীজ উৎপাদনের মত বড় হয় নাই। রাতাছড়া রাবার বাগান হইতে ব্যবহার উপযোগী সকল রাবার বীজ সংগ্রহ করা হয়। করপোরেশনের অন্যান্য রাবার বাগান হইতে রাবার বীজসংগ্রহ করা সত্বেও রাবার নর্সারীর জন্য বীজ কম হওয়ায় ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগান হইতে রাবার বীজ আমদানী করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, করপোরেশনের বিভিন্ন বাগান হইতে ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ২৮, ৯৪, ৬০৯ রাবার বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ত্রিপুরার বাহিরে ও ভিতরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাগান হইতে ১৪, ৪১, ০০০ রাবার বীজ আমদানী করিতে হইয়াছে।

১৯৮২-৮৩ ইং সনে দক্ষিন ভারতের কন্যাকুমরী জিলার মেসার্স বেথীনি এস্টেট্ ও মেসার্স ও মানাপুরম এষ্টেট্ হইতে এবং ত্রিপুরার ভিতরে মেসার্স আর, কে ভট্টাচার্য্য, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা ও শ্রী সুকুমার পাল, কৈলাসহর উঃ ত্রিপুরা হইতে নিম্ন বর্নিত রাবার বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

১।	মেঃ বেথীনি এষ্টেট্, কন্যাকুমারী জিলা-	৭,০০,০০০
২।	মেঃ শমনাপুরম এষ্টেট্, কন্যাকুমারী,	৬,৭২,০০০
	মোট-	১৩,৭২,০০০
৩।	মেঃ আর, কে, ভট্টাচার্য্য -	৬৫,০০০
৪।	শ্রী সুকুমার পাল -	৪,০০০
	মোট-	১৪,৪১,০০০

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে যে ত্রিপুরায় অনেকেই রাবার বাগানের নাম করে খাস জমি দখল করে রেখেছে, অথচ এই সব জমিতে অনেক উপজাতি দীর্ঘদিন ধরে বাস করছেন তারা অনেকেই ভূমিহীন হয়ে পড়ছেন এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রী আরবের রহমান ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং সরকার এ বিষয়ে নজর রাখছে ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের ত্রিপুরার রাবার বাগান থেকে যে চারা সংগ্রহ করা হয় তা কি কখনো ত্রিপুরার বাইরে সাপ্লাই করা হয়, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরাতে সাধারনতঃ যে রাবার চারা সংগ্রহ করা হয় সে চারা আমাদের ত্রিপুরাতেই রাবার বাগান তৈরী করতে প্রয়োজন হয়। তবে ১৯৮২-৮৩ ইং সনে আমরা মিজোরামে কিছু রাবার স্ট্যাম্প সাপ্লাই দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৪ ।

প্রশ্ন

১। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলি কোন সালে গঠন করা হইয়াছিল ;

২। এই কমিটিগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে নাকি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করা হইয়াছিল।

৩। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলি কার্য্যকাল কত বৎসর।

উত্তর

১। ধর্মনগর, কৈলাসহর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর এই চারটি নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য ১৯৭৮ ইং সালে এবং সোনামুড়া, খোয়াই, কমলপুর, অমরপুর ও সাব্রুম এই পাঁচটি নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য ১৯৭৯ ইং সনে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়।

২। ত্রিপুরা রাজ্য সম্প্রসারিত ও প্রচলিত বঙ্গীয় পৌর আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাজ্য সরকার এই কমিটিগুলি নিয়োগ করিয়া থাকেন ।

৩। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নোটিফায়েড এরিয়ার অথরিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের কার্য্যকালের মেয়াদ তিন বৎসর।

শ্রীজওহর সাহা:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, তিন বৎছর মেয়াদ কি এই কমিটিগুলির অতিক্রান্ত হয় নাই ?

শ্রীবীরেন দত্ত — না।

শ্রীজওহর সাহা:— তাহলে ১৯৭৮ ইং সনে যদি কমিটিগুলি করা হয়েথাকে তাহলে তো সেগুলির মেয়াদ এতদিনে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্তঃ— যেগুলি মেয়াদ ফুরিয়ে যায় সেগুলিকে তত্‌ক্ষণাত পুনর্গঠন করা হয়। কোন ভ্যাকুয়াম তো থাকতে পারে না।

শ্রীজওহর সাহা — কোন্‌ কোন্‌ কমিটিগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত — এটারও ফুরিয়ে যায় নি ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ১৯৭৯ সালে অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজেই বর্তমান বৎসরে নিশ্চয়ই এর মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। এরপরেও নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি করা হয়েছে কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত— তিন বৎসর মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরেই আবার নতুন করে তিন বৎসরের জন্য মনোনীত করা হয়।

শ্রীজওহর সাহা — কবে নাগাদ এই নোটিফায়েড এরিয়াগুলির নির্বাচন হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত—বর্তমানে আইনে নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীনকুল দাস — এটা কি ঠিক যে, এই নোটিফায়েড এরিয়া, বিশেষ করে নির্বাচনের পর থেকে সেখানে যিনি বর্তমানে চেয়ারম্যান আছেন তার কাছ থেকে জোর করে চাবি আদায় করার জন্য ওরা গিয়েছিলেন এবং এখনও উনাকে অফিস করতে দিচ্ছেন না, নানাভাবে ডিষ্টার্ব করছেন অমরপুরে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত — না, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীজওহর সাহা — নোটিফায়েড এরিয়াগুলির কাজ কি কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত — আইনটাতে সব কিছু আছে। এটা এখানে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরসিক লাল রায় :

মিঃ স্পীকার —শ্রীমতিলাল সরকার এবং শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সরকার—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪।

শ্রীআবরের রহমান —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪।

প্রশ্ন

১। রামকৃষ্ণ সরকার কর্তৃক এ পর্য্যন্ত কি পরিমান জমি সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, (বল্‌ক-ভিত্তিক হিসাব)

২। এই বনায়নের ক্ষেত্রে সাধারনতঃ কোন শ্রেণীর বৃক্ষ প্রাধান্য পায় ;

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে সামাজিক বনায়নের জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১। রামকৃষ্ণ সরকার কর্তৃক ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পঞ্চায়েত প্রচেষ্টায় ১৪২৪.৬৮ হেঃ জমি সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	কুমারঘাট বল্‌ক	—	২০৫.২৮ হেঃ
২।	পানিসাগর বল্‌ক	—	৯৫.২৪ হেঃ
৩।	কাঞ্চানপুর বল্‌ক	—	১০৯.৩৮ হেঃ
		—	৬৮.৮৫ হেঃ
৫।	সালেমা বল্‌ক	—	৯৭.৩১ হেঃ
৬।	জিরানিয়া বল্‌ক	—	২২১.৬০৮ হেঃ
৭।	খোয়াই বল্‌ক	—	১৪.৭৯২ হেঃ

৮।	বিশালগড় বল্‌ক	—	২৭৭'৪৭ হেঃ
৯।	মেলাঘর বল্‌ক	—	১৬৮'৬২ হেঃ
১০।	মোহনপুর বল্‌ক	—	১৩৬'০৩ হেঃ
১১।	মাতাবাড়ী বল্‌ক	—	৪'২৪ হেঃ
১২।	অমরপুর বল্‌ক	—	৭ '০০ হেঃ

২। এই বনায়নের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সেগুন, গামীর, কাজুবাদাম, দ্রুতবনশীল জ্বালানী কাঠের উপযোগী গাছ এবং বারি ও বরাক বাঁশ প্রাধান্য পায়।

৩। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে ২৪০০ হেঃ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমিতে, পঞ্চায়েত ভূমিতে ও বনভূমিতে বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৩৫ হেঃ ব্যক্তিগত ভূমিতে সামাজিক বনায়নের পরিকল্পনা আছে। আগরতলা শহরের রাস্তার দুই পাশে ফুল ছায়া প্রদানকারী গাছের চারা লাগানো এবং ইহ ছাড়া মহারাজ বীর বিক্রম কলেজ ও জি, বি, হাসপাতাল এলাকায় অনাবাদি টীলা ভূমিতেও প্রচুর পরিমাণে গাছের চারা লাগানো হচ্ছে। ইহা ছাড়াও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে স্কুল, হাসপাতাল, অফিস প্রাঙ্গন ও পথিপার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে গাছের চারা লাগানো হচ্ছে।

শ্রীভানুলাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে, গত বছর এবং এই বছরেও ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে যেখানে বাঁশ হয়, সেই বাঁশের ঝাপ তৈরী করা যায়, তার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান— ১৯৮৩-৮৪ সনেও বিগত বছরের ন্যায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে যাতে পরিবার পিছু ২০টি করে বাঁশের চারা লাগানো যায়, তার সিদ্ধান্ত আমাদের রয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিভিন্ন রি-সেটেলমেণ্ট কলোনি বা ভূমিহীনদের জন্য যে কলোনিগুলি করা হয়েছে সেখানকার টিলা ভূমিতে সামাজিক বনায়ন করার সরকারী উদ্যোগ আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান— যারা কলোনির মধ্যে জমির এলটমেণ্ট পেয়েছে তারা যদি নিকটবর্তী ফরেষ্ট অফিস এর মধ্যে দরখাস্ত করেন, তাহলে ফরেষ্ট দপ্তর থেকে বিনামূল্যে চারা এবং সেগুলি পরিচর্য্যা করার জন্য সাব-সিডিতে প্রয়োজনীয় সার দেওয়া হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা অবগত আছেন কি যে, সামাজিক বনায়নের নামে রাস্তার পাশে যে গাছগুলি লাগানো হচ্ছে, সেগুলি করবী এবং শেফালির ফুলের চারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীআরবের রহমান— এটা আমার জানা নাই ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা দয়া করে জেনে নেবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— রাস্তার পাশে অন্য কোন ভাল গাছ লাগানো যায় না, কারণ গাছগুলি বড় হলে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে, সেজন্য ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি যে, সামাজিক বনায়ন করতে গিয়ে যে সমস্ত গাছ লাগানো হচ্ছে, তাতে পাশ্ববর্তী জমির মালিক যারা আছেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ?

শ্রী আরবের রহমান—সামাজিক বনায়ন করা হয় যাদের জমি এলটমেণ্ট করা হয়েছে অথবা পুরাতন বন্দোবস্ত দেওয়া জমির মধ্যে। অন্য কোথাও সামাজিক বনায়ন করার সরকারী পরিকল্পনা নাই।

শ্রীসমীর দেব সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিগত "রাস্তা রোখ" আন্দোলনের সময় বিভিন্ন রাস্তার উপর পাশ্ববর্তী অঞ্চলের গাছ, কেটে রাস্তা বন্ধ করা হয়েছিল, গাছগুলির জায়গায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গাছ রোপনের কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা, জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার এই প্রশ্নটা তো মূল প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, কাজেই এটা উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০।

শ্রীবীরেন দত্ত—স্যার, ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার—২২০,

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে জল সরবরাহ ও জল নিস্কাসনের বিষয় নিয়ে সি,এম,ডি,এর সঙ্গে . আলোচনার জন্য .আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত কতবার কলিকাতায় গিয়েছেন,

এবং

২) তার আসা যাওয়ার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১) আগরতলা শহরে জল সরবরাহ ও জল নিস্কাসনের বিষয় নিয়ে সি,এম,ডির, এর সঙ্গে আলোচনার জন্য আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত মোট ৬ বার কলিকাতায় গিয়েছেন।

২) তাঁর আসা যাওয়ার জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৩,০৭৮ টাকা।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সি,এম,ডি, এর আলোচনা করবার জন্য ৬ বার কলিকাতায় গিয়েছেন। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা কংগ্রেস(ই)র সভাপতি অশোক বাবু কতবার কলিকাতায় গিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার এই প্রশ্ন এখানে আসতে পারে না।

শ্রীশ্যামা চরন ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সি,এম,ডির, এর সঙ্গে আগরতলা শহরে জল সরবরাহ এবং জল নিস্কাসনের আলোচনার পরিপেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত—জল সরবরাহ এবং জল নিস্কাসনের ব্যাপারে যে আলোচনা সি,এম,ডির, এর সঙ্গে হয়েছে তার সঙ্গে কতগুলি পরিকল্পনার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা গুলি

কার্য্যকর করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ কি ভাবে সংগ্রহ করা যায়, সেই সম্পর্কে আমরা অনেকগুলি বানিজ্যিক ব্যাঙ্কএর সঙ্গে আলাপ করেছি এবং তারা আমাদের এই সব বিষয়ে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রীশ্যামা চরন ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সি,এম,ডির এর আলোচনা হওয়ার পর সি,এম,ডির, এর একদল প্রতিনিধি আগরতলায় এসেছিলেন, এটা ঠিক কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত—হঁ্যা, সি,এম,ডির, এর একদল বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল আগরতলায় এসে জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশনের বিভিন্ন ব্যবস্থাদি সরজমিনে পরিদর্শন করে যান এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে অনেক মুল্যবান আলাপ আলোচনা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মিউনিসিপ্যালিটি উদ্যোগে সি, এম, ডি, এর পরামর্শে এই সম্পর্কে যে মাষ্টার প্লেন তৈরী করা হয়, তা কার্যকরী করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত — আমরা মিউনিসিপ্যালিটির থেকে এই সব কাজ কর্ম করার জন্য ৮ কোটি টাকার একটা প্রস্তাব পেয়েছি এবং এই প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি, কিন্তু কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত এই সম্পর্কে আমরা কোন সাড়া পাইনি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগরতলা শহরের মতো অন্যান্য শহরের জল সরবরাহ এবং নিস্কাসনের জন্য সরকার থেকে কোন উদ্দোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা মুল প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কাজেই এটার উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী — ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২।

শ্রীবীরেন দত্ত — স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২,

প্রশ্ন

১। বিগত পাঁচ বছরে কৈলাসহর নোটিফাইড কমিটির কাছে সরকার হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ কত?

উত্তর

২। ১৯৭৮—৭৯ ইং সন হইতে ১৯৮২—৮৩ ইং সন পর্য্যন্ত বিগত পাঁচ বছরে কৈলাশহর নোটিফাইড এরিয়া কমিটিকে রাজ্য সরকার মোট ১৮, ৩৪, ৬৫৬. ২০ টাকা দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৪১ রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৪১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে কোন রূপ অনুদানের জন্য আবেদন করেছিল কি?

২। করে থাকলে কত অনুদান পাওয়া গেছে?

হয়েছিল। তখন ঐ এলাকার মধ্যে কার বাড়ী আছে; কার ঘর আছে, কার জোত আছে সেগুলি বিচার না করেই রাতারাতি সমস্ত এলাকাটাকে প্রোটেকটেড ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়। ফলে ৫৬ ভাগ জমি ত্রিপুরায় এই ফরেষ্টের আওতারে চলে যায়। তারপর জরিপ বিভাগকে দিয়ে সেখানকার লোকজনকে বে-আইনী দখল লিখিয়ে মানুষ জনকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এই রকম একটা অরাজকতা তখন চলছিল। আমরা এই সমস্ত বেআইনী কাজগুলিকে আইন সম্মত করেছি। আমরা একটা বিরাট এলাকা প্রোটেকটেড ফরেষ্ট থেকে মুক্ত করেছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা বন নষ্ট করছি। যে সব এলাকায় বন আছে সেখানে বন থাকবে। বন বহির্ভূত এলাকাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ হল। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURES -- "A & B"

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি "রেফারেন্স নোটিশ" পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাসের কাছ থেকে নোটিশটি এসেছে। নোটিশটি গুরুত্ব বিচার বিবেচনা করিয়া আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশ-টির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—

গত ১৮ ই জুলাই দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "জেলের ভেতরে আত্মসমর্পণ কারী উগ্রপন্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ" এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ যে উগ্রপন্থী হিসেবে ধৃত অধিকুমার ত্রিপুরা নামে জনৈক বিচারাধীন বন্দী গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় ১ নং সেলের পায়খানায় ঢুকে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে ব্রজেন্দ্র দেববর্মা নামে জনৈক জমাদার ও বিশুকুমার ত্রিপুরা নামে জনৈক ওয়ার্ডারের নজরে পড়লে তার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়—এ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাসকে তাঁর নোটিশটি এখানে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৮ই জুলাই দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "জেলের ভেতরে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীর আত্ম হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ"—এই সম্পর্কে একটি নোটিশ এনেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এটার সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ২১শে জুলাই একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২১শে জুলাই এ ব্যাপারে বিবৃতি দেবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্য-সূচী দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র কুমার দেববর্ম্মা মহোদয়ের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য হাউসে উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—

"গত ২রা এপ্রিল ১৯৮৩ ইং উদয়পুর মহকুমার নোয়াবাড়ী গ্রামের জনৈক চরণ কুমার জমাতিয়া খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে আগামী ২২শে জুলাই বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে ২২শে জুলাই বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার:—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের কাছ থেকে আর একটি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—সম্প্রতি এম. বি. বি. কলেজের ৪(চার) জন অধ্যাপককে ছাঁটাই করা সম্পর্কে।"

শ্রীজওহর সাহা এখানে উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :--স্যার, আমি ২১শে জুলাই, আগামী কাল বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :--মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ২১শে জুলাই বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :-আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ের কাছ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি।

"বিগত ১৬ই জুলাই ১৯৮৩ ইং আগরতলা পোষ্ট অফিস চৌমুনীস্থিত ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ডাকাতি সম্পর্কে।"

আমি নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আগামী ২১শে জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে ২১শে জুলাই বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্হা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'গত ১৪ই জুলাই ১৯৮৩ইং কৈলাশহর বিভাগে ফটিকরায় থানার অন্তর্গত নদীয়া বাজারে উগ্রপন্থী দ্বারা বাজার লুট ও অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৪.৭.৮৩ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৭টা ৪৫মিঃ এর সময় ২০।২২ জনের একটি উগ্রপন্থী দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কৈলাশহর মহকুমার ফটিকরায় থানাধীন নদীয়া বাজারে হামলা চালায়। উগ্রপন্থীরা প্রধান সড়কে অবস্থান করিয়া বাজারে প্রবেশের দুইটি রাস্তাই বন্ধ করিয়া দেয় এবং ৬।৭ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে জনসাধারণকে ভীত ত্রস্ত করিয়া বাজারে প্রবেশে বাধা দেয়। তাহারা বাজারের মধ্যে ১১টি দোকান লুট করে, ৭টি দোকানে আগুন ধরাইয়া দেয়। উগ্রপন্থীদের গুলি বর্ষণে চার ব্যক্তি যথা—১) শ্রীপ্রফুল্ল দেবনাথ, ২) শ্রীরবীন্দ্র দেবনাথ, ৩) শ্রীচুড়ামনি দেবনাথ এবং ৪) শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং বর্তমানে তাহারা বিপদমুক্ত আছেন। প্রায় ১৫ মিনিট লুটতরাজ চালাইয়া দুষ্কৃতকারীরা কালিটিলার দিকে চলিয়া যায়।

এই হামলার ফলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের দোকান সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় :—

১। শ্রীনারায়ণ দেবনাথের দর্জির দোকান। নগদ মং ১৭৬০ টাকা লুট হয়। তাহাছাড়া আগুনে ক্ষতি হয় প্রায় মং ১৫০০ টাকা এবং ৫টি ছাগল।

২। শ্রীচুড়ামনি দেবনাথের চায়ের দোকান ভস্মীভূত হয়। ফলে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৯০০ টাকা।

৩। শ্রীনীলমনি দেবনাথের চায়ের দোকান পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬,৭০০ টাকা।

৪। শ্রীঅধীর দেবনাথের চায়ের দোকান পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬৪০০ টাকা।

৫। শ্রীপ্রফুল্ল দেবনাথের চায়ের দোকানের ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

৬। শ্রীহরিমোহন দেবনাথের একটি খালি নূতন দোকান ঘর পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩,৫০০ টাকা।

৭। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথের ঔষধের দোকান, একটি হাত ঘড়ি লুট হয় এবং দোকান ভস্মীভূত হওয়ার ফলে ক্ষতির পরিমাণ ৪০০০ টাকা।

৮। শ্রীরূপেন নাথের দোকান পুড়িয়া যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ ৪০০০ টাকা।

৯। শ্রীনদীয়া দেবনাথের স্টেশনারী দোকান হইতে নগদ ৩০০০ টাকা, টর্চের ব্যাটারী পাউডার, টুথ প্যাষ্ট ইত্যাদি মিলিয়া প্রায় ১০০০ টাকার জিনিষপত্র লুট করিয়া নিয়া যায়।

১০। শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথের কাপড়ের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

১১। শ্রীঅমর চন্দ্র পালের দোকান হইতে নগদ টাকা, বিস্কুট, বিড়ি, সিগারেট, ইত্যাদি লুট হয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

ঘটনাস্থল হইতে ২টি ভাজা গুলি, ১টি মিস্ ফায়াড´ গুলি, ১টি কাতু´জ উদ্ধার করা হয়।

এই হামলার সময় দুষ্কৃতকারীরা ৩ (তিন) ব্যক্তিকে যথা (১) সুধন্য দেবনাথ (২) শ্রীসেনারাই দেববর্ম্মা এবং (৩) শ্রীচন্দ্র কুমার দেববর্ম্মাকে মারধর করে। ফলে তাহারা সামান্য আহত হন। আহতগণকে ঐ দিনই ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উপরোক্ত লুটতরাজের ঘটনা ছাড়াও দুষ্কৃতকারীরা শ্রীমঙ্গল সিং-এর বাড়ী হইতে ৪০০০ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। পি. ডব্লিউ. ডি. অফিস হইতে একটি রেমিংটন টাইপ মেশিন ও কিছু টাকা লুট করে। শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দে, কাননগু, শ্রীরঘুনাথ দে, ওভারসিয়ার ও কণ্ট্রাকটর শ্রীকাজল দাসের জামা কাপড় ইত্যাদিও লুট করে নিয়ে যায়। এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৫০০০ টাকা।

ফটিক রায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭।৪৩৬ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৯(৭)৮৩ শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দে, কাননগুর অভিযোগমূলে নথি ভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, উপজাতি যুব সমিতির নেতা শ্রীমুক্তাজয় রিয়াং-এর বাড়ীতে এই উগ্রপন্থীরা যায় এবং সেখান থেকেই রাম বাহাদুর ও জং বাহাদুর রিয়াং, ওরা দুই ভাই, সি. পি. এম. সমর্থক, তাদেরকে মারধর করে গ্রাম থেকে বাহির করে দেয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—এই ঘটনার কিছু দিন আগে উগ্রপন্থীরা ঐ মুক্তাজয় রিয়াং-এর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে এবং অমরপুর-কৈলাসহর রোডের উপর জৈনিক কণ্ট্রাকটরের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা দেবার জন্য চার্জ করে, এই তথ্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই তথ্যও আমার কাছে নেই।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কৈলাসহর ও কমলপুরের রাস্তার মাঝামাঝি কর্মরত লোকদের উঠিয়ে দেওয়ার পরে কণ্ট্রাক্টর কোর্টে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং পরে সি. আর. পি প্রহরায় লেবার নামিয়ে আবার সে কাজ করানো হয়, ঐ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি, যে সব পুলিশ অফিসার এই ব্যাপারটি তদন্ত করছেন, তাদের কাছে এই সব তথ্য দেবেন।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, নদীয়া বাজারে যে সি. আর. পি. ক্যাম্প ছিল ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এই সি. আর. পি. ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই বাজারে কোন সি.আর. পি. ক্যাম্প ছিল বলে জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকালিকুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৫.৩.৮৩ইং তুইসিন্দ্রাই এলাকার বাসিন্দা মৎসজীবি ইউনিয়নের খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য হরিপদ মণ্ডলের দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালিকুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি —

গত ২৫. ৩. ৮৩ইং সকাল ৮-৩০ মিঃ এর সময় তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত তুইসিন্দ্রাই এর বাসিন্দা জনৈক শ্রীননীগোপাল দেব তেলিয়ামুড়া থানায় আসিয়া জানান যে, তুইসিন্দ্রাই এর বাসিন্দা শ্রীশংকর পাল, শ্রীপরেশ পাল এবং শ্রীমতী আমোদী বালা পাল ঐ গ্রামের শ্রীহরিপদ মণ্ডলকে মারধর করিয়া একটি ঘরের মধ্যে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই খবর পাইয়া তেলিয়ামুড়া থানার ইনচার্জ এস. আই, শ্রী এন. সাহা সকলে ৯ টার সময় তুইসিন্দ্রাই গ্রামে তদন্তের জন্য আসেন। গ্রামে পেঁছামাত্র শ্রীহরিপদ মণ্ডলের স্ত্রী শ্রীমতি নীলু মণ্ডল তাহার নিকট অভিযোগ কারন যে গত ২৫. ৩. ৮৩ইং সকাল প্রায় ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে তাহার স্বামী শ্রীহরিপদ মণ্ডল তুইসিন্দ্রাই বাজারে তাহার দোকানে যাওয়ার পথে শ্রীমতী আমোদীবালা পালের বাড়ীর কাছে-পেঁছামাত্র জনৈক শ্রীশংকর রুদ্র পাল, শ্রীপরেশ রুদ্র পাল, শ্রীমতী আমোদী বালা পাল এবং অপর একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাহাকে শ্রীমতী আমোদী বালা পালের বাড়ীতে জোরপূর্বক ধরিয়া নিয়ে যায় এবং লাঠি দিয়া মারধর করে। সে আরও বলে যে তাহার স্বামী শ্রীহরিপদ মণ্ডল মারাত্মক ভাবে অহত অবস্থায় শ্রীমতী আমোদী বালা পালের বাড়ীতে এখনো আটক আছে।

অভিযোগকারীনী শ্রীমতি নীলু মণ্ডলের অভিযোগগুলো তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৪২।৩২৫।৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০(৩)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে এস. আই শ্রী সাহা শ্রীমতী আমোদী বালা পালের বাড়ীতে শ্রীহরিপদ মণ্ডলকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পান। তদন্তকারী অফিসার তৎক্ষনাৎ আহত শ্রীহরিপদ মণ্ডলকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে প্রেরন করেন এবং সেখানে শ্রীমণ্ডল আঘাত জনিত কারণে মারা যান।

এই ঘটনায় তুইসিন্দ্রাই গ্রামের ৪ জন অভিযুক্ত যথাক্রমে ১) শ্রীপরেশ রুদ্র পাল, ২) শ্রীশংকর রুদ্র পাল ৩) শ্রীউপেন্দ্র রুদ্র পাল এবং ৪) শ্রীমতী আমোদী বালা রুদ্র পালকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে চালান দেওয়া হয়। কোর্ট থেকে তাঁরা সকলেই জামিনে মুক্তি পান।

মৃত মণ্ডল এবং অভিযুক্তা শ্রীমতি আমোদী বালা পালের মধ্যে গত দিনের একটি ঝগড়াকে কেন্দ্র করিয়া এই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়।

পুলিসের একজন সিনিয়ার অফিসার ঘটনাটির তদন্তকার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং তদন্তকার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ৪ জনের মধ্যে কোন সরকারী কর্মচারী আছেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা এখন আমি বলতে পারছি না।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ৪ জন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত বলে অনুমান করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —

"বিগত ৪ঠা জুলাই, ১৯৮৩ ইং রাত অনুমান ৮ টায় সেকেরকোট বাজারে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক মৎস্য জীবি ইউনিয়নের প্রাথমিক কমিটির সভাপতি উমেশ দাস যতীন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণ দাস সহ বেশ কয়েকজন বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি --

আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়লাভের ফলে গত ৪-৭-৮৩ইং রাত্রি প্রায় ৭-৪৫ মিঃ সময় সেকেরকোট বাজারে বামফ্রন্টের কতিপয় সমর্থক যখন বাজী পুড়াইতেছিলেন তখন কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীদুলাল কর্মকার, পিতা শ্রীসুরেশ কর্মকার, সেকেরকোট এবং শ্রীসুকুমার দাস, পিতা শ্রীনবদ্বীপ দাস, পাণ্ডবপুর, রাস্তার পাশে জমায়েত জনসাধারণের উপর ৩।৪ টি বোমা নিক্ষেপ করে।

এই বোমা গুলি বিস্ফোরনের ফলে ৬ জন সি. পি. আই (এম) এবং ৩ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক মিলে নিম্ন লিখিত ৯ ব্যাক্তি আহত হন :-

১) শ্রীউমেশ দাস - পিতা শ্রীপ্রভাত দাস
২) শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী - পিতা শ্রীউপেন্দ্র চৌধুরী
৩) শ্রীকৃষ্ণ দাস - পিতা মৃত অশ্বিনী দাস
৪) শ্রীশক্তি দেববর্মা - পিতাশ্রীদেবেন্দ্র দেববর্মা
৫) শ্রীরাম লাল দাস - পিতা শ্রীরমেশ দাস
৬) শ্রীজীবন তাঁতী - পিতা শ্রীবনমালি তাঁতী

তাহরা সকলে সি. পি. আই (এম) দলের সমর্থক এবং

৭) শ্রীনবদ্বীপ দাস - পিতা শ্রীপ্রভাত দাস
৮) শ্রীপ্রদীপ লাল সাহা - পিতা শ্রীলক্ষন সাহা
৯) শ্রীশংকর দেব - পিতা শ্রী গোপাল দেব

তাহারা কংগ্রেস (আই) সমর্থক।

আহত ঐ ব্যক্তি সকলকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আহত ৯ ব্যক্তির মধ্যে সি. পি. আই (এম) সমর্থক ৪ ব্যক্তি যথা ১) শ্রীউমেশ দাস ২) শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী ৩) শ্রীকৃষ্ণ দাস ও ৪) শ্রীশক্তি দেববর্মাকে এবং কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীনবদ্বীপ দাসকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি. বি হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। আহত শ্রীনবদ্বীপ দাস এবং শ্রীশক্তি দেববর্মাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জি. বি. হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপর ৩ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

বিশালগড়ের এস. ডি. পি. ও এবং আমতলী থানার ও.সি. উত্তেজনার খবর পাইয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ বাহিনী নিয়ে দ্রুত সেকেরকোট বাজারে পৌছান। আমতলী থানার ও. সি. এস. আই শ্রীঅজিত চৌধুরীর অভিযোগ মুলে আমতলী থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ এবং ৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১(৭)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এলাকাটিতে পুলিশের টহল জোরদার কবা হইয়াছে। বারবার তল্লাসী করা সত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইতেছেনা। কারন তাহারা বর্ত্তমানে পলাতক আছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাজির হইতে বাধ্য করার জন্য তাহাদের সম্পত্তি আটক করার ঘোষণা-পত্র দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালতে নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র বাহির করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য সন্দিহান ব্যাক্তিদের বাড়ীঘর তল্লাশী চালানো হয়। কিন্তু কোন কিছু পাওয়া যায় নাই।

ঘটনাটির তদন্তের কাজ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দুবৃত্তদের নাম বলেছেন তার মধ্যে দিলীপ ঘোষের নামে ১৫ টি হাঙ্গামার জন্য মামলা আছে এবং দুলাল কর্মকারের বাজারেও দোকান আছে ও বাড়ীতেও দোকান আছে, সেখান থেকে রাম দা ইত্যাদি তৈরী হয়ে কংগ্রেস (আই) কর্মীদের হাতে হস্তান্তরিত হয়। তারপর এই হামলা করা হয়েছে। এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি বলেছি দুবৃত্তদের এবং তাদের হাতে যে সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র রয়েছে সেগুলি খুঁজে বার করার জন্য পুলিশ তল্লাসী চালাচ্ছে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েণ্ট রব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঐদিন সেকেরকোটের কংগ্রেস (আই) এর অন্যতম নেতা শ্রীপ্রভাত দত্তের বাড়ী থেকে এই সব বোমা আনা হয়েছিল এবং উমেশ দাসের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার এই সব বিস্তৃত তথ্য এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিবৃতিতে নবদ্বীপ দাস আহত হয়েছেন বলে বলা হয়েছে। উনি আহত উমেশ দাসের ভাই এবং যেহেতু ভাইকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন তার জন্যই নবদ্বীপ দাসকে আহত করা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোময়ের তথ্যে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে, বামফ্রণ্টের জয়ের পর সি. পি. এমের যারা সমর্থক তারা জয়ের আনন্দে বাজী পুড়িয়েছিলেন কিন্তু সেগুলি বাজী নয়, সেগুলি বোমা এবং সেই বোমার আঘাতে অনেক আহত হয়েছেন। অন্য তথ্য হচ্ছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের উপর সি, পি. এমের কর্মী এবং পুলিশ নির্যাতন চালাচ্ছে এই রকম ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এটা একেবারেই সত্য নয়। আরও অনেক জায়গায় এই রকম বাজী পুড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে মাননীয় সদস্যের এলাকার কাছাকাছি এই রকম ঘটনা ঘটেছে এবং বিলোনিয়াও এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার—পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, সেকেরকোট বাজার থেকে একজন লোক বাড়ীতে ফিরার পথে তার পেছন দিকে বোমা মেরে তাকে আঘাত করা হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, যে সব তথ্য মাননীয় সদস্যের কাছে আছে তিনি সেগুলি তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে দিলে খুসী হবো কারন এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী সৈয়দ রসিত আলী—পয়েণ্ট অফ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি কংগ্রেস (আই) এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করেছেন সেগুলি কাব সম্পর্কে, প্রত্যক্ষ প্রমান পত্র দাখিল করতে পারবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, এটা তো কোর্ট নয়।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (ফিনানশিয়্যাল)

ডিস্কাশন এ্যাণ্ড ভোটিং অন ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যাণ্টস্

ফর দি ইয়ার ১৯৮৩-৮৪।

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :-

১৯৮৩-৮৪ ইং সালের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্যসূচীতে তেরটি (১৩) ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকে কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দেয় নাম, এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো ও (কাট মোশানস্) পেয়েছেন। আজকে কার্য্যসূচীর অন্তভূক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানের) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মুল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আমার এখানে যে কাট মোশানের তালিকা আছে তাতে ১১ জনের নাম আছে। আমাদের হাতে ২১৫ মিঃ সময় আছে, তার মধ্যে ৩৫ মিঃ থাকবে ভোটের জন্য, ৬০ মিঃ অপজিশান

সদস্যদের জন্য এবং ১২০ মিঃ ট্রেজারী বেঞ্চের জন্য। আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়াকে আহ্বান করছি তাঁর কাট মোশান আলোচনার জন্য। আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে ৫৩টি ছাটাই প্রস্তাব আছে এবং তার মধ্যে আমার ১০টি ছাটাই প্রস্তাব আছে সেই ছাটাই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে আমি বক্তব্য পেশ করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা আশা করেছিলাম, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেবেন। বিভিন্ন পরিকল্পনাতে তাঁর টাকার অংক দেখিয়েছেন কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে আমরা পুরাপুরি কিছুই দেখতে পাই না। আমার কাট মোশান ডিমাণ্ড নং ১২, মেজর হেড ৫৩৮ এখানে বলা হয়েছে।

"Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Investigation in Share Capital of Road Transport Corporhtion".

ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের টি. আর. টি. সি সম্পর্কে বলতে গিয়ে গত বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আগরতলা থেকে ছামনু পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি চলাচল করে এবং আগরতলা থেকে ১৮ বোলা পর্য্যন্ত টি, আর. টি. সি চলাচল করে। উপজাতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও আমরা টি, আর, টি, সি বাস চলাচল করতে দেখছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসত্য কথা পরিবেশন করেছেন কারণ বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এখানে ৫৯ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোন বিধায়ক কি প্রমাণ দিতে পারবেন, এই ট্রেজারী বেঞ্চের বিধায়ক শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা তিনি কি কখনও টি, আর, টি, সিতে করে নিজের বাড়ীতে পৌঁছতে পেরেছেন? কাজেই, হাউসে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আর এক দিকে বলা হয়েছে উদয়পুর হয়ে ১৮ বোলা পর্য্যন্ত টি. আর. টি. সি চলাচল করে কিন্তু গত এক মাস ধরে সেই পথে টি, আর, টি, সি গাড়ী চলছে না, কারন পুল ভেঙ্গে গেছে এবং বিগত-কংগ্রেস আমলের রাস্তায় যে পীচ ছিল সেই পীচগুলি উঠে গেছে। তার মধ্যে ধুলো উড়ছে। একটা শৃগাল, একটা কুকুর পর্য্যন্ত হাটতে পারে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর একটি কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং -১৪ মেজর হেড ৩৩৭। Need to construct a Road Gram Samuk Sherra to Thali Bazar via. Ram Cherra under Sonamura Sub Division, West Tripura" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি গ্রাম শামুক বাজার থেকে থালি বাজার পর্য্যন্ত কোন রাস্তা নাই। এই রাস্তাঘাট করার জন্য ৫০লক্ষ ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় আমরা লক্ষ্য করেছি, কোন রাস্তাঘাট হয়না। শামুকছড়া থেকে ভায়া রামছড়া বাজার পর্য্যন্ত কোন রাস্তাঘাট তৈরী করা হয় নাই। যেগুলি হয়েছে সেগুলি মানুষ হাটবার মত নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। টি, ইউ, জে, এসের ৬জন সদস্য আছেন তারা ৩ মিনিট করে সময় পাবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর একটি কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ডনং — 15, Major Head-534.-Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on R. E. C. Schemes."

এইখানে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন ভাবে প্রচার চালাচ্ছে প্রতিটা গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। এর জন্য প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই ইলেকৃষ্টিসিটি কোন গ্রামে ঠিক ঠিকভাবে এখনও চালু করতে পারেননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমার আর একটি কাট মোশান হল ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড ৫৩৪। এইখানে আমরা দেখেছি, "Need to extend Electricty at Raghunath Depa-Microsapara, Thalibari Ramcherra Bazar of Sonamura, West Tripura and Noabari, Pabitra Ram bari Kaipengbulai, and Joying bari under Uda pur Sub-Division,

এইখানে বলা আছে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মত বরাদ্ধ করা হয়েছে। বিগত বৎসরে এই খাতে অনেক টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, কিন্তু আমরা দেখেছি এই সমস্ত এলাকাগুলিতে কোন জায়গায় ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করা হয় নাই। কাজেই আমি দাবী করছি ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আছে তা উন্নয়নের কোন কিছু করা হবে না। নোয়াবাড়ী, পবিত্র রাম বাড়ী ইত্যাদি জায়গাগুলিতে ইলিট্রিসিটির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে তারা ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। এইভাবে এরা টাকা পয়সা নষ্ট করছে। আমার আর একটি ডিমাণ্ড হচ্ছে

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনার সময় ৩ মিনিট। সেই জায়গায় অনেক বেশী টাইম নিয়ে নিয়েছেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—স্যার, উনার যে মোশান, সেই মোশানগুলি সম্পর্কে ত বলা দরকার সেখানে ৩ মিনিট করে হয়না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি, এইটা আমার আদেশ না। বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটিতে এটা ঠিক হয়েছে। সেই কমিটিতে যেভাবে অ্যালট করা হয়েছে আমি সেইভাবেই বলছি। আপনাদের ৬ জন সদস্য। ৩ মিনিট করে ১৮ মিনিট আপনারা পাবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড ৩৩৪. Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on maintenance (Power Projects)." এইখানে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই কাটমোশানের যে সমস্যা সেই সমস্যাটা নুতন নয়। এটা অনেকদিনের সমস্যা। এইখানে আমাদের ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্য ধরা হয়েছে। এখানে যা উৎপন্ন হওয়ার কথা ১৬ মেগাওয়াট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৭-৮ মেগাওয়াট উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে ব্যবহার করতে হচ্ছে ডিজেল পাওয়ারের মেশিন। যেখানে কারচুপির বাসা। এইটা অপব্যয় করা হচ্ছে, এই অপব্যয়কে রোখার জন্য এই সরকার কোন মাষ্টার প্ল্যান করেন নি। যার জন্য আমরা এইটা ২০-২৫ বৎসরের মধ্যেও এর কোন সমস্যার সমাধানের পথ দেখছিনা। অধিকন্তু গ্যাসের কথা আমরা শুনেছি

১৯৭৪ ইংরেজী থেকে। কিন্তু এইগুলি কাগজপত্র চালাচালি করে, প্র্যাক্টিকেলি এই গ্যাসের ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। অন্যদিকে আসাম থেকে ৬০ পয়সা করে কিনে কনজিউমারস্‌দের দিচ্ছে, বাড়তি পয়সা নিয়ে। এইভাবে যে খরচ হচ্ছে এইটা অপব্যয় ছাড়া কিছু নয় কিন্তু এর কোন সমস্যা সমাধান আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। যার জন্য আমার এই কাট মোশান। আমার আর একটি কাট মোশান হল ডিমাণ্ড নং ১৭, মেজর হেড ২৭৭।

"Need to set up a new primary school under sub-plan scheme at South Bharat Chandra Nagar."

ওটা একটা অঞ্চল যে অঞ্চলের মধ্যে অনেক, বন আছে, পাহাড় আছে। উত্তর ভারতচন্দ্র নগর এবং দক্ষিণ ভারতচন্দ্র নগর তার মাঝখানে যে জায়গাটা সেখানে অনেক ঘনবসতি। এখানে স্কুলের প্রয়োজন খুব বেশী। প্রশ্ন হচ্ছে প্ল্যানের ধরা আছে ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং নন্‌ প্ল্যানে ৮ কোটি ৯৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। মোট ৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ধরা আছে। আমরা স্কুলগুলির অবস্থা কি দেখতে পাই। কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। শিক্ষক থাকলে স্কুলটি নগ্ন অবস্থায় আছে। সমস্যার সমাধানের কোন প্রচেষ্টা নাই। এই ভারতচন্দ্র নগরের একটি স্কুলের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আমি এইটা বলছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আরেকটি কাট-মোশান হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার টাইম শেষ।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার ত আরেকটি কাট-মোশান রয়েছে। আমার কাট-মোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর আমি সর্ব্বমোট ৮টি কাট-মোশান এনেছি। এছাড়াও অন্যান্য যেসব কাট-মোশান এসেছে ডিমাণ্ডগুলির উপর সেগুলিকেও সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার প্রথম কাট-মোশানটি হল- ডিমাণ্ড নাম্বার- ১৫, মেজর হেড- ৩৩৪।

"That the amount of the Demand reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz-

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on maintenance of power projects.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে বিদ্যুৎ দপ্তরটি সেটি সম্পর্কে আমি বলছি যে এর পারফরমেন্‌স খুই হতাশাব্যঞ্জক। এটি ত্রিপুরাবাসীকে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করতে পারেনা। এখানে লোডশেডিং চলে, যারফলে এখানে ছোটখাট যেসব ইণ্ডাট্রি্জ আছে সেগুলি প্রায়ই অচলের পথে। আর ডোমেস্‌টিক ইউজ ত সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। গ্রামের মধ্যে মানুষ কি দুর্বিষহ কষ্ট করছেন। অথচ এই দপ্তরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নষ্ট করা হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার আরেকটি কাটমোশান হল ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, মেজর হেড ৩৩৩,

"নীড টু টেইক ফ্লাড কনট্রোল মেজার ইন রিভার হাওড়া' ইত্যাদি সম্পর্কে।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কিছুদিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে হাওড়া রিভারের যে অঞ্চল সে অঞ্চলের চন্দ্রপুর থেকে শুরু করে রাণীর বাজার পর্যন্ত বন্যায় প্লাবিত হয়। প্রতি বছর এভাবে এই অঞ্চলের কৃষি, মানুষের বাড়ীঘর ক্ষতি করছে। অথচ এই সরকার বাজেটের মধ্যে তার জন্য কোন ব্যবস্থা রাখেননি। অতএব মানুষের বাড়ীঘর, পুকুরের মাছ, শিল্প কারখানা যেগুলি নষ্ট হচ্ছে সেগুলি রক্ষার জন্য সরকার যেন অবিলম্বে ব্যাপক বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে এতদিন ত হয়নি এবং আগামী দিনেও হবে কিনা আমার জানা নাই। তবুও আমি আশা করছি যে সরকার মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে সেটা থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করবেন।

তারপরে আমার আরেকটি কাট-মোশান হল- ডিমাণ্ড নাম্বার- ১৬, মেজর হেড- ৩০৬।

এখানে স্পেসিফিকেলি আমি একটি প্রজেক্টের কথা বলছি। সেটি হচ্ছে দুর্গানগরের ইলেক-ট্রিক প্রজেক্ট। সেটাকে গত ৩।৪ বছর আগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়েছিল কিন্তু এখন সেটা কোন কাজে আসছে না। আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে যারা বেনিফিশিয়ারী তারা বামফ্রণ্টের নয় বলে সেটাকে কাজে লাগানোর কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

মিঃ—ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—আমরা ৩ জন মাত্র বক্তব্য রাখব। সে প্রজেক্টাকে চালু করা হচ্ছে না। সেখানের যে কৃষি ব্যবস্থা সেটা ত্রিপুরাবাসীর কাজে আসবে। তাই কংগ্রেস কি কমিউনিষ্ট কি সেটা দেখার নয় সেটা ত্রিপুরাবাসীর কাজে আসবে বলে মনে করতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আরেকটি কাট-মোশান হল—ডিমাণ্ড নং ১৭, মেজর হেড—৩৩৯। ফুড নিউট্রিশান সম্পর্কে।

ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলিতে যে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে সেখানে ডিসক্রিমিনেশান রয়েছে। সেখানে আমরা দেখছি কিছু কিছু স্কুল পাচ্ছে আর কিছু কিছু স্কুল পাচ্ছে না। যেসমস্ত স্কুল কংগ্রেসী এলাকায় সে সমস্ত স্কুলে চালু করার পরও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেরকম একটি হচ্ছে দক্ষিন আনন্দনগর স্কুল। মিড ডে মিলে আবার নিম্ন মানের খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। আবার যারা সাপ্লাই করছে তারা সরকারের পক্ষের লোক তাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও কোন এনকোয়ারী বা একশন নেওয়া হয়না। সে কারনে আমরা সেগুলির প্রতিকার চাইছি।

তারপর আমার আরেকটি কাট মোশান হল ডিমাণ্ড নং—১৮, মেজর হেড—২৭৮। মিউজিক কলেজ সম্পর্কে।

এই মিউজিক কলেজে একজন সরকারী প্রিন্সিপাল রয়েছেন কিন্তু তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না। অন্যান্য হেড অব্ দি ইনষ্টিটিউশানে যেটা পারেন বা করা দরকার; সেটাও তাকে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা জানিনা যে তার কি রহস্য। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার এই স্পেসিফিক গ্রিভেন্সের কারণ জানাবেন। আমি আমার এই গ্রিভেন্স জানানোর জন্যই এই কাট-মোশান এনেছি।

আমার পরবর্তী কাট-মোশান হল ডিমাণ্ড নং—৩২, মেজর হেড—২৮৪। সেটা হচ্ছে আগরতলা মিউনিসিপালিটি ইলেক্শানে ব্যাপক ড়িগিংহওয়া সম্পর্কে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট নানাভাবে সাধারন মানুষকে প্রলুব্ধিত করে এই নির্বাচন করেছেন। এতৎসত্বেও আমরা পৌরসভার নির্বাচনে মাত্র সামান্যতম ভোটের ব্যবধানে হেরেছি। যদি সত্যিকারের ইলেকসন হতো তবে আমরা ১৩টি আসনেই জয়লাভ করতাম। আমরা দেখেছি এই নির্বাচনে সাংবাদিকদের পর্য্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি। রিগিং করে এই নির্বাচনে আপনারা জয়লাভ করেছেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আর একটা কাট মোশান আছে এডুকেশানের উপর। সেখানে আমাদের ডিমাণ্ড ছিল ত্রিপুরায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করা, একটি ল-কলেজ এবং একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা। কিন্তু সরকার বহুদিন ধরে মানুষকে ধুকা দিয়েছে। সরকার আজ পর্যন্ত সেগুলি স্থাপন করেন নি। সুতরাং আমরা দাবী করেছি যে অবিলম্বে ত্রিপুরায় ল-কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। এই বলে আমি সমস্ত কাট মোশান-গুলিকে সমর্থন করে এবং সরকারী ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে ডিমাণ্ডগুলির উপর কাট মোশান এনেছি সেগুলি হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার—১৪, মেজর হেড—২০৭,২৭৭,৩৩৭, ডিমাণ্ড নাম্বার —১৭, মেজর হেড—২৭৭,২৭৭ এর উপর আমার কাটমোশান এনেছি। আমি এই কাটমোশানগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখেছি যে শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছে, ২০,৬৫,১০০০০ টাকা। প্রাইমারী স্কুলের জন্য ধরা হয়েছে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। অথচ আমার দেখেছি যে, এই টাকা সঠিকভাবে কোথাও খরচ করা হয় না। আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় কোন কোন স্কুলে শিক্ষক আছেন স্কুল নেই আবার কোথায় কোথায় স্কুলের ঘর আছে কিন্তু কোন শিক্ষক নেই। আবার দেখা যায় যে সরকার যে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করেছেন সে মিড ডে মিলের টাকা বিভিন্নভাবে লুটপাট করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ছাত্ররা ঘরে বসে পড়তে পারে না। আমি সরকারের কাছে দাবী করছি যে এই ধরনের যে সকল স্কুলে ত্রিপুরার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে সে সব স্কুলের সংস্কার যেন অবিলম্বে করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুর সাব-ডিভিসনে বামপুর নতুনবাড়ী জে. বি. স্কুল এইভাবে সংস্কার করা দরকার। এই স্কুলটি অনেকদিন বন্ধ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামপুর জে, বি, স্কুলটি ১৯৪০ সালে স্থাপিত হয়েছিল, অথচ আজকে সে স্কুলের ঘরের উপর কোন ছানি নেই। ছাত্ররা ঘরের ভিতর বসতে পারে না। চালের উপরে যে টিন দেওয়া হয়েছিল সে টিনগুলিও কে বা কাহারা খুলে নিয়ে গিয়েছে। এই স্কুলের সংস্কার অতি সত্বর করা দরকার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, পি, ডবলিউ, ডি. এর খরচের জন্য ধরা হয়েছে ২৩,১১,৭০,০০০ টাকা অথচ রাস্তাঘাট নির্মানের জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ৫৫ লক্ষ টাকা যেখানে

রাস্তাঘাটের অভাবে যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে সেখানে এই ৫৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। সুতরাং আপনাকে আমরা দাবী করছি যে ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই ডিমাণ্ডটি সংশোধন করুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো বলতে চাই যে, যতনবাড়ী অশ্বিনী রোয়াজা পাড়া প্রাইমারী স্কুলে মিড-ডে মিলের যে কারচুপি চলছে সে সম্পর্কে। সেখানকার শাসক দলের প্রতাপশালী নেতারা চক্রান্ত করে সেই স্কুলে একজন মাষ্টার নিয়োগ করেন। সেই মাষ্টার মহাশয় শ্রীশান্তিবাবু তিনি সেই স্কুলটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছেন এবং তিনি নিজের বাড়ী থেকে সস্তা দামের ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে মাষ্টার মহাশয়ের কথা বলছি তিনি শাসক দলের সমন্বয় কমিটির একজন স্থানীয় নেতা বটে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, চেলাগাং হাই স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সেখানে মাত্র তিনজন শিক্ষক রয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগন, সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ এখন কাটমোশনের উপর তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি যে সমস্ত কাটমোশান এনেছি সবগুলির উপর আমার বক্তব্য রাখব সেই কাটমোশানগুলির সমর্থনে। আমার প্রথম কাটমোশান হলো ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড—২৮০ এর উপর। এটাতে ডিসপেনসারীর জন্য ৬,১২,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তৈদুতে একটা ডিসপেনসারী আছে। সেটাকে নাকি বলা হয় আদর্শ ডিসপেনসারী। কয়েক হাজার মানুষের চিকিৎসা হয় সেখানে। কিন্তু গত দুই বৎসর যাবত সেই ডিসপেনসারীর ঘরের কোন ছাদ বা চাল নেই। রাত্রে ঘরের ভেতরে থেকে উপর আকাশে চাঁদ দেখা যায় এবং সেটা দিয়ে বৃষ্টি এমন কি শিলা বৃষ্টি যখন হয় তখন সেই শিলা বৃষ্টিও পড়ে। রোগীর তখন সেখানে দাঁড়াবার স্থান থাকে না। সেখানে চেয়ার নেই, টেবিল নেই। এটাই নাকি আদর্শ ডিসপেনসারী। তাই আমি দাবী করছি সেই ঘরটা মেরামত করার জন্য এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করার জন্য। আমি জানি না মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই দাবীটা মানবেন কিনা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এরপরে আর একটা কাটমোশান আছে মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মার ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ৩৩৭ এর উপর। লুমথা ছড়া থেকে গুবিরাই বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা চেয়েছেন। এটা হচ্ছে রুর‍্যাল রোড। সেখানে ১ লক্ষ দুই হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এটা ঠিক যে রুর‍্যাল অঞ্চলে এখনও রাস্তাঘাট হয়নি। তৈদু থেকে করবুক—ছামনু এলাকাতে গিয়ে দেখুন। সেখানে রেশান যেতে পারছেনা। তারা বলছেন সেখানে ডিলার নেই। কিন্তু ডিলার থাকলেই বা কি হবে। মাথায় করে তো আর রেশন যেতে পারবে না। কাজেই এই অবস্থায় প্রত্যান্ত অঞ্চলের মানুষ রেশন থেকে বঞ্চিত

হচ্ছে। একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে তাদের রাখা হয়েছে। কাজেই যদিও রাস্তাঘাটের জন্য বাজেট করা হয়, কিন্তু সেই অঞ্চলের লোকেরা বন্ধু না শত্রু আমি জানি না, কিন্তু তাদের দিকটা দেখা দরকার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মার আর একটি কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ২৭৭ এর উপর। লাটিয়াছড়া এস, বি, স্কুল, গোলাঘাটি জে, বি, স্কুল, সিপাইজলা হাই স্কুল ইত্যাদি স্কুল ঘরগুলি করার জন্য। এটার জন্য টাকা বরাদ্দ আছে প্ল্যান বা নন-প্ল্যান উভয় খাতে। সারা ত্রিপুরাতে, বিশেষ করে ইণ্টারিয়রে স্কুলগুলির যে অবস্থা তাতে এটা ভাবাই যায় না যে বামফ্রণ্ট সরকার স্কুলগুলি থাকুক এটা চান। আর যে গুলিতে ঘর করার জন্য কন্ট্রাকটারদের হাতে দেওয়া হচ্ছে, সেই কণ্ট্রাকটাররা ঘর না করেই টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। অমরপুর সমন্বয় কমিটির একজন নেতা কণ্ট্রাকটারী পেয়েছেন এবং তিনি ঘর না করেই বিল তুলেছেন। আমি জানি না বামফ্রণ্ট এই সমস্ত কাজের জন্য কি অ্যাকশান নেবেন।

আর একটা কাট মোশান আছে লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্টের উপর। এটা মাননীয় নির্দলীয় বিধায়ক এনেছিলেন। শ্রীমতী ভারতী চৌধুরী এবং শ্রীমতী মানসী ব্যানার্জী। স্বামীর নাম সমীর ব্যানার্জী। একজনের দুইটা নাম এবং স্বামী একই ব্যক্তি। উনি দুইটি পোষ্ট হোল্ড করে আছেন। একটা হল এডাল্ট লিটারেসী, আর একটা হলো স্কুল মাদার। সমীর বানার্জী হচ্ছে রাজনগরের গাঁও প্রধান এবং তিন মাস ধরে একই পোষ্টে আছে। টাকা পাচ্ছেন লেবার অ্যাণ্ড এম্পলয়মেণ্ট থেকে। আর একজন শ্রীমতী কল্পনা দাস এবং শ্রীমতী অনঙ্গ রানী দাস। স্বামী অধীর চন্দ্র দাস। উনিও দুই নামে দুইটি পোষ্ট দখল করে আছেন। অ্যাডাল্ট লিটারেসী এবং সেণ্ট্রাল হেল্থ ভলাণ্টিয়ার। উনি সি, পি, এমের সমর্থক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি আমাদের দুইজনের বক্তব্য একসঙ্গে বলছি। কাজেই আমাকে দুইজনের সময় দিতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে বলা হচ্ছে যে চাকরী দেওয়া যায় না। হাজার হাজার বেকার, বেকার ভাতাও দেওয়া যায় না। মানুষ কযদিন বেকার থাকবে ? এই প্রশ্নের কি জবাব আছে ? আর বামফ্রণ্ট সরকার সেখানে নারী সমিতির মেম্বারদের দুইটা করে চাকরী দিচ্ছেন। এবং প্রধানদেয় স্ত্রীদের দুইটা করে চাকরী দেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বুদ্ধ দেববর্মা আর একটা কাট মোশান এনেছেন রুরাল ইলেকট্রিফিকেশানের ব্যাপারে। আসলে গ্রামাঞ্চলে এখনও ইলেকট্রিসিটি পৌছায়নি। বিশেষ করে ট্রাইবেল অঞ্চলে আলোর মুখ এখনও ট্রাইবেলরা দেখেনি। অথচ রাইমা শর্মা পুরোপুরি ট্রাইবেল কম্প্যাক্ট এরিয়া এবং সেখান থেকেই বিদ্যুতের উৎস। কিন্তু তারা সেই বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত।

আমার আর একটা কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, মেজর হেড ৩০৬ এর উপর মাইনর ইরিগেশান। জাম্বুক ছড়াতে কংগ্রেস আমলে একটা বাঁধ দিয়ে স্লুইস গেট দিয়ে জল ফিল্ডে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গিয়ে দেখুন সেই জল নষ্ট

ফেটে আবার নদীতে গিয়ে পড়ছে। সেটা আর ফিল্ডে পড়ছে না। আবার তাঁরা এখানে হিসেব দিচ্ছেন যে আমরা এত হেক্টার জমিতে সেচের ব্যবস্থা করছি। ডাইভারসান করে জল জমিতে দেওয়ার কথা, কিন্তু ডাইভার্ট করে আবার নদীতেই সেই জল গিয়ে পড়ছে। এটার অর্থ কি? আমি বুঝতে পারছি না। এই ডাইভার্শন স্কীমের লক্ষ্যটা কি? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এটা সম্পর্কে মাননীয় ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি কোন প্রতিকার হয় নি। স্যার, সমগ্র উত্তর ত্রিপুরাতে মাইনর ইরিগেশানের এই চেহারা সেখানে যদি একটা পার্টস বা নাট অথবা বল্টুও নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ৩ মাসের মাধ্যে সেটা সেখানে যাবে না, ফলে প্রয়োজনীয় জলসেচের অভাবে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্যার, আমার আর একটা কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নম্বর সেভেন্টিনের উপর, মেজর হেড ২৭৭, আমি এই কাট মোশানের মাধ্যমে রইসাবাড়ীতে একটা হাই স্কুল করার জন্য দাবী জানাচ্ছি। কারণ এই এলাকাটা এতই দুর্গম যে এখান থেকে ছেলে-মেয়েরা অমরপুর কিম্বা অম্পিতে গিয়ে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই এলাকাটারও ডেভেলাপমেণ্ট হওয়ার দরকার। কিন্তু সরকার সেখানে স্কুল করতে চাইছেন না, তারা শুধু কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই একথাগুলি বলে আমি আমার কাটমোশানগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুট স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নম্বর সেভেনটিন - মেজর হেড -২৭৭এ আমার একটা কাট মোশান আছে। আমি আমার কাট মোশান এবং বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, সেগুলিকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। এখানে বামফ্রণ্ট সরকার অনেক চীৎকার করে বলছেন যে তারা নাকি অনেক স্কুল করে দিয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলের কোন অভাব নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে এমন কতগুলি জায়গা আছে, যেখানে হাজার হাজার লোক বসবাস করছে, অথচ তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া করার জন্য কোন স্কুল এখন পর্য্যন্ত হয় নি। তারা এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছেন, সভ্যতার আলোর তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। এখানে আমি সেই জায়গাগুলির নাম উল্লেখ করছি, যেমন,—ভিসামা, রইসা বাড়ী, নারিকেল বাগান, ৮নং ডাইক, গোমতী পাড়া, কে. উচই পাড়া এই সমস্ত জায়গাতে আজ অবধি কোন শিক্ষার আলো পৌছয়নি। তারপর আট নং ডাইপ জমাতিয়া পাড়াতে ১৯৭৬ সন থেকে নাকি একটা স্কুল হয়েছে বলে সরকার বলছেন, কিন্তু আমি দেখছি যে, সেই স্কুলের জন্য কোন ঘর নেই। অথচ কাগজে-পত্রে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে এবং সে তার সমস্ত বেতন পাচ্ছে, কিন্তু আসলে সেখানে কোন স্কুলই নেই। তারপর এই সরকার কক বরক ভাষাকে প্রসার করছেন বলে অনেক কিছু চীৎকার দিয়ে বলছেন। কিন্তু আমি দেখছি সরকার কক বরক ভাষায় যে পাঠ্য বই প্রকাশ করেছেন এবং সেটা নাকি প্রাইমারী লেভেলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য পাঠ্য করেছেন, সেই বইতে অনেক ভুল আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারন পাঠ্য বইতে যদি এই রকম ভুল থাকে, তাহলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, তা নিশ্চয় সবাই বুঝতে পারছেন। কাজেই পাঠ্য বইর মধ্যে যে ভুলগুলি আছে, সেগুলি সংশোধন করার জন্য আমি

তারপৃষ্ঠা সংখ্যাগুলির উল্লেখ করছি। যেমন পৃষ্ঠা নং ৩, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৪ এবং ১৫ এগুলিতে ভুলে ভরা রয়েছে। কাজেই আমি আশা করছি যে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়, এটা দেখবেন। তারপরে মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে আমরা দেখছি যে গণ্ডাছড়া এলাকায় ১৯৬১ সনে যে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, সেইবাঁধটাকে এখন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ফলে হাজার হাজার একর জমি চাষাবাদের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। অবশ্য সেই এলাকার সি, পি, এম প্রধান এবং বি, ডি, ও এর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু কোন কাজই করা হচ্ছে না। যার ফলে সেখানকার উপজাতিরা ঐ এলাকা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার মত অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আমি জানি না এই সরকার ঐ এলাকা থেকে উপজাতিদের এভাবে উচ্ছেদ করতে চান কিনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এই সরকার চীৎকার করে বলছেন যে তারা নাকি ত্রিপুরার ভিবিন্ন জায়গাতে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমরা তাদের এই কথার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল দেখতে তাই গণ্ডাছড়া রইস্যাবাড়ী, জলাইবা এবং করবুক ইত্যাদি এলাকায় ওযাটার সাপ্লাই করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। আমরা জানি যে জলের অপর নাম জীবন, কিন্তু এই সরকার জীবন দায়ী জল নিয়েও রাজনীতি করছে, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলের মানুষেরা জল পায়না, এই জল যদি মিজোরামের মত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকেও কিনে খেতে হয়, তাহলে আমি মনে করব যে এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে জল না খাইয়ে মেরে ফেলবে। কিন্তু মানুষের জন্য যা করা প্রয়োজন, এই সরকার সেটা না করে দল বাজী করার জন্য শুধু চিৎকারই করে যাচ্ছেন, তারা বলে চলেছেন যে দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস যা করতে পারেনি, বামফ্রন্ট সরকারে এসে তা নাকি সবই করে ফেলেছেন। অবশ্য মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়, বলেছেন যে উনারা অনেক কিছু করছেন, তবে আরও করার দরকার আছে, এবং তিনি যে একটা স্বীকার করলেন, সেজন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশান এবং বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন, সেগুলিকে আমার সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং -- মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ১২ নং ডিমাণ্ডের উপর (মেজর হেড-৫৩৮) যে কাট মোশান আছে, সেটা হল টি, আর, টি, সি পরিচালনায় অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় রোধ সম্পর্কে সরকারের ব্যর্থতা। এই টি, আর, টি, সি পরিচালনা করার জন্য বাঘা বাঘা অফিসার রয়েছেন, তার মধ্যে আই, এ, এস অফিসারও রয়েছেন কিন্তু তা সত্তেও দেখা যাচ্ছে যে বছরের পর বছর এই সংস্থাটিতে শুধু লোকসানের হার বেড়ে যাচ্ছে। কারণ হিসাবে হয়তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন যে, রাস্তার কণ্ডিশান এত খারাপ যে যন্ত্রপাতিগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। আর তার জন্য নাকি লোকসান ইস্কার করছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা তার পাশা পাশি কি দেখছি, আমরা দেখছি যে প্রাইভেট বাসগুলি রাস্তার অবস্থা খারাপ থাকা সত্বেও লাভ করে চলেছে। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, রাস্তা খারাপের জন্য এই লোকসানটা হচ্ছে না, তার কারণ অন্যত্র। আমরা লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন ষ্টোর থেকে টায়ার, টিউব এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ প্রায়ই চুরি হয়ে যাচ্ছে এবং তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। যার ফলে এই লস্ টা ইস্কার

করছে। কাজেই পাবলিক মানি যদি এভাবে মিস-ইউজ হয়, তাহলে তার জন্য টাকার সংস্থান রেখে কোন লাভই হয় না। তারপরে আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৪ (মেজর হেডঁ — ২৫৯), ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ (মেজর হেড —২৮২)

" Failure to control and eliminate wasteful expenditure in Machinery & equipment . " পি. ডবলিউ, ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে সমস্ত মেশিনারী কিনা হচ্ছে সেগুলি প্রায়ই দেখা যায় নিম্ন মানের এবং টেনডার ছাড়াই কিনা হচ্ছে। অথচ উচ্চমানের রেট দেখানো হচ্ছে। এইভাবে একটা বিরাট অংকের নয় ছয় চলছে এই ডিপার্টমেণ্টে এবং এই টাকা পাবলিক স্বার্থে ব্যয়িত হচ্ছে না। আমার আরেকটা কাট-মোশান আছে সেটা কক্‌বরক ভাষা সমন্ধে বিভিন্ন স্কুলে কক্‌বরক শিক্ষার জন্য দেখা যায় মাষ্টার দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তারা কি কক্‌বরক পড়াচ্ছেন আমরা জানি না। আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব কক্‌বরক ভাষায় গ্রামার এবং ডিকশনারী বের করার জন্য যাতে কক্‌বরক ভাষা আরও ডেভেলাপ করতে পারে। আমরা এই কাটমোশানগুলি এবং মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সে-গুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশান দুটা আছে। একটা হচ্ছে ডিষ্ট্রিকট কাউনসিল সেখানে যে সরকার টাকা দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে। কারন এটা মিস ইউজ হচ্ছে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে ডিসটি্‌কট কাউনসিলের ইলেকশন হয়েছিল কিন্তু যাদের জন্য ডিসট্রিকট কাউনসিল করা হয়েছে সে ট্রাইবেলদের কোন উপকারে লাগেনি। ডিসটি্‌কট কাউনসিলের হেড কোয়ার্টার যদি ডিসটি্‌কট কাউনসিল এলাকাতে হত তাহলে সেখানে একটা উপ-নগরী গড়ে উঠত এবং সেখানে ট্রাইবেলরা ব্যবসাবাণিজ্য করার সুযোগ পেতেন কিন্তু সেটা এখানে শ্বেত মহলে হওয়াতে ট্রাইবেলরা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বনচিত হচ্ছে। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি টি. এন. ভি নামে একটা দল সি. পি. আই (এম) গড়েছে এবং সেই দল দিয়ে ত্রিপুরা উপজাতী যুব সমিতিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। "চিনি কক" পত্রিকার সহ সম্পাদক দেবব্রত কলই, ছিলেন এক সময়ে। গতকাল এখানে লীডার অব দি হাউজ ,এই ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছিলেন। সে তো আপানাদের লোক। যে চিঠিটা পড়া হয়েছিল সেটা এই দেবব্রত কলই এর সেই দেবব্রত কলই-কে নাকি ১২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, আমি জানি না, পত্র পত্রিকায় দেখছি, এটা যুব সমিতিকে ভাঙ্গার জন্য। যাহাই হোক এই ডিসটি্‌কট কাউনসিলের জন্য ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৮১ কোটি টাকার বাজেট এবং তার থেকে অন্ততঃ ওয়ান থার্ড দেওয়ার উচিত ছিল। কম পক্ষে ৫০কোটি টাকা যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটাও প্রোপারলি খরচ হচ্ছে না। সেই জন্য আমি এই কাটমোশান এনেছি। মনু বাজার বিলোনিয়া। সেখানে বাজারের উন্নতির জন্য ট্রাইবেল নন্‌ ট্রাইবেলদের সুযোগ সুবিধার জন্য সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই একটেণ্ড করা দরকার। সেই এই কাটমোশান এনেছি। উত্তর-ত্রিপুরায় সেটাও মনু। সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই হয়েছে। আমার বাড়ী পর্য্যন্ত লাইন আছে কিন্তু জল আসে না। অথচ আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি এই এলাকায় এতটা করা হয়েছে কিন্তু ইন প্র্যাকটিস ১।৩ থার্ড ও একজিকিউট হচ্ছে না। আমি অন্যান্য কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড ৩৩৪, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure in electricity."

মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, এই যে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্ট সেটা একটা দুর্নিতীর আখড়া। সেই সম্পর্কে আমি আপনার সামনে ২ | ১টা উদাহরণ দিচ্ছি। এই বাধাঁর ঘাটে একটা সাবডিভিশন (পাওয়ার) তৈরীর জন্য সেখানে অল ইনডিয়া বেসিসে টেণ্ডার কল করা হইয়াছিল। সেখানে তিনটা কোম্পানী টেণ্ডার দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে যে, যার টেণ্ডার লয়েষ্ট হয়েছে তাকে না দিয়ে ১১ লক্ষ টাকা যার টেণ্ডার ভ্যালু লয়েসট টেণ্ডার থেকে বেশী তাকে দেওয়া হয়েছে। এই একটা সাধারণ উদাহরণ দিলাম। ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্ট কিছু কিছু জিনিস কেনা হচ্ছে টেণ্ডার কল করে, কিন্তু যারা লয়েসট টেণ্ডার— দেয় তারা কাজ পায় না। আগে থেকে পার্টির লোকদের সঙ্গে আলাপ করে পার্সেনটেজ ঠিক করে নিতে হয়, তা হলে কাজ পায় না। ডিসট্রিবিউশন অব ইলেকট্রিসিটি। যেটা সম্পর্কে ফলাও করে মন্ত্রীরা বলেছেন যে, গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিসিটি পৌছে গেছে। কিন্তু কোথায় কার বাড়ীতে গেছে ? সেটা গেছে যারা সি, পি. আই (এম) পার্টির সমর্থক বা এই দলের সদস্য, তাদের বাড়ীতেই। আমার সঙ্গে গেলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি এই আগরতলা শহরের আশে পাশে এই ঘটনা ঘটেছে সেটা কল্পনা করতে পারবেন না। সেটা অত্যন্ত শোচনীয় এবং পরিতাপের বিষয়। পাবলিক মানি এই ভাবে মিস-ইউজ হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আসুন আমার সঙ্গে আমি দেখিয়ে দেব যে, একটা বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইন নেওয়া জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। কাজেই এই অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং পরিতাপের বিষয়। পাবলিক মানি এই বিধান সভা খরচ করার জন্য মন্ত্রী সভাকে অনুমোদন দেন সেই টাকার কি ভাবে অপব্যয় করা হচ্ছে। এই টাকা খরচ করা হচ্ছে দলবাজী করার জন্য ও ক্যাডারদের পাইয়ে দেবার জন্য জনসাধারণের উপকারের জন্য খরচ করা হচ্ছে না। তার জন্য মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, মেজর হেড—৩৩৪-এর উপর আমার কাট মোশান এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর একটি কাট মোশান আছে। সেটি হচ্ছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫, মেজর হেড—২৮৪ সেখানে আমার কাট মোশান হচ্ছে, "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy viz.—

Dis-approval of policy regrading Agartala Town Development." মিষ্টার স্পীকার স্যার এই কয়দিন আমরা মন্ত্রী সভার সদস্যদের বক্তব্য শুনেছি যে, তাঁরা টাউন ডেভেলাপমেণ্ট —মিউনিসিপ্যালটি সম্পর্কে বলছেন যে, গত পাঁচ বছরে তাঁরা টাউনের কত উন্নতি করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কথা। আমি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি চলুন, গোলবাজারে—যাকে

মহারাজগঞ্জ বাজার বলে। আপনি দেখবেন, বৃষ্টি হলে কি মারাত্মক অবস্থা হয়। সেখনে হাজার হাজার দোকানী এবং হাজার হাজার ক্রেতা আসা যাওয়া করছে। সেটা একটি নরককুণ্ড হয়ে আছে। আর আশে পাশে বস্তিগুলি আছে সেখানে মানুষ বাস করে সেখানে একটু বৃষ্টি হলে মা বোনেদের কাপড হাটুর উপর তুলে আসা যাওয়া করতে হয়। বৃষ্টি হলে একজনের পায়খানার মল আর একজনের রান্না ঘরে চলে যায়। চমৎকার পাঁচ বছরের শাসন।

(হাস্য রোল)

মিঃ স্পীকার স্যার, ওদের হাসতে বলুন, প্রান ভরে হাসতে বলুন। কেন না, এটা তো হাসির কথাই। কাজেই এই অবস্থা আজকে দিকে দিকে চলছে। আপনি শান্তি পাডায় যান, দেখবেন ড্রেনেজ বলে কিছুই নেই, টাউন প্রতাপগডে যান, ড্রেন নেই আপনি বনমালিপুরে যান, সেখানেও একই চিত্র। সেখানেও কোন ড্রেনেজ সিষ্টেম নেই। আমি যে পাডায় থাকি, মাননীয় মন্ত্রী সে পাডায় থাকেন, সেই জয়নগরে আসুন, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তো উনার এলাকার কথা বলতে পারবেন, সেখানে কি ড্রেন আছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, টাউন এলাকার ভেতরে পাঁচ বছরে তো কত কিছুই করেছেন।

(ভয়েসেস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ :—কংগ্রেস আমলে তো অনেক কিছু হয়েছিল না?)

এখানে তো শুনতে পাচ্ছি পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন কংগ্রেস ৩০ বছরের শাসনে তা করতে পারেন নি। তাই বলছিলাম, ওরা আগরতলা শহরকে মহারানী ভিক্টোরিয়া বানিয়ে দিয়েছে।

(ভয়েজ ফ্রম দি রুলিং বেঞ্চ :—ও, তা হলে ঠিক আছে)

আজকে রঞ্জিত নগর, জয়নগর, দশমীঘাটে যা দেখবেন বিরাট জলাশয়ে সেখানে একটু বৃষ্টি হলেই রান্না ঘরে জল ঢুকে যায়। মাচার উপর বসে রান্না করতে হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের এই হচ্ছে টাউন এলাকার ডেভেলাপমেন্টের নমুনা। চমৎকার, কাজেই টাউন ডেভেলাপমেন্টে পলিসির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থ বরাদ্দ দিয়ে ২৭২ জনকে মিউনিসিপ্যালিটিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে বামফ্রন্ট বাহিনীর * * * * কন্ট্রাকটরকে পাইয়ে দেবার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, মানুষের উপকারের জন্য বরাদ্দ করা হয় নি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে আমি কাট মোশান ২টি রেখেছি সে দুটিকে এবং এখানে এছাডা বিরোধী দলের তরফ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং সরকারী তরফের ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখানে মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মাকে বক্তব্য রাখার জন্য বলছি।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ২৪০ এ একটি কাট মোশান আছে। এখানে আমি এই কাট মোশানের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই

* * * * * *Expungeed as ordered bythe Chair.

কলকলিয়া মৌজায় প্রায় ১০।১২ হাজার লোক বাস করে। সেখানে কোন ডিস্পেনসারী নাই। কাছাকাছিও কোথাও ডিস্পেনসারী নাই। সেখানে ডিস্পেনসারীর খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না বলেই কাট মোশান এনেছি। কেন না, সরকার ডিস্পেনসারী তৈরীতে কার্য্যত ব্যর্থ হয়েছেন। এ ছাড়া আর একটি কাট মোশান আছে এডুকেশনের উপর। এখানে এডুকেশান মিনিষ্টার বলেছেন, বন্ধু বাবুর মেয়ের তো চাকুরী দিয়েছি। আমি বলতে চাই, উনার বাড়ীতে কয় জন বেকার আছে? আমাদের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার ভাই এ্যাগ্রিকালচারে ট্রেনিং প্রাপ্ত। কিন্তু তিনি আজ পর্য্যন্ত চাকুরী পান নাই। তিনি উপজাতি যুবসমিতি করেন বলেই আজ পর্য্যন্ত কোন ইণ্টারভিউ পান নাই। কাজে কাজেই আমি এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলি সমর্থন করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ৩৩৭ এ আমার একটি কাট মোশান আছে এবং এছাড়া যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে সেগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর, ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে মেহনতী মানুষের স্বার্থে বিশেষ করে ইণ্টিরিয়র ট্রাইবেলদের স্বার্থে নাকি অনেক রাস্তা ঘাট করা হয়েছে একথা শুনে থাকি। কিন্তু আমরা যদি দুর্গম এলাকাগুলিতে যাই, তাহলে দেখতে পাব সেখানে রাস্তা ঘাট কিছুই তৈরী হয় নাই। আর যে সব রাস্তা ঘাট আছে সেগুলি মেণ্টেনেন্সের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। রি-কনসট্রাকশনের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ মেজর হেড ৩৩৭-এ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৪,১৩,০০,০০০ টাকা।

স্যার, ব্রীজ এ্যাণ্ড রোড কনট্রাক্টশানের উপর বহু টাকা ধরা হয়েছে। কমলপুর সাব-ডিভিশানের অন্তর্গত কুলাই থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আছে সেটি কনট্রাক্টশান করার কোন ব্যবস্থা এই এসরকার নিচ্ছেন না। এই দিক থেকেই আমি এই কাট মোশানটি এনেছি। বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলিতে এবং দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যেখানে বাম সমর্থক বেশী, কেবল মাত্র সেই সমস্ত এলাকাগুলিতেই রাস্তাঘাট করা হচ্ছে। স্যার, আসাম-আগরতলা রোডের উপর রাইবাসা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ২।৩ হাজার লোক বাস করে, সেখানে একটা ব্রীজ করে দেবার জন্ত বহুদিন থেকে আমরা দাবী করে আসছি, কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার নীরব। লিফট ইরিগেশানের উপরও আমার একটা কাটমোশান আছে। এই খাতে বাজেট অঙ্ক ধরা হয়েছে ৪,১৩,০০,০০০ টাকা? স্যার, আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত অঞ্চল সমূহে বাম সমর্থক বেশী কেবল সেই সমস্ত এলাকাতেই লিফট ইরিগেশান দেওয়া হয়েছে, অবাম সমর্থিত অঞ্চল সমূহগুলিতে তা করে দেওয়া হচ্ছে না। কৈলাশহর সাব-ডিভিশানের অন্তর্গত কাকড়াছড়া অঞ্চলে লিফট ইরিগেশানের কোন কাজই এই সরকার করছেন না। ধুমাছড়াতেও একটা লিফট ইরিগেশান করার প্রস্তাব আছে। কিন্তু তা এখনো করা হচ্ছে না। জলাভাবে কৃষকরা ধান রোপন করতে পারছে না, একমাত্র বৃষ্টির উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। অথচ বামফ্রণ্ট

সরকারের সুস্পষ্ট আশ্বাস সত্বেও কৃষকদের স্বার্থেই সেই অঞ্চলগুলিতে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মিড-ডে-মিলের উপর একটা কাটমোশান এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্টিত হয়ওযার পর বিভিন্নস্কুলে এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে এই ব্যবস্থা ত্রিপুরায় ছিল না। এই জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমরা দেখছি এই মিড-ডে মিলের টাকা শিক্ষক-শিক্ষিকারা আত্মসাৎ করেছে। ঐ মিড-ডে মিল যেখানে আছে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা অনুপস্থিত থাকে না। অথচ এই মিড-ডে মিল থেকে তারা বঞ্চিত। মিড-ডে মিলের টাকা নিয়ে আজকে এইভাবে কারসাজি চলেছে। এই খাতেই আবার টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিমাণ্ড নং—১৭, মেজর হেড—২৭৭ মিড ডে মিলের খাতে বাজেটে টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই টাকা ঠিক ঠিক ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে ব্যয়িত হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে শিক্ষা বিভাগের উন্নতি কল্লে এই মিড-ডে-মিলের প্রচলন করেছেন। কিন্তু কার্য্যত আমরা কি দেখছি যেখানে এই মিড-ডে-মিল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে সেখানে যদি সি. পি. আই (এম)-এর এম. এল. এ, প্রধান বা সমন্বয়ীদের প্রভাব থাকে তাহলে অভিযোগের কোন তদন্ত করা হয় না বা কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কিন্তু অ-বাম সমর্থক কোন অঞ্চলে যদি এই ধরনের কোন অভিযোগ উঠে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই হচ্ছে বাম রাজত্বের নমুনা। স্যার, আজকে হাসপাতালসসমূহেও চলছে অব্যবস্থা। সেখানে কোন ঔষধ পত্র নেই। আমার মনুতে একটা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। সেখানে চিকিৎসার কোন সু-বন্দোবস্ত নেই, নেই কোন ঔষধ পত্র।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, আপনি বসুন।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—স্যার, আমার আনীত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে অর্থ বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে আমি বিরোধীতা করছি। স্যার, আমরা দেখছি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা একদিকে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী করেছেন, আবার অপর দিকে অর্থ ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব এনেছেন। কাজেই উনাদের এই কাজগুলি পরস্পর বিরোধী। স্যার, শিক্ষা ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যে অভিনব পরিবর্ত্তন এনেছেন সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে, ১৯৪৭ইং সনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর পার হয়ে গেল। কোন সময় তারা বলেছেন -কল্যান মূলক কাজ করবেন, কখনও বা

বলেছেন ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক ধাচে গড়ে তুলবেন, কখনও বলছেন জয়জোয়ান' জয় কিষান, কখনও বলছেন গরীবি হটাও। এই আমরা দেখে আসছি বিগত ৩৫ বৎসর ধরে। এই ৩৫ বৎসরের রাজত্ব কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে কি কোন উন্নতি তাঁরা করেছেন ? আজকে ভারতবর্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ লোক নিরক্ষর, মাত্র ৩৫ ভাগ লোক শিক্ষিত হয়েছে। ভারতবর্ষে ৮০ কোটি লোকের মধ্যে ৪০ কোটি লোক শিক্ষায় অজ্ঞতার অন্ধকারে বসবাস করছে।

স্যার, মানীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা ষ্টাইপেণ্ড, স্কলারশীপ-এর উপর কাট মোশান এনেছেন, এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার কাট মোশান এনেছেন যে, প্রাইমারী স্কুল সাব-প্লান এরিয়াতে গঠন করতে হবে, আবার তিনি বরাদ্দ অর্থের উপর কাট মোশান এনেছেন। সাব-প্লান এরিয়াতে একজন কনট্রাকটার ঘর তৈরী করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে উপজাতি যুব সমিতির উগ্র পন্থীরা কনট্রাকটারকে মারধোর করেছে। বিরোধী সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন, জলের অপর নাম জীবন, এটা অবশ্য সত্য কথা। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮১ সালে গঙ্গানগর গাঁও সভায় উপজাতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন রিং-ওয়েল বসাতে গেলেন তখন সেই ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে উপজাতিরা খুন করেছিলেন কেন ? কাজেই, আপনারাই তো বলবেন, জলের অপর নাম জীবন এটা আপনাদের মুখে শোভা পায় না। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, দুর্গানগরে লিফট্ ইরিগেশানের কাজ হচ্ছে না, মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি জানেন কি লিফট ইরিগেশানের সেই ঘরে কংগ্রেস(আই)-এর এক যুবক ঘর দখল করে বসে এবং সে বলেছে তাকে চাকুরী দিতে হবে তারপর সে ঘর ছাড়বে। এই তো হচ্ছে তাদের অবস্থা। তাহলে আপনারাই বলুন কি ভাবে আমরা কাজ করবো। কারণ দেখা যাচ্ছে যেখানেই কাজ করতে যাওয়া হবে সেখানেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এইগুলি উদেশ্য প্রতিপন্ন ভাবে করা হচ্ছে। কারন, তাঁরা চেষ্টা করছেন বামফ্রন্ট সরকারকে লোক সামনে হেয় প্রনোদিত করার জন্য। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা শ্রীসুখময় সেনের আমলে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে ৪ হাজার টাকা নিয়েছিলেন, কিন্তু সে টাকা কাজে লাগান নি। এটা আমার কথা নয় দেবব্রত বাবুর বই খুলে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কে বলেছেন। কাজেই এই যেখানে অবস্থা স্যার, সেখানে আমি মনে করি আরও স্কুল দরকার, আরও স্কুল ঘর দরকার, আরও শিক্ষক দরকার কাজেই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করবো যে, আমরা সবাই এক সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অনুরোধ করবো, এই সমস্ত খাতে আরও বেশী করে অর্থ বরাদ্দের জন্য। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন স্কুলে শিক্ষক বেশী আবার কোন স্কুলে শিক্ষক কম, কিন্তু এ নিয়ে যখন আলোচনা করতে যাওয়া হয় তখন আমাদের বলে দেওয়া হয় ডিরেকটারের সঙ্গে আলোচনা করুন। কাজেই আমি বলবো, সমস্ত স্কুলে পরিদর্শকের ব্যবস্থা করলে ভাল হবে। সর্বশেষে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার — মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি উত্থাপিত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সমূহ সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এটা ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয় যে, ছাটাই প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী এনেছেন শিক্ষার উপর অর্থাৎ শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ সেটাতে বিরোধী সদস্যরা সবচেয়ে বেশী আক্রমন করছেন, তার পিছনে কি অর্থ আছে নিশ্চয়ই আমাদের সেটা অনুভব করতে হবে। যখন প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন তখন প্রায় এক হাজার স্কুল ঘর ছিল যেখানে কোন শিক্ষক ছিল না, কোন ঘর-ছিল না, সেগুলি গরু চরার মাঠে পরিণত হয়েছিল। পরীক্ষার ব্যাপারে দেখা গেছে যদি একবার পরীক্ষার তারিখ দিয়েছে ছেলেরা বুঝতে পেরেছে যে, এই তারিখে পরীক্ষা হবে না। কি স্কুলের পরীক্ষা, কি উইনির্ভাসিটির পরীক্ষা সেখানে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম - এর বালাই ছিল না। আমার মনে আছে, আমি যখন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি তখন দুই দুই বার পরীক্ষা পিছিয়েছে, একবার পিছিয়েছে প্রশ্ন-পত্র হারিয়ে যাওয়ার জন্য। পূর্বে যে সমস্ত স্কুল করা হয়েছে সেগুলি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্টের আমলে অনেক স্কুল হয়েছে এবং দশম শ্রেণীর অনেক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে, সিনিয়ার বেসিক অনেক স্কুলকে দশম শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে, সেগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয় নি। ১৯৭২ সালে নির্বাচনের প্রাককাল অর্থাৎ নির্বাচনের তিন দিন আগে তখনকার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় এবং হবু মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় সেকেরকোট গিয়ে বলেছিলেন যে, তোমরা এবার কংগ্রেসকে ভোট দাও তাহলে আমরা তোমাদের স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করে দেব। সেই হাই স্কুলে এখন কতজন ছাত্র আছে তার হিসাব দিতে পারি। কারণ রাজনৈতিক স্বার্থেই এই স্কুলকে হাই স্কুলে পরিনত করা হয়েছ। আমরা আরও দেখেছি, আপনারা কি অস্বীকার করতে পারবেন? রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই বিশালগড়ে লক্ষীবিল স্কুলে গিয়ে ভোটের ৩।৪ দিন আগেগিয়ে বার বার বলে ছেন, এইবার আমাদের ভোট দিন তাহলে আপনাদের স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করবো। এইভাবে মানুষকে তাঁরা ধোকা দিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁরা পেয়েছেন ১৯৭৭ সালের ইলেকশনে এবং তার পরের ইলেকশনে। ত্রিপুরাতে মধ্যশিক্ষা বোর্ড বলতে কিছু ছিল কিনা বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে, এটা হয়তো বা অস্বীকার করতে পারবেন না। সেটা একজন মানুষ দ্বারা পরিচালিত হতো, সেখানে কোন সুনির্দিষ্ট আলোচনা হতো না, সেখানে কোন কমিটি ছিল না, ফলে প্রশ্নপত্র মুদির দোকানে পাওয়া যেত এবং রেজাল্ট বের হবার আগেই জানতে পারা যেত কে ফাষ্ট সেকেণ্ড হয়েছে। বামফ্রণ্ট আসার পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং বোর্ডের সমস্ত কাজ এখন ভালভাবে হচ্ছে। এখন পত্রিকা অফিসে গিয়ে কাউকে সুড়সুড়ি দিয়েও প্রশ্নপত্র বার করতে পারছেন না এবং সুড়সুড়ি দিয়ে কোন গোপনীয়তাও বার করতে পারছেন না? তাই তাদের আক্ষেপ হচ্ছে। কারণ, ছাত্রদের দিয়ে উৎশৃংখল আন্দোলনে নামাতে পারছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখলাম, এখন দাবীর পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, এখন আমরা দেখছি যে, কোথাও স্কুল নেই বলা হচ্ছে না। বলছে যে, স্কুলে চেয়ার টেবিল কিছু দিতে হবে, আবার কোথাও কোথাও বলছে যে, এই স্কুলে দুজন শিক্ষক আছেন আরও একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তাই দেখছি দাবীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে জন কল্যাণমুখী কাজ যে হয়েছে এটাতেই তা প্রমানিত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মিড-ডে মিল সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেক অভিযোগ এনেছেন।

যে সব নিরীহ লোকেরা, যারা দারিদ্রে পীড়িত, যারা ২বেলা পেট ভরে খেতে পায়না, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে তাদের ছেলেমেয়েরা আজকে স্কুলে যাচ্ছে। আজকে মিড-ডে-মিল চালু হাওয়াতে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলে, তারা লেখাপড়া শিখতে শুরু করলে মহাজনী যে শোষন তা ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত হবে। তার জন্য যাতে আবার কায়েমী স্বার্থানেষী লোক যারা তারা এই মিড-ডে মিলের বিরোধীতা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন স্কুলে কমিটি গঠণ করা হয়েছে। সেই কমিটিগুলি বিভিন্ন স্কুলের দেখাশুনার দায়িত্ব রয়েছে। এমনকি শিক্ষকদের হাজিরা পর্য্যন্ত তারা দেখতে পারেন, এই অধিকার পর্য্যন্ত তাদের দেওয়া হয়েছে। এখন সেই কমিটিগুলি ঠিকঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা সরকারী শিক্ষা দপ্তর হয়ত তদারকি করে দেখতে হবে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের নীতির মধ্যে এই যে বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বামফ্রণ্ট সরকার এমনি করে জনগনের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা রেজাল্টা নিয়ে আলোচনা করছেন। এইটা কি রাজনৈতিক স্বার্থে? পাশ না করলেও সেখানে ৭০ জনকে পাশ করিয়ে দিতে হবে। এমন ধরনের শিক্ষা বামফ্রণ্টের সময়ে না আসুক এইটাই আমরা চাই। শিক্ষা দপ্তরের কোথায় গলদ ছিল, কোথায় ক্রুটি ছিল এগুলি আমাদের আলোচনা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করব, বার বার কোন স্কুল রেজাল্ট খারাপ করছে, কেন খারাপ করছে, শিক্ষক আছে কিনা, শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে কি না, এইসব দেখার জন্য। যদি সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশের জন্য গ্রামাঞ্চলে কোন শিক্ষককে বদলী করানো হয় তখন বিরোধী দলগুলি থেকে বিভিন্ন ভাবে উস্কানী দেওয়া হয়। যে তোমাকে অমরপুর বদলী করেছে? অমরপুর স্কুল যেওনা, না যেয়ে আদালতে যাও। এমনি করে শয়ে শয়ে আদালতে গিয়ে দেখে কি করে বদলীটাকে বন্ধ করা যায়। এইভাবে আমরা অনেক ঘটনা দেখি। কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমরা অনুরোধ করব সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক রাখতে হবে। যে স্কুলে শিক্ষক নাই সেই স্থানগুলি পূরণ করতে হবে। সাথে সাথে স্কুলগুলিতে আরও বেশী শিক্ষক দেওয়া যায় ছাত্রদের জন্য এবং শিক্ষা খাতে যাতে আরও ব্যায় বরাদ্দ বাড়ানো যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, দিল্লীতে দেখতে হবে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার শিক্ষার জন্য শতকরা কতভাগ বরাদ্দ করেন। আর ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার কত ব্যায় বরাদ্দ ধরে থাকে। উনারা দুটোর তুলনা করুন। উনারা সেই তুলনায় যাবেননা। কেন্দ্রের কথা বললে উনাদের গাত্রদাহ হয়। কারন যেখানে বামফ্রণ্ট সরকার এসে সাধারন মানুষের মধ্যে আলোর বর্তিকা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যখন কায়েমী স্বার্থের লোকগুলি বঞ্চিত হচ্ছে, তখন তারা এইগুলি বিরোধীতা করছে। কাজই মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মি: স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে তা আমি মানতে পারছিনা। অনেকেই বলেছেন এডি, সিতে ৫০

কোটি টাকার দরকার বা ভিবিন্ন রকমের কথা বলেছেন। কারন, আমরা জানি, সাধারনতঃ যে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যত প্রয়োজন হয় সেই প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পাইনা। কাজেই সেই দিক থেকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যেসমস্ত বাজেট করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। সেই বাজেটগুলি আমাদের স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে এইকথা বলব যারা গণতন্ত্রের পূজারী, যারা গনতন্ত্রে বিশ্বাসী, সেইসব জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে তা ঠিকঠিকভাবে যাতে ব্যয় হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব। যারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেনা, যারা গনতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে চায় এইসমস্ত লোকদের এইসব সহ্য হচ্ছেনা। আমরা খোয়াইবাসী। আমরা গনতন্ত্রকে পূজা করি। খোয়াই-এর মানুষ গণতন্ত্রের প্রহরী। খোয়াইবাসীরা হচ্ছে গণতন্ত্রের সৈনিক। তারা শিখিয়েছে কি করে মানুষের অধিকার আনতে হয়। কাজেই আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমল থেকে মানুষ কিভাবে বঞ্চিত অবস্থায় ছিল। গত ৩০ বছরের মধ্যে কি করেছে কংগ্রেস ? দেশের রাস্থাঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত রকম উন্নতিমূলক কাজ এই কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে ক্ষমতার এসে করছে। আজকে আমরা দেখছি, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অগণতান্ত্রিক কথা বলছেন। কারণ, তারা কি গণতন্ত্র ভালবাসে ? আজকে যারা দেশের গরীব লোকদের জন্য কাজ করছে তারা বলছেন তাদের এই কাজকর্ম সমর্থন করতে পারেন না। এই বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষার কথা যদি বলি তাহলে দেখব এই সরকার কিভাবে গ্রামে-গঞ্জে ১২ ক্লাস পর্যন্ত স্কুল খুলতে চেষ্টা করছেন। যেখানে রাস্তাঘাট নেই সেখানে রাস্তাঘাট করছেন। আমরা জানি আমাদের আশারামবাড়ীতে, চাম্পাহাওয়ায়, রাজনগরের রাস্তাঘাটের জন্য যে টাকা ধার হযেছে তার টাকা বাধা দেওযার কথা বলা হয়েছে। আমি জানতে চাই কেন ধরা হল না আমি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে চাই। আমাদের সেখানে যেসমস্ত চড়াগুলি আছে সেই আশারাম, রুখিয়া, লালছড়া, প্রভৃতি সেগুলিতে বাঁধ দিয়ে তবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাহলে ত বন্ধু সেখানে কোন ডিপ-টিউব-ওয়েলের দরকার হবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য যে বাঁধ দেওযা হয় তাতেই জলসেচের ব্যবস্থা হযে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি গ্রামে হসপিটাল বা ডিসপেন্সারি খোলা হয়নি। যেখানে খোলা হয়েছে সেখানে ঔষধপত্র যৎসামান্য আছে। ডাক্তার ত নাই কোথাও কোথাও। গত বছরে আমাদের ওখানে ম্যালিরিয়া হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে ডাক্তার তুলে নেওয়া হয়েছে। আমরা জানতে চাই কেন তুলে নেওয়া হল। আমরা জানি প্রত্যেকটি সাব-সেণ্টারে ত ডাক্তার থাকার কথা। আমি মাননয়ী মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব প্রত্যেকটি ডিসপেন্সারিকে সাব-সেণ্টার, প্রত্যেকটি সা-সেণ্টারকে প্রাইমারি সেণ্টারে পরিণত করার জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, এসব কাজগুলি অতি সত্বর করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধীরা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

ছাটাই প্রস্তাবগুলি দেখলে আমার মনে হয় যে, গ্রামে-গঞ্জে যেসব রাস্তাঘাট, স্কুল, ডাক্তারখানা করার জন্য এই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে তা যেন আবার কেন্দ্রের কাছে ফিরে যাক। কারণ

আগে কংগ্রেস আমলে ত এভাবে বছরের শেষে রাজ্যের মানুষের জন্য খরচ না করে কেন্দ্রের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এখন ওনারা দেখছেন আর সেরকম পাঠিয়ে দেওয়া হয় না। তাই গ্রামে-গঞ্জে রাস্তা-ঘাট হউক, ডাক্তারখানা হউক তা তারা চাইছেন না। তাদের এসব দেখে মনে হচ্ছে, একদিন এক বড় ভাই তার ছোট ভাইকে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করছে যে ভাই তোকে শ্বশুর বাড়ীতে কি খাইয়েছে। তখন ছোট ভাই বলল যে, দাদা আমাকে এত্ত বড় এক মোরগ খাইয়েছে। বড ভাই তার হাত দিয়ে দেখানোর ভঙ্গী দেখে বলছে, এত বড মোরগ হয় নাকি? তখন ছোট ভাই বলল যে, দাদা নীচে হাত দিতে মনে নাই তাই তাদের অবস্থা হয়েছে সেরকম। কারণ আজকে তারা তাদের বিগত দিনের কাজের সঙ্গে আজকের দিনের কাজের অনেক ফারাক দেখছে। তাই তাদের অসুবিধা হচ্ছে। তাই তারা এই কাজগুলিকে সমর্থন করতে পারছে না। কারণ তাতে ত মানুষের কল্যাণ হচ্ছে। এইজন্য তারা সেচের ব্যবস্থা হউক চাইছে না। কোন পরিকল্পনাকে ভাল চোখে দেখতে পারছে না। মনু নদীর উপর যে ব্যারেজ করার ব্যবস্থা চলছে এটা যদি হয় তাহলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে অন্যদিকে জলসেচের ব্যবস্থাও হবে। তাতে দেশের কল্যাণ হবে।

অন্ধ্র প্রদেশের একজন নেতা বলেছিলেন তে, অন্ধ্র প্রদেশে একটা ফাউণ্ডেশান শুধুমাত্র রয়েছে। অর্থাৎ কংগ্রেসীরা শুধুমাত্র ফাউণ্ডেশানই করতে জানেন। আদতে ফাউণ্ডেশান করার পর আর কোন কাজ তারা করতে জানেন না। আমরা দেখছি যে, ত্রিপুরায় একটি কাগজের কল স্থাপনের জন্য তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত কুমারঘাটে একটি কাগজের কলের ফাউণ্ডেশান করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এরপর আর সে কাগজের কলের কিছুই হয়নি। সুতরাং এতে কি প্রমাণিত হয়? এতে প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসী নেতরা মানুষকে ধোকা দেবার জন্য ফাউণ্ডেশান নীতি গ্রহণ করেন। মানুষকে ধোকা দেবার জন্য কোন একটা কিছুর ফাউণ্ডেশান দিয়ে দিলেন। কিন্তু এর পর আর তাদের কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন।

আজকে এই উপজাতি যুব সমিতি দাবী করেন যে, বিভিন্ন স্কুলে মাষ্টার নেই, ককবরক মাষ্টার নেই। স্কুল ঘর নেই, অথচ তারাই আবার স্কুলঘর লুটপাট করেন, মাষ্টারদের উপর অত্যাচার করেন, তাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করেন। ফলে মাষ্টার নিয়োগ করলে পরেও তারা সেই স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন না। সুতরাং এখানে এসে সুন্দর সুন্দর কথা বললেই হয় না সবই দেখাতে হয়। অমৃতের ভাণ্ডের মধ্যে একফোটা বিষ ফেলে দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে সবই বিষ হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের এমন কোথায় এমন কোন রাজ্য বা স্থান নেই যেখানে শুধুমাত্র একটি জাতি দিয়ে কোন দেশ বা রাজ্য গঠিত হয়েছে। অথচ এই উপজাতি যুবসমিতি এবং তাদের উগ্রপন্থী সমর্থকরা এই ত্রিপুরাকে শুধুমাত্র ট্রাইবেলদের জন্য স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। শুধুমাত্র একটি জাতি দিয়ে গঠিত একটি গ্রামও কোথাও নেই। সুতরাং শুধুমাত্র দাবী করলেই হয় না। বা বিরোধীতা করবার জন্যই দাবী করলেই হয় না। দাবীর পিছনে একটা যুক্তি থাকতে হয়। অথচ এরাই বলেন যে তারা গনতন্ত্রের পাহারাদার। কিন্তু গ্রামের মানুষ আজ বুঝতে পেরেছেন যে এরা আজকে কার স্বার্থে কাজ করছে।

এই যে গতকালকে একটা অনাস্থা প্রস্তাব এখানে এলো এটা কেন এলো। আমরা দেখছি যে, যদি দলের মধ্যে মারামারি, কামড়াকামড়ি থাকে তবেই এই ধরনের প্রস্তাব আসে। কিন্তু এই ধরনের অনাস্থা প্রস্তাব আসার কোন অর্থই হয় না। আজকে আমাদের মধ্যে কোন মারামারি, কামড়াকামড়ি নেই বলেই সেইঅনাস্থা প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেছে।

আজকে এরাই টি, আর, টি, সি, গাড়ি ভাংচুর করছে। আমরা দেখেছি টি, আর, টি, সি, র গাড়িতে যেখানে যাত্রী পরিবহন করা হয় সেখানে এরা জোর করে লাকড়ী দিয়ে বোঝাই করে নিয়ে আসে। এবং এর সাক্ষী প্রমাণ ও রয়েছে। সুতরাং আজকে যারা দেশের কথা ভাবতে পারেনা, দেশের জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পারে না তারাই একমাত্র এই ধরণের ছাটাই প্রস্তাব আনতে পারে।

সুতরাং আমি যে সকল ছাটাই প্রস্তাব এখানে এসেছে সেগুলিকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস :

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কর্তৃক আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করছি এবং সরকার কর্তৃক আনীত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সমর্থন করছি।

বিশেষ করে পূর্ত দপ্তরের উপর আমি সংক্ষেপে বক্তব্য রাখব।মাননীয় স্পীকার স্যার, গত পাঁচ বৎসরে পূর্ত দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্যে যে কাজ করেছে এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় গত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরণের কাজের তুলনা হয় না। এটা যদি কেউ হিসাব দিয়ে ভুল প্রমাণিত করতে পারেন তবে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আজকে যেখানে ত্রিপুরার পাহাড়ে পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি বন্ধুদের যাতায়াতের কোন রাস্তা ঘাট ছিল না সেখানে আজকে রাস্তা ঘাট হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার জম্পুই অঞ্চলে আগে কোন রাস্তা ঘাট ছিল.না। কিন্তু আজকে সেখানেও রাস্তা ঘাট হয়েছে। তবে অনেক স্থানে এখনো রাস্তা ঘাট এর বাকি রয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যগণ যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তাতে আমরা আশা করিছিলাম যে, যে সব অঞ্চলে এখনো রাস্তাঘাট হয়নি সে সব অঞ্চলে যাতে রাস্তাঘাট অতি দ্রুত করা হয় তার জন্য দাবী রাখবেন, কিন্তু তারা সেসব কিছুই করেন নি। কিন্তু তারা তা করতে পারলেন না। কেন করলেন না এটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ধর্মনগর থেকে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত নিয়মিত বাস সার্ভিস ছিল না। এই পূর্ত দপ্তরের কল্যানেই এখন নিয়মিত বাস সার্ভিস হয়েছে এবং ধর্মনগর থেকে আনন্দ বাজার পর্যন্ত অবশ্য এখনও দেও নদীতে ব্রিজ হয় নি, ব্রিজ না হওয়ার ফলে টি, আর, টি, সি, এর বাস পার হতে পারে না এবং আমরা পুর্ত দপ্তরের কাছে, ধর্মনগর এবং কাঞ্চনপুরের বি, ডি, সি, থেকে দাবী রেখেছি যে জলেবাসা থেকে লালমুড়া হয়ে যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা কে দেও নদীর ব্রিজ করে আনন্দবাজার পর্যন্ত বাস সার্ভিসটা যাতে নিয়মিত করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং ধর্মনগর থেকে দামছড়া আমরা দেখেছি ছয় বছর আগে যত

ভাড়া ছিল, বাস সার্ভিস চালু হওয়ার ফলে আরও কম ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করা যায় এবং সেখান একটা হাইস্কুল চলছে। যদি রাস্তাঘাট না হতো তাহলে সেখানে শিক্ষকেরা থাকতে পারতেন না এবং সেই রাস্তাঘাট বৈশা থেকে জম্পুই পর্য্যন্ত পাকা হচ্ছে। দামছড়া থেমে জম্পুই পর্য্যন্ত গত পাঁচ বছরে আট লক্ষ টাকার মত কাজ করা হয়েছে এবং আমরা আশা করছি রাস্তা-ঘাটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সরকার। শুধু ধর্মনগর বা কৈলাসহর বিভাগের কথা নয়' ফটিকরায় থেকে কমলপুর চেবরী হয়ে আগরতলা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা হচ্ছে সেই রাস্তার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এবং মনু থেকে ছামনু পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি নিয়মিত বাস সার্ভিস চলছে কৈলাসহর থেকে। পূর্ত্তদপ্তরের কাজে লিপ্ত এইসব শত শত শ্রমিক কর্মচারী এবং যেসব বন্ধুগণ এইসব কাজ করেছেন আমরা কি তাদের প্রশংসা না করে পারি? আমরা দেখেছি এখনও অনেক জায়গায় আরও সমস্যা রয়ে গেছে। কিন্তু তথাপি আমরা দেখি যে, আগরতলা থেকে জগবন্ধুপাড়া হয়ে শিলাছড়ি পর্য্যন্ত বাস চলছে। পূর্ত্তদপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যে যেসব রাস্তাঘাট হয়েছে, তার সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভালবাবে চলছে এবং রাস্তার উন্নতির সাথে সাথে গ্রামে বিদ্যুৎ যাচ্ছে। জলসেচের জন্য এই পূর্ত্তদপ্তরের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কারণ রিগস নিয়ে যেতে হলে ভাল রাস্তা চাই। তা না হলে রিগ নিতে না পারলে জলসেচের সুবিধা হবে না। এসব অসুবিধা অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্বেও আমি বলতে চাই, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাবপূর্ত্ত বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমার আবেদন থাকবে শুধু ট্রেজারী বেন্‌চের সদস্যরা নয় সমস্ত বিরোধী পক্ষের সদস্যরাই পূর্ত্তদপ্তরের এই ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমর্থন করবেন এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি তুলে নেবেন। এই বলে আমি ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি এবং সরকারের ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা —অনারেবল স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সব কাট-মোশান এনেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের অগ্রগতির স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব উপজাতি পাহাড় পর্বতে অশিক্ষার অন্ধকারে রয়েছে তাদের কল্যাণের কথা যদি কামনা করতেন তাহলে ছাঁটাই প্রস্তাব তাঁরা আনতে পারতেন না। আজকে কি কংগ্রেস (আই), কি উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যরা একই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বাজেট বামফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট যেটা পেশ করেছেন তার ডিমাণ্ডগুলি ছাঁটাই করা হোক, তার চাহিদাকে বাতিল করা হোক এবং কোথাও কোথাও দুই ধ্বনি একই সুরে। একদিকে বলছেন ছাঁটাই করা হোক, আর একদিকে বলছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর, মেডিকেল কলেজ চাই, আইন কলেজ চাই। তাহলে ৩০ বছরে দেখেছি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে। এখনও আমরা কেন্দ্রে দেখছি যে, প্রতিটি বাজেট সেসনে কোটি কোটি টাকার কর ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় গরীবদের উপর। আজকে এই ছাঁটাই প্রস্তাব এনে তাঁরা এটাই চাইছেন যে, বামফ্রণ্টের বাজেট এলে তোমরা টাকা দিওনা। এটাই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা। বিরোধী দলনেতা অশোক ভট্টাচায্য এখানে একটা অদ্ভুত কথা বললেন যে, কারো বাড়ীর পায়খানা, মল অন্য বাড়ীতে যায়। যাঁরা ৩০ বছর মল ঘেঁটে এসেছেন তাঁরা এই মলের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। যাঁরা

আজকে ৩০ বছরের মধ্যে তাঁরা পৌর নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার পর্য্যন্ত মঞ্জুর করেন নি। ন্যূনতম সুযোগ তাদের দেওয়া হয় নি। আজকে বামফ্রণ্ট আসার পর তাদের ভোটাধিকার মঞ্জুর করেছেন।

বিগত পৌর সভার নির্বাচনের পর যে, বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, যেখানে রাস্তা ছিল না, যখন ওয়াটার সাপ্লাই ছিল না। যেখানে বাজার ছিল না, সেগুলি নুতন করে তৈরী হচ্ছে। কংগ্রেসের আমলে এগুলি করার জন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না, তাই যেখানে সেখানে বাজার বসত, রাস্তাঘাটের অভাবে চলাচল করা যেত না, যে যেমন পারত গায়ের জোরে দখল করত। কারণ তখন "বন্দে মাতরম" ধ্বনি দিলেই এই সব করা যেত। এখন পরিকল্পনা অনুসারে সহর হচ্ছে, বাজার হচ্ছে, রাস্তা ঘাট হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নানারকম নাচ আর কুমন্ত্রনা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ভুলানো গেল না, ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষ বিগত পৌর সভার নির্বাচনে বামফ্রণ্টকে সমর্থন করে বিপুল ভাবে জয়যুক্ত করেছেন। বামফ্রণ্ট শুধু মাত্র আগরতলাকেই সহর কেন্দ্রিক করে তুলেনি, বিভিন্ন মহকুমায় যে শহরগুলি আছে, সেখানেও নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে কাজ কর্ম শুরু হয়ে গেছে। আজকে শুধু মাত্র আগরতলাতেই অনাথ আশ্রম আছে, তা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য শহর, যেমন কৈলাশহর, ধর্মনগর, উদয়পুর, খোয়াই প্রভৃতি সব জাগাতেই অনাথ আশ্রম খোলা হযেছে। বামফ্রণ্ট সরকার সমাজের মধ্যে যে সব অনাথ শিশু আছে, তাদেরকে বিভিন্ন অনাথ আশ্রমে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাডা আজকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারবেন, যে, ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মহকুমা শহরে টাউন হল নাই? সব মহকুমা শহরেই টাউন হল আছে। সুখময় বাবু যখন মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন, তখনও এই টাউন হল করার দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু উনি এই দাবীর সম্পর্কে বললেন, উনি বললেন, টাউন হল? টাউন হল তৈরী করব, আর তোমরা মস্তানি করবে, এটা হতে পারে না। কিন্তু এখন দেখুন প্রত্যেকটি মহকুমা শহরের ৫০০ সীটের ব্যবস্থা করে এক একটা টাউন হল গডে উঠছে। এই বামফ্রণ্ট আমলে মানুষের গণতান্ত্রিক যে সুযোগ সুবিধা, সেটাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, বিকেন্দ্রিকরণ করা হচ্ছে, আর সেজন্যই আজকে গণতান্ত্রিক মানুষ গুলি গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এখানে বিরোধীদলের মাননীয় একজন সদস্য-এর কথা শুনে আমি তো অবাক। উনি বলেছেন যে, মিড-ডে মিল চালু করার পর শিক্ষার নাকি অধোগতি ঘটেছে। একথা বলার মানে কি? এটা বলার একটা অর্থই হতে পারে, সেটা হল, উনারা শিক্ষার বিস্তার চান না, তাই এই কথা বলে এটার বিরোধীতা করছেন। তারা ত্রিপুরার মানুষকে এখনও অন্ধকারে রাখতে চাইছেন। কারণ শিক্ষার আলো যদি তাদের কাছে পৌছে যায়, তাহলে তাদের গণতান্ত্রিক চেতনা বেড়ে যাবে। কাজেই, ত্রিপুরাতে শিক্ষার বিস্তার হউক এটা চান না। আজকে লংথ্রাই পাহাড় থেকে শুরু করে আঠারমুড়া রাজ্যের যেখানে দুর্গম অঞ্চল আছে, আগে যেখানে স্কুল ছিল না, এখন সেখানে স্কুল আছে। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের মানুষগুলির কাছেও শিক্ষার আলো পৌছে দিতে বাম ফ্রণ্ট সমর্থ হয়েছে। যে সব নবজাত শিশু, যাদের শুকনো মুখ, তাদেরও আজকে স্কুলে আনা হচ্ছে এবং তাদের লেখা পড়া করার সুযোগ করে

দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এখন স্কুলে আসার ছাত্র সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আপনারা কোন মুখে বলছেন যে, মিড-ডে মিল চালু করার পর লেখা-পড়ার ষ্টেণ্ডার্ড কমে গিয়েছে? আপনারা যারা TUJS বিধায়ক, আপনারা তো চেয়েছিলেন রোমাণ হরফের শিক্ষা। তার মানে আপনারা চেয়েছিলেন যে, রোমান হরফের হরফের শিক্ষা চালু হলে আজকে যে পরিমাণ ছেলে-মেয়ে স্কুমে আসছে' তারাও যাতে না আসে। কাজেই, আপনারা রোমান হরফের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের যে কি সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন, সেটা হয়তো আপনারা জানেন না। কাজেই, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যেআপনারা যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন, সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষেয় স্বার্থে উইথ-ড্র করে নেবেন। আরনারা আরও বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে ন। বেশী দুরে যাওয়ার দরকার নাই, আশে পাশে যে গুলি আছে, সেগুলির দিকে তাকাইলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, কোন কাজই হচ্ছে না। ঠিক বলেছেম, বেশী দুর যাওয়ার দরকার নাই, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, আমি আগের কথা বা কংগ্রেসী আমলের কথা বলছি না, কিন্তু গত পাচ বছর ধরে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, সেগুলি সবই কি ঐ দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধীর সুমন্ত্রনাতে হয়ে গেছে, আপনাদের চোখে যদি ঐ ইন্দিরা গান্ধীর মগজ লাগানো থাকে, তাহলে আপনারা সেগুলি দেখেও দেখবেন না, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খালি চোখেই সেগুলি দেখতে পারছে। আজকে যাদের মধ্যে গনতন্ত্র নাই, যারা জনগন থেকে বিছিন্ন, তাদের পক্ষে এসব কথা বলা শোভা পায়। কাজেই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদিগকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আপনারা যদি সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নতি চান, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনগণের সংগে আওয়াজ তুলুন কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীকে বলুন রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন, সেগুলির স্বার্থেক রুপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন। আজকে বলা হচ্ছে যে মার্কসবাদীরা রাস্তায় রাস্তায় দলবাজী করছে, দলবাজী হচ্ছে, দলবাজী হওয়ার কারণ আছে, আজকে এই গ্রামে যান দেখবেন সি,পি,এম, আবার ঐ গ্রানে যান দেখবেন সি,পি,এম, যেখানেই যান সেখানেই দেখবেন সি,পি,এম,। কাজেই দলবাজী হবে।

সেখানে কলেজ হলে কি ছাত্রছাত্রীরা শুধু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সার্টিফিকেট নিয়ে ঢুকবে? দলবাজীর কথা বলা হচ্ছে। দলবাজী তো হবেই। সারা ভারতে আজকে দেখছি, এই গ্রামে এই বাড়ীতে, রাস্তায় ঘাটে দোঁকানে সর্বত্র সি. পি, আই (এম)। কাজেই দলবাজী তো হবেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে, রাস্তা হচ্ছে না। আমরা কি করব? রাস্তায় পুল করার জন্য স্পান পাইপ আনলে আপনারা তুলে নিয়ে যান। আপনারা ত্রিপুরার উন্নতি হোক, এটা তো চান না। কাজেই, আপনাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা নাকে খত দিয়ে আপনাদের যে কাট মোশানগুলি এখানে আছে সেগুলি উইড্র করে নিয়ে যান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ডিপুটি চীফ মিনিসটার, (দশরথ দেব)।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি সর্বপ্রথম সেই সব ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। এখানে একটা

ছাটাই প্রস্তাব আছে অটোনোমাস ডিসট্রিকট কাউনসিলের উপর। এটা জানি ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থ ও উন্নতির প্রশ্নকে সামনে রেখে এই ত্রিপুরায় উপজাতি এলকায় জেলা পরিষদ আমরা করেছি এবং এই পরিষদ ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ করছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ৮০ লক্ষ টাকা জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছিল এবং কাজও হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০ কোটি টাকা বাজেট করা হয়েছে। এই টাকায়ও যদি সংকুলান না হয় তাহলে জেলা পরিষদের জন্য টাকার অভাব হবে না। যাঁরা সদস্যরা টাকা কম কম বলছেন, ১৯৭৭ সালের আগের কথা স্মরণ করে দেখুন, সেই শেষ কংগ্রেস সরকারের বাজেট ছিল এই গোটা ত্রিপুরার জন্য মাত্র ১৪ কোটি টাকা। তারমধ্যে তারা দশ কোটি খরচ করেছিলেন বাকী ৪ কোটি টাকা খরচ করতে পারেননি। বামফ্রন্ট শুধু অটোনোমাস ডিসট্রিকট কাউনসিলের জন্য দশ কোটি টাকা বাজেট করেছে। যদি না কুলায় আরো দেব। আরেকটা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়া, স্কুল ইনসপেকশন সম্পর্কে। কংগ্রেসী আমলে ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা অরাজকতা ছিল এক একটা সাবডিভিশনে একটি মাত্র ইনসপেকটোরেট ছিল। বামফ্রন্ট আসার পর ১৭টা ইনসপেকটোরেট করা হয়েছে। একটা বাদে সব কয়টিতে একজন ইনসপেকটর অব স্কুল, অ্যাসিসটেনট ইন্সপেক্টর রাখা হয়েছে। তাতেও হচ্ছে না ইনসপেকটরেটের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য জনসাধারণের সহযোগীতার প্রয়োজন। প্রত্যেক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। ঐ কমিটি সুপারিশ করলে একজন শিক্ষকের বেতন বন্ধ করে দেওয়া যাবে। ম্যানেজিং কমিটিগুলি আরও সক্রিয় হলে ইনসপেকটরেটের কাজ আরও ভালভাবে হবে। মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার, একটা কাট মোশান এনেছেন ফুলফ্লেজেড ইউনিভার্সিটি করা সম্পর্কে। ফুলফ্লেজেড ইউনির্ভাসিটি আমরাও দাবী করি। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে। উনাদের রাজত্বে শচীন বাবু, সুখময় বাবুর সময়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটিকে ওরা একটা আনডারটেকিংস দিয়েছিলেন যে আমরা কোন সময় ফুলফ্লেজেড ইউনিভার্সিটি দাবী করব না। আমরা এখন সেটা দাবী করলে তারা সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এখন এখানে ফুলফ্লেজেড ইউনির্ভাসিটি করার জন্য টাকা নেই। এখানে কলিকাতা ইউনিভাসিটির আণ্ডারে একটা ইউনির্ভাসিটি করাহয়েছে। সেখানে বাংলা জীবন বিজ্ঞান, ইকোনমিক ইত্যাদি সাবজেকট পড়ানো হচ্ছে। এখানে ৮২—৮৩ সালে ছাত্র ভর্তি হয়েছিল ৮৩ জন। আর ৮৩—৮৪ সালে ৪০ মাত্র। আমরা এখানে ফুলফ্লেজেড ক্যামপাসের জন্য আমরা ১০০ একর জমির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সে দিক থেকে আন্তরিকতার কোন অভাবে নেই।

এখানে আইন কলেজেম কথা কলা হয়েছে। এখন এখানে আমরা আইন কলেজ করতে পারছি না। এটা করার জন্য স্কীম আছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সংগে এই ব্যাপারে একটা নিগোশিয়েশয় হয়েছে যে তারা বলেছে যে একটা ইনডিপেনডেণ্ট বিলডিং করতে হবে, সান্ধ্য কলেজ নয়, দিনের কলেজ করতে হবে। তা না হলে অ্যাপিলেশন পাওয়া যাবে না। এই সরকারের পক্ষে এখন সেপারেট বিলডিং করা সম্ভব নয়। আরেকটা ছাঁটই প্রস্তাব আছে এটা কেউ উল্লেখ করে নি। রার্জা রামমোহন রায়ের যে একটা ফাউনডেশন লাইব্রেরী আছে, এখানে একটা নিয়ম হচ্ছে যে আমরা যত টাকা দেব তাঁরাও আমা-

দেরকে ভত-টাকা দেবে। আমরা প্রতিবৎসর ২৫ হাজার টাকা দিলে তারাও ২৫ হাজার টাকা দেবে। বই ইত্যাদি কেনার জন্ত আমরা দুই লক্ষ ৭ হাজার দিয়েছি তারাও দুই লক্ষ সাত হাজার টাকা দিয়েছে। এই বই বিলি বণ্টনের জন্য আমাদের একটা কমিটি আছে এটাতে ডিরেকটর অব হাইয়ার এডুকেশনের যিনি চেয়ারম্যান তিনি হচ্ছেন শ্রীমতি লাল সরকার, এম. এল. এ। শ্রীমতি অপরাজিতা রায়, চীফপ্ল্যানিং অফিসার এবং তারপরে রাজা রামমোহন রায়ের ফাউনডেশনের একজন মেম্বার আছেন। বিমল গুপ্ত হেড লাইব্রেরীয়ান, দেবব্রত চক্রবর্ত্তী সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান এবং কনভেনার। এই সব লোকদেরকে নিয়ে এই কমিটি করা হয়েছে। এরা বই সিলেকশন করে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দেন। আরেকটা ছাঁটাই প্রস্তাব আছে ককবরক ভাষার উপর। ককবরক্ সম্পর্কে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই এই হাউসের মধ্যে এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছি। আমরা ১৩৩টি স্কুলে ১৯২ জন ককবরক্ শিক্ষক নিয়োগ করেছি। এছাড়া, চারটি ককবরক্ বই ছাপিয়েছি। এই বইগুলি ক্লাস ওয়ান ও টু-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্রীও হয়েছে। সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি আছে সে নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি রেখেই ককবরক্ পুস্তিকা ছাপা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা ব্যাকরণের কথা বলেছেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রথমে অ, আ, ক, খ, ঐ, পড়ানো হয়। পরে ব্যাকরণ হয়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে, "তাবৎ শোভতে মূর্খ্যং যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।" প্রথমে শব্দ তৈরী হয়, তারপরে শব্দকোষ, অভিধান বা ডিকসীনারী তৈরী হয়। ব্যাকরন পরে ঠিক হয়। এইগুলি আমাদের এইখানেও হবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম টি. ইউ. জে. এস :—আমরা ব্যাকরণের কথা বলিনি)

হ্যাঁ, আপনারা বলেছেন। মাননীয় নগেন্দ্র জমাতিয়া উষ্মা সহকারে বলেছেন ছেছুরাবাড়ীতে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল তৈরী করার কথা তিনি দাবী করেছেন। মাননীয় সদস্যের জানা উচিত, সেখানে এখনই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা সম্ভবপর নয়। আমি বলি না সেখানে হবে না। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সমস্ত জায়গায় এখনই দিতে পারছি না। এই স্কুল করার নিয়ম আছে। প্রথমে জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে ও পরে হাই স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করা হয়ে থাকে। কাজেই এখানে এই যে ছাটাই প্রস্তাব এটা বাস্তব বর্জিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। ছেছুয়ায় এখন জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে। কি করে হাই স্কুল হবে? নিশ্চয় সুযোগ হলে আমি স্কুল করব। ছেছুরার ছেলেমেয়েদেরও পড়তে হবে। তাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সিমপ্যাথি আছে। তারপরে এখানে মিড ডে মিল সম্পর্কে অনেকে অনেক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই মিড ডে মিল চালু থাকার ফলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে ছিল, ১,৬৫,০০০ (হাজার), ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে হয়েছে, ২ লক্ষ ৫ হাজার, ১৯৮২ এর মার্চ মাসে ২ লক্ষ ৭ হাজার এবং ১৯৮৩ এর মার্চ মাসে হয়েছে, ২ লক্ষ ৩৭ হাজার। নিশ্চয়ই এটা অগ্রগতির লক্ষণ। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার বলেছেন, কংগ্রেসী এলাকা বলে আনন্দনগরে মিড ডে মিল চালু হয়েও বন্ধ

হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হয়ে গেল আমি জানি না। তবে আমাদের নিয়ম হচ্ছে, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা ও নোটিফায়েড এলাকা ছাড়া সমস্ত প্রাইমারী স্কুলগুলি এই মিড ডে মিলের আওতায় আনা। তবে নিয়ম হচ্ছে, মিড ডে মিলের জন্য কমিটি করা হয়। এই কমিটি গুলি প্রতি ১।২।৩ মাস পরে পরে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেবে। কোন কমিটি যদি এই সার্টিফিকেট সময় মত না পাঠান, তাহলে মিড ডে মিলের টাকা বন্ধ হয়ে যায়। সুধীর বাবু বলেছেন, কংগ্রেসী এলাকা। তাহলে কমিটির মেম্বাররা সবাই নিশ্চয়ই কংগ্রেসী ধরে নিলাম। তারা যদি মিড-ডে-মিলের টাকা নিয়ে ৯৷৬ করেন এবং সময় মত সার্টিফিকেট না পাঠান, তাহলে বন্ধ তো হয়েই যাবে। স্যার, এখানে জওহর সাহার একটি ছাটাই প্রস্তাব আছে। আমরা ষ্টাইপেণ্ডের জন্য ২৬ লক্ষ ৯ হাজার ৮০০শত টাকা ১৯৮২-৮৩ সালে খরচ করেছি। এবং এতে উপকৃত ষ্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা, ৪,৫২২ জন। আগে ২্ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হতো। আমরা এখন দৈনিক ৫্ টাকা করে দিচ্ছি। অর্থাৎ মাসে ১৫০ টাকা। এটা হচ্ছে, রাজ্যের ভেতরে যারা আছে তাদের ষ্টাইপেণ্ড। আর রাজ্যের বাইরে যারা পড়াশুনা করছেন গ্রেজুয়েশন ক্লাশে তাদের ১৭৫্ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০্ টাকা করেছি। এ ছাড়া, এম. বি. এস., এম. ডি. এস. কিংবা ফার্মাসিষ্টদের জন্য আলাদা স্টাইপেণ্ড হার। এই টাকার হার আরো বাড়ানো যায় কিনা সেটা আমরা চিন্তা করে দেখছি। সুধীর বাবু আরো একটি প্রস্তাবে বলেছেন, স্কুলের পলিসি সম্পর্কে। আমাদের পলিসি হচ্ছে, কিছু কিছু প্রাইভেট স্কুল আছে সে গুলি নিয়ে নেবার। তবে সব গুলি আমরা নেব না। এই নিযে নেবার কারণ হচ্ছে, মিস্-মেনেজমেণ্ট অব ফিন্যান্সিযাল লায়েবিলিটিস্। এ গুলি অবশ্য নানা জায়গায় আছে। আগে মেনেজমেণ্ট কমিটি একটা পারসেণ্ট দিত স্কুল গুলি পরিচালনার জন্য। এখন গভর্ণমেণ্টই সব দিচ্ছেন। ৬৪টি স্কুলের মধ্যে ৩৭টি স্কুলের মেনেজমেণ্ট কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এটা চলতে পারে না। যে সব স্কুল ভাল চলছে সে গুলির গায়ে আমরা হাত দেব না। যে গুলি খারাপ চলছে সে গুলিই শুধু নিয়ে নেবার প্ল্যান করা হয়েছে। তারপর মাননীয় সদস্য মিউজিক কলেজের কথা বলেছেন। প্রিন্সিপালই সমস্ত কিছুর রেসপনসিবিলিটি। উনিই ড্রইং অথরিটি। কিন্তু মিউজিক কলেজের এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার জন্য প্রিন্সিপাল বা সিনিয়র লেক্‌চার এর পক্ষে ফিন্যান্সিয়াল রেসপনসিবিলিটি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।কাজেই ডেপুটি ডিরেক্টরকে দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি।স্যার, তার মানে এই নয় যে, একাডেমিক রেসপনসিবিলিটিকে হেম্পার করা হচ্ছে। এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। এম. বি. বি. কলেজের একাডেমিক লীডারশিপের দায়িত্ব প্রিন্সিপালের এবং ফিন্যান্সিয়াল দিকটি ভাইস-প্রিন্সিপাল দেখে থাকেন। এখানে নর্থ চেলাগাংয়ে হাই স্কুল চেয়েছেন। চেলাগাংয়ে গত বছর দেওয়া হয়েছে হাই-স্কুল বাজারের মধ্যে। কাজেই নর্থ চেলাগাং সেখান থেকে খুব বেশী দূরেনয়। কাজেই জওহর সাহার জানা উচিত, ষ্টেজ বাই ষ্টেজ অগ্রসর হতে হয়। হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে না। রবীন্দ্র দেববর্মা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সে সম্পর্কে আমি তাঁকে বলতে চাই জয়চন্দ্র পাড়া ও তৈছামাতে প্রাইমারী স্কুল খোলার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। দুর্গম এলাকা বলে হয়ত মাষ্টাররা যেতে চাচ্ছেনা। একটা কিছু ঘটনা হবে। তীর্থমুখের গোমতী পাড়াও বিবেচনাআছে। সেটাও আমাদের নজরে আছে ডিপার্টমেণ্টে খোঁজ খবর নিয়েছি, প্রস্তাব আছে।

তারপরে এই যে জওহর সাহার আরো একটি ছাটাই আছে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে। সবখানে আমরা এখনই দিতে পারছি না। যখন প্রচুর দিতে পারব, তখন প্রচুর দেব। প্রথম আন-কাভারড এলাকায় দেব। তিনি ৪টি এলাকার কথা বলেছেন। নূতন রামপুর, রামকৃষ্ণ কলোনী, রাঙ্গামাটি গাঁও সভা, নেতাজী সুভাষ কলোনী গাঁওসভা এবং বীরগঞ্জে কাভার করার মত স্কুল আছে। তবে একটু হাটতে হবে। প্রায়রিটি বেসিসে আগে আন-কাভার জায়গা গুলি পাবে। কাজেই দেব না একথা বলছি না। প্রায়রিটি বেসিসে দেওয়া হবে। বিলোনীয়ায় মাননীয় সদস্য ভারত চন্দ্র নগরের স্কুলের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যকে বলেছি শাওভারত চন্দ্র নগর কাভার করেছে। কাজেই এখন দিতে পারছি না। দেব না সে কথা আমি বলছি না। দিতে পারি যদি, তাহলে খুবই ভাল।

স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এডাল্ট এডুকেশানের উপর এক কাট মোশান এনেছেন। এই স্কীমটা এখন চালু নেই। থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় এটা চালু হয়েছে, টাকার পরিমাণ ছিল বৎসরে ২৪০ টাকা এবং টাকাটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টই শেষের দিকে এটা বন্ধ করে দেয়। তারপর ত্রিপুরা সরকার এটা চালু রেখেছে কংগ্রেস আমলেও এটা চালু ছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও এটা চালু আছে তবে এই টাকাটা বাড়ানোর মত আর্থিক সংগতি আমাদের নাই। স্যার সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলি যা আমাদের দপ্তরের সংগে সংশ্লিষ্ট, তার জবাব আমি দিয়েছি। সরকার ইতিমধ্যেই সমস্ত কাজ গুলি করে যাচ্ছেন, তার মধ্যে কোন গাফিলতি নেই। সুতরাং বিরোধী দলের সদস্যরা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি ওনারা প্রত্যাহার করে নেবেন। যদি না নেন তাহলে হাউস সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা বাতিল করে দেবেন। স্যার আর একজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার এখানে বিশ্ববিদ্যালয় করতে চান না। বিশ্ববিদ্যালয় করলে নাকি মানুষ শিক্ষিত হয়ে যাবে, কমিউনিষ্ট বিরোধী হয়ে যাবে। আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে সমাজকে আমরা চিনি। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ৭টা শহর আছে, যেখানে লিটারেটের সংখ্যা হচ্ছে মোর দ্যান ৭০ পার্সেন্ট। আগরতলা শহর হচ্ছে এইগুলির মধ্যে একটি যার স্থান হচ্ছে ৬ নাম্বারে। কাজেই এই সচেতন শিক্ষিত লোকেরাই ১৫ দিন আগে আপনাদেরকে বর্জন করেছেন। এটা শিক্ষিত লোকের একটা সচেতনতা। আজকে এই ছাটাই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আমাদের এবং হাউসের বাইরের লোকদের সচেতন থাকতে হবে। স্যার, পশ্চিমবঙ্গে মালদহে যে গণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যারা এর প্রশংসা করেছিলেন, সেটা কার কণ্ঠস্বর ? নিশ্চয়ই জনগণের নয়। কাজেই গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এই কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুবসমিতির সমর্থকদের এক বিরাট অংশ নূতন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন, তাদের একাংশ ইতিমধ্যে দলত্যাগও করেছেন। জনস্বার্থের পরিপন্থী সব কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য তারা নেতাদের উপরও চাপ সৃষ্টি করেছেন। দেশের পক্ষে এটা শুভ লক্ষন। এতে যুবসমিতির নেতাদের গাত্রদাহের কারণ হতে পারে। কিন্তু এটাই হচ্ছে ইতিহাস। স্যার, আমি ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে ব্যয় বরাদ্দের যে মঞ্জুর এখানে চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত মহোদয় উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক অনীত ছাটাই প্রস্তাবের উপর বলছি। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে সেটা না নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। স্যার, কংগ্রেস আমলে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় মাথাপিছু ধরা হত ৪৮ টাকা। এই টাকার অংককে আমরা বাড়াতে চেষ্টা করছি এবং বিরোধী দলের বিশিষ্ট নেতাদের প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সে অংক বাড়িয়ে আমরা ১৩৩ টাকায় নিয়ে গেছি এবং এখন আমরা আরও বাড়াব। যে কয়টা কাজের জন্য আমরা এই বরাদ্দ চেয়েছি সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তা হচ্ছে রাস্তা উন্নয়নের জন্য সাইডলাইন নির্মান, রাস্তায় প্রচুর পরিমানে আলোর ব্যবস্থা করা, বেকারদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে দোকান ঘর নির্মান ও বন্টন, জলের ব্যবস্থা করা, আমাদের ঘনবসতিপূর্ন শহরে মানুষ-জন যাতে একটু বিশ্রাম করতে পারে তার জন্য পার্ক নির্মান করা। আমরা টাউন হল নির্মান করেছি এবং ইতিমধ্যে তার লাইব্রেরীও উদ্বোধন হয়ে গেছে। বাজারগুলি সম্পর্কে আমি বলছি, সি. এম. ডি. এর লোক যখন ড্রেনেজগুলি তদন্ত করতে করতে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে রওনা হল জয়নগরে গিয়ে দেখলেন যে অশোক বাবু সমস্ত খাসের জায়গা দখল করে রেখেছেন। অশোক বাবুর বাড়ীর কাঁচা খাল পাকা হয়ে গেছে। আমরাও তদন্ত করে দেখলাম। মিউনিসিপ্যালিটির একটা আইন আছে সেই আইন অনুসারে তিনি একটা দরখাস্ত করে দিলেন যে, আমি এতটুকু জায়গাতে দালান নির্মান করব। সেই দরখাস্তের যাতে কোন উত্তর তিন মাসের মধ্যে না আসে তার ব্যবস্থাও নিজেদের কর্মচারী দিয়ে করে রেখে দিলেন। ঠিক এমনই একটা কাণ্ড করেছেন আগরতলার একজন বড় সাংবাদিক, তারা সরকারী জায়গা দখল করে রেখে দেন। জল নিষ্কাসনের জন্য যে আউটলেট সেই আউটলেট বন্ধ করে দিয়ে আগরতলা শহরকে বিপন্নবস্থায় ফেলা হয়েছে। তাতে অশোক বাবুর কোন মাথা ব্যাথা না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা গিয়ে জায়গাটা একটু দেখবেন। এতে আগরতলা শহরের ক্ষতি হয়েছে, কারণ জল জমে যায়। তারা আগরতলা শহরের যে বর্ননা দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে আগরতলা শহরের অবস্থান একটা বাটির মত। চারি দিকে সব উচু উচু টিলা। মাঝখানটা সমতল। জলের আউটলেটের ব্যবস্থা কম থাকায় জল জমে যায়। আগে নেচারেল যে ব্যবস্থা ছিল, বড় বড় খাল ছিল, তাতে জল আপনি আপনি নীচে নেমে যেত। আগরতলা শহরে বন্যা হলে এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে জল নেমে যেত। তখন মানুষ বন্যাকে ভয় করত না, বরং আহ্বান করত, বীজানু ইত্যাদি পরিস্কার হয়ে যেত বলে।

কিন্তু আজকে দেখি সেখানে ১ কোটি, ৩০ লক্ষ লোকের বসতি হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। তারফলে যে ভাবে পরিকল্পনা মতো কাজ করা দরকার তাতে এই পরিমান টাকা কিছুই নয় কারণ ৪০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। অথচ তিনি অনেক কথাই বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি যদি একটু বিচার করেন তাহলে ভাল হয়, পৌর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি আর একটু অনুসন্ধান করুন। আপনি আগরতলায় থাকুন,

অন্যত্র না গিয়ে এখানে বসে এই সম্পর্কে ভাল করে জানুন, তাহলে এই ধরনের প্রস্তাব আনতে পারবেন না। আগরতলা শহরে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা তো আপনি আর জানতে পারবেন না। তাই, হয়তো অন্য কারো মুখে কিছু শুনে অথবা মস্তিকের মধ্যে এলো এটা বলতে হবে তাই বলছেন আবার অনেক সময় দেখা যায় ছাঁটাই প্রস্তাব এনে নাম প্রচার হবে এটাও চাই। এত কষ্ট করে কেন আপনারা নাম প্রচার করতে চান। কাজেই এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ ভাবে আমি বর্জন করলাম। আর একজন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর বাবু মিউনিসিপালিটির রিং-ওয়েল সম্পর্কে বলেছেন। আমি বলতে চাই আগরতলা শহরে একটা নিয়ম আইন মোতাবেক যে আইন রয়েছে তার মধ্যে করা হয়েছে কাজেই মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে বলা হয়েছে এবং বিভ্রান্তকর। আর একটা ছাটাই প্রস্তাব এমপ্লয়মেণ্ট সম্পর্কে যে প্রস্তাব এসেছে সেখানে বলতে চাই যে, এই ধারনা করা উচিত নয়। কারন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কতগুলি কাজ পাঠান, এইগুলি করার পরও যদি আর কোন কাজ থাকে তাহলে সেগুলিও করা হয় এবং এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের যে নিয়ম-কানন সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা প্রত্যেককে সুযোগ দিয়েছি। আমরা আসার পর শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাইকে নাম রেজেষ্ট্রি করার সুযোগ দিয়েছি। শুধু তাই নয় প্রত্যেক বি, ডি, সিতে এবং ব্লক অফিসে নাম রেজেষ্ট্রির সুযোগ দিয়েছি। আমরা সবাইকে ইনফরমেশান দিয়ে দেই যে, এই জায়গার বেকাররা এই এই জায়গায় নাম রেজিষ্ট্রি করবেন। সাব-ডিভিশনে বিলোনিয়া, সাব্রুম, অমরপুর, সোনামুড়া, ধর্মনগর এবং ব্লক অফিসে পানিসাগর, কাঞ্চনপুর কুমারঘাট, গণ্ডাছড়া তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, অমরপুর, মাতাবাড়ী, বগাফা, জিরানীয়া, বিশালগড়, সাতচাঁদ, মোহনপুর এই সমস্ত স্থানে অফিস করা হয়েছে। এখন আমাদের এই কাজগুলি করার জন্য টাকা চেয়েছি সেই টাকা না দেওয়ার জন্য য ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না কারন আমার মনে হয় তাতে বেকারদের ক্ষতি হবে। যে সমস্ত বেকারদের চাকুরী হয়েছে তার হিসাব আজকে একটা কোয়েশ্চানে আমি দাখিল করেছি সরকারী এবং বে-সরকারী ভাবে কতজন চাকুরী পেয়েছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। কাজেই আমি আশা রাখছি যে সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধী সদস্যরা এনেছেন সেটা আপনারা উইথড্র করবেন, ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ম প্রার্থী যারা তাদের দিকে চেয়ে এবং বেকাররা যাতে স্বনির্ভর কাজে সোযোগ-সুবিধা পেতে পারে। আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে তাহলে জেনে নিতে পারেন। এই বলে ডিমাণ্ডের পক্ষে এবং ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী সদস্যরা ৩২টি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। এতগুলি ছাটাই প্রস্তাব আলাদা করে জবাব দেওয়ার সম্ভব নয়, তবে আমি ছাটাই প্রস্তাবগুলির সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। আমি যে ডিমাণ্ডগুলি উপস্থিত করেছি, ৭টি ডিমাণ্ড ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ৪০, ৪১, ৪২, এবং এই ৭টি ডিমাণ্ডের উপর মোট ৬০কোটি, ২৭ লক্ষ, ৭৫ হাজার টাকার ডিমাণ্ড আমি এখানে রেখেছি। তার মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরে ৬৬ লক্ষ, ৩০ হাজার টাকা আর বাকী পূর্ত দপ্তর।

স্যার, আমরা যখন প্রথম সরকারে আসি, তখন আমযা এসে প্রথম দেখলাম যে, কিছু টাকা রয়েছে। আমরা গ্রামের দিকে রাস্তাঘাট কি করা যায় তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিলাম। এই ৭৭-৭৮এর বাজেট থেকে আমরা এইটা করলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সেচ ব্যবস্থা আছে গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস আমলে মাত্র ১.৫৫ শতাংশ সেচের আওতায় এনেছে নদী-নালার ভিতরে যে জল, মাটির ভিতরে যে জল আছে, সেই জল ব্যবহার করে যদি সেচের উন্নতি না করা যায় তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের যে সমাস্যা সে সমাস্যা আরও শক্ত হয়ে উঠবে এবং তাদের খাদ্য সমাস্যারসমাধান হবে না। এইটা করতে আমাদের সম্প্রসারনের প্রয়োজন আছে। আমরা পূর্ত দপ্তরের সম্প্রসারন করলাম। আমরা নতুন করে ডিভিশান খুললাম। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র এম. আই. সি'র, একটি ডিভিশান ছিল, আর ইলেক্‌ট্রিকেল ডিভিশান। আমরা সেই জায়গাতে পুরো একটি দপ্তর করেছি। ১০টি ডিভিশান নিয়ে। যাতে করে এই মাটির নীচের জল এবং মাটির উপরের জল মানুষের কল্যানের জন্য কাজে লাগাতে পারি। পানীয় জলের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম মাটির নীচের বিশুদ্ধ জল মানুষকে দেওয়া যায় তাতে বেশী করে অসুস্থতার যে কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তার জন্য আমরা সেই ডিভিশনটাকে সম্প্রসারিত করেছি। আমরা যখন ৭৭-৭৮ বাজেট দেখলাম খুব কম টাকা। তার পরবর্তী বছরে আমরা লড়াই করতে লাগলাম, আন্দোলন করতে লাগলাম, টাকার পরিমান বাড়ানোর জন্য। স্যার, এবারে বার্ষিক পরিকল্পনায় ৮৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম। পেয়েছি মাত্র ৫৮ কোটি টাকা। এই টাকা আমাদের কাজের পক্ষে খুব কম। স্যার, আমাদের মনে রাখতে হবে কংগ্রের ৩০ বৎসর রাজত্ব কেন্দ্রে ও রাজ্য এবং অমরা ৫ বৎসর বামফ্রন্ট সরকার চালাচ্ছি। এইটা সামনে রেখে সবটা জিনিস বুঝতে হবে। ১৯৭২ ইংরাজীতে ত্রিপুরাতে বার্ষিক পরি-কল্পনার জন্য ৮ কোটি টাকা ছিল। ৭৭-৭৮ সালে সেটা বেড়ে ১৬ কোটি হল ফাইন্যাল অ্যালো-কেশানে। আর পরবর্তী সময়ে আমরা এই পর্য্যায়ে আনতে পেরেছি। বামফ্রন্ট সরকার সংবিধানিক কারণে, অর্থনৈতিক কারণে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা এটা আগেই বলেছে। সেইদিক থেকে স্যার, আমরা কাজ শুরু করলাম। আমারা পূর্ত দপ্তরে যে সমস্ত ডিমাণ্ড আনা হয়েছে, বিশেষ করে রাস্তাঘাটের উপরে, শ্রী মাননীয়, সদস্য বুদ্ধ দেববর্ম্মা, রতিমোহন জমাতিয়া, জওহর সাহা, দিবা চন্দ্র রাংখল, তাদের ছাটাই প্রস্তাব রয়েছে। স্যার, আমি বলি যে আমরা যখন এলাম তখন প্রতি দপ্তরে যে সিডুাল ওয়ার্কস্ তার মধ্যে ৫০০ এর কিছু নাম রাস্তায় ছিল। আমরা ১৩০০ নাম অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি গত বৎসরের হিসাবটা দিচ্ছি, গত বৎসরে আমরা রাস্তাঘাটের জন্য আমাদের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ছিল। সেখানে খরচ হয়েছে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তাতে কুলোতে পারিনি। আমাদের ২ কোটি টাকা ওভারড্রাফট করতে হয়েছে। আমরা গত বৎসরে ৮২-৮৩ ইংরাজীতে ষ্ট্রেটেজিক রোডে খরচ করেছি ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আমাদের আশা ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবেন। সেইখানে দিয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। বাকী টাকাটা আমাদের ওভারড্রাফট করতে হয়েছে। কাজেই এত অগ্রগতি হয়েছে সমস্ত গ্রামের গরীব মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কাজের জোয়ার এসেছে। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল একটি সত্যি কথা বলে ফেলেছেন। অনেক রাস্তা হয়েছে সত্য, কিন্তু এই রাস্তাটা চাই। মাননীয় সদস্য নগেন বাবু এইকথা স্বীকার করতে রাজী

না। তিনি কোন কাজ হয়েছে বলে বলতে বা মানতে রাজী না। কাজেই কনট্রাডিক্টশান সব জায়গাতে। স্যার আমরা ব্রীজ করেছি ত্রিপুরাতে। কাঞ্চনপুর সম্পর্কে যে কথা হচ্ছিল আমরা সেখানে পারমানেণ্ট ব্রীজ করেছি। পেচারথলে আমরা পারমানেণ্ট ব্রীজ শুরু করেছি। কমলপুরে আমরা ব্রীজ করেছি। কাঞ্চনপুরের রাস্তাঘাট অনেক এগিয়ে নিয়েছি। ষ্ট্রেটেজিক রোডের টাকা পয়সা দিয়ে আমরা শুরু করেছি। বিশেষ করে ওয়েষ্ট ত্রিপুরাতে এবং সাউথ ত্রিপুরাতে টাকার বেশী প্রয়োজন। আমরা অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে এসব কাজগুলি করছি। স্যার, আমরা এই যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর করেছি, তার জন্য অনেকগুলি ছাটাই প্রস্তাব এসেছে। কে এনেছেন আমি নাম বলছিনা। যারা এনেছেন তারা নিশ্চই জানেন। সময় খুব কম। ৭৮ইং আগে সারা ত্রিপুরার মধ্যে ১০৩টা স্কীম মাত্র চালু ছিল। আমরা এই সময়ের মধ্যে ২০৫টা করেছি। মোট ৩০৮ টা স্কীম চালু করেছি। ৭৮ ইংরাজীর আগে ৩ হাজার ১৩৮ একর জমি ইরিগেশানের আওতায় ছিল, অর্থাৎ ১.৫৫ শতাংশ। আমরা মে টি ১২,১৩১ একর কৃষি জমি সেচের আওতায় এনেছি। আমরা এইটাকে অনেক বাড়িয়েছি। স্যালো টিউব ওয়েল, ডিপ টিউব ওয়েল সংখ্যা, অনেক বেড়ে গেছে। স্যার আমরা এই বৎসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা বরাদ্দ রেখেছি ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সেই টাকা দিয়ে এবারে যে পরিকল্পনা করেছি সেই পরিকল্পনাতে ২২টি ডিপ টিউবওয়েল করব সেচের জন্য এবং লিফ্‌ট টিউবওয়েল করব ২০টা এবং স্যালো টিউবওয়েল ৮০টা করব। টুটেল ২০০০ একর জমি এই বৎসর সেচের আওতায় আনব স্যার, আমরা গোমতী, খোয়াই এবং মনুতে ব্যারেজ করছি। আগে এখানে একটি সরকার ছিল ৩০ বৎসর তাদের মাথায় আসলো না এইসব কাজ করার ব্যাপারে। শীতে কাজ শুরু করব। হাজার হাজার মানুষ দেখে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে, সেখানে একটা কর্মযজ্ঞ চলছে। ওরা ওদের মুখ রক্ষা করতে পারবে না বলেই বিরোধী দলের নেতা চলে গেছেন। ওরা কি নিজেদের দল রক্ষা করবে, না জনগণের কথা চিন্তা করবেন। রিসোর্স থাকলেও ওদের পলিসি মত মানুষের জন্য কোন চিন্তা বা দরদ ওদের নাই। স্যার, এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার বলেছেন। আমি ওনাকে সবিনয়ে জানাতে চাই যে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস আমলে মাত্র ২০ খানি বন্যা নিরোধক বাঁধ ছিল আর বর্তমানে আমরা আরও ৭০ কিলোমিটার করেছি। ১৬ হাজার কৃষি জমিকে রক্ষা করেছি। আরও বাঁধ করছি এবং করব। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও অন্যান্যরা পানীয় জলের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াও আর.ডাবলিও. এস সম্পর্কে কথা বলেছেন আমি মাননীয় সদস্যদের এই কথাটাই বলতে চাই যে বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে ত্রিপুরার পানীয় জলের অবস্থা কি ছিল? স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসে একটি রিগ কিনেছি এবং আরও একটি আমরা কিনব। রিগ কিনার অর্থ হচ্ছে মাটির নীচের জল তুলে একদিকে কৃষকদের কৃষির জন্য জল দেব আর অন্য দিকে পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করব। আগে কংগ্রেস আমলে ৩০ বছরে মাত্র ৫০টি টিউব-ওয়েল ছিল আমরা ১৫৩টা করেছি ১৬৫টা গ্রামে ১ লক্ষ লোক কাভার করেছি। ৫১টা ডিপ-টিউব-ওয়েল দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। তাতে ২৯২টি গ্রাম কাভার করা হয়েছে এবং তাতে ২ লক্ষ লোক উপকৃত হচ্ছে। আমরা আরও টিউব-ওয়েল করব। ত্রিপুরার ৫টি সাব-ডিভিশান টাউনে পানীয় জল দেওয়া

হত বর্তমানে আরও ৪টি টাউনে দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা শহরে আমরা আসার আগে ১৮ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা হত বর্তমানে ৩৩ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। আমরা আশা করছি প্রতিদিন আমরা ৪০ লক্ষ গ্যালন জল দেব। এই শহরে আমরা ১০ কিলোমিটার পাইপ আরও বসিয়েছি। স্যার, এই মিউনিসিপালিটি ইলেকশানে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এবারের আগরতলা মিউনিসিপালিটি ইলেকশানের সময় লক্ষ লক্ষ লোক বলেছে যে একবার যাদের তালাক দিয়েছি আর তাদের ঘরে তুলব না।

(গণ্ডগোল)

আমরা ১০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ দিয়েছি আরও ৩০০টি গ্রামে নিয়ে যাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা চুপ করে বসুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— আমরা ১০ মেঘা-ওয়াট বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছি। বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য, সর্ব ভারতীয় দলের তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতি হয়ে তার ছাঁটাই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার জোতদার, তালুকদার, মহাজনদের ইলেকট্রিক কানেকশান দিচ্ছেন।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আমি বুঝতে পারছি যে, আমার সময় শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু আমাকে আরেকটু সময় না দিলে যে আমি সব কয়টি সম্পর্কে বলতে পারছিনা। স্যার শিক্ষা বিভাগের উপর আরেকটা পয়েন্ট ছিল ? আমাদের কাজ কর্মের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি। এসম্পর্কে বলছি যে, আমরা যখন দেখলাম যে, ত্রিপুরার হাজার হাজার বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না, তখন বেকারদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কংগ্রেস আমলে সমস্ত বড বড কণ্ট্রাকটারদের কাজ দেওয়া হত। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় এসে বেকারদের কো-অপারেটিভ রেজিষ্টার করে কাজ দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ চুপচাপ বসে শুনুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার ১৯৮১-৮২ সালে এসকল রেজিষ্টার্ড কো-অপারেটিভকে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ২ টাকার কাজ দিয়েছি। ১৯৮২-৮৩ সালে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬শ ৫৮ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির যারা গ্রামাঞ্চলের কথা বলেছেন, তারা কি কখনও এরকম কাজ হতে দেখেছেন ? এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮১-৮২-তে বিভিন্ন জায়গায় ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬শ টাকার কাজ দিয়েছে সরাসরি। সব ডিভিশনের হিসাব এখনও আমাদের কাছে আসেনি। তবু যা তথ্য দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা এরমক কি কখনও দেখেছেন ? কংগ্রেস ত ভোটের সময়ে বড বড় কণ্ট্রাকটারদের কাছে থেকে কাজের বিনিময়ে দক্ষিণা পেত। তখন কোন গরীব ট্রাইবেল বা বাঙ্গালীর কোন কথাও বলার অধিকার ছিল কি ? তাদের এই গরীব মারা কাজ টিকবেনা বেশীদিন কোথাও। এখানেও টিকেনি। কাজেই আমার সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট-মোশান এসেছে সেগুলির কোন ভিত্তি নাই বলে আমি দাবি রাখছি আর সেই সঙ্গে দাবী রাখছি এই হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে আমার সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পাশ করবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সময় আরো ২০ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— ২০ মিনিট নয়, ডিমাণ্ডগুলি পাশ হওয়া পর্যন্ত যে সময় লাগে সে সময় পযন্ত্য বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand (s) to vote seperately, one after another. Of course, I shall first put to vote the cut Motion (s), if any, relating to the aforesaid Demand(s).

Now, the question before the House is the CUT MOTIONs. There are 11 (eleven) Cut Motions on the Demand No. 17

The Cut Motions moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on Demand No. 17, Major Head—277

"That the amount of the Demand be redeced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular viz—

"Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Inspection of (Primary School) under Tribal Sub-Plan."

(The Mation was put to voice vote and LOST.

Now the question before the House is that the Cut Motion moved by shri Manoranjan Majumder, on Demand No. 17, Major Head—277

"That the amount of the Demond be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to Set up a new Primary School under Sub-Plan Scheme at South Bharat Bhandra Nagar."

The Motion was put to voice and LOST.)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 17, Major Head—277.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievances that Need to set up a full pledged University with Law College."

(The Motion was put to voice vote and LOST).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Jawhar Saha, on Demand—17, Major Head—277 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Scholarship and Stipends." (The Motion was put to voice vote and LOST).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on Demand No. 17, Major Head—277 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and climinate the wasteful expenditure on other charges Mid-day Meal." (The Motion was put to voice vote and LOST.)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 17, Major Head—277.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :

Need to set up a Higher Secondary School at Sesuabari in Amarpur."

(The Motion was put to voice vote and LOST).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Jawahar Saha, on Demand No. 17, Major Head—277.

"That the amount of the demand the reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a new Primary School at new Bampurbari at Bampur G.S. and Ramkrishna Colony at Rangamati and Netaji Subhash Colony at Birganj G.S., Amarpur, South Tripura."

(The Motion was put voice to vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the house is the Cut Motion, moved by Shri Rabindra Deb Barma, on Demand No. 17, Major Head—277.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : —

Need to set up Primary Schools at Taichakma, Jaichandra Para, Sarath Bikash Para, Barabandu Para 8 No. Duki Jamatia Para, Gumati para, Amarpur, South Tripura."

(The Motion was put to voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Jawahar Saha on Demand No. 17, Major Head—277,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a New High School at Bampur and Birganj and New Secondary School at North Chellagang G.S. at Amarpur."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder, on Demand No. 17, Major Head—309—

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent Dis-approval of the policy viz.—

Dis-approval of policy regarding Food Nutrition."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder, on Demand No. 17, Major Head—277,—

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent Disapproval of the policy viz.—

Disapproval of policy regarding taking over Aided Schools."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 17, moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 29,35,64,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

1.	265—Other Administrative Services—	Rs. 94,000/-
2.	277—Education—	Rs. 28,14,94,000/-
3.	299—Special & Backward Areas.	Rs. 4,76,000/-
4.	309—Food—	Rs. 1,15,00,000/-

(The Motion was put to voice vote and PASSED).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion moved for Demand No. 18.

There are three Cut Motions on this Demand

(1) The Cut Motion moved by Shri Rati mohan Jamatia on Demand No. 18 Major Head—278,—

"That the Amount of the Demand be reduced by Rs. 25,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate the Wasteful expenditure on Grants-in-Aid to the Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Calcutta."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

(2) Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rati mohan Jamatia on Demand No. 18, Major Head—277,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate the Wasteful expenditure on Addult Education (Sub-Plan)."

(The Motion was put to voice vote and Lost.)

(3) Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 18, Major Head—278,

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent the Disapproval of policy viz—

Dis-approval of policy regarding Administration in Govt. Music College."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, question before the House is that the Demand moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 4,53,46,-000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the chargeswhich will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads :—

1.	268—Miscellaneous General Services.	Rs.	1,000
2.	277—Education	Rs.	2,23,60,000/-
3.	278—Art and Culture.	Rs.	29,06,000/-
4.	288– Social Security &Welfare (Social Welfare).	Rs.	2,00,79,000/-

(The question was put and PASSED by voice vote)

Mr. Speaker : -Demand No. 23. There are 2 Cut Motions on this Demand. The Question that the Cut Motion moved by Shri Kashiram Reang on the Demand No. 23, Major Head—276 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/ to represent dis-approval of the policy viz.—

Disapproval of policy regarding Kok-Borok Education "(The motion was Lost by voice vote.)

Again the question that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 23, Major Head—288 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/:- to represent disapproval of the policy viz.—

Dis-approval of Govt. policy on Autonomous District Council "The motion was put and Lost by voice vote).

Now, the question that the Demand moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 10,13,79,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—

1.	276—Secretariat Social and Community Services	Rs.	6,10,000/-
2.	288—Social Security and Welfare.	Rs.	7,06,19,000
3.	309—Food and Nutirion.	Rs.	67,50,000
4.	365—Compensation and assignments to local Bodies and Panchayat-Raj Institutions.	Rs.	2,34,00,000

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, Demand for Grant No. 26. There is no Cut Motion on this demand. I am now-putting the Demand to vote.

The question that the Demand moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 1,38,29,000 [inclusive of the sums specified in the column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the yea r ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 26 under following Major Heads :—

1.	299—Special and Backward Areas.	Rs.	14,79,000
2.	312—Fisheries	Rs.	1,33,50,000

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :— Demand No. 35. There are 2 Cut Motions on this Demand.

Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on the Demand No. 35, Major Head—284 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Grievance against Large scale rigging in Agartala Municipality Election of 1983".

(The motion was put and Lost by voice vote).

Again the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee on the Demand No. 35, Major Head—284 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy viz.—

Disapproval of Govt. policy on Labour & Employment".

(The motion was put and Lost by voice vote)

Mr. Speaker— Now, the question that the Demand moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 1,90,53,000 [inclusive of the sums specified in the column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1984, in respect of Demand No. 35 under following Major Heads :—

1.	259—Public Works	Rs.	65,000
2.	268—Miscellaneous General Services.	Rs.	1,000
3.	284—Urban Development.	Rs.	1,47,62,000
4.	482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply.	Rs.	42,25,000

(The Demand was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaher :—Now, the Demand for grant No. 37. There are 2 Cut Motions on this Demand.

Now the question before the House that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand for Grant No. 37, Major Head—287 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up an Employment Exchange Office at Amarpur and Teliamura" (The Motion was put the motion and Lost by voice vote).

The question that the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on the Demand No. 37, Major Head—287 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/:- to represent disapproval of the policy viz.—

Disapproval of Govt. policy on Labour & Employment"

(The motion was put and Lost by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, the question that the Demand moved by the Hon'-Hon'ble Minister-in-charge that a sum not execeeding Rs. 39,87,000 [inclusive of the sums specified in the column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account, Bill, 1983, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1984 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

1.	287—Labour & Employment—	Rs.	34,87,000
2.	683—Loans for Housing—	Rs.	5,00,000

(The Demand was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, the Demand for grant No. 12. There are 2 Cut Motions on this Demand.

The Question that the Cut Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 12, Major Head—538 "that the amount of the Demand be reduced by Rs 500/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on investment in Share Capital of Road Transport Corporation"

(The motion was put and Lost by voice vote)

The question that the Cut Motion moved by Shri Kashiram Reang on Demand No 12, -Major Head—538 "that the amount of the Demand be reduced by Rs 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —

Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on T R T C"

(The motion was put and Lost by voice vote)

Mr Speaker —Now, the question that the Demand moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs 66 30,000/- [inclusive, of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1984], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 12 under following Major Heads .—

1.	241—Taxes on Vehicles	Rs.	4,40,000
2	338—Road & Water Transport Services	Rs	1,00,000
3	344—Other Transport and Communication services	Rs	1,90,000
4.	538—Capital Outlay on roads & Water Transport Services	Rs	59,00,000

(The Demand was put and Passed by voice vote)

Mr Speaker —Now, Demand No 14 There are 12 Cut Motions on this Demand

The question that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No 14, Major Head—280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that ·—

Need to construct the House of Taidu Dispensary"

(The motion was put and Lost by voice vote)

Mr. Speaker —Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this Demand (Major Head 280)—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to Construct the House of Gulirai Bazar Dispensary, Sadar West, Tripura".

(The motion was put to vice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this Demand (Major Head —337)," that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievances viz. "Need to construct the road from Lumthan Cherra to Gulirai Bazar Sadar West Tripura,"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on this Demand (Major head-337) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to construct a road Gram Samuk Cherra to Thali Bazar via Ramcherra Bazar under Sonamura Sub-Division, West Tripura."

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this Demand (Major head-277) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to construct the school house of Latiacherra S. B. School, Golahati J. B. School, Shipaijala High School including Bording House and Barjala Primary School."

(The mation put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Jahar Saha on this demand (Major head-277) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to construct the School House of Gai Paka J. B. School and Chella Gang High School, Amapur."

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this demand (Major head—280) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to construct the House of Latiacherra Bazar Dispensary, Sadar West Tripura,"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Jawhar Saha on this demand (Major head—337) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to construct road on Amarpur to Chandacherra via Gamko-Bari, Amarpur, South Tripura.

(The motion was put to vioce vote and lost)

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this demand (Major head—280) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz "Need to consstruct the House of Kalkalia Bazar (Chowmuhani) Dispensary",

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Diba Ch. Hrangkhal on this demand (Major head—337) "that the amount of the demand be reduced to Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to construct the road from Kulai XII School to Chanta-cherra Tribal Supervisor Office under Kamalpur Sub-Division,"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang on this demand (Major head—259) "that the amount of the demand be reduced to Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "Failure to control and eliminate wasteful expenditure in Machinery & Equipments,"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on this edemand (Major head —337) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected

on the particular matter viz "Failure to control and clinminate the wasteful expenditure on maintenance (Rural roads),"

(The motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Department that "a sum not exceeding Rs. 23,08,07,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropiation (Vote on Account) Bill, 1983] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 14 under the following major heads :—

259—Public Works	10,12,74,000
277—Education	2,10,000
278—Art &Culture	50,000
280—Medical	6,12,000
283—Housing (Govt. Residential Buildings	65,10,000
288—Social Security & Walfare	1,000
299—Special & Backward Areas	5,85,000
310—Animal Husbandry	65,000
321—Village & Small Industries	2,00,000
337—Roads and Bridges	4,13,00,000

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is voting of Demand for Grant No. 15. There are six cut motions on this demand. First, I am putting the cut motions to vote one after another and then main demand.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Ashoke Kr. Bhattacherjee on this demand "that the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "Failure to control and eliminate the wasteful expenditure in Electricity"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on this demand "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on R. E. C. Schemes,"

(The motion was put to voice vote and los

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on this demand "that the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz."Failure to control and eliminate the westeful expenditure on maintenance of Power Projects.

(The motion was put to voice vote and lost.).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Monoranjan Majumder on this demand (Major head—334) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on maintenance (Power Projects),"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this demand (Major head—534 "that the amount of the demand

be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. Need to extent electricity at Pekur Jala and Mohanpur, Sadar, Tripura (West), Burburia-Jamaku village of Amarpur and Latia cherra village of Sadar, Gulirai and East Khumpinlong, Atharbola, Jalema and Manikya etc. under Udaipur Sub-Division,"

(The motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on this demand (Major head—534) "that teh amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz "Need to extend electricity at Raghunath Deppa-Microssapara, Thalibari, Ramcherra Bazar of Sonamura, West Tripura and Noabari, Pabintraram-bari, Kaipeng-bulai, Joying-bari under Udaipur Sub-Division,"

(The motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Department that "a sum not exceeding Rs. 13,14,90,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983] be defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984, in respect of Demand No. 15 under the following Major heads :—

245—Other taxes & Duties on Commodities & Services	3,90,000
334—Power Projects	4,16,00,000
499—Capital Outlay in Special & Backward Areas	10,00,000
534—Capital Outlay on Power Projects	8,80,00,000
479—Capital Outlay on Scientific Services& Researches	5,00,000

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now Demand No. 16. There are five cut motions. I am putting the cut motions to vote. Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Kashiram Reang, Demand No. 16, Major Head—282 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—Failure to control and eliminate wasteful expenditure in Machinery & equipment."

(Then the motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia, Demand No. 16, Major Head—306 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on particular matter viz—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on maintenance of completed schemes (Minor Irrigation)."

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 16, Major Head—306, "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that. Need to maintain the irrigation scheme of Jambhuk Cherra."

(Then the motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder, Demand No. 16 Major Head 306 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that, Need to start lifting irrigation at Durganagar (Jirania Block)."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder, Demand No. 16, Major Head—333 that the amount of the Demand be recduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that. Need to take flood control measure in river Howrah etc.

(Then the cut motion was put to voice vote & lost).

Now I am putting the Demand No. 16 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,34,79,000/- inclusive of the sum specified in the column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 16 under following Major Heads :—

1.	282—Public Health, Sanita'on and Water supplies.	Rs. 88,75,000/-
2.	306—Minor Irrigation.	Rs. 98,87,000/-
3.	333—Irrigation, Navigation, Drainage & flood Control Projects.	Rs. 47,97,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the Demand No. 40. There is no cut motion I am putting the Demand No. 40 to vote. Now the question before the House is that a sum not exeeding Rs. 1,44,80,000/- inclusive of the sum specified in the column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1983 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

1)	459—Capital outlay on Public works	Rs. 37,00,000/-
2)	477—Capital outlay on Education	Rs. 40,85,000/-
3)	480—Capital outlay on Medical	Rs. 38,75,000/-
4)	481—Capital outlay on Family Welfare	Rs. 3,80,000/-
5)	510—Capital outlay on Animal Husbandry	Rs. 12,50,000/-
6)	511—Capital outlay on Dairy Development	Rs. 4,00,000/-
7)	512—Capital outlay on Fisheries	Rs. 50,000/-
8)	521—Capital outlay on Village and Small Industries.	Rs. 8,20,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the Demand No. 41. There is no cut motion. I am putting the Demand No. 41 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 9,92,18,000/- inclusive of the sums specified in the column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1983 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 41 under following Major Heads :—

1.	483—Capital outlay on Housing	Rs. 92,28,000/-
2.	499—Capital outlay on Special back ward areas.	Rs. 1,41,00,000/-
3.	537—Capital outlay on Roads and Bridges.	Rs. 7,58,90,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the Demand Mo. 42. There are 8 cut motions. I am putting the cut motions to vote. Now the question before the House is that a cut motion movedy Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 42, Major Head 506 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent

the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Lift Irrigation Scheme".
(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Manoranjan Majumder, Demand No. 42 Major Head—506 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Tube-wells."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 42, Major Head 533 "that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent the disapproval of the policy viz.—disapproval of Govt. policy on Irrigation projects."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 42, Majcr Head 482, "that the amount of the Demand be recduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that. Need to extend RWS at Tentui in Amarpur."...
(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 42, Major Head 482 "that the amount of the Demand be reduoed by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that, Need to extend RWS at Gandacherra & Rashiabari and Karbook."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Shyama Charan Tripura, on the same Demand and Major Head—428 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievnnce that : Need to extend RWS at Manu and Kanchan Nagar in Belonia."
Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Diba Chandra Hranghhal, Demand No. 42, Major Head 506 "that the amoung of the Demandibe reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : Need to set up a Lift Irrigation Cerntre at Jamircherra in Kailashahar."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, Demand No. 42, Major Head 506, "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : Need to set up Lift Irrigation Centre at Gandacherra in Amarpur, under sub-plan".
(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker:— Now, I am putting the Demand No. 42 to vote.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 9,96,-71 000/- inclusive of the sums specified in the column 3 of the appropriation (Vote on account) Bill, 1983, be granted to defray the charges in course of

payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 42 under following Major Heads :—

482—	Capital outlay on Public Health Sanitation and water Supply.	Rs. 2,31,08,000/-
506—	Capital outlay on Minor Irrigation.	Rs. 1,65,64,000/-
533—	Capital outlay on Irrigation, Navigation Drainage and Flood Control Project	Rs. 4,60,00,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামীকাল ২১শে জুলাই ১৯৮৩ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

Annexure "A"

Admitted Short Notice Question No. 1.

By;— Shri Rudreswar Das.

Will the Hon,ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে কেন্দ্রীয় হারে প্রদেয় মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হয় নাই,

২। যদি না হয়ে থাকে, তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নয়। ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে কেন্দ্রীয় হারে প্রদেয় মহার্ঘভাতা দেওযার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে কার্য্যকরী হইযাছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Adimtted Starred Question No. 50

By :— Keshab Majumder, M. L. A.

Will the Hon,ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। কোন্ পদ্ধতিতে সরকারী প্রযোজনে জমি acquistion করা হয়।

২। জমির মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে ; এবং

৩। ইহা কি সত্য যে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যের পরও acquisition জমির পুনরায় মামলা করে দাম বাড়ানো হয় ?

উত্তর

১। ১৮৯৪ ইং সনের ভূমি অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪ ইং সনের ১ নং আইন) অনুসারে ভূমি অধিগ্রহন করা হয়।

২। উক্ত আইনের ২ (২৩) নং ধারা অনুযায়ী জমির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। (১৮৯৪ ইং সনের ভূমি অধিগ্রহন আইনের ৩নং ধারা অনুসারে নোটিশ বিজ্ঞপ্তির দিনে স্থানীয় চলতি বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য ধার্য্য করা হয়।

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৮৯৪ ইং সনের ভূমি অধিগ্রহন আইনের ১৮ নং ধারা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহন আদালতে (L.A. Judge) (প্রেরিত মোকদ্দমা মাননীয় আদালত বা উচ্চ আদালত কর্তৃক জমির মূল্য বিচার পূর্ব্বক বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।

Admitted Starred Question No. 89

By Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারী হাসপাতালের (আউট ডোর) বহি' বিভাগের রোগীদের জন্য দৈনিক মাথাপিছু ঔষধের বরাদ্দ কত ?

২। বর্তমান বরাদ্দের পরিমান বাড়াবার কোন পরিকল্পনা বা সংস্থান সরকারের আছে কি ?

৩। সরকারী হাসপাতালের অন্ত'বিভাগে (ইনডোর) রোগীদের জন্য দৈনিক ঔষধ ও খাদ্যের জন্য বর্ত'মান বরাদ্দ কত ?

৪। বর্ত'মান বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা বা সংস্থান সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বহি'বিভাগের রোগীদের মাথাপিছু বরাদ্দের নির্দিষ্ট কোন টাকার পরিমান নাই।

২। অষ্টম অর্থকমিশনের নিকট বহি'বিভাগের রোগীর মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দ ৩.০০ টাকা হিসাবে বাড়াইবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে।

৩। অন্ত'বিভাগে মাথাপিছু রোগীর ঔষধ ও খাদ্যের জন্য খরচের নির্দিষ্ট কোন পরিমান নাই।

৪। অষ্টম অর্থকমিশনের নিকট হাসপাতালের অন্তর্বিভাগের রোগীদের জন্য ঔষধপত্র ১০.০০ টাকা ও খাদ্য সামগ্রীর জন্য ৫.৩৬ টাকা হিসাবে বাড়াইবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 130.

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour and Employment Department be pletsed to State :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮৩ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত) মোট কতজন বেকারের চাকুরী হয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮৩ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ২৮,৮৬৮ জন বেকারের কর্ম-সংস্থান হইয়াছে।

তাদের মধ্যে পূর্ত্তদপ্তরে মোট ৩,৩৪৮ জনের কর্মসংস্থান হইয়াছে, তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন।

বাকী দপ্তরগুলি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	কুমারঘাট ব্লক	১,৩৪৭ জন।
২।	কাঞ্চনপুর "	৪৮৪ "

Questions and Answers

৩।	পানিসাগর	,,	১,৪৪৭ জন
৪।	ছামনু	,,	১৬৬ ,,
৫।	সালেমা	,,	১,০৯৫ ,,
৬।	মেলাঘর	,,	৯৪৭ ,,
৭।	বিশালগড	,,	২,২৪২ ,,
৮।	মোহনপুর	,,	১,৩১৭ ,,
৯।	জিরানিয়া	,,	২,৪০৭ ,,
১০।	খোয়াই	,,	২,০৪৯ ,,
১১।	তেলিয়ামুড়া	,,	৯১৭ ,,
১২।	সাতচাঁদ	,,	৭৮০ ,,
১৩।	বগাফা	,,	৪৪০ ,,
১৪।	অমরপুর	,,	৭৪৫ ,,
১৫।	মাতার বাড়ী	,,	১,৭১২ ,,
১৬।	রাজনগর	,,	১,০৬৫ ,,
১৭।	গণ্ডাছড়া	,,	২৬৮ ,,

Admitted starred Question No. 141

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ জায়গায় গব বা বাইসন জাতীয় প্রাণী আছে।

২। তাদের সংরক্ষনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। পরিকল্পনা না থাকলে গ্রহন করবেন কিনা ;

৪। ইহা কি সত্য বিলোনিয়া বিভাগের রাজনগর ব্লকের কয়েকটি গাঁওসভায় এই সব জন্তুর উপদ্রবে কৃষককুল অতিষ্ট ;

৫। সত্য হইলে, সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ;

উত্তর

১। এ রাজ্যে বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত তৃষ্ণা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত তুলাতলীবাড়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে, সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত রড়মুড়া দেবতামুড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দক্ষিণাংশে ও অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত কালাঝড়ি, চিত্রাঝড়ি, হলুদঝড়ি, বনাঞ্চলে (যাহা আঠার মুড়া কালাঝড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত) গব বা বাইসন জাতীয় বন্য প্রাণী আছে।

২। তাহাদের সংরক্ষণের কোন বিশেষ পরিকল্পনা সরকারের হাতে বর্তমান নাই। তবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় বর্তমানে এই প্রাণীদের সংরক্ষণ করা হইতেছে।

৩। এই প্রাণীদের সংরক্ষনের বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

৪। ইহা সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের কয়েকটি গাঁও সভায় কখনো কখনো ভ্রাম্যমান গব দলের আগমনে কিছু সংখ্যক কৃষকের ফসলের কখনো কখনো আংশিক ক্ষতি হইয়া থাকে।

৫। যখনই কৃষিক্ষেত্রে বা কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন বনাঞ্চলে ভ্রাম্যমান গবদলের আসার খবর বনদপ্তরের গোচরীভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরের কর্মীগণ পুলিশ ও জনসাধারণের সহযোগে ঐ রূপ গব দলকে বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে আরো গভীর জঙ্গলে তাড়াইয়া দিয়া থাকেন যাহাতে কৃষিক্ষেত্রের ফসলের আর কোন ক্ষতি সাধন না হয়।

Admitted Starred Question No. 200.

By—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisharies Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুরে ফটিক সাগরে মাছ ধররে জন্য সরকার কি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন ;

২। বর্তমানে ঐ জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে ;

৩। উক্ত জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য টেণ্ডার কল করিয়া লোক নিযুক্ত না করাব কারণ কি ; এবং

৪। কবে নাগাদ উপরোক্ত ব্যাপারে টেণ্ডার কল করা হইবে ?

উত্তর

১। সর্বনিম্ন দরদাতাকে মনোনয়ন করার জন্য তৎকালে প্রচলিত চিঠি অনুযাযী দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

২। অমরপুরে ফটিক সাগরে মাছ ধরার জন্য অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নূতনভাবে টেণ্ডার আহ্বানের প্রয়োন নাই।

Admitted Starred Question No. 203.

By Shri Manik Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বেকারদের স্বনির্ভর করে তুলতে কি কি প্রকল্প রয়েছে ?

২। এই প্রকল্পগুলি রূপায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি কি উদ্যোগ নিয়েছে ?

Questions Answers

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বেকারদের স্ব-নির্ভর করে তুলতে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রয়েছে :—

পশুপালন দপ্তরের অধীন :—

ক) হাঁস মুরগী পালনের প্রকল্প ;

খ) তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতিদের মধ্যে শুকর পালন প্রকল্প ;

গ) দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন প্রকল্প ;

শিল্প দপ্তরের অধীন :—

ক) বাঁশ বেতের কাজ ; হস্তচালিত তাঁত ; সাইকেল রিপেয়ারিং, সিট মেটেল কাজ মোটর মেসিনারী শিল্প, ওয়েল্ডিং, মেল্ডিং ইলেকট্রিসিয়ান, রেডিও রিপেয়ারিং, বুক বাইণ্ডিং টারনার, কার্পেন্ট্রি, ব্লেকস্মিথি ইত্যাদি শিল্পের শিক্ষন ব্যবস্থা যাহাতে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত বেকারেরা সরকারী এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় স্ব-নির্ভর কর্মসূচী লইতে পারে।

খ) উপজাতিদের জন্য পাহুড়া তৈরী পরিকল্পনা, গ্রামবাসীদের স্ব-নির্ভর করে তুলতে রেশম শিল্প প্রকল্প, তাঁত বিষয়ক শিল্পে শিক্ষার্থিগনকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।

সমবায় দপ্তরের অধীনে :—

ক) সমবায় ভিত্তিতে ইট ভাট্টা স্থাপন প্রকল্প, রিক্সা শ্রমিকদের জন্য সমবায় সমিতি গঠন, পরিবহন সমবায় সমিতি গঠন, শ্রমজীবি সমবায় সমিতি গঠন, সিনেমা সমবায় গঠন, বেকারী সমবায় গঠন, হাঁস, মুরগী, শূকর পালনের সমিতি গটন।

পূর্ত দপ্তরের অধীনে :—

ক) বেকারদের বিনা টেণ্ডারে কাজ দেওয়া ;

খ) বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত খুটিনাটি অথচ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করার উৎসাহ প্রদান।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্মচারীদের অধীনে :—

ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে মুলধন ও যন্ত্রাংশে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার তুর্তকী দেওয়া হয়

মিউনিসিপালিটি ও নোটিফায়েড এরিয়াতে :—

বেকারদের ব্যবসা করার জন্য দোকান ঘর নির্মান করিয়া স্বল্প মূল্যে ভাড়া দেওয়া হয়।

২। ১৯৮১-৮২ সাল হইতে একটি তাঁত বিষয়ক স্ব-নির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমের ৭টি বিভিন্ন স্থানে কাজ শুরু হয়েছে তদুপরি ইন্দ্রনগর ও আমতলীতে ২টি শেলাই কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এবং উক্ত আর্থিক বছরে ১৭ জন কর্মী নিয়ে আরম্ভ করে। বর্তমানে ২টি কেন্দ্রে সেটি ৪৪ জন কর্মী আছে তন্মধ্যে ৫ জন তপঃজাতি। তাদের মধ্যে মাসিক গড আয় ১৭৫ টাকা। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে এ ২টি কেন্দ্রে মোট ১৩,২০০ টাকার পোষাক তৈরী হয়েছে। ত্রিপুরার তাঁত ও কারু শিল্প নিগমের উদ্দেশ্যে তাঁত শিল্পী ও কারু শিল্পীদের তাঁত বস্ত্র ও কারু শিল্পীগনকে কারুগত দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করা, কাচামাল জোগান দেওয়া এবং তাঁত কারু শিল্পীগনের উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয়ের সাহায্য করা। বেকার তাঁত ও কারু শিল্পীগনকে উপরিউক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করে তুলতে নিগম সচেষ্ট রয়েছেন।

সমবায়ের ভিত্তিতে ঠিকাদারী কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা বাস্তুকারের বিভাগে রয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ দপ্তর বেকার ২ বা ততোধিক কর্তৃক গঠিত রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাগুলি দপ্তর দরপত্র আহ্বান করা ছাড়াই কাজ প্রধান ও বিধি অনুসারে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের স্ব-নির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে।

তদুপরি স্ব-নিভর কর্ম প্রকল্পে বিভিন্ন বাজারে এবং পুর এলকায় দোকান ঘর তৈরী করে বেকারদের ব্যবসায়ের সুযোগ প্রদানের পরিকল্পনা আগরতলা পুরসভায় আছে। এই পরিকল্পনায় গত ৫ বৎসরে মোট ২৩২টি ষ্টল তৈরী করা হয়েছে তন্মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায় ৩ জন, তপঃজাতি ১৩ জন এবং শারীরিক ভাবে অক্ষম ৪ জনকে এবং বাকী ২১২টি ষ্টল অন্যান্যদিগকে দেওয়া হয়েছে।

জেলা শিল্পকেন্দ্রের অধীনে গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্লকস্তরে বিভিন্ন এলাকাতে ১৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু আছে।

বাঁশবেতের কেন্দ্র — ১০টি
সুচীশিল্প কেন্দ্র — ৩টি
হস্তচালিত কেন্দ্র — ১টি

ইহা ছাডাও ইঞ্জিনিয়ারিং/নন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডের ভিত্তিতে আই, টি, আই ইন্দ্রনগর, যতনবাড়ী ও কৈলাশহরের বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ছোটখাট শিল্প উদ্যোগীদের কম সুদে সরকারী ঋন উর্দ্ধে ৭,৫০০ টাকা দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পে জেলা শিল্প কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদন ক্রমে ব্যাঙ্ক হইতে ঋন দেওয়া হয়। সুদের উপর ভর্তুকী দেওয়া এবং কারখানার গৃহ নির্মাণের জন্য বিনা সুদে ঋন দেওয়া হয়। তদুপরি প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য যাবতীয় সহায়তা করা হয়।

তাঁত বিষয়ক স্ব-নির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫ জন শিক্ষার্থিকে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২৫ জন শিক্ষনপ্রাপ্ত তাঁতী মজুরী ভিত্তিক উৎপাদনে নিযুক্ত আছেন। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে তাঁতবিষয়ক স্ব-নির্ভর প্রকল্প চালু আছে।

১। মান্দাই ২। পাতিছড়ি ৩। মহুবনকুল ৪। শিলাছড়ি ৫। দয়ারাম পাড়া ৬। সানখোলা ৭। ফুলছড়ি।

Questions and Answers

উপজাতি পাছড়া স্কিমে ২৯০০ জন উপজাতি মহিলা মজুরী-ভিত্তিক উৎপাদন কাজে নিযুক্ত আছেন। তাহাদের মাসিক সহায়ক আয় গড়পড়তা ৬০ টাকা হইতে ৯০ টাকা।

গ্রামবাসীগনকে স্ব-নির্ভর করে তুলবার জন্য রেশম শিল্পে নিযুক্ত বা কোন রেশম পলু পালনে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে বিনামল্যে তন্তু গাছের চারা রোগমুক্ত পলুবীজ ও কারিগরী সাহায্য করা হয়, এবং উর্দ্ধে ২,০৫০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষয়রাতী সাহায্য দেওয়া হয়। গত আর্থিক বছরে মোট ৩,২৮,০০০ টাকা সাহায্যের জন্য রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ টাকা এ, ডি. সি, এলাকায় সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং উক্ত টাকা এ, ডি, সির হাতে দেওয়া হইবে।

তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের মাধ্যমে তৈরী পোষাক যথা ব্লাউজ স্কার্ট ইত্যাদি প্রস্তুতি পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং প্রকল্পে ৩০ জন মহিলা শেলাই শিল্পী বর্তমানে কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ত্রিপুরার তাঁত ও কারুশিল্প নিগমের আওতায় সর্বমোট ৫,২৩২ জন তাঁত ও কারুশিল্পী রয়েছেন। তাদের উৎপাদিত তাঁতজাত দ্রব্য হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি নিগমের নিকট সরবরাহ করিতেছেন।

১৬ জন প্রাক্তন সৈনিকদের হাঁস মুরগী পালনের স্কিমে প্রতিজনকে ৮১৩ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। তৎসহ ১টি মোরগ ও ১০টি মুরগী দেওয়া হয়েছে। ২০ জন প্রাক্তন সৈনিকের প্রতিজনকে ছাগল পালনের স্কিমে ৮০০ টাকা ও তৎসহ ১টা পাঠা ও ৩টি ছাগী দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীন বৈদ্যুতিক করন প্রকল্প ও ইলেকট্রিক কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য ছোট ছোট জিনিষ তৈরী করার কারখানা গড়ে তুলতে সাহায্য করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত বহু খুটি-নাটি অথচ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করাও সম্ভবপর তাই বেকারদের এসব কাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়। কণ্ডাক্টর, পি সি সি খুটি, ট্রেনস্ফরমার ও উভার হেডলাইনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম তৈরীর কিছু কিছু কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

Admitted Starred Question NO. 257

By :- Shri Kali Kumar DebBarma,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Depertment be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) রেভিনিউ মৌজাগুলি পূর্নগঠন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;
(২) যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত রেভিনিউ মৌজারগুলি পূর্নগঠন কাজ শুরু হবে?

উত্তর

(১) আপাতত এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 262.

By:- Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ কত?
২। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কি ধরনের সরকারী সাহায্য দেয়া হয়েছে?

৩। ইহা কি সত্য যে, তৈদুর—ছৈছনং গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে কোন সাহায্য দেয়া হয়নি ?

৪। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ৫০০৫ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাড়ীঘর সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছে ২০০টি এবং আংশিক ক্ষতি হইয়াছে ১৯১০টি, ৫৯ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। একজন লোক ও ২টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে।

২। ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমন প্রতি পরিবারকে ১০০ হইতে ৩০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। গবাদি পশুর জন্য ৫০ হইতে ২০০ টাকা, লোক মারা গিঁয়াছে এই সব ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা এবং প্রতি কৃষক পরিবারকে বীজ খরিদ করার জন্য ৫০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 264

By—Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিগত আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩) এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরের ১৫ই জুন ৮৩ পর্য্যন্ত কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র সমূহ মারফৎ কতজন বেকারের কর্মসংস্থান করা হয়েছে ,

২। রেজেষ্ট্রিকৃত বেকারদের নাম বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানোর পদ্ধতি কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিগত আর্থিক বৎসরে এবং বৎসরে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের ১৫ই জুন পর্য্যন্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র সমূহ মারফৎ মোট ২,৫৮৭ জন বেকারের কর্মসংস্থান করা হইয়াছে।

২। নিয়োগকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রেরিত বিজ্ঞাপ্তিতে (Notification এ) উল্লিখিত শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা (যথা টাইপ, শারীরিক যোগ্যতা ইত্যাদি) অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারগণের প্রাচীনত্বের (Seniority) ভিত্তিতে নাম পাঠানো হয়।

Admitted Starred Question No.—282.

By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ; এবং

(খ) মৎস্য উৎপাদন কারিদের জন্য কি কি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

উত্তর

১। (ক) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার যে সব উদ্যোগ নিয়েছেন তা হল :—

(১) মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচীকে জোরদার করা এবং মৎস্য চাষের ও মৎস্য ধরার প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সরবরাহ করা।

(২) মৎস্য চাষের জন্য জলাভূমির দ্রুত প্রসারের জন্য ক্ষুদ্র বাঁধের সাহায্যে আদি-বাসী অঞ্চলে খাস লুঙ্গা ভূমিতে নূতন জলাশয় নির্মাণ করে তাহা উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষের আওতায় আনা ;

(৩) পতিত জলাভূমির সংস্কারের জন্য মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ভর্তুকী সহ-কারে অর্থলগ্নী সংস্থা থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা।

(৪) অধিক ফলনশীল মাছের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা ও সেই সংগে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে মাছের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে মৎস্যচাষীদের উৎসাহীত করা।

(৫) সমবায় সমিতির মাধ্যমে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ভুক্ত সদস্যদের সংগঠিত করে তাদের উন্নতি বিধান কল্পে নির্দ্দিষ্ট হারে খাস জলাশয় দীর্ঘ মেয়াদী শর্ত্তে ইজারা দিয়ে ও আর্থিক অনুদান সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষে উৎসাহিত করা।

(৬) গোমতী জলাধর হইতে অধিক পরিমাণে মাছ ধরা সুনিশ্চিত করার জন্য মৎস্য-জীবী সমবায় সমিতির মাছ ধরার কাজে পটু সদস্যদের লাইসেন্স দেওয়া এবং মাছ ধরার মজুরী প্রদান ;

(৭) মস্য চাষের অনুপযোগী ডোবা জাতীয় জলাশয়ে সরাসরি এবং অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচা ব্যবহার করে জিওল মাছের চাষ প্রবর্ত্তন করে অধিক উৎপাদন ও বৎসরের দুইটি ফসল পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

১। (খ) মৎস্য উৎপাদনকারীদের যে সব সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তা এইরূপ :—

(১) মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থা এবং জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে অনাবাদী জলাশয়ের সংস্কার করে উন্নত প্রথায় মাছ-চাষের আওতায় আনার জন্য শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ ভর্ত্তুকী সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের ব্যবস্থা।

(২) বিভাগীয় কুশলী এবং মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থার দ্বারা উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ।

(৩) কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে মাছের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষন।

(৪) ন্যায্য মূল্যে চাষোপযোগী মাছের বীজ সরবরাহ।

(৫) সকল প্রকার মৎস্য চাষীদের অবগতির জন্য বিভিন্ন গাঁও সভার প্রদর্শনী পুকুরের সার ও বীজের সরবরাহ করে সর্বাধিক ফলনশীল মিশ্র মৎস্য চাষের প্রবর্ত্তন।

STARRED QUESTION

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 292

By:—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। অম্পি তৈদুব ডিসপেনসারীর ঘরটি মেবামত কবা হয়েছে কি,

২। না হইলে তার কারন ?

প্রশ্ন

১। তৈদু ডিসপেনসারীর ঘরটি মেরামত করার জন্য পূর্ত্তদপ্তরকে ১৭,৩০০ টাকা অনুমোদন করা হইয়াছে এবং মেরামতের কাজ শুরু হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 299

By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নলছড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র করার কোন পবিকল্পনা সবকাবের আছে কিনা,

২। যদি বর্ত্তমানে না থাকে তবে কবে নাগাদ একপ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

প্রশ্ন

১। নলছড়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 305

By—Shri Rabindra Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—:

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৩ ইং সনের ৩১ শে মে পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা কত ;

২। এই অনাহার মৃত্যু প্রতিরোধ কল্পে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন ?

১। ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৩ইং সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে এক জনেরও অনাহারে মৃত্যু হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 306

By—Shri Buddhu Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত প্রমোদনগর রেভিনিউ মৌজা নিবাসী শ্রীপ্রেম চন্দ্র দেববর্মা, পিতামৃত বর্দ্ধমান দেববর্মা এবং শ্রীপ্রফুল্ল দেববর্মা পিতামৃত থাংরোয় দেববর্মা অউপজাতি কতক বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি বিগত ১৯৭৫/৭৬ সনে ফেরৎ দেওয়ার আদেশ হওয়া সত্বেও (কেইস নং যথাক্রমে ৩৯২/৭৬ এবং ৫২৬/৭৬) তাহারা অদ্যবধি জমি ভোগ দখল করিতে পারিতেছে না।

২। সত্য হলে তার কারণ।

উত্তর

১। ৩৯২/৭৬ ইং কেইস এ প্রেম চন্দ্র দেববর্মা বরাবরে আদেশ হয়েছিল, কিন্তু ৫২৬/৭৬নং প্রফুল্ল দেববর্মার নামে নয় এবং ইহা খারিচ হইয়া যায়।

২। দুর্ভাগ্য বশতঃ কালেকটর অফিস হইতে S. D. O. অফিসে হস্তান্তরের সময় ৩৯২/৭৬ নথিটি অন্যান্য খারিচ নথির সঙ্গে মিলিয়া যায়। বর্তমানে এই কেইসটি বাহির করিয়া মহকুমা শাসককে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।.

Admitted Started Question No. 313 by Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of Local Self Government Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর উন্নয়ণে কি কি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর উন্নয়নে যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ—

আগরতলা শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আগরতলা পৌরসভা কর্তৃক নিম্নলিখিত পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে যেমন ঃ—

১। শহরের রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও সংস্কার।

২। বাজারের সংস্কার সাধন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, দোকানঘর নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ এবং শৌচাগার প্রভৃতি নির্মাণ।

৩। পথিপার্শ্বে নর্দমা ও সংস্কার।

৪। শহরের বৈদ্যুতিকরণ এবং রাস্তায় উচ্চমানের আলোর ব্যবস্থা করা।

৫। বৃহত্তর এলাকায় পানীর জল সরবরাহ।

৬। বস্তি উন্নয়ন।

৭। শ্মশান ঘাট ও কবরখলা উন্নয়ন,

৮। হরিজন কর্মীদের জন্য আবাসগৃহ নির্মণা,

৯। বেকারদের স্বনির্ভর প্রকল্পের অন্তর্গত দোকানঘর নির্মাণ,

১০। শহরের ৭৮৭টি সার্ভিস লেট্রিনকে স্যানিটারী লেট্রিনে রূপান্তরিত করার জন্য ঋণ দান এবং কাঁচা পায়খানাকে সুলভ পিট লেট্রিনে রূপান্তরিত করার জন্য ঋণ দান,

১১। বাসষ্ট্যাণ্ড এবং রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ,

১২। শহরের সৌন্দর্য্য বিধানের নির্মিত্ত পার্ক নির্মাণ ও সংস্কার,

১৩। অনাথ শিশুভবন নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা,

১৪। টাউন হল নির্মাণ এবং মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা,

১৫। শহরের নিচু জায়গায় মাটি ভরাট করিয়া বাসপোযোগী করা এবং মশা দুরীকরণের ব্যবস্থা করা,

আগরতলা শহর ব্যতীত রাজ্যের কী নয়টি মহকুমার শহরের উন্নয়নের জন্য বহুমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সীমিত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের সরবরাহ রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিকরণ, খেলার মাঠ উন্নয়ন, স্নানের ঘাট নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, হকার্সকর্ণার ও সুপার মার্কেট নির্মাণ, শ্মশানঘাট ও কবরখলা নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, মোটর ষ্ট্যাণ্ড রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড এবং টাউন হল নির্মাণ, নর্দমা নির্মাণ ও উন্নয়ন, স্বনির্ভর কর্মসূচী ও বিকলাঙ্গদের জন্য দোকান ঘর এবং চর্মকারদের জন্য দোকান ঘর নির্মাণ সহ বহুমূখী কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং রূপায়িত হইতেছে।

ইহা ছাড়া কেন্দ্রিয় পরিকল্পনার অন্তর্গত মাঝারি ও ছোট শহর উন্নয়ন প্রকল্পে উদয়পুর শহর উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপায়িত হইতেছে।

উক্ত কেন্দ্রিয় পরিকল্পনায় ধর্মনগর শহরের উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ চাহিয়া কেন্দ্রিয় সরকারের সহিত আলাপ্ আলোচনা চলিতেছে।

এতদব্যতীত কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া এবং মেলাঘরকে নটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণাক্রমে সমস্ত নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No : 315

By— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য নোয়াবাড়ী পি. এইচ. সি.কে ১০টি শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে এবং হাসপাতালের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

২। স্থান নির্ধারন হয়ে থাকিলে তাহা কোথায় এবং উক্ত হাসপাতালটি নির্মান কার্য্য কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। নোয়াবাড়ী পি. এইস. সি. নামে স্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্গত কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

Admitted Starred Question No. 317

By—Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। বিগত ১৯৮০ ইং সনে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৮৭ ধারায় ভূমি পুনরুদ্ধার হইয়াছে এই সমস্ত পরিবারকে (ভূমিহীন হওয়া সত্ত্বেও) আর্থিক সাহায্য না দিয়ে ১৯৮২ইং সনের শেষভাগে পুনরুদ্ধার হইয়াছে এমন পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি ?

২। যদি হয়ে থাকে তাহলে এরূপ বৈষম্যের কারণ কি ?

৩। অনতি বিলম্বে পুনরুদ্ধার হইয়াছে এমন পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১। ও ২। প্রশ্নে সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য না থাকায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। জমি পুনরুদ্ধারের ফলে যাহারা ভূমিহীন হন যদি তাহাদের জীবিকার অন্য উপায় না থাকে তবে আর্থিক সংগতি অনুযায়ী এ সাহায্য দেওয়া হয়।

৩। সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য দিলে তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 325

By—Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বিগত ১৯৭৭ইং সন থেকে ১৯৮৩ সনের ৩১শে মে পর্যন্ত তারানগর মৌজায় কৃষি ভিত্তিক পরিবার পিছু ২.২০ একর এবং ব্যবসায় ভিত্তিক পরিবার পিছু ০'২০ শতক করে ভূমি বন্দোবস্ত কতগুলি পরিবারকে দেয়া হইয়াছে ,

উত্তর

১। ১৯৭৭ইং সনে ১০টি পরিবারকে (প্রতি পরিবার পিছু) এক একর হিসাবে কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। ১৯৮০ ইং সনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫টি পরিবারকে ০'১০ একর হিসাবে বাস্তুভূমি দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ঐ মৌজায় বুঝারত কার্য্য চলিতেছে। বুঝারত কার্য্য সম্পন্ন হইলে সমগ্র মৌজায় এলটমেন্টের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

Admitted Starsed Question No. 326.

By—Dhirendra Deb Nath,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় ৫৬ জন সেটেলমেন্টের পেশকার ফিল্ডে থাকিয়া যাবতীয় কাজ করা সত্ত্বেও তাহারা কোনও ফিল্ড এলাউন্স পায় না অথচ অন্যান্য স্টাফ আগরতলায় হেড অফিসে থাকিয়াও ফিল্ড এলাউন্স পায়;

২) সত্য হইলে এ ৫৬ জন পেশকারকে ফিল্ড এলাউন্স দেওয়া হইবে কিনা,

৩) যদি দেওয়া হয় তবে কবে পর্য্যন্ত তাহা দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়;

৪) ইহা কি সত্য পেশকারদের পে-স্কেল রিভিশন হয়নি এবং

৫) সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১) পেশকারদের কোন ফিল্ড এলাউন্স দেওয়া হয় না কারন তাহাদের ফিল্ডে কোন কাজ করিতে হয়না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) ইহা সত্য নহে।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 328

By—Shri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to pleased to State :

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে (জুন ৮৩) রাজ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিলাতি মদের দোকানের সংখ্যা কত ;

২। এর মধ্যে গত আর্থিক বছরে (১৯৮১-১৯৮২) অনুমোদিত দোকানের সখ্যা কত ?

উত্তর

১। মোট ৩০টি।

২। মোট ৯টি।

Admitted Starred Question No. 347

By—Sayed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত পাঁচ বৎসরে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে কতজন রোগীর জন্য কত টাকার ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। বিগত ৫ বৎসরে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪,৭১,০০০ জন (আনুমানিক)। ইহার মধ্যে বহির্বিভাগের রোগীর সংখ্যা ৩,২৫,০০০ জন এবং অন্তর্বিভাগের রোগীর সংখ্যা ১,৪৬,০০০ জন।

আগরতলাস্থ জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতাল ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য সব হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ইত্যাদি ডাইরেকটরেইট হইতে কিনিয়া সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোরে মজুত করা হয় এবং প্রয়োজনমত এই সব কেন্দ্রগুলিকে সরবরাহ করা হয়। এরফলে কোন বিশেষ হাসপাতাল প্রভৃতিকে কতটাকার ঔষধ দেওয়া হয় তাহার কোন পৃথক তথ্য থাকেনা।

Admitted starred question No. 349

By—Shri Monoranjan Majumdar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লাউগাংএ একটি ডিসপেন্সারী স্থাপনের জন্য কোন স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে কি ?

২। হইলে উক্তস্থানে ডিসপেন্সারীর জন্য কোন ঘর তৈরী করা হইয়াছে কি ?

৩। হইয়া থাকিলে ডিসপেন্সারীর কাজ শুরু হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মহকুমার বগাফা ব্লকের অন্তর্গত রাধাকিশোরগঞ্জে (লাউগাং) ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে একটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে।

২। নির্মাণ কার্য্যের জন্য প্রাথমিক প্লেন এবং ইষ্টিমেটের জন্য পূর্তদপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 351

By—Shri Mono Ranjan Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে, বিলোনীয়া বিভাগে এখনও ওয়াকফ্ কমিটি গঠিত হয় নাই।

২। সত্য হইলে তথায় ওয়াকফ্ কমিটি গঠন করার ব্যাপারে সরকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। এই কমিটি গঠন করার দায়িত্ব ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ডের এবং সরকার কর্তৃক এই কমিটি গঠিত হইবে না।

Admitted starred question No. 358

By—Shri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার মনু উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের জন্য আরও সিট বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র নয়) কোন শয্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। পরিকল্পনা কমিশন কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর অনুমোদন করে নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION. NO 360

By—Shri Diba Ch. Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenuo Department be pleased to State.

১) বিগত মে মাসের বন্যায় ক্ষতি গ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সারা রাজ্যের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং

২) এই অর্থ রাজ্যের কোন ব্লকে কত টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ দেওয়ার বিধান নাই। তবে বন্যা পীড়িতদের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। গত এপ্রিল-মে মাসের বন্যা/ঝড়/শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জন সাধারণকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত মোট ২৫,৩৯,৬৫০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২) ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

পশ্চিম ত্রিপুরা—

১) মেলাঘড়—	৭০,০০০ টাকা—
২) মোহনপুর—	১৫,০০০ টাকা—
৩) বিশালগড়—	৩৫,০০০ টাকা—
৪) জিরানীয়া—	২০,০০০ টাকা—
৫) খোয়াই—	২০,০০০ টাকা—
৬) তেলিয়ামুড়া—	৩৫,০০০ টাকা—
৭) সদর—	৫,০০০ টাকা—
	২,০০,০০০ টাকা—

দক্ষিণ ত্রিপুরা—

১) মাতাবাড়ী— ৫,২৫,০০০ টাকা—
২) বগাফা— ৫৯,০৫০৲ "
৩) রাজনগর— ১,০০,০০০৲ "
৪) সাঁতচাঁদ— ৪৯,৫০০৲ "
৫) অমরপুর— ১,০০,০৬৪৲ "
৬) ডম্বুর নগর— ৬৬,১৫০৲ "
৮,৯৯,৬৬৪৲ টাকা।

উত্তর ত্রিপুরা—

১) কুমারঘাট— ২,৫০,০০০৲ টাকা—
২) পানিসাগর— ৫০,০০০৲ "
৩) ছামনু— ৭০,০০০৲ "
৪) সালেমা— ২৩,০০০৲ "
৩,৯৩,০০০৲ টাকা।

Admitted Starred Question No. 369

By—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of ths Labour and Employment Department be pleased to state :

Question

1. Number of registered unemployed youths of Scheduled Castes community till 31st March, 1983 who passed the Mathyamik level or other higher examination ;
2. No. of such unemployed persons who passed the above mentioned examinations on or before 1974 ;
3. Will the Govt. provide them with employment on special consideration ?

Answer

1. Total 2,958 persons.
2. Total 442 persons.

3. Government hnve reserved 13% posts for the Scheduled Caste communities. Scheduled Caste unemployeds are being absorbed and will be absorbed according to their individual qualification and according to availability of vacancies.

Admitted Starred Questton No. 371

By—Shri Mono Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state ;

প্রশ্ন

১। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সময়ের যে সমস্ত এসটেড্‌ জমি হস্তান্তরিত হইয়া দীর্ঘ ১৫।২০ বৎসর যাবত অন্যের দখলে আছে অথচ অদ্যাপি জোত সাবস্ত হয় নাই সেই সমস্ত জমি দখলকারীদের জোত সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া হইবে কি?

উত্তর

১। এই সম্পর্কে আইন অনুযায়ী দরখাস্ত করা হইলে প্রত্যেকটি দরখাস্ত আইন মাফিক বিচার করিয়া রেভিনিউ কোর্ট সিদ্ধান্ত নিবেন।

Admitted Starred Question No. 473

By— Smti Gita Choudhury.

Will the HIn'ble Minister-in-eharge of thd Labour and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কোন দপ্তরে কতজন বেকারকে কর্মনিয়োগপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার হিসাব,

২। আলোচ্য বৎসরে কতজন বেকারকে কর্মনিয়োগপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE "—B"

Admitted Un-Starred Question No. 48

By—Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৮২ ইং সাল এবং বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসের বন্যায় (বৎসর ভিত্তিক) কৈলাসহর বিভাগে সরকারের দেওয়া ত্রাণ সাহায্যের পরিমাণ কত এবং বন্যায় কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ১৯৮২ ইং সালের বন্যায় মোট ৫,৯৭,১৫৭'০৭ পয়সা কৃত্তিতে সাহায্য বাবৎ ব্যয় করা হইয়াছে। ঐ সালে কৃষকদের শস্য হানীর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১,৯৯,০০,০০০ টাকা।

১৯৮৩ ইং সালের এপ্রিল-মে মাসের বন্যায় কৈলাসহর মহকুমার কৃষকদের ফসলের ক্ষতির পরিমাণ মোট ৮৮,৯৪,০০০ টাকা। কৈলাসহর মহকুমায় ত্রাণকার্য্যে টাঃ ৭৬,২০৩'৯০ পয়সা খরচ হইয়াছে।

Admitted Un-starred Question No. 5

By—Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১। বিগত ৫ বছরে বন বিভাগ রিজার্ভ ফরেস্টের গাছ বিক্রি করে কত টাকা মাশুল পেয়েছেন (ফরেস্ট ডিভিশনের নাম ও টাকার পরিমাণ আলাদাভাবে)

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ গাছ রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে চুরি হয়েছে এবং বাংলাদেশে পাচার হয়েছে ?

উত্তর

১। গত ৫ বছরে গাছের মাশুল মোট ৩৯০'৮৪ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বন বিভাগ ভিত্তিক জানুয়ারী ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্য্যন্ত গাছের মাশুলের হিসাব পৃথক পৃথকভাবে Annexure—'A' তে দেওয়া হইল।

২। বিগত ৫ বৎসরে বিভিন্ন জাতীয় মোট ২৭০৯'৫৪৫ ঘনমিটার কাঠ বিনা অনুমতিতে কর্তিত হইয়াছে ও পাচার হইয়াছে। বন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব Annexure—'B'তে দেওয়া হইল, বে-আইনীভাবে বাংলাদেশে গাছ বা কাঠ পাচারের কোন সঠিক তথ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

ANNEXURE—'A'

১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ মার্চ পর্য্যন্ত কাঠের মাশুল।

ফরেষ্ট ডিভিশনের নাম।	জানুয়ারী ১৯৭৮ হইতে মার্চ ১৯৭৮	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	মোট
তেলিয়ামুড়া।	১,৮৯,৫৭৩.৮৩	৫,২১,৫০৩.৯০	৪,৭৭,২৪৯.৭৩	২,৮২'৩২৬.৩৫	৯,৩০,৭০৪.৫৬	৪,০২,৪৯৫.৭৩	২৭.৯৩.৮৫৪.০০
আমবাসা।	৯২,২০২.২০	৩,৩৫,৩৮৩.৫৬	৩,৮৫,৯৮৫.৪৬	৬,৪৮,৯৮১.২৫	৪,৪৫,৯৮২.১৪	৩,৬১,১৬৯.৪৩	২২,৬৮,০৯৪.০৪
মনু।	৬৫,৮৯২.২১	১,৭৬,২৭৩.৯৩	১,৮৯,৩৭৪.৫৭	১,৭০,৪৭৬.৭০	৩,৭৮,৬২০.১৬	৪,৫৮,৬০০.০০	১৪,৩৯,২৩৭.৩৭
কাঞ্চনপুর।	—	—	১,৯৩,৪২০.৩৯	২,৫৪,৯২৮.৫৮	৩,১৮,৮১৬.৩৬	৩,৪৪,২৭৪.২৭	১১,১১,৪৩৯.৬০
নর্থ (কৈলাসহর)	১,৩২,৯৪১.৩৫	৪,৬০,৪০২.৬৮	৩,৫৩,৭১৩.৯৯	৩,৬৮,১৭১.৮৬	৯,২০,৩৬২,৬১	৩,৬৫,৮১০.৬০	২৬,১১,৪৪৩.৯৮
সদর।	১,৯৮,০৩৬.৭৩	১১,৫৪,৭১৫.৯৭	৩,৫২,৮৮৪.৯৩	১,৫২,২৭১,৯৯	৪,৫৮,৭১৫.৯৮	১০,৪৬,৮৩৪.০৩	৩৩,৬৩,৫৩৯.৬৩
উদয়পুর।	৭,৯৩,৮৯৪.৯২	২৮,২০,২৪৭.৫৩	৫৪,৭৩,৫৯৭.৬৮	৩২,৫৩,৪০৮.১৫	৩৩,৭১,৩২২.৪০	৩৪,০৯,৪০৪.১৩	১,৯১,২১,৮৭৩.৭৮
সাউথ (বগাফা)	৯৫,৩৫৩.০৪	৪,৯৫,৩৫৭.৬৯	৬,১৩,৮৬৯.৯১	৭,৬৭,৪৫৬.০৪	১৮,১১,৮৫৪.৪২	১৩,৮৪,২৫০.৬৪	৫১,৬৮,১৪১.৬৫
গোমতী (যতনবাড়ী)	—	—	—	—	৬,৮১,৪৬৬.৫৪	৫,২৪,৩৭৫.৫৭	১২,০৫,৮৪২.১১
	১৫,৬৭,৯২৪.২৮	৫৯,৬৩,৯৬৫.১৬	৮০,৪০,৩৯৫.৬৬	৫৮,৮৭,২২০.৯২	৯৩,২৭,৮৪৫.১৭	৮৩,০৭,২১৪.১৭	৩,৯০,৮৪,২৫৫.৩৬

ANNEXURE "B"

বনবিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠ পাচাবের ঘনমিটার হিসাবে তথ্য
জানুয়ারী ১৯৭৮ হইতে মার্চ ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত

জানুয়ারী ১৯৭৮ হইতে মার্চ ১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত — ঘনমিটাব হিসাবে।

বনবিভাগের নাম	গামার	কড়ই	চামল	গর্জন	শাল	অন্যান্য	মোট
তেলিয়ামুড়া।	৩.৭৮৬	১৯.৪২২	০.৯০০	৯,৭৫০	—	৯.৫৬০	৪৩.৪১৩
আমবাসা।	১.২৫২	২.৩৪৯	০ ৪৪০	—	—	৬.৫০৬	১০.৫৪৭
মনু।	৩.৪৬০	—	—	—	—	—	৩.৪৬০
কাঞ্চনপুর।	—	—	—	—	—	—	—
নর্থ (কৈলাশহর)	—	—	—	—	—	১১.২০৭	১১.২০৭
সদর।	—	০.৩০০	—	—	—	—	০.৩০০
উদয়পুর।	—	২.০০০	—	১ ০০০	৩ ০০০	২ ০০০	৮.০০০
গোমতী।	—	—	—	—	—	—	—
সাউথ।	—	১৯.৩৭৬	১৫.৮৭৯	১০.৫৩৮	—	৭০ ০৭৪	১১৫.৮৬৭
	৮.৪৯৮	৪৩.৪৪৭	১৭.২১৯	২১.২৮৮	৩.০০০	৯৯.৩৪৭	১৯২.৭৯৯

১৯৭৮-৭৯

বনবিভাগের নাম	গামার	কড়ই	চামল	গর্জন	শাল	অন্যান্য	মোট
তেলিয়ামুড়া।	১৭.১৮৬	৩৬.০৪৮	—	—	—	১১.২৩৬	৬৪.৪৭০
আমবাসা।	১২.৯৯৭	০.০৮৯	৯.১৬৩	২.২৯০	০.৫২৭	১০.৬৬৬	৫৫.৭৩২
মনু।	৩৩.৪৯০	—	—	—	—	—	৩৩.৪৯০
কাঞ্চনপুর।	—	—	—	—	—	১০.৯০৩	১০.৯০৩
নর্থ (কৈলাশহর।)	—	—	—	—	—	৩৫.৭৩৪	৩৫.৭৩৪
সদর।	—	২৫.০০০	—	—	—	—	২৫.০০০
উদয়পুর।	২.০০০	১৫.০০০	১.০০০	৪.০০০	—	১৩.০০০	৩৫.০০০
গোমতী।	—	—	—	—	—	—	—
সাউথ।	—	২৯.৬৭৬	২৫.৬৭৯	১৫.৩১০	—	১৩৮.৪৭৭	২০৯.১৪২
	৬৫.৬৭৩	১২৫.৮১৩	৩৫.৮৪২	২১,৬০০	০.৫২৭	২২০.০১৬	৪৬৯.৪৭৯

১৯৭৯-৮০

বনবিভাগের নাম	গামার	কড়ই	চামল	গর্জন	শাল	অন্যান্য	মোট
তেলিয়ামুড়া।	১৬.১৫৫	১১.৯৮৩	৬.৩৫৫	৬.০০৯	০.৩১০	২০.৮৮৮	৬১.৬৮০
আমবাসা	২০.৮১১	৪৬.৪৬৮	১১.১৮৭	০.৭৫০	—	২৪.৯০৭	১০৪.১১৯
মনু।	—	৫৯.৮৫০	—	—	—	—	৫৯.৮৫০
কাঞ্চনপুর।	—	—	—	—	—	২৩.৯০০	২৩.৯০০
নর্থ।	—	—	—	—	—	১৫.৩৯৪	১৫.৩৯৪
সদর।	৩১.০০০	—	—	—	—	—	৩১.০০০
উদয়পুর।	৫.০00	১০.০০০	৫.০০০	১০.০০	২০.০০০	১০.০০০	৬০.০০০
গোমতী	—	—	—	—	—	—	—
সাউথ।	—	১৭.২১২	১০.৩১২	৭.১১০	—	১৩৫.৪২৭	১৭০.০৬১
	৭২.৯৬৬	১৪৫.৫০৯	৩২.৮৩৪	২৩.৮৬৯	২০.৩১০	২৩০.৫১৬	৫২৬.০০৪

১৯৮০-৮১

বনবিভাগের নাম	গামার	কড়ই	চামল	গর্জন	শাল	অন্যান্য	মোট
তেলিয়ামুড়া।	৫.২৯৬	২.৭৭২	২ ১১০	১:১৭৪	০.৬৪৬	১৭.৫৯৭	২৯.৫৯৫
আমবাসা।	৬.৫১৮	৯.৭৭৭	৬.০৫২	—	—	১৩.০৩৫	৩৫.৩৮২
মনু।	—	১৪.৪৬০	—	—	—	—	১৪.৪৬০
কাঞ্চনপুর	—	—	—	—	—	৪৭.৮০০	৪৭.৮০০
নর্থ।	—	—	—	—	—	৫৩.৮৫৭	৫৩.৮৫৭
সদর।	—	২৫.০০০	—	—	—	—	২৫.০০০
উদয়পুর।	২.০০০	৬.০০০	২.০০০	৫.০০০	১৬.০০০	৯.০০০	৪০.০০০
গোমতী।	—	—	—	—	—	—	—
সাউথ।	—	১৮.২৫৫	১৫.৪৩৩	৯.১০০	—	১০৮.২৩৭	১৫১.০২৫
	১৩.৮১৪	৭৬.২৬৪	২৫.৫৯৫	১৫.২৭৪	১৬.৬৪৬	২৪৯,৫২৬	৩৯৭.১১৯

১৯৮১-৮২

বনবিভাগের নাম	গামার	কড়ই	চাঁমল	গর্জন	শাল	অন্যান্য	মোট
তেলিয়ামুড়া	৯.৮৭৯	১০.১৯০	২.৮৬৫	৫.১৪২	০.৬৯৫	১৭.৯৯৯	৪৬.৭৭০
আমবাসা	৯.১৭৯	১২.৬৬১	৩.৩০০	১.৫৩৩	—	১৩.৬০৬	৪০.২৭৯
মনু	২১.৭৯০	—	—	—	—	—	২১.৭৯০
কাঞ্চনপুর	—	—	—	—	—	৩৫.৮৫০	৩৫.৮৫০
নর্থ	—	—	—	—	—	.১৪,৬৪১	১৪.৬৪১

বনবিভাগের নাম	গামার	কড়ই	চামল	গর্জন	শাল	অন্যান্য	মোট
সদর	—	২৪.০০০	—	—	—	—	২৪.০০০
উদয়পুর	২.০০০	৫.০০০	২.০০০	৩.০০০	১০.০০০	৮.০০০	৩০.০০০
গোমতী	২৩.৫৫০	৩৫.২৭০	—	—	—	৭৮.৬২০	১৩৭.৪৪০
সাউথ।	—	২০.৩৩৩	১৩.৫৩৫	১১.২১০	—	৯৯.২২৩	১৪৪.৩০১
	৬৬.৩৯৮	১০৭.৪৫৪	২১.৭০০	২০.৮৮৫	১০.৬৯৫	২৬৭.৯৩৯	৪৯৫.০৭১
			১৯৮১-৮৩				
তেলিয়ামুড়া	১২.৯১১	১৩.৫৮২	২.১১৫	৭.৭৬৩	—	১২,১২৫	৪৮.৪৯৬
আমবাসা	৩০.১৫১	২৬.৮০১	৯.২১৩	০.৮৩১	—	৬৬.৯৯৬	১৩৩.৯৯২
মনু	—	১০.৭৫০	—	—	—	—	১০.৭৫০
কাঞ্চন পুর	—	—	—	—	—	১৭৯.৩০০	১৭৯.৩০০
নর্থ	—	—	—	—	—	১৬,৪০৭	১৬.৪০৭
সদর	২,০০০	—	—	—	—	—	২০.০০০
উদয়পুর	২.০০০	৭.০০০	—	২.০০০	১৫.০০০	৯.০০০	৩৫.০০০
গোমতী	৪.০৭০	—	—	—	—	৪.৭১০	৮.৭৬০
সাউথ	—	৩১.০৫০	১৮.৩৩৫	১৫.০৩৬	—	১১১.৯৫৫	১৭৬.৩৭৬
	৬৯.১১২	৮৯.০১৮৩	২৯.৬৩৬	২৫.৬৬৩	১৫.০০০	৪০০.৪৯৩	৬২৯.০৮১
মোট—	২৯৬.৪৬১	৫৮৭.৬৭০	১৬২.৮৫৩	১২৮.৫৪৬	৬৬.১৭৮	১৪৬৭.৭০৭	২৭০৯.৫৪৫

ঘন মিটার

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, Tripura on 21st July, 1983, Thursday, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers, the Dy. Speaker and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

Mr. Speaker :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—কোয়শ্চোন নাম্বার ১১০।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রী অনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ফ্যাক্টরীগুলিতে গড়ে প্রতিমাসে কত দিয়াশলাই উৎপাদিত হয় ;

২। মোট কত জন শ্রমিক কর্ম্মচারী এতে নিযুক্ত রয়েছে ;

৩। ফ্যাক্টরীটি লাভ জনক কি ?

৪। যদি লাভ জনক হয় তাহলে এর সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ১৫৬ গ্রোস্।

২। ১০৫ জন।

৩। ফ্যাক্টরীগুলি এখন পর্য্যন্ত লাভজনক স্তরে পৌছতে পারে নাই। তবে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা আছে।

৪। আছে।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে জানতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী আছে ?

শ্রী অনিল সরকার :—এখন পর্য্যন্ত ৫টি আছে।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ৫টি কেন্দ্রের কথা বলেছেন তার মধ্যে বডজলা ও উদয়পুর কেন্দ্রটি ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাস থেকে বন্ধ হয়ে আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর জন্য রমেটেরিয়েলস্ বাইরে থেকে আনতে হয়। সে জন্য অনেক সময় র-মেটেরিয়েলসের অভাবে কিছু কিছু সময় ফ্যাক্টরীগুলি বন্ধ থাকে।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার :—কুমার ঘাটের ম্যাচ ফ্যাক্টরী বন্ধ আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, কেন বন্ধ হয়েছে এবং কবে নাগাদ খুলবে ?

শ্রী অনিল সরকার :—ভিন্ন ভাবে এই প্রশ্নটি করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এখানে ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীগুলির উন্নতি হচ্ছে না তার জন্য অন্যতম কারণ হচ্ছে, এখানে স্ট্যান্ডার্ড ম্যাচ তৈরী হয় না এবং কোয়ালিটির দিক দিয়েও ভাল না, তা সত্য কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—এটা হাতে তৈরী ম্যাচ। এটা ম্যাকানাইজড্ ম্যাচ নয়। কাজে কাজেই কোয়ালিটির দিক দিয়ে হের ফের থাকবেই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—এই ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীগুলি কি খাদি কমিশনের দ্বারা পরিচালিত ?

শ্রীঅনিল সরকার :— হ্যাঁ, খাদি কমিশন দ্বারা পরিচালিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, এখনও লাভজনক স্তরে আসে নি। তাহলে ক্ষতি কত হচ্ছে তা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাভ ক্ষতির হিসাবটা ভিন্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে। এই তথ্য বর্ত্তমানে আমার কাছে নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, লাভজনক স্তরে পেঁছয়নি।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কাঁচা মালের অভাবে মাঝে মাঝে ফ্যাকটরীগুলি বন্ধ থাকে। কিন্তু বডজলার ও উদয়পুরের দিয়াশলাই ফ্যাকটরীটি ১৯৮২ সালের অকটোবরে বন্ধ হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, কেন এই র-মেটিরিয়েলস্ এখনও সংগ্রহ করতে পারা যায় নাই ?

শ্রীঅনিল সরকার :—সেখানে কতগুলি আইনগত ব্যাপার আছে। সে দিক থেকে টাকাটা দিল না, তা বড জিনিস নয়, বড জিনিস হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় এটাই হচ্ছে বড়।

Maharani Bibhu Kumari Devi :—How many number of factories and how many number of the temporary and parmanent workers you have ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এইখানে ৫টা ফ্যাকটরী আছে আমি আগেই বলেছি। এর মধ্যে স্টাফ টাফ কিছু নেই। তবে কিছু স্থায়ী আছে এবং কিছু অস্থায়ী আছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :—ফ্যাকটরীর শ্রমিকরা কি রকম মজুরী পেয়ে থাকেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :—তারা পিস্ রেটে কাজ করে। এবং একটি দিয়াশলাই তৈরী করতে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হয়। কেহ বাক্স তৈরী করেন, কেহ লেভেলিং করেন, কেহ কাঠি তৈরী করেন আবার কেহ বারুদ লাগান। সব কিছু মিলিয়ে এক গ্রোস দিয়াশলাই তৈরী হতে খরচ পড়ে ১ টাকা ১১ পয়সার মত। সেখানে কোন নির্দ্ধারিত মজুরী নেই। কাজের এফেসিয়েন্সির উপরই মজুরী পেয়ে থাকে। গত মাসে সর্বোচ্চ উঠেছিল ১৭৫ টাকা। সবাই পায় নি। কম বেশী আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ—যেসমস্ত ফ্যাকটরীগুলি বন্ধ হয়ে আছে সেই সব ফ্যাকটরীর কর্মচারীরা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে?

শ্রীঅনিল সরকার :—এর মধ্যে পড়ে না। ভিন্ন প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই যে ফ্যাকটরীর মজুরী দেওয়া হয়, তা কি খাদি কমিশন নির্দ্ধারণ করেন না কি রাজ্য সরকার করে দিয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :—খাদি কমিশনের প্যাটার্নে ঠিক হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই যে মজুরীর হার, তা সারা ভারতবর্ষের নিম্নতম মজুরীর হারের চেয়ে অনেক কম তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—আমরা খাদি কমিশনের কাছে এ নিয়ে অনেক আবেদন করেছি। এটা ঠিক এই মজুরী খুবই কম। তবে এটাও ঠিক, এটা মজুরী নয় পিস্ রেট। তবে এই মজুরী বৃদ্ধির জন্য আমরা যে আবেদন জানিয়েছিলাম তার কোন রেসপন্স এখনও পাচ্ছি না। তবে সারা ভারতবর্ষে একই রেট চালু আছে।

Maharani Bibhu Kumari Debi :—What is the basis of determining efficiency of the labourers ?

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, this is not supplementary.

Maharani Bibhu Kumari Debi :—This is connected with the main question. What is the basis of detarmining efficiency of the labourers.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা হাতে তৈরী করা দিয়াশলাই। সেই জন্য পিস রেটে কাজ করা হয়। কাজেই যে যত বেশী কাজ করতে পারবে তার উপর তার দক্ষতা নির্ভর করবে। এই অর্থেই দক্ষতার কথা বলা হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বাইরের ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির সঙ্গে কম্পিটিশান করে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি পারছে না এই জন্যই লোকসান পর্য্যায়ে চলছে, তা সত্যি কিনা? এবং যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এর জন্য কি কি ব্যবস্থা সরকারী তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন তা ঠিকই। বাইরের মেকানাইজ্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রির সঙ্গে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি কম্পিটিশনে পারছে না। সে জন্য আমরা

সেলস্ ট্যাক্স তুলে নিয়েছি এবং এতে কিছুটা ইমপ্রুভ হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দোকান এবং কো-অপারেটিভ ষ্টোরে আরো বাড়িয়ে দিতে পারি কিনা, তার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে, উদয়পুরে, কুমারঘাটে ও বড়জলাতে এই তিনটি কেন্দ্রে উৎপাদিত দিয়েশলাই কাঠি ও বাক্স, সব মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার জিনিষ নষ্ট হতে চলেছে? যদি সত্য হয় তাহলে এর কারন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, ডিটেলস তথ্য আমার কাছে নেই। তবে কুমারঘাট ও অন্যান্য জায়গাতে ম্যাচ্ প্রডাকশান আছে সেটার পরিমান খুব বেশী নয়। আগরতলা শহরে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মত ম্যাচ আমাদের ষ্টকে আছে। আমরা চেষ্টা করছি বাইরের বাজারগুলিতে এটা সেল করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ম্যাচ ফেকটরীগুলিতে লোকসান চলছে। সেই সমস্ত ম্যাচ ফেকটরীগুলির হিসাব নিকাশের উপর কোন অডিট করা হয়েছে কিনা, যদি করা হয়ে থাকে তাহলে অডিট রিপোর্টে কি আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস, শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৭২ স্যার।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ১৭২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে ৬টি গাঁওসভার পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে,

২) সত্য হলে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি,

৩) এ পর্য্যন্ত মোট কয়টি পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল?

উত্তর

১) পাঁচটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ এখনো প্রমানিত হয় নাই। মাত্র ১টি ক্ষেত্রে অভিযোগ এখন পর্য্যন্ত প্রমানিত হয়েছে।

২) হাঁ, আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩) এ পর্য্যন্ত মোট ৫৯ জন প্রধানের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে একটি গাঁওসভার পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। সেই গাঁওসভার নাম কি এবং প্রধানের নাম কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—স্যার, সেই গাঁও সভার নাম হচ্ছে রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত রাঙ্গামুড়া গাঁও সভা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে গাঁও-সভার পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে, তিনি কি দুর্নীতি করেছিলেন ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—তিনি ক্ষমতা অপব্যবহার করেন, রীতিমত হিসাব রক্ষা করেন নি, গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং করেন নি। এই সমস্ত কারণে তাকে আমরা দোষী বলে সাব্যস্ত করেছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে একজন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, তিনি কি সি. পি. আই (এম) দলভুক্ত ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— উক্ত গাঁও প্রধান কংগ্রেস (আই) দলভুক্ত।

শ্রীজত্তহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ৬জন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তারা কোন কোন মহকুমার, কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত এবং তাদের নাম কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— ১) শ্রীহরিহর দত্ত ২) শ্রীকুমুদ বিহারী দাস কংগ্রেস (আই), বুরাখা গাঁও সভা, জিরানীয়া ব্লক ৩) অদ্রীয় মরশুম (টি. ইউ. জে. এস) তুইশলা গাঁওসভা আমরপুর ৪) অভয় চরণ দেববর্মা (সি, পি, আই, এম) দীর্ঘদিন হয় তিনি মারা যান উপপ্রধান এখন কাজ চালাচ্ছেন, গোলক পুর গাঁওসভা, কমলপুর ব্লক ৫) আরব খান টিলাপুর গাঁও সভা, কুমারঘাট ব্লক। তিনি সি, পি, আই, (এম) এ ছিলেন, তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। ৬) কিরণ শংকর চৌধুরী, তুইজলং গাঁওসভা, মেলাঘর ব্লক। উনি কোন দলভুক্ত আমি এখন বলতে পারছি না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, ওরা সি. পি, আই (এম) গাঁও প্রধান ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেস (আই) এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করাতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এটা কি ঠিক ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— সি. পি. আই (এম) কোন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। পার্টির কাছে যখন দুর্নীতি প্রমানিত হয়েছে, তখন পার্টি তাদেরকে দল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ৫৯ জন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে কতটি ক্ষেত্রে তদন্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত রিপোর্ট কি পাওয়া গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— স্যার, ৪৫ জন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছি, প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তদন্ত কার্য্য শেষ হলে পরে তাদের নাম প্রকাশ করা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দুর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত হলে প্রচলিত আইনে কি কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে এবং দুর্নীতিগ্রস্থদের এই আইনে শাস্তি দেওয়া সম্ভব কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—স্যার, দুর্নীতির সংগে যুক্ত বলে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে আমরা একটা কৈফিয়ৎ তলব করি যে, সে প্রকৃতই দোষী কিনা। দ্বিতীয়তঃ তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরে, আমরা অফিসারদের মাধ্যমে তদন্ত করি কনফার্ম হওয়ার জন্য এই দুইটা রিপোর্ট পাওয়া গেলে আমরা চিন্তা করি কি ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নেওয়া যায়। হয়তো সাময়িকের জন্য তাকে সাসপেনশান করে রাখতে পারি কি আরও পরীক্ষা নীরিক্ষা করে চুরান্ত ভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি, আমাদের মোহনপুর ব্লকে কালাছড়ার প্রধান অখিল দেবনাথ গত সাত মাসে এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, পির কাজে যে টাকা নিয়েছিলেন সেই কাজের দ্বিতীয় ওয়ার্ক থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে এবং নোয়াগাঁও গাঁও সভার প্রধান শ্রীমনোরঞ্জন দেবনাথ মহোদয় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—সেপারেট প্রশ্ন করলে তার জবাব দেব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, রাঙ্গামুড়ার প্রধান কংগ্রেস (আই)এর বলে উনি বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি উনি যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তখন কি কংগ্রেস (আই)এর সিমবল নিয়ে দাড়িয়েছিলেন ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—এটা সাপ্লিমেণ্টারী হয় না। তবু বলছি কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হয়ে স্বনামে কোন গাঁও সভায় দাডানোর সাহস ছিল না কাজেই কংগ্রেস বলে কোন সদস্য দাডান নি, এটা বাস্তব সত্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—পয়েণ্ট অফ অর্ডার স্যার, আমরা সিমবল নিয়ে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছি।

মিঃ স্পীকার :—পয়েণ্ট অফ অর্ডারে এটা আসছে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় বিধায়ক যে প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলেন সেটা ক্লিয়ার হয় নি তাই আমি আবার জানতে চাচ্ছি। প্রচলিত আইন এবং পঞ্চায়েত আইন অনুসারে একজন ডিফলটার প্রধান কি কি শাস্তি পেতে পাবেন বা কি কি শাস্তি দেওয়া হয় ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—স্যার, শাস্তির বিষয়ে তো আমি আগেই বলেছি। শাস্তি বিভিন্ন ধরনের আছে কত টাকা তছরূপ করেছে, এই আইন মানছে কিনা এবং আইনের যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন আছে সেই অনুপাতে শাস্তি দেওয়া হয়। একজন ১০ টাকা খরচ করে এডজাষ্টমেণ্ট দিতে পারছে না তার জন্য আমি তাকে রিমুভ করবো না, এটা তো হতে পারে না। কাজেই এই ধরণের বড এবং ছোট অপরাধ যারা করে তার শাস্তি কেটাগরিক্যালি হয়ে থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি বলেছেন যিনি অভিযুক্ত হয়েছে, রাধানগর, রাঙ্গামুড়া, রাজনগর এই তিনটি গাঁও সভার কথা বলেছেন। পারটিকুলারলি তিনি কোন গাঁও সভার প্রধান।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—স্যার, রাজনগর ব্লকের রাঙ্গামুড়া গ"াও সভার প্রধান শ্রীহরিহর দত্ত।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৯।

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮১ইং সনে এবং ১৯৮২ইং সনে শারদীয় দুর্গাপূজার সময় কাজ করে কাঞ্চনপুর ব্লকের দামছড়া গ"াও সভার শ্রমিকরা আজ পর্য্যন্ত তাদের প্রাপ্য মজুরী বা কাপড় পান নি,

২। সত্য হলে এই ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি, এবং

৩। ঐ ধরনের ঘটনা ঐ ব্লকে আর কোথাও ঘটেছে কি ?

উত্তর

উপরোক্ত ১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বান ৩৪৩।

শ্রীঅনিল সরকার—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৩।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি পুনিরাম ঠাকুর পাড়ার বয়ন শিল্প কেন্দ্রটি কোন সনে স্থাপিত হয়েছিল,

২। বর্তমানে কেন্দ্রটি কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি পুনিরাম ঠাকুর পাড়ায় শিল্প বিভাগের বয়ন শিল্পের কোন কেন্দ্র নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫০

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান মাম্বার ৩৫০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া বগাফা ব্লকের অন্তর্গত লাউগাং গ"াওসভার নামে দান করা রেজেষ্টি ভুক্ত পুকুরটি ভরাট করা হয়েছে এবং অন্যের দখলে আছে ?

২। সত্য না হইলে পুকুরটি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ইহা সরকারের জানা নাই যেহেতু এই বিষয়ে কোন অভিযোগ সরকারের নিকট নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রেজেষ্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে, এটা ব্লকের মধ্যে আলোচনা করে রেজেষ্ট্রি করে দান করা হয়েছে। রাজমোহন নামে একটা লোক পুকুর ভরাট করে দখল করে নিয়েছে এবং সে আর একটা পুকুরও দখল করেছে, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রেজেষ্ট্রি আইন আছে, রেজেষ্ট্রি করতে পারে যে কোন লোক বা যে কোন প্রতিষ্ঠান। যে-হেতু এটা পঞ্চায়েত কনসান এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এই ধরনের কোন অভিযোগ আসে নি বা আমার দপ্তরে এই ধরনের কোন অভিযোগ আসে নি এটা আমি প্রথমেই বলেছি। কাজেই, আমার কাছে এই ধরনের কোন তথ্য নেই।

শ্রীজওহর সাহা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এই ধরনের কোন অভিযোগ উনার দপ্তরে আসে নি, কিন্তু আজকে হাউসে নাম ঠিকানা দিয়ে সেটা বলা হয়েছে। তাই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, পরবর্ত্তী কালে সরকার তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে সেটার নিশ্চয়ই আনসার পাওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা, মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ এনেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জন স্বার্থ সম্পর্কিত। এই সমস্ত অভিযোগ কি করে রাজ্য সরকারের নজর আনা যায়, কারণ উনারা বলছেন অভিযোগ পাচ্ছেন না কিন্তু স্যার, আমরা অভিযোগ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে, পান না।

শ্রী দশরথ দেব :- মিঃ স্পীকার স্যার, যেকোন মন্ত্রী বা সদস্য যে কোন অভিযোগ আনতে পারে। মাননীয় সদস্য অভিযোগ আনতে পারেন। অভিযোগ তার ডাইরেক্টলি আনতে পারেন, সেই অভিযোগ সত্য কিনা তা পরীক্ষ করে দেখা হয়। যে কোন অভিযোগই তদন্ত করে দেখা হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ এনেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, সরকারীভাবে কোন অভিযোগ নেই। তা কি সেইফ গার্ড দেওয়ার জন্যই এটা করছেন ?

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬৮।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে এখনও বহু গাঁও পঞ্চায়েতের অফিস ঘর তৈরী করা হয় নাই।

২। সত্য হইলে তাহার কারন কী, এবং

৩। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি পঞ্চায়েত অফিসঘর বাবৎ রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ৬৮৯টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮৭টি গাঁও পঞ্চায়েতের অফিস ঘর এখনো তৈরী হয় নাই।

২। কিছু কিছু পঞ্চায়েতে উপযুক্ত খাস ভূমি না থাকায় এবং কিছু সংখ্যক গাঁও সভায় আয়ের পথ সীমিত থাকায় জোতভূমি ক্রয় করিয়া অনুদান প্রাপ্ত টাকা দিয়া অফিসঘর নির্মান করা সম্ভব হয় নাই।

৩। ৬৮৯টি গাঁওসভায় ৬৮৯টি পঞ্চায়েতে অফিসঘর নির্মানের জন্য রাজ্য সরকার সর্বমোট ১১,৮৩,০০০ টাকা পর্য্যায়ক্রমে অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্রী জওহর সাহা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, এই যে ৮৭টি গাঁওসভা ঘরের জন্য অনুদান দেওয়া সত্ত্বেও ঘর করা সম্ভব হয়নি, তা এই ৮৭টি গাঁওসভা কোন কোন গাঁওসভা তা সাব-ডিভিশনেল ওয়াইজ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্ম্মা :- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটি পরিস্কার নয়। তবে ৮৭টি গাঁওসভার ব্লক ভিত্তিক হিসাব আমি আপনার সামনে উপস্থিত করছি।

(১)	সাঁতচাদ —	৩টি।
(২)	অমরপুর —	১টি।
(৩)	উদয়পুর —	৩টি।
(৪)	রাজনগর —	১টি।
(৫)	বগাফা —	৩টি।
(৬)	পানিসাগর —	২৩টি।
(৭)	ছামনু—	৫টি।
(৮)	কুমারঘাট —	১০টি।
(৯)	কাঞ্চনপুর —	৫টি।
(১০)	কমলপুর —	২টি।
(১১)	মোহনপুর —	২টি।
(১২)	তেলিয়ামুড়া —	২৪টি।
(১৩)	জিরানীয়া —	১টি।
(১৪)	বিশালগড —	২টি।
(১৫)	খোয়াই —	২টি।
	মোট	৮৭টি।

স্যার, আমি আগেই বলেছি উপযুক্ত জায়গা না থাকায় করতে পারিনি এবং আযের পথ সীমিত থাকায় জোতভূমি ক্রয় করিয়া অনুদান প্রাপ্ত টাকা দিয়া অফিসঘর নির্মান করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন, কমলপুর ব্লকে ২টি জায়গার অভাবে করতে পারেননি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই দুইটা কোন গাঁওসভা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে কমলপুর ব্লকে ৫১টি গাঁওসভার মধ্যে প্রায় ২০টি গাঁওসভার ঘর তৈরী করা হয় এবং এই পর্য্যন্ত যে অনুদান হয়েছে তা তাদের শাসক দলীয় প্রধান প্রয়োজনীয় সে টাকা নয়ছয় করেছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— এটা সত্যি নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭৬।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সালের রাধাকিশোর গাঁওসভায় কালাপানিয়া ছড়ার উপর বাঁধ নির্ম্মানের জন্য ফ্ড্ফর ওয়ার্ক স্কীমের কত টকো দেওয়া হয়েছিল ?

২। বাঁধটির নির্ম্মানকার্য্য শেষ হয়েছে কি ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে তাহার কারন কি ?

উত্তর

১। রাধাকিশোর গাঁওসভায় কালাপানিয়া ছড়ায উপর দুইটি বাঁধ নির্ম্মানের জন্য নগদ ৩৮৮ টাকা, ৩০০ কেজি চাউল, ও ৩০০ কেজি আটা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

২। হঁ্যা, মহাশয়।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কি, এই টাকাটা নিয়ে এখানকার গাঁওসভার প্রধান সেই কাজটা করেনি এবং এটা না করে সেই টাকাটা মেরে দিয়েছে, এই সম্পর্কে পঞ্চায়েতের মধ্যে অভিযোগ উঠেছিল এবং মামলা পর্য্যন্ত হয়েছে। সেই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই কাজটার সুপারভিশানের কাজ পড়েছিল বি, এল. ডব্লিউর উপর। অ্যাকরডিং টু বি, ডব্লিউ আমি এই তথ্য পাইনি যে টাকা আত্মসাৎ হয়েছে বা আত্মসাৎ করেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৯২।

শ্রীঅনিল সরকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৯২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কয়টি নিউ মডেল চরকা কেন্দ্র আছে ?

২। এই কেন্দ্রগুলোতে গড়ে প্রতিদিন কত লোক কাজের সুযোগ পাচ্ছেন ?

৩। চলতি আর্থিক বৎসরে আরো কয়টি এ ধরনের চড়কা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। ১৫টি।

২। ৮৫০ জন।

৩। ৯টি।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ১৫টি নিউ মডেল চরকা কেন্দ্র চালু আছে তা কোন্ কোন ব্লকে এবং এই যে ৮৫০ জন লোক কাজ করেন, তার মধ্যে কতজন পুরুষ এবং কতজন মহিলা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্লকগুলি হল—মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বড়জলা, সদর মহকুমা, ধলেশ্বর, সোনামুড়া, বিশালগডের ব্লকের অন্তর্গত আমতলী, রামকৃষ্ণপল্লী, জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত বর্জলা, বগাফা ব্লকের অন্তর্গত শালটিলা, ত্রিপুরা বাজার, পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত পানিসাগর, সালেমা ব্লকের অন্তর্গত কাটাওতলা, মেলাঘর ব্লকের অন্তর্গত মোহনপুর, মাতারবাড়ী ব্লকের অন্তর্গত বদরমুকাম্ মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত জগৎপুর মাতারবাড়ী ব্লকের অন্তর্গত গর্জনমুড়া।

আর ৮৫০ জনের মধ্যে কতজন মহিলা এবং পুরুষ তা আমার কাছে এখন তথ্য নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে কেন্দ্রগুলি চালু করা হয়েছে তারমধ্যে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি বন্ধ আছে ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেকগুলি চালু আছে।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লমেণ্টারি স্যার, জগতপুর একটা কেন্দ্র আছে সেটি গত কয়েক বছর যাবৎ মুমুর্ষু অবস্থায় আছে এবং সেখানে যারা কাজ করেন তারা এই অবস্থায় কাজ করতে পারছেন না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে যতদুর জানি যে, এটা কয়েকজন মিলে তাদের উদ্যোগে করেছিল কিন্তু তাদের অবস্থার জন্য যখন চালিয়ে যেতে পারছেন না, তখন খাদি কমিশনের কাছে এপ্রোচ করব দেখা যাক কি হয়।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, গর্জনমুড়াতে যে একটি কেন্দ্র আছে সেটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কিছুদিন আগে একটি ঝড়ে তাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে, সেখানে যে মেসিনগুলি ছিল সেগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাতে সেখানকার যে শ্রমিকরা আছেন তাদের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ওদেরকে বলেছি যে, খাদি কমিশন থেকে সেংশান দিয়ে ঘর করে দিতে যাতে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট থেকেও ওদেরকে সাহায্য করতে পারি। তাই কাজটা তাড়াতাড়ি করার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, খাদি কমিশন থেকে যে বড বড চডকা দেওযা হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্র সেগুলির যথেষ্ট পরিমাণ বর্তমানে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় অচল হয়ে আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, চডকা খাদি কমিশন সরবরাহ করে থাকে। তাদের কাছ থেকে যথাসংখ্যক চডকা আমার পাচ্ছি না তারজন্য নূতন চডকা আমরা দিতে পারছি না এবং তারজন্য পুরান চডকাও বদলান যাচ্ছে না।

Maharani Bibhu Kumari Debi :— Hon'ble Speaker sir, will the Hon'ble Minister for Industries please state that with is the amount received from the centre as subsidy for these "Charka" Centers of the rural areas ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, চড়কার টাকা কেন্দ্র থেকে সমস্তটা খাদি কমিশন দিয়ে থাকে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মোহরছড়ায একটি চডকা কেন্দ্র করার কথা কিন্তু কেন হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতদূর জানি সেখানে ব্লক থেকে ঘর তুলতে হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে বিশালগড ব্লকাধীন পুরাতন রাজনগরে পুনর্ব্বাসন কলোনীতে একটি চডকা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে ঘর চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা ঘর তুলতে পারছেননা বলে সরকারের কাছে আবেদন করেছিল ঘর তুলে দেওয়ার জন্য, এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাছে পুনর্বাসন কলোনীর কোন তথ্য নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খাদি কমিশনের এই চডকা কেন্দ্রগুলিতে যারা কাজ করেন বিশেষ করে যেসব মেয়েরা কাজ করে তাদের দৈনন্দিন মজুরীর হার কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন মজুরীর হার নাই। তবে বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে লাসি প্রতি দেওয়া হত ১৫-২০ পয়সা। বিভিন্ন সময়ে খাদি কমিশনকে বলে প্রতি হ্যাণ্ড বা লাসি ৪০ পয়সা করা হয়েছে। এই চডকাকেন্দ্রের শ্রমিকরা রোজ ৪ টাকার পর্য্যন্ত কাজ করতে কিছুই অসুবিধা হয় না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, প্রতি আর্থিক বছরে কয়টি চডকা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত আছে এবং এই যে ৯টি কেন্দ্র খোলা হবে সেগুলি কোথায় কোথায় খোলা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১টি বিশালগড ব্লকের চাড়িপাড়ায়, তেলিয়ামুড়া ব্লকে ১টি, খোয়াই ব্লকে ১টি ছামনু ব্লকে ১টি, সাতচাঁদ ব্লকে পুনর্বাসন কলোনীতে ১টি এবং বাকীগুলি স্থাপনের জায়গা এখনও নির্বাচিত হয়নি।

শ্রীসময় চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খাদি কমিশন থেকে যে পরিমাণ গ্র্যান্টস্ খাদি বোর্ডকে দেওয়া হয়েছে সেটা খরচ করার জন্য তার ভিতর চড়কা কেন্দ্রে ঘর করে দেওয়ার কোন প্রভিশন আছে কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদি বোর্ড এই ধরণের টাকা ঋণ হিসাবে বরাদ্ধ করে।

Mahari Bibhu Kumari Debi :— Supplementary Sir, Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department will please state that 100% subsidy as given from the centre to locate Charka centre to the remotest rural areas for highlighting, how many being disburased those centres.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আলাদা কোয়েশ্চান করেন তাহলে পরে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে গ্রামাঞ্চলের মজুরদের মজুরির হার বেড়ে গেছে সে দিকে বিবেচনা করে চড়কা কেন্দ্রের মজুরার হার বাড়ানের জন্য রাজ্য সরকার খাদি কমিশনকে বলেছেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মজুরী বাড়ানোর জন্য আমরা অনবরত আবেদন করতে করতে আজকে এই জায়গায় এসেছে। এই হার আর কোথাও খাদি কমিশন দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে খাদি কমিশনের কাছে নির্দেশ আছে প্রতি ব্লক এলকায় রিমোটেস্ট এরিয়াতে চড়কা কেন্দ্র খোলার এবং থাকলে এখন পর্য্যন্ত ১টাও খোলা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে ওরা ১৭টি ব্লকে ব্লকে ১৭টি পাইলট ইউনিট করার কথা ছিল এবং কয়েক জায়গায় হয়েছে। অন্যান্য জায়গায় ঘরবাড়ীর খরচ যৎসামান্যও আমরা দিতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ৩৫২।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কেয়েশ্চান নাম্বার ৩৫২।

শ্রী দীনেশ দেববর্ম্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৩৫২।

প্রশ্ন

১। এস. আর. ই. পি.র ব্যয়িত টাকার হিসাব পরীক্ষার জন্য উক্ত পর্য্যায়ের কোন সরকারী কমিটি আছেকি ;

২। উক্ত কমিটি হিসাব পরীক্ষা করিয়া কোন রিপোর্ট পেশ করিয়াছে কি ?

৩। করিয়া থাকিলে উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে কি,

এবং

৪। না হইয়া থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। না,

২। প্রশ্নই উঠে না,

৩। প্রশ্নই উঠে না,

৪। প্রশ্নই উঠে না,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ স্পীকার স্যার, এস. আর. ই. পির জন্য যে টাকা আসে সে টাকা সঠিকভাবে খরচ করা হয় না। এ ব্যাপারে বহু অভিযোগ আছে। এই এস. আর. ই. পির খরচের হিসাব অডিট করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, অডিট দু রকমের হয়ে থাকে। একটা হলো এ. জি অডিট করেন আর একটা হলো ডিপার্টমেণ্টার অডিট। বিভিন্ন গ্রাম সভায় যে টাকা দেওয়া হয় সে টাকার হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এই ডিপার্টমেণ্টাল অডিটারগন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অনেক অভিযোগ রয়েছে যে ডিপার্টমেণ্টাল অডিটারগন নাকি বিভিন্ন গ্রামসভার হিসাবগুলি পরীক্ষা করেন না। পুলিশের কাছেও এ রকমের অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। তখন বিধায়ক শ্যামল সাহা এই অভিযোগগুলির ফয়সালা করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এ রকমের অভিযোগের কথা নির্দিষ্ট করে না বললে কিছুই বলা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট করে বললে সেটা তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রীমানিক সরকার . সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই অডিট এর কাজ করবার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিটর নেই। এই অডিটর পোষ্টগুলিতে নতুন লোক নিয়োগ করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিটার এর প্রয়োজন রয়েছে। এই অডিটার পদে যে সকল পোষ্ট খালি রয়েছে সেগুলিতে ডিপার্ট-মেণ্টাল প্রমোশন দিয়ে লোক নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

প্রশ্ন

১। সরকারী হিসাবমত রাজ্যে মোট কয়টি গ্রাম আছে ?

২ এর মধ্যে কয়টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ?

৩। যে গ্রামগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি সেগুলিতে কবে নাগাদ জল সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করা যাবে ?

উত্তর

১। সরকারী হিসাবমতে রাজ্যে মোট ৪,৭২৭টি বসতিপূর্ণ গ্রাম আছে।

২। এরমধ্যে ৭৯-৮০ ইং পর্যন্ত৩২৭৬টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৩। বাকী ১৪৫১টি গ্রামের মধ্যে ১০৬০টি গ্রামে মিনিমাম নিড্‌স্‌ প্রোগ্রামে আর ডবলিও এস, স্কীমেও ৩৯১টি গ্রামে ইরিগেশান ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট হইতে একসিলারেটেড রুরেল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে জল সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীমানিক সরকার : এই যে ৩২৭৬টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসের এই গ্রামগুলির কতটি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হইয়াছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে যেহেতু এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তী সময়ে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করা হলে এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার : কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হয়েছে।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি এবং তারকার চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANFEXURE "A"

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার : এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। গত কাল মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের উত্থাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে। বিষয়বস্তু হলো "গত ১৬ই জুলাই দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত জেলের ভেতরে আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীর আত্ম-হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ" এই শিরোনামে সংবাদের প্রকাশ যে উগ্রপন্থী হিসাবে ধৃত অধি কুমার ত্রিপুরা নামে জনৈক বিচারাধীন বন্দী গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় ১নং সেলের পায়খানায় ঢুকে ফাঁসীতে আত্ম হত্যার চেষ্টা করলে ব্রজেন্দ্র দেববর্মা নামে জনৈক জমাদার ও বিশ্ব কুমার ত্রিপুরা নামে জনৈক ওয়ার্ডারের নজরে পড়লে তার আত্ম হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এ সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু প্রেজেন্ট দ্যা ষ্টেটমেণ্ট অন বিহাফ্‌ অব্‌ দ্যা চিফ মিনিষ্টার বিলো—

গত ১৫ই জুলাই, ১৯৮৩ইং সন্ধ্যা অনুমান ৫-৫০ মিঃ এর সময় একজন হাজতী শ্রীঅধিকুমার ত্রিপুরা ওরফে কীর্তি পিতা রবী কুমার ত্রিপুরা, সাং বগাবিল—থানা—মনু, উত্তর ত্রিপুরা যিনি গত ২৫.৬.৮৩ইং চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, পশ্চিম ত্রিপুরার আদেশে নিম্নলিখিত মোকদ্দমায়

যাহাকে আগরতলায় কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে, তিনি ১নং হাজতি ওয়ার্ডের পায়খানার কক্ষে নিজ ব্যবহৃত লুঙ্গি দিয়া ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্তব্যরত প্রধান কারা প্রহরী শ্রী ব্রজেন্দ্র দেববর্মা এবং কারা প্রহরী শ্রীবিশু কুমার ত্রিপুরার সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ

১। তেলিয়ামুড়া থানার মোকদ্দমার নং ১০(১২) ৮২ ধারা ৩৯৬।৪৪০ ভারতীয় দণ্ড বিধির।

২। তেলিয়ামুড়া থানার মোকদ্দমা নং ৪(১২)৮২ ধারা ৩৯৪।৩০৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি।

৩। মনুথানার মোকদ্দমা নং ৭(১০)৮২ ধারা ৩৪৯।৩৯৮।৩০২।.২০ বি ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ২৫(ক) অস্ত্র আইন।

৪। মনু থানার মোকদ্দমা নং ২(৯)৮২ ধারা ৩৯৬।১২০।১২২ ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ২৫(ক) অস্ত্র আইন।

৫। টাকারজলা থানার মোকদ্দমা নং ৯(১)৮৩ ধারা ৩৯৫।৩৯৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি।

গত ১৫।৭।৮২ইং কারা বিধি ৭৬৬ ধারা মতে আগরতলা পূর্ব থানায় এসম্পর্কে একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে এবং আগরতলা পূর্ব থানা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কার্য্য শুরু করিয়াছেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সংবাদে বলা হয়েছে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঐ ব্যাক্তিকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তা না হওয়ায় সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এটা কি ঠিক?

শ্রী দশরথ দেব :—এই ব্যাক্তি তো আত্মসমর্পন করে নি। কাজেই এই প্রশ্ন আসে না। ধুমাছড়ায় ১৫।৬।৮৩ তে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এখানে প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন উঠে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন জানি না। নরম্যালী পুনর্বাসনের প্রশ্ন আসে যদি কেউ নরম্যাল লাইফে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু এই ব্যাক্তিকে এই রকম কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। এই যে অধি কুমার ত্রিপুরা, যিনি একজন উগ্রপন্থী এবং বহু উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের সংগে যুক্ত উনি মাননীয় বিধায়ক পূর্ণ মোহন ত্রিপুরার খুড়তুতো ভাই, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী দশরথ দেব :—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী যেটা বলেছেন, এটা কি সত্যি যে, মাননীয় বিধায়ক পূর্ণ মোহন ত্রিপুরাই উনাকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন এবং সেই অনুসারে এই লোকটা আত্মসমর্পণ করেছে?

শ্রী দশরথ দেব :—এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রী পূর্ণ মোহণ ত্রিপুরা :—অধিকুমার ত্রিপুরা প্রাক্তন কংগ্রেস এম, এল, এর ভাইপো। তাই পূর্ণ মোহন ত্রিপুরার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে অধিকুমার ত্রিপুরা আগে টি, এউ, জে, এস, এর সঙ্গে ছিল। এরপর উগ্রপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যায় ?

শ্রী দশরথ দেব :—উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে টি, ইউ, জে এস, এর সম্পর্ক আছে সবাই জানেন।

: দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি—শ্রী কালি কুমার দেববর্মা একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালি কুমার দেববর্মা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো — "গত ১৬ই জুলাই রাত প্রায় ৮টায় একদল সমগ্র উগ্রপন্থী কর্তৃক রাঙ্গামুড়া বাজার লুঠ হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালি কুমার দেববর্মাকে অনুরোধ করছি তার প্রস্তাবটির সমর্থনে উঠে দাঁড়াতে। (শ্রীকালি কুমার দেববর্মা উঠে দাড়ালেন)

মিঃ স্পীকার — আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী অনুপস্থিতে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন

শ্রীদশরথ দেব— স্যার, আগামী ২৫শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী এর উপর বিবৃতি দেবেন। তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "গত ১১ই জুলাই চোরাইবাড়ী থানার অন্তরর্গত লক্ষীনগর গাঁও-সভাব গেরে জুবী গ্রামের শ্রীপিতাম্বর নাথ মশাইর বাড়ীতে কতিপয় নবৃশাল পন্থী কর্তৃক সশস্ত্র ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব— গত ৯।১০ জুলাই, ১৯৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ১টার সময় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষকৃতকারী চোরাইবাড়ী থানাধীন লক্ষীনগর গ্রামে শ্রীপ্রসন্ন দেবনাথ, পিতা শ্রীপিতাম্বর নাথের বাড়ীতে বাড়ীর মালিক ও অন্যান্য পুরুষ লোকদিগকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ডাকাতি করে এবং স্বর্ণের অলংকার, হাতঘরি, একটি ফিলিফস্ রেডিও, নগদ টাকা, কাপড় চোপড়, বাসনপত্র টর্চলাইট ইত্যাদি যার মূল্য প্রায় ৫,০০০ টাকা, লুঠ করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় চোরাইবাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় মোকদ্দমা নং৪(৭)৮৩ নথি-ভুক্ত করা হয়।

ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের মধ্যে একজনকে কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অপরজন বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস— যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার নাম এবং রাজনৈতিক পরিচয়টা কি ?

শ্রীদশরথ দেব— আপাততঃ আমার কাছে তার পরিচয় নাই। রাজনৈতিক পরিচয়ও বলতে পারছি না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস— যারা ডাকাতি করেছে এবং যে দলটি গ্রেপ্তার হয়েছে - কিছু দিন আগে আসামের লঙ্কাতে তারা ডাকাতি করেছে এবং সেখানে ট্রেনিং নিচ্ছে। কিছুদিন আগে আসামের পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছে এবং কিছু মারা গেছে এবং এই দলটিই ত্রিপুরাতে ডাকাতি করে এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন ?

শ্রীদশরথ দেব।— তদন্তের সময় আশা করব পুলিশ সেটা জানতে পারবে।

Maharani B dhu Ku nari Devi—I would like to know what is the principles for recognition of Naxile dacoits ? Do the Hon'ble Members in the position have any proof that they are Naxiles or whether the man who surrendered had said that he is Naxile ? Are these the things for recognition of Naxile dacoits or any body ?

Shri Dasharatha Deb – The same principle would be applied idenlity Naxilites as the principles to be applied to identity a Congress (1) member.

Maharani Bibhu Kumari Devi – I am sorry, this is a talk of politics. I do not believe in such politics.

মিঃ স্পীকার : — আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"গত ৫ই জুন ১৯৮৩ইং এক অগ্নিকাণ্ডে অমরপুর মহকুমার অম্পি হাইস্কুল ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ৫ই জুন, ১৯৮৩ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৭-৩০ মিঃ এর সময় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী অম্পি হাইস্কুলে আগুন লাগায়। ফলে চারটি গৃহ স্কুলের অন্যান্য সম্পত্তি সহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০,০০০ টাকা।

এই ঘটনার স্কুল এর টিচার ইনচার্জ শ্রীপ্রদেশ চৌধুরীর অভিযোগ মূলে অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৬)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ব্যাপারে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই অম্পি স্কুলটিতে গত পাঁচ বছরে ২/৩ বার অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে এবং এ এলাকার লোকেরা জানে যে, এই সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের সংগে সেখানকার বামফ্রন্টের লোকেরা যুক্ত রয়েছে। আর এবার যে অগ্নিকাণ্ড হল, তাতেও দেখা গেল যে এটাকে উগ্রপন্থীদের কাজ বলে এ এলাকার মধ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই সি, পি, এমের লোকেরা এই অগ্নিকাণ্ডের কাণ্ডটি করেছে, এটা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এটা ঠিক যে, অম্পি স্কুলটা আগেও কয়েকবার পোড়া গিয়েছে। তবে সেই পোড়া যাওয়ার সঙ্গে সি, পি. এমের লোক জড়িত আছে বলে আমার কিছু জানা নেই, কিন্তু এটা সবাই জানেন যে স্কুল ঘরগুলি পোড়া যাওয়ার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপজাতি যুব সমিতি লোকেরা জড়িত। যা হউক, এটা শুধু একটা অভিযোগ মাত্র, আমরা এর কোন প্রমাণ পাইনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই যে অম্পি স্কুলটা এভাবে বার বার পোড়া যাচ্ছে অথচ এই সম্পর্কে কাউকে গ্রেপ্তার না করার কারণ, কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, তদন্তে যদি কাউকে দোষী বলে সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে কি করে গ্রেপ্তার করা হবে ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দেখা গিয়েছে সেখাকার স্থানীয় পুলিশ যারা আছে, তারাও সব সময়ে সি, পি, এমের, লোকদের সঙ্গে ঘুরাফেরা করে এবং কারা আসামী তা জেনেও পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে না। আর সেই কারণেই বার বার সেই কারণেই বার বার সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

শ্রীদশরথ দেব :— কোন পুলিশ সি, পি, এমের লোকদের সঙ্গে ঘুরাফেরা করে, তা আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার—আজ, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিষয়বস্তুটি হল 'সম্প্রতি এম, বি, বি, কলেজের ৪ জন অধ্যাপককে ছাঁটাই করা সম্পর্কে''।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকারী মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিধি অনুযায়ী পদগুলি লোকসেবা আয়োগ কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে হয়। পঠন-পাঠনের বিশেষ প্রয়োজনে ১৩ জন সরকারী অধ্যাপককে এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগের সময় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ও উক্ত ১৩ জন সহকারী অধ্যাপকের নিয়োগ-পত্রের সর্তবলীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের নিয়োগ সাময়িক ও লোকসেবা আয়োগ কর্তৃক নির্বাচন সাপেক্ষ। পরবর্ত্তী সময়ে পদগুলি লোকসেবা আয়োগ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হয় ও ইণ্টারভিওর ব্যবস্থা হয়। উক্ত ১৩ জনের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে ৮ জন এ্যাড-হক সহকারী অধ্যাপক লোকসেবা আয়োগ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই। যারা নির্বাচিত হন নাই সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বলা হয়েছিল যে যারা ইতপূর্বে কোন সরকারী চাকুরীতে ছিলেন, সেই পদে বা চাকুরীতে ফিরে যেতে, আর যারা আদৌ কোন সরকারী চাকুরীতে ছিলেন না, তাদের বাদেও এটি বিদ্যালয়ের বিষয়-শিক্ষক পদে চাকুরী গ্রহণ করতে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এদের পূর্বে যারা এ্যাড-হক এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়ে দীর্ঘদিন চাকুরী করেছিলেন এবং তাদেরকে বেশ কয়েকবার লোকসেবা আয়োগ কর্তৃক সিলেকশানের চান্স দেওয়া সত্ত্বেও সিলেকটেড হন নি, এই ধরনের কয়জন প্রফেসরকে রেগুলার চাকুরী দেওয়া হয়েছে অথবা ছাঁটাই করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—এই ধরনের কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, যারা লোকসেবা আয়োগ কর্ত্তৃক সিলেকটেড হবেন না, তাদেরকেও রেগুলার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে হবে বলে আপনারা বলেছেন কিনা? আমরা বলেছি যে, তাদেরকে আনএ্যামপ্লয়েড করার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই, আমরা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি যে, যাদের ইতিপূর্বে সরকারী চাকুরী ছিল, তারা সেই পদে ফিরে যেতে পারেন, আর যাদের সরকারী চাকুরী নেই, তারা দ্বাদশ শ্রেনীর বিদ্যালয়ে বিষয়-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন। তাছাড়া এই পদের জন্য লোকসেবা আয়োগ কর্ত্তৃক পুনঃরায় বিজ্ঞাপিত হলে, তাতেও অংশ গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের সুযোগ দেওয়া হবে, তাদের সুযোগ নষ্ট হবে না।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তাদেরকে এ্যাড-হক হিসাবে নিয়োগ করেছেন। আমি জানতে চাইছি তাদেরকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযোগ করা হয়েছে, তারা মোট কতদিন কাজ করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, আসলে দুই জন, চার জন নয়। কারণ দুইজন আগে অন্য স্কুলের টিচার্স ছিলেন এবং তারা নিজেদের পদে ফিরে গিয়েছেন। এ্যাড-হক মানে ৬ মাস এবং ৬ মাসের মধ্যে তাদেরকে টার্মিনেট করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বলেছেন ৬ মাস, কিন্তু আমরা জানি যে তারা গত ১৫ মাস ধরে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন, এটা কি ঠিক নয়?

শ্রীদশরথ দেব—সাধারনতঃ এ্যাড-হক এ্যাপয়েন্টমেণ্টের মেয়াদ হয়েছে ৬ মাস এবং তাদের টি, পি, এস, সি সিলেক্ট করেন নি। এর পরেও কি আপনারা বলতে চান যে, তাদের নিজেদের কোয়ালিফাইড প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে আমাদের রাখতে হবে?

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা জানি যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৬ সাল থেকে সেখানে যে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে, তাদের আমলে ১৩৪ জনকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে এ্যাড-হক এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, তাদের কাউকে ছাঁটাই করা হয় নি, অথচ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ২ জন সহকারী অধ্যাপককে ছাঁটাই করে দিয়েছেন যদিও তারা এক সংগে ১৫ মাসের বেশী সময় ধরে কলেজে কাজ করে আসছে। কাজেই আমি জানতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যেটা করে নি, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার সেটা করতে গেলেন কেন?

শ্রীদশরথ দেব— স্যার, পশ্চিমবঙ্গে এর জন্য আলাদা আইন কানুন আছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য একটি রাজ্য, আমাদেরও এজন্য আলাদা আইন-কানুন আছে। কাজেই নিয়োগনীতির ব্যাপারে আমরা আমাদের আইন-কানুন মেনে চলব, আর পশ্চিমবঙ্গ তাদের আইন-কানুন মেনে চলবে। কাজেই এই প্রশ্নটা এখানে আদৌ উঠে না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে ১২/১৩ বছর ধরে যিনি একজন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন, তাকে কমপক্ষে ৬ বার টি, পি, এস, সি, ফেইস করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে তবু তিনি সিলেক্টেড হন নি। তারপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই তাকে তার পদে এ্যাবজর্ভ করার জন্য টি, পি, এস, সিকে সুপারিশ করতে

হয়েছিল ?

শ্রীদশরথ দেব—এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এক সংগে ১৩ বছর ধরে চাকুরী করলে তো যে কোন লোককেই এ্যাবজর্ভ করার প্রশ্ন আসে। আর সেজন্যই বিধিমত ৬ মাসের এ্যাড-হক এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে ছাঁটাই করার প্রস্তাব আছে।

শ্রীজওহর সাহা--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে, কলেজ ' টিচার্সদের প্রতিনিধিরা এই সম্পর্কে আপনার সংগে দেখা করেছেন এবং আলোচনা করেছেন, আপনি তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যেসব কলেজ টিচার্সদের ছাঁটাই করা হয়েছে, তাদেরকে কনটিনিউ করতে দেবেন ?

শ্রীদশরথ দেব—যেহেতু টি, পি, এস, সি, সিলেক্ট করেন নি, সেহেতু এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে যদি কেউ দ্বাদশ শ্রেণীর সাবজেক্ট-টিচার হিসাবে নিযুক্ত হতে না চান, তবে তিনি যাতে টি, পি, এস. সির সিলেকশানে কোয়ালিফাইড হতে পারেন, তার সুযোগ আমরা তাকে দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, টি. পি. এস. সি. র সিলেকটেড নয় এমন কতজন অধ্যাপক কাজ করছেন ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, এই যে ১৩ জনকে সিলেক্টেড করা হয়েছে তাদের মধ্যে কারও কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা নাই, এই কথা ঠিক কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এটা আমার জানা নাই তারা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে এসেছে এবং তাদের মেরিটের ভিত্তিতেই তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করাছ তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয় কর্ত্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—"বিগত ১৬ই জুলাই ১৯৮৩ইং আগরতলা পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ডাকাতি সংস্পর্কে"।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, "বিগত ১৬ই জুলাই ১৯৮৩ইং সনে আগরতলা পোষ্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে"।

গত ১৬ই জুলাই ১৯৮৩ইং তারিখে রাত্রিতে কতিপয় দুষ্কৃতকারী আগরতলা পোষ্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত ত্রিপুরা ষ্টেট কো-আপারেটিভ ব্যাংকের পূর্ব্বদিকের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে পিতলের তৈরী ষ্টিলের ও তৈরী ফুলদানী, তোয়ালী, ইত্যাদি প্রায় ৩০০ টাকা মূল্যের জিনিষ পত্র চুরি করিয়া নিয়া যায়।

এই ব্যাপারে ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজার শ্রী শম্ভু গত চোধুরীর অভিযোগ মূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৬/৩৮০ ধারায় মোকদ্দমা নং ২২(৭) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় ৩ (তিন) ব্যাক্তিকে যথা ১) শ্রী হোসেন মিঞা ২) শ্রী উত্তম সাহা ও ৩) শ্রী সুভাস নাগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিষপত্র এই অভিযোগকারীদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

অভিযুক্ত (৩) তিন ব্যাক্তিই বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। ধৃত ব্যক্তিরা অপরাপর অপরাধীদের সাথে যুক্ত দাগী আসামী। তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে।

শ্রী রসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা এই যে কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ডাকাতি হইয়াছে এটা আগরতলা পশ্চিম কোতোয়ালী থানার নাকের ডগায় এবং এই ডাকাতি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছে। কারন এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এই ব্যাংকে এবং অন্যান্য কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে লোনের কাগজপত্র সমন্বয়ী কর্মচারীরা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায় আপনি বসুন। আপনি সঠিক ভাবে পয়েন্ট তুলে ধরুন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, এই যে কো-অপারেটিভ ব্যাংকে একটা ডাকাতি হল কটা কাচের গ্লাস এবং কটি ফুলদানী নিয়ে তারা ষ্ট্রং রুম ভাঙ্গল না কারণ দেখা গেছে যে বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ব্যাংকে সমন্বয় কমিটির লোকেরা ব্যাংকের লোনের কাগজ পত্র ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে একটা ডাকাতি হল ১২টা টিনের আলমারী ভাঙ্গল কিছুই নিল না শুধু সাবান ইত্যাদি মামুলী জিনিষ নিয়ে গেল। এটাই মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায় বুঝাতে চাইছেন
যে সেখানে ইন্টারেষ্টেড পার্টি আছে তারা লোনের কাগজ পত্র চুরি করে নিয়ে যায় সেই সব লোনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই কথা ঠিক কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, ডাকাতি করার সময় ইন্টারেসটেড পার্টিরাই এই সব করে। এবং সব সময় কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়া ডাকাতি হয় না। আর মাননীয় সদস্য অশোক বাবু যে কথা বলতে চাইছেন এটা ঠিক নয়। কারন এই ঘটনায় তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তারা জেল হাজতে আছে যখন বিচার হবে তখনই তারা সমন্বয় কমিটির কি না অন্য কোন পার্টির তা জানা যাবে।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে এই তথ্য আছে কি এই ঘটনা সম্পর্কে যখন থানায় জানান হয় তখন থানা থেকে কাগজ পত্রে যারা চোর হিসাবে দাগী হিসাবে চিহ্নিত সেই লিষ্ট দেখে তাদের বাড়ীতে খবর দেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকে এই সব জিনিষ পত্র পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন গত মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী বিমল রুদ্র পালের হয়ে কাজ করেছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করেছে এবং যখন এদের বিচার হবে তখনই সব কিছু জানা যাবে।

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEES

Presentation of the 37th Report of the Committee on Public Accounts.

Mr. Speaker :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল পাবলিক একাউন্টস কমিটির থার্টিসেভেন্থ রিপোর্ট (প্রতিবেদনটি) সভার সামনে উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি "পাবলিক একাউন্টস কমিটির" থার্টিসেভেন্থ প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) সভায় পেশ করছি।

প্রেজেন্টেশান অব দি নাইনথ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন ডেলিগেটেড় লেজিশলেশান।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হল 'ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির নাইনথ রিপোর্ট (প্রতিবেদন) সভার সামনে উত্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির নাইনথ রিপোর্ট (প্রতিবেদন) সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদনগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)
Discussion on the Demands for Grants for the year 1983-84.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হল ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির সভার সামনে উত্থাপন, আলোচনা এবং উহার উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্যসূচীতের মোট ১৩টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে। আজকের ১৩টি ডিমাণ্ডের উপর ১১ জন মাননীয় সদস্য কাট মোশান (ছাঁটাই প্রস্তাব) এনেছেন। সময় সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে জানাতে চাই যে এখানে ১১ জন সদস্য কাট মোশন দিয়েছেন। আজকে ১৮০ মিনিট আলোচনা করার জন্য সময় আছে। তার মধ্যে ভোটিং এর জন্য ৩০ মিনিট বাদ যাবে। বাকী থাকবে ১৫০ মিনিট। ১৫০ মিনিটের মধ্যে ১০০ মিনিট পাবে রোলিং পার্টি এবং অপোজিশন পাবে ৫০ মিনিট। কংগ্রেস (ই) পাবে সাড়ে সাতাশ মিনিট এবং টি. ইউ. জে. এস পাবে সাড়ে সাত মিনিট এবং নির্দল সদস্যরা পাবে সাড়ে তিন মিনিট করে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদারকে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—আমার কাট মোশন হচ্ছে মেডিকেল ডিপার্টমেনটের উপর। সেখানে মিস-ম্যানেজমেনট অব মেডিকেল ডিপার্টমেনট। সেখানে আমরা দেখছি, ত্রিপুরার

বিভিন্ন হাসপাতাল, সেনিটেশন অবস্থা কদর্য্য অবস্থা। হাসপাতালগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ঔষধ নাই, অপা.রশন করার জন্য গ্যাস পাওয়া যায় না, গ্যাসের জন্য মুমূর্ষু রোগীকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় এবং অপারেশন সময় মত না হওয়ার ফলে রোগী মারা যায়। এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। হাসপাতালে ম্যানেজমেনটের মধ্যে দলবাজী হচ্ছে, ঐ সমন্বয় কমিটি ভুক্ত কর্মচারীদেরকেই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, ওরা প্রোমোশন পাচ্ছে। এই সমস্ত কাজের ফলে কর্মচারীদের মধ্যে একটা ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। আমরা লক্ষ্য করছি, একজন ডাক্তারকে বদলি করে তাকে গেড্র ফোর থেকে নামিয়ে গেড্র ফাইভে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মেডিকেল থেকে তাকে ডিসপেনসারীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ডাক্তারবা তাদের সেটিসফেকশন অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন না। নার্সের চাকুরী যারা করেন, যাদের শুশ্রূষার উপর রোগীদের আরোগ্য অনেকটা নির্ভর করে তারাও ঠিকভাবে কাজে করতে পারছে না। তাছাড়া আমরা দেখছি ঔষধ কেনার নাম করে সমস্ত নিয়মনীতিকে লঙ্ঘণ করে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা কারচুপি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু তাই নয়, মেডিকেলে পড়ার জন্য যে সমস্ত প্রার্থী দরখাস্ত করেন সেখানেও সিলেকশনের ব্যাপারে কারচুপি, স্বজন পোষণ অবাধে চলছে। যাদের যোগ্যতা আছে তারা পাচ্ছেন না, বঞ্চিত হচ্ছে। সেই জন্য আমি আমার এই কাটমোশনটা এনেছি এবং এই সঙ্গে আরও যে সমস্ত কাটমোশন এখানে এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: –মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায়:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশন হল ২৭ নং ডিমাণ্ডের উপর, মেজর হেড ৩১৪, এটাতে আছে পঞ্চায়েত এবং এস. আর. ই. পি. পঞ্চায়েতে দুর্নীতি চলছে এবং সেখানে দলীয় স্বার্থে কাজ হচ্ছে। কেন্দ্রের দেওয়া টাকা অপব্যয় করা হচ্ছে, সেই জন্য আমি এই কাট মোশন এনেছি। কারা বহু প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, ত্রিপুরায় ৪৮ জন প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তাদের মধ্যে একজনেরও কি সাজা হয়েছে? হয় নাই। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। আমরা জানি পঞ্চায়েতে কিভাবে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। কোন প্রধান যদি তার কুকুরের নামে এস. আর. ইপির টাকা নেয় তাহলে সেটা জনসাধারণের কোন কাজে লাগল? জনসাধারণ নালিশ করেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটা নালিশেরও বিচার হয় নাই। আমরা জানতে চাই কেন্দ্রের টাকা মানে এটা জনসাধারণের টাকা, কি করে মন্ত্রীদের মিটিং এর খরচ দেখানোর জন্য এস. আর. ই. পি, তে খরচ হয়েছে বলে বলা হচ্ছে? আপনারা বলেছেন যে, রাস্তা করেছেন। আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেটা কোন খাতের টাকা। তার হিসাবের জন্য কোন রেকর্ড আপনাদের আছে? সেটা কেলকুলেশন করে আমাদেরকে বুঝাতে পারবেন? আপনারা বলছেন দুর্নীতি হবে না। গ্রামে গ্রামে সি পি আই (এম), সর্বত্র সি. পি. আই (এম)। গতকাল মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন। জনসাধারণের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে, আমরা চিৎকার করে তা বলছি। কিন্তু আপনারা উত্তর দিচ্ছেন, আমরা করব না কেন? গ্রামে গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন, সব আমাদের

সি. পি এম. লোক। গতকালকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন তার উত্তরে বলছি কোন গ্রামে যদি ১ হাজার শান্তিপ্রিয় লোক বাস করে এবং সেখানে যদি ৫০০ লোক বাস করে সি, পি এম. এর তাহলে চিৎকার চলবে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। এই সুরে সুর না মিলালে পঞ্চায়েতের কার্ড পাওয়া যাবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি আমার সঙ্গে গ্রামে চলুন, আমি দেখিয়ে দেব।

(হাস্যরোল)

মানুষ চিৎকার করছে। আপনারা হাসছেন। জানি হাসবেন। কেন না আপনাদের রক্তে খুন রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এটা কি সত্য নয় এই যে দুর্নীতিবাজ লোক দিয়ে আপনারা ইলেকশনের কাজ করিয়েছেন? আপনাদের লক্ষ্য হচ্ছে আরো লুট করা। পঞ্চায়েৎ প্রধানের অনুমতি ব্যতীত পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী এই সব ভোটার লিষ্টে নাম উঠিয়েছেন। আমার সোনামুড়া সাব-ডিভিশানে হয়েছে। আমি প্রশাসনকে জানিয়েছি, এস ডি ও. কে জানিয়েছি, বি ডি ও কে জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। ব্যবস্থা নিতে বামফ্রন্ট ভয় পাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

কেন না, তাহলে হয় ত তাদের সমর্থন চলে যাবে তাদের দলের লোকসংখ্যা কমে যাবে। কাজেই, আমি এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে আমার আর একটি কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার, ৪৪-মেজর হেড ৫২৬ এর উপর। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনাদের যে প্রতিষ্ঠান

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, বাধা দেবেন না। ওকে বলতে দিন।

শ্রীরসিকলাল রায় :- এই যে জুট মিল, আপনারা বলছেন, তা আপনারা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারে এসে শ্রমিকদের স্বার্থে, মানুষদের স্বার্থে করেছেন। কিন্তু আপনারা তো তা করেন নি। পরিকল্পনা কংগ্রেসের ছিল কংগ্রেস কিছুই করে নাই, আপনারা বলে থাকেন। কিন্তু এই জুট মিল কংগ্রেস আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আপনারা দেশে জনসাধারণকে ভাওতা দিয়ে ব্যবসার জন্য প্রতিষ্ঠান ষ্টার্ট করেছেন, এটা আমার মনে হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে যারা রয়েছে তাঁদের অ্যাড্রেস করে উনি বলতে পারেন না। উনি চেয়ারকে অ্যাড্রেস করবেন।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল সব সদস্যকে চেয়ারকে অ্যাড্রেস করে বলতে হবে।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, জুটমিল আপনারা ষ্টার্ট করেছেন, শ্রমিক নিয়োগও আপনারা করেছেন। কিন্তু এখানে আপনারা বলছেন যে আপনারা দক্ষ শ্রমিক পাচ্ছেন না

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আমাকে বলবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মাইকটা কাজ করছে না। আমি চেঞ্জ (Chang) করছি।

(হাস্যরোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— হাসবেন তো। কেন না, এই মাইক তো আপনারাই দিয়েছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, জুট মিলে শ্রমিক নিয়োগ করেছেন সেখানে বিরাট দলবাজী হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকরা কাজে ইস্তাফা দিয়ে চলে যাচ্ছে। কারণ, দলবাজী হচ্ছে। মন্ত্রী বাহাদুর নিজেই স্বীকার করছেন, তারা চলে যাচ্ছে বলে। সরকারের টাকা যা খরচ হচ্ছে, তাতে কাজ হচ্ছেনা তত। ইনক্লাব জিন্দাবাদ করলে সে খুব ভাল। যে লোক তা বলবেন, তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনারা যে ভাবে কর্মচারীর উপর অত্যাচার করছেন, তাতে ৫০০- এর উপর শ্রমিক পদত্যাগ করে চলে গেছেন।

ভয়েস্ ফ্রম শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—এখানে কি যাত্রা হচ্ছে ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার, এখানে যে বিষয়েই আলোচনা হউক না কেন, তা সকল মন্ত্রী মহোদয় এবং সকল মাননীয় সদস্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে হয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী অভিনয় করে যাচ্ছেন, তা কি ঠিক ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। তবে এটা ঠিক, আমি আশা করব, সকল সদস্যই চুপচাপ শুনবেন। আপনি বলুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, জুট মিলের কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়ে যে ভাবে দলবাজী করা হচ্ছে, তাতে এই মিল কোন দিনই লাভের মুখ দেখবে না। এই জুট মিলে লোকসান হতে বাধ্য কেন না, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা রাজনৈতিক কারণে সি. পি. এম. এর অত্যাচারে কাজে ইস্তাফা দিয়ে চলে গেছে। জনসাধারণের টাকা এই ভাবে অপব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর বিরোধীতা করে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে সেগুলির আমি সমর্থণ করছি সাধারণ জনসাধারণের স্বার্থের জন্য। আমার আর একটি কাট মোশন আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫৩, মেজর হেড-৪৮৩ এর উপর। সেটা কো-অপারেটিভের ব্যাপার এইখানে আমি বলতে চাই, সরকারী অনুদান নিয়ে তাঁতীরা যে সমস্ত কাপড় তৈরী করে তা কো-অপারেটিভ খরিদ করে নেয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানেও দলবাজী করা হচ্ছে। যারা তাদের দলের স্বপক্ষে তাদের কাছ থেকে ভাল দাম দিয়ে, অতিরিক্ত দাম দিয়ে তাঁত বস্ত্র খরিদ করে নেওয়া হয়। কিন্তু যারা তাদের দলের লোক নয় সেই সব তাঁতীদের বলা হয়, টাকা নেই, ফুরিয়ে গেছে, তোমাদের মাল কিনতে পারছি না। এই সব বলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সকাল বেলার খবর বিকেলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, একদল দালাল গিয়ে সস্তা দরে তাদের কাছ থেকে তাঁত বস্ত্র খরিদ করে সেগুলি কো-অপারেটিভের গুদামে গিয়ে ঢুকে। আমার আর একটি কাট মোশন আছে। সেখানে আমার বক্তব্য হলো সিলেকশান কমিটি দিয়ে যে সাউড সিলেকসান করা হয় সে ক্ষেত্রে প্রচণ্ড দলবাজী হচ্ছে। সরকারী অর্থের যে ভাবে অপব্যয় হচ্ছে তাতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। শুধু মাত্র দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার এই কাজ করে যাচ্ছে। অন্য দিকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। সেটা আমাদের বুঝতেই হবে।

(গণ্ডগোল)

কাজে কাজেই এখানে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলির আমি সমর্থন জানিয়ে এবং ডিমাণ্ড গুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ- শ্রীমতী গীতা চৌধুরী মহোদয়াকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরীঃ- মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশ্যন এনেছেন, আমি সেগুলির পক্ষে বলছি। সিঙ্গিছড়া সমবায় সমিতিতে লক্ষাধিক টাকার গরমিল হচ্ছে। এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও সেখানে দৌড়ে গেছেন। ফলে এ ব্যাপারে কিছুদিন আগেও খোয়াই সার্বডিভিশানের সমন্বয়ীদের মধ্যে একটা চাপাবিক্ষোভ ধূমায়িত ছিল। সেই বিক্ষোভকারীরা কিছুদিন আগে থানাতে গিয়ে রিপোর্ট দিলে, কাগজ পত্র পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখা গেল যে, লক্ষাদিক টাকার কারচুপি হয়েছে। এই কারচুপি কারা করেছে, কারা এই সরকারী টাকা অপব্যবহার করেছে? উনাদের দলীয় কর্মী তো করেছেন। তারপর স্যার, খোয়াইতে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র পি্রয়দর্শিনী তেও চলছে কারচুপি, যা কিছুদিন আগে পয্যন্ত চাপা ছিল। কিন্তু নিজেদের কোন্দলের দরুন প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং এই খাতে যে বাজেট বরাদ্ধ ধরা হয়েছে সেখানে ১।২ হাজার টাকা কমালে চলবে না, অর্ধেক কমাতে হবে। স্যার, জুট মিলেও আজ ব্যাপক ভাবে কারচুপি চলছে স্যার, আজ সকালে একটি বেকার ছেলে আমার বাড়ীতে গিয়েছিল এবং বলল- শিল্প মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম চাকরীর জন্য, কিন্তু উনি আমকে বললেন যে সি.পি.আই. (এম) দলভুক্ত না হলে চাকুরী দেযা যাবে না''। তাই আমি বলছি, আপনাদের দিন আর বেশী দিন টিকবে না একদিন তা নষ্ট হবেই। এই বলে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য আপনি আড়াই মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ- মিঃ স্পীকার, স্যাব, আমি আমার কাটমোশানের সমর্থনে, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশনগুলি এনেছেন সেগুলিও সমর্থন করে এবং সরকার পক্ষ থেকে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে সেগুলিকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। স্যার, আমার প্রথম কাটমেশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৪, মেজর হেড-২২৯, কালেকশন চার্জের উপরে। ভূমি চাষের ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানেও এই ভূমি কর সরকার জুলুম আদায় করার ব্যবস্থা করেছেন। স্যার, ল্যাণ্ডলস্তদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। টিলা জমিতেও দেওয়া হয়েছে এবং নাল জমিতেও এই বন্দোবস্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদের গরু নাই, বা ধানের বীজ কিনার ক্ষমতা নাই, তারা কি করে জমি চাষ করবে। তাদের জমি চাষের কোন ব্যবস্থা না করে দিয়ে সরকার তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা ব্যবস্থা করেছেন। তারপর স্যার, বন্যার জন্য তৈছামাতে বালি পরে প্রায় ১০০ একর জমি, যে জমি অত্যন্ত উর্বর ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর সে জমিতে চাষ করা যাচ্ছে না। গত তুইটা ফসল চাষ হয় নি এবং যে ফসলটা হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া-: স্যার আমাকে ১০ মিনিট সময় দিতে হবে। আমার দলের একজন সদস্য বলবেন না।

স্যার, বহু জায়গায় জমিগুলিকে চাষের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না। যাদের হালের বলদ নেই, তাদের হালের বলদের ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার, যে জমিগুলি উতলা, সেগুলির নালা করা দরকার। অথচ সরকার তা না করে জমি গুলির উপর রাজস্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন। এই ভাবে জুলুম করা হচ্ছে। আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ করছি, জমিগুলির এই অসুবিধা আগে দূর করুন, হালের বলদের ব্যবস্থা করুন, বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা করুন, নালা কাটার ব্যবস্থা করুন, টিলা জমিগুলিকে সমতল করার ব্যবস্থা করুন তারপর রাজস্ব আদায়ে ব্যবস্থা করবেন। ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্টের অস্তিত্ব কোথায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দলীয় লোকদের কিছু পাইয়ে দেবার জন্যই এখানে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্যা, আমার আরেকটা কাটমোশান আছে ডিমাণ্ড নং ৯, মেজর হেড-২৮৮ পলিসী অন রিসেটেলমেন্ট অব ফেমিলীস আপরুটেড অন ইমপ্লিমেন্টেশান অব ট্রাইবেল রেগুলেশান উপর। ভূমি ফেরতের যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিলেন তা তারা পালন করছেন না। আমি দেখছি ১৯৬৯ ইং সালের কংগ্রেস আমলে ট্রাইবেলদের ভূমি ফেরৎ দেওয়ার কাজ যে ভাবে এগোচ্ছিল বামফ্রন্ট সরকার আমলে তা থমকে দাঁড়িয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার বার বার রেডিওতে প্রচার করেছেন, প্রেস রিলিজ দিচ্ছেন যে-অমুক ডিভিশানে ল্যাণ্ড রেষ্টুরেশানের কাজ হয়েছে। কিন্তু গিয়ে দেখুন কিছুই হয় নি। শুধু কাগজে পত্রে জমি ফেরৎ দেওয়ার একটা নির্দেশ আছে, কিন্তু বাস্তবে ট্রাইবেলরা তাদের জমি ফেরত পাচ্ছে না। স্যার, এই ব্যাপারে অমরপুরে কি ভাবে দলবাজী চলছে, লুঠের রাজত্ব চলছে তার একটা তথ্য তুলে ধরছি। রামপুরাতে ৩০ জন উপজাতির জমি বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। এই জমি ফেরত পাওয়ার জন্য তারা কংগ্রেসী আমলে এপ্লিকেশন করেছিল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তার শুনানি হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (কয়েক জন সি, পি. আই (এম) সমর্থক বাঙালী ও কয়েক জন ট্রাইবেল মিলে এপ্লিকেশান দেয় যে তাদের ল্যাণ্ড ট্রান্সফার হয়ে গেছে। আসলে কোন ল্যাণ্ড ট্রান্সফার হয় নি। তিনদিনের মধ্যে এটা ইনকোয়ারী হল। ইনকোয়ারীর সময় একজন বলছে— আমার ভূমি ট্রান্সফার হয়ে গেছে এটা ফেরত দিতে হবে, আরেক জন বলছে-আমি এটা কিনে নিয়েছি আমার টাকা ফেরত দিতে হবে। এই ভাবে ওদের টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। রামপুরার গাঁও প্রধান বীরেন দাস যিনি সি. পি. আই (এম) সমর্থক নন, তাকে বাধ্য করা হলো সিগনেচার দিতে। সিগনেচার না দিলে তাকে খুন করা হবে। এই সমস্ত কাজ করেই উনারা প্রচার করেছেন ট্রাইবেলদের জমি ফেরত দিচ্ছেন। এই অবাস্তব।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। হাউস বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকারঃ—উপজাতি যুব সমিতির কোন সদস্য বক্তব্য রাখবেন কিনা, সবাই তো আর বলতে পারবেন না কারণ আমাদের হাতে সময় বেশী নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার কাটমোশান এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেই কাটমোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে, আমরা গরীব মেহনতী মানুষের সরকার, তাদের সাহায্য করা আমাদের কাজ এবং তাদের মৃত্যু মুখ থেকে উদ্ধার করা আমাদের কাজ, কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার ডিমাণ্ড নং ১৯, মেজর হেড ২৮০ আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং বর্তমান সরকারের কাছে অভিযোগ করছি যে, সেই রহস্যাবাড়ী একটা দুর্গম এলাকা। সেখানে দেখছি অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে যাতায়াতের কোন সুবিধা নাই. একমাত্র নৌকায় যাওয়া আসা করতে হয়। এই রহস্যাবাড়ীতে একটা প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারের প্রয়োজন আছে এবং যেখানে হাজার হাজার উপজাতি বসবাস করছে, এই বিরাট একটা দুর্গম এলাকাতে তার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তাই রহস্যাবাড়ী এবং কববুকের কত জায়গায় তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রহস্যাবাড়ী থেকে গণ্ডাছড়ায় আসতে হলে নৌকায় ৭ ঘটা সময় লাগে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোন ডেলিভারী পেসেন্টকে নৌকা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় নৌকা ডুবে গেছে তারফলে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু হয়েছে, আবার কোন কোন সময় রাস্তার মধ্যেই ডেলিভারী হয়ে গেছে এই হচ্ছে দুর্গম এলাকার অবস্থা। ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলবো, বামফ্রন্ট সরকার বলছেন তারা যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলেছেন, কিন্তু এই কথাটার বাস্তবের সঙ্গে মিল দেখতে পাই না, কেন না, কংগ্রেসের আমলে জলাযাতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একটা হ্যাণ্ডলুম ট্রেনিং সেণ্টার ছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে দেওয়া হচ্ছে, আর যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে দেওয়া হচ্ছে না মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি, এই যে ৬'টি ডিমাণ্ড আমি রেখেছি।

তারপরে ইণ্ডাষ্ট্রি এবং প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার। প্রাইমারী হেলথ সেন্টার সম্পর্কে শুনেছি বামফ্রন্ট সরকার আগরতলায় অনেকগুলি হেলথ সেন্টার খুলেছেন, কিন্তু আমরা দেখছি, সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে [illegible] করে হাজার হাজার মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তা বলে আমি এই কথা বলছি না যে, এখানে করবেন না, এখানেও করবেন ওখানেও করবেন এবং যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেখানে আগে করবেন মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আর একটি ডিমাণ্ড হচ্ছে ২৭, মেজর হেড ৩১২। এন, আর ই পি এবং এন, আর পি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় এখানে অনেক বক্তব্য রেখেছেন. এটাকে আমি আর একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। এই এন আর ই পি এবং এন আর ই পি'র কাজের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কলঙ্কিত হয়ে গেছেন। কারণ, আমরা লক্ষ্য করছি, উনাদের গাঁও প্রধানরা তাঁরা এই যে কাজ করছেন এটা নাকি গরীব অংশের মানুষের জন্য সেটা থেকে আজকে গরীবদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। সমস্ত গাঁও সভাতে যে সমস্ত গরীব লোকেরা এন আর, ই. পির, কাজ করলে তাদের প্রত্যেককে এক টাকা করে ত্রাণ তহবিলে জমা দিতে হবে। কিসের জন্য ত্রাণ তহবিল? এক টাকা করে মাথা পিছু কেটে রাখা হচ্ছে। রাইমাভেলি সেখানে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে আছে সেখানেও এক টাকা করে সবাইকে দিতে

হচ্ছে, তাহলে এই কাজ কার জন্য? ধনীর না গরীবের জন্য? মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ভাবা উচিত বর্ত্তমান সরকারের যে চেহারা জনসাধারণের সামনে দাঁড়ালেই তার আসল রূপ বুঝতে পারবেন। যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন আপনারা বলছেন, এন. আর. ই. পি'র টাকা চুরি হয় না সঠিক কাজে ব্যয়িত হয়ে থাকে। যদি তা সত্য হয় তাহলে আজকে কেন এখানে পঞ্চায়েত মন্ত্রী চীৎকার করছেন এবং আবার কয়েকজন বগল বাজিয়ে চীৎকার করেছেন এই রকম হয় না। কাজেই, এখানে প্রমানিত হলো একই ট্রেজারী বেঞ্চে বসে আপনারা দু রকমের কথা বলছেন তাই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেখানে বঞ্চিত হয়েছে, যেখানে মানুষ খেতে পায় না. কাজেই এই টাকা সঠিক কাজে এবং সঠিক পথে ব্যয় করার জন্য আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পঞ্চায়েতে এন. আর. ই. পি. র কাজ করতে হলে সেখানে কোন আইন মানা হয়না। কারণ, যদি আইন করেন তাহলে উনারা ধরা পরবেন। কারণ যদি কোন কাজে ৫০ হাজার ম্যানডেইজ এর কাজ করা হয় তাহলে হিসাব করে দেখা যায় নিজেদের বিড়ি, সিগারেটের দাম পকেটে রেখে এবং টেরিকটের সার্টের দাম পকেটে রেখে, তারপর বাকী টাকা কাজে লাগানো হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, তাই আমি আহ্বান রাখছি বিরোধী সদস্যদের ঘায়েল করার জন্য এবং লোকসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যদি আপনাদের পরিকল্পনা হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের ভুল হবে। জনসাধারণের কাজে সরকারের সাহায্য করা উচিত, কারণ আপনারা জনপ্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, এই কাজে বিরোধী দলের সদস্যরা নিশ্চই সাহায্য করবেন, এটা আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। এবং কাটমোশানগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। আপনি আড়াই মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার যে সব কাট মোশান আছে সেগুলি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা আলোচনা করবেন।

শ্রী জওহর সাহা :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন সেই কাটমোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি যে সকল কাটমোশান এনেছি আমি বলছি ডিমাণ্ড নং ৪ মেজর হেড ২২৯, ডিমাণ্ড নং ৪ মেজর হেড ২২৯, ডিমাণ্ড নং ৫, মেজর হেড ২৮৯, ডিমাণ্ড নং- ১৩ মেজর হেড ২৯৮, ডিমাণ্ড নং- ১৩ মেজর হেড ২৯৮।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আমাদের সময় খুব কম, আপনি খুব সংক্ষেপে বলুন।

শ্রী জওহর সাহা :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমার যে কাটমোশান সেটা হল ' Failure to coutrol and eliminate the wasteful expenditure on survey and settlement Departmeut." এইগুলির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে এইজন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আছে। আজকে যদি আমরা দেখি বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে তাহলে দেখতে পাব কাজের কিছুই হচ্ছে না। অ্যাগ্রিসেন্সাসের যে প্রকল্প এর জন্য সম্পূর্ণ টাকা সেণ্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অ্যাগ্রি-সেন্সাসের কোন কাজ আরম্ভ হচ্ছে না। আজকে ল্যাণ্ড

রেকর্ডের কথা বলতে গেলে পশ্চিম ভুলোমা গাঁওসভায় একটি ভূমিহীন পরিবার সোনাদেবী জমাতিয়া ভূমিহীন হিসাবে তাকে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। তিনি বিরোধী দলের সমর্থক ছিলেন। পরে সেই সোনাদেবী জমাতিয়া তার সে জমি ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে। আজ দীর্ঘ ৩ বৎসর যাবৎ এই সরকারী অফিসে ধর্ণা দিয়েও আর কোন সদুত্তর পায়নি। এমনি করে কোথাও কোথাও দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ জায়গা দখল করে আছে কিন্তু তাদের নাম রেকর্ড হচ্ছে না। সরকারী খাতায় ভূমিহীনদের নাম ভূমিহীনদের নামে লিপিবদ্ধ করা আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছিলেন যে সকল ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সকল ভূমিহীনদের নাম আজও রেকর্ড করা হয় নাই। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে যে সকল ভূমিহীনদের জায়গা দেওয়া হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে অধিকাংশ মিথ্যা। সেটা আদৌ সত্যি নয়। সেই সকল পুনর্বাসন প্রাপ্ত লোকগুলির নামে জায়গা আজ পর্যন্ত রেকর্ড হয় নাই। ল্যাণ্ড রেকর্ডের ব্যবস্থার জন্য আমরা আজকে কোথাও তার ব্যবস্থা দেখতে পাইনা। আজকে সরকারকে দেখতে হবে আজকে যে সকল ভূমিহীনের নামে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি আদৌ তাদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা দেখতে পাইনা যার জন্য আমি এই কাটমোশান এনেছি। আমার আর একটি কাট মোশান হল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ সামগ্রী সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে যদি বলতে হয় তাহলে আমরা দেখব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে কি বুঝায় বন্যা কিংবা মহামারী দেখা দিলে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়। ৮২-৮৩ সালে এর জন্য ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল, এই বৎসরে ও এর জন্য ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে খরচ হয়েছে ৭৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এইযে টাকা খরচ করা হয়েছে, এই টাকাটা দিয়ে দলবাজি করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে ঘুর্নিঝড় হয়ে গেল ওই বিশালগড় ব্লকে গোলাঘাটিতে, বিভিন্ন গাঁওসভাতে ঝড় হয়ে গেল, বিভিন্ন জায়গায় ঝড় হল, বিলোনীয়া, উদয়পুরে ঝড় হয়েছে। যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে, যাদের বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে টাকা দেওয়া হয়নি। যারা পার্টির লোক, যারা প্রধানের মনোরঞ্জন করে বেড়ান তাদের দেওয়া হচ্ছে। ফলে আমি এই সরকারের কাছে, এই হাউসের মধ্যে দাবী করছি এই সরকার যাতে গরীব মানুষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের যাতে ঠিক ঠিক ভাবে টাকা দেওয়া হয় সেদিকে যাতে সরকার লক্ষ্য রেখে কাজ করে। এখানে আর একটি মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার তুলেছেন। আমি ও তার সাথে একমত। গ্রামের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় ডিসপেনসারী ব্যবস্থা নাই সেই সেই গ্রামে ডিসপেনসারী করার জন্য। যেমন বিলোনিয়ার পশ্চিম চরকবাই এবং অমরপুরে মাইছড়াতে নতুন করে ডিসপেনসারী খোলা দরকার। যেসকল ডিসপেনসারী আছে, অনেক ডিসপেনসারীতে ডাক্তার নেই। সেখানে একটা লোক দিয়ে সেই ডিসপেন্সারী চালানো হচ্ছে। কারো আমাশয় হলে সেখানে পেটের অসুখের ঔষধ দেওয়া হয়, মাথা ব্যথা হলে জ্বরের ঔষধ দেওয়া হয়। ফলে যেখানে ডিসপেনসারী আছে সেখানে ঠিকমত ঔষধ সরবরাহ করা এবং যেখানে ডাক্তার নাই, সেখানে ডাক্তার দেওয়ার জন্য এবং সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সরকারের কাছে আমি আবেদন করছি। যেন আরও নূতন প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার খোলা হয়। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আরও অনুরোধ

হবে নূতন ডিসপেন্সারি যেগুলি আছে সেগুলিতে যেন রীতিমত ঔষধ পত্র সাপ্লাই করার ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধের অভাবে রোগীদের চিকিৎসা করা যায় না। হাউজে যেসব কাট মোশান এসেছে সেগুলিকেও আমার কাট-মোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভায় প্রস্তাবের উপর আক্রমণ করে স্বাধীনতা খর্ব করেছেন তাই এই সরকারের আলোচনা হওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যদি কোন জিনিষ রেফারেন্স্ করতে চান তাহলে রেফারেন্স্ পিরিয়ডে দিতে পারেন। এখন কংগ্রেসের ৫ মিনিট সময় আছে যদি কেউ এই সময়ে বলতে চান তাহলে বলতে পারেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ বলবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যেসব কাটমোশান এনেছেন সেগুলিকে, সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। যেসব কাট-মোশান এসেছে তারমধ্যে প্রথমে আমি এস. আর. ই, পি, ও এন, আর, ই, পি. সম্পর্কে বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এস, আর, ই, পি, ও এন, আর, ই, পির কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া অর্থ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের খাদ্য নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার দলবাজী করেছেন, কেডার পোষণ করেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আজকে সাধারণ মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন আর গ্রামে গঞ্জে যারা সি, পি, এমের, তারা এস, আর, ই. পি, ও এন, আর, ই, পি, নিয়ে দুর্নীতি করেছেন। আমাদের এলাকার গাঁও প্রধান আজকে ৭ মাস ধরে এলাকাতে কোন কাজ করেন না। অথচ বি, ডি, ও, সাহেব বললেন আমাদের কালাছড়া গাঁও সভার দুইটি কাজ প্রধান পেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ঐ প্রধান এস, আর, ই, পি, ও এন, আর. ই. পির ২ হাজার টাকার কাজ সেখানে বিক্রী করেছে। নওগাঁও গাঁওসভার প্রধান যিনি তিনি ত ধরাই পড়েছেন। আজকে এই হাউসের মধ্যে আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে বলছি এ ব্যাপারটা দেখার জন্য যে, কিভাবে সি, পি, এমের প্রধানরা দুর্নীতি করেছে। কারণ আমরা জানি কংগ্রেসের আমলে কোন কংগ্রেস প্রধান দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় নি। এটা দুঃখের বিষয় যে, এভাবে সাধারণ মানুষের খাদ্য নিয়ে দলবাজী। আজকে প্রধানরা মিছিলে মিটিং-এ মানুষ জড়ো করার জন্য কোপন বিক্রি করেছে। যারা মিছিলে যাবে তাদেরকে কুপন দেওয়া হবে, আর যারা যাবেনা তাদেরকে দেওয়া হবে না। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন এটা তদন্ত করে দেখেন, এবং তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন কি চলেছে। আজকে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই বামফ্রন্ট সরকার খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। মাননীয় সদস্য আপনারা যারা সরকার পক্ষের আপনারা এলাকাতে গিয়ে দেখুন কি চলেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে; ত্রিপুরা রাজ্যে একটি লোকও অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরেনি। কিন্তু যে সরকার সাধারণ মানুষের খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন সেখানে কি করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন, যে একটি লোকও অনাহারে মরেনি। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু লোকের অনাহারে অর্দ্ধাহারে মৃত্যু হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ, আপনি বসুন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা বলে আমাদের কাট-মোশান-গুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—সরকার পক্ষীয় মাননীয় সদস্যদের জানিয়ে রাখছি যে তাদেরকে ১০০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের আনীত সবগুলি কাট-মোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। যেহেতু সময় খুব কম সেহেতু অল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া ট্যাক্সের প্রশ্ন তুলেছেন। আমি বলতে চাই যে ওনারা, ত ভাল করেই জানেন যে, সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত কোন খাজনা লাগে না ওনারা গত ৩৩ বছরে কংগ্রেস আমলে কোন জুমিয়া রেহাই পেয়েছে কিনা জানেন ? আর বর্তমানে যার যত বেশী আছে তাকে তত বেশী আয়ের উপর সাড়ে সাত কানির আয় বাদ দিয়ে বাকী আয়ের উপর সরকারকে টেক্স দিতে হবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সঠিক ম্যাপ ছিল না নকশা ছিল ? ১৯৬৭ সালে একটা সার্ভে হয়েছিল কিন্তু তাতে জরীপ বন্দোবস্তের উপর কি চেহারা ছিল না কত ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেলের জমি, কৃষকের জমি বেপাত্তা, বেওয়ারিশ ছিল কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না।

মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত কংগ্রেসী আমলে জমির সীমানা নির্ধারনের জন্য সরকার কিছুই করেন নি। ফলে বহু জমি বেনামে জোতদারদের দখলে ছিল। অথচ ভূমিহীন কৃষকরা শুধু জোতদারের জমিতে কাজই করে গেছে তারা জমির মালিক হতে পারে নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ত্রিপুরার সমস্ত জমির সীমানা সার্ভে করার ব্যবস্থা নেন। এবং এরফলে বহু খাস বেদখলী জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব হয়। জমির সীমানা নির্দ্ধারন করে তার দলিলে জমির দাগ নাম্বার, খতিয়ান এবং নকশা ইত্যাদিও দেওয়া হয়েছে।

স্যার, আজকে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দেখি যে, ভারতবর্ষের সমস্ত জমি মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদারের হাতে রয়েছে। এরা বেনামে এই জমি দখল করে ভোগ করছে। অথচ সারা ভারতবর্ষে রয়েছে কোটি কোটি ভূমিহীন কৃষক। ভূমিহীন উপজাতি রয়েছে, এরা ভূমিহীন সমস্ত জমি রয়েছে কয়েক জন মাত্র লোকের হাতে থাকায় এই গরীব লোকগুলির সর্বনাশ হয়ে গেছে।

স্যার, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আগে মহাজনরা গরীব অশিক্ষিত লোকদের নানাভাবে ঠকাবার চেষ্টা করতো। তারা আগে বাটখারার পরিবর্তে ইট দিয়ে মেপে উপজাতিদের নিকট থেকে জিনিস রাখত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সে ব্যবস্থা বন্ধ করেছেন।

স্যার, আজকে আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার, এস, আর, ই, পি,র মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছেন। আর এই টি, ইউ, জে, এস, আমাদের সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। এরা সাধারণ মানুষের উন্নতি চায় না। তাইতো আমরা

লক্ষ্য করছি যে, এই উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার মানুষের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই তারা এখন এই বিধান সভায় এসে চিৎকার করছে। কাজেই আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রী.গাপাল চন্দ্র দাস: মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলেব সদস্যরা এখানে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা কবে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে সমস্ত অভিযোগ মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন তা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কারণ আমরা দেখেছি যে, আগে কংগ্রেসী আমলে গ্রামে সাধারণ একটা কাজের জন্য টাকা দেওয়া হলে সে টাকা গ্রামের মোড়ল খরচ করত না, সেটা তাদের নিজেদের পকেটেই চলে যেতো। তারা সাধারন মানুষের শুধু মাত্র টিপ সই দিযে সমস্ত টাকা আত্মসাত করত। অথচ আজকে এরাই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বামফ্রন্ট সরকাব এন, আর, ই, পির এবং এস, আর ই, পিব মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচী গ্রহণ কবেছেন। এই কংগ্রেসী আমলে আমরা দেখেছি যে কি ভাবে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষেরা খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারাত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আজকে দৃঢ প্রতিজ্ঞ যে, তারা এখন আব একটি লোককেও না খেয়ে মরতে দেবেন না। তাই তারা বিভিন্ন প্রকার জনকল্যানমূলক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন। অথচ আমরা দেখছি যে এই টি, ইউ, জে, এস, তারা বামফ্রন্ট সরকাবের সকল কর্ম্মসূচীকে বানচাল করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাইতো তাদের গায়ে আজকে জ্বালা ধরেছে। আমরা দেখেছি ঐ মাতাবাড়ি ব্লকে ওরা কি করেছে। কিভাবে সেখানে জনসাধারণ মানুষেব ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি এই কংগ্রেস(আই) ও বামফ্রন্ট সরকারের সকল প্রকার জনকল্যানমূলক কর্ম্মসূচীকে বাঁধা দিয়েছে। তাই তো এরা জন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আজকে আমরা পৌরসভার নির্বাচনে দেখেছি যে, এই কংগ্রেস(আই)কে সাধারণ মানুষ কিভাবে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। কাজেই আজকে নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি. র মাধ্যেমে গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এই এন, আর, ই, পি-র জন্য টাকা দেন কেন্দ্রিয় সবকার এবং এস, আর, ই, পির টাকা দেন রাজ্য সরকার। এই এন, আর, ই, পি এবং এস. আর. ই, পির মাধ্যমে ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ লোক উপকৃত হয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে কংগ্রেসী আমলে সারা ত্রিপুরার গরীব মেহনতী মানুষ জোতদার, মহাজনদের উপর নির্ভর করত। কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি যে, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই মহাজনদের দৌরাত্ম কমেছে। তাই তো মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। সুতরাং আজকে তারা যে

অভিযোগ এনেছেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে আমি বলব। আজকে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।

শ্রীজওহর সাহা—পয়েন্ট অব অর্ডার। 'মিথ্যা' শব্দটা আনপার্লামেন্টারী স্যার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য 'অসত্য, বলতে পারেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া ল্যাণ্ড একস্‌টিংশান এর প্রশ্নে যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন, সেই সম্পর্কে একটা অ্যাকট্‌ হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। সেটা কার্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এসে সেটা কার্য্যে পরিণত করেছেন। এটা কংগ্রেস সরকার দেয়নি। এটা দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। এই দুর্গত মানুষের যে সমস্ত জমি তাদের অন্যায় পলিসির ফলে মহাজনদের হাতে চলে গিয়েছিল তাদের হাত থেকে সেগুলি আবার আদায় করে এনে দেওয়া হয়েছে। তাদের এই সমস্ত বাস্তব দৃষ্টিভংগী নেই বলেই এই সমস্ত কথা তারা বলছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা পাশাপাশি বলব যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায় না। আজকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা করছেন যতদিন পর্য্যন্ত না পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন না করা যায় ততদিন পর্য্যন্ত অবস্থার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়। বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেচে থাকবে এই আশা করছি এবং সমস্ত কাটমোশানের বিরোধীতা করে এবং যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে তাদের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যারা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করে সরকারী ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। আমি সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি সমবায় সমিতি নিয়েই আলোচনা করছি। আজকে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থাটা তাকে তারা বলছেন মিকস্‌ড ইনকাম। আসলে এটা হচ্ছে আমেরিকান ইনকাম। কিন্তু সোভিয়েট সাহায্য পাওয়ার জন্য অ্যামেরিক্যান টেবলেট সোভিয়েট বোতলে ভরা হয়েছে। এক সংগেই বাঘ এবং হরিণ বনে চড়ছে। সমবায় আন্দোলন চালাব এবং সাধারণ মানুষকে ধোকা দেব। এই হচ্ছে কো-অপারেটিভ পলিসি তাদের। সারা ভারতবর্ষে কয়জন মেমবার আছে কো-অপারেটিভে? অল্প কয়েকজন মেম্বার রয়েছে। আর সেই সমস্ত শেয়ার কাকে দিচ্ছেন? টাটা বিড়লা এদের। কাজেই এই যে পলিসিটা কো-অপারেটিভের সেটা হচ্ছে বড লোককে আরও বড করার জন্য। ৩০ বৎসর ধরে সমবায় দপ্তর ছিল একটা ইলেকশান ফাণ্ড। সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারত না। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট আসার পর এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে সমবায়ের লোকসান দাঁড়াচ্ছে ৫ হাজার ৭৭টাকা। সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২,২৫,০০০। এবং যেখানে মাত্র ৫।১০ লক্ষ টাকার বাজেট হত সেখানে আজকে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকারও বেশী। বিশেষ করে ল্যাম্পস ৫৪টা, প্যাক্স ২০৬টা এবং মার্কেটিং কো-অপারেটিভের সংখ্যা হচ্ছে ১৪টা এবং অন্যান্য লেবার কো-অপারেটিভের সংখ্যা ৯। এমন কি আজকে যারা মোটর-শ্রমিক তারাও সমবায়

সমিতি করে বেঁচেছে। আজকে লাকড়ি বিক্রি করার জন্য অ্যাপেক্‌স করেছে। সেই লাকড়ি অ্যাপেক্সএর মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে। এমনি করে সমবায়ের যেটা মুল উদ্দেশ্য, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিরুদ্ধে সমবায়ের লক্ষ্য। আমরা দেখছি, আমাদের রাজ্যে এই কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে আড়াই লক্ষ মানুষকে সমবায়ের আওতায় টেনে আনতে পেরেছি। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোন রাজ্যে আছে কিনা জানিনা। কাজেই সেখানে আমরা দেখলাম কতিপয় মাননীয় সদস্য কাটমোশন এনেছেন যে, হ্যাণ্ডলুম এবং অ্যাপেকসকে টাকা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কেন? কারণ তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এগিয়ে আসছে। আর আজকে শিল্পীরা শ্রমিক হিসাবে তাদের মর্য্যদার যে প্রশ্ন এসেছে সেটার জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হবে না। তারপর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির জন্য টাকা দেওয়া হবে না। দিল্লী থেকে সিডিউলড কাস্ট কমিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারী এসেছিলেন এবং তিনি বলে গেছেন মৎস জীবি সমিতির জন্য যা এখানে করা হয়েছে সারা ভারতবর্ষে এমনটা করা হয়নি। জাল যার জল তার, আপনাদের এটা শ্লোগান ছিল। কিন্তু এটাকে আমরাই বাস্তবে রুপায়িত করেছি। মাননীয় সদস্য জওহর সাহা আজকে জলাশয়গুলিকে ছিনিয়ে নিতে চাইছেন সেই সমিতির হাত থেকে। তাঁরা দেখেছেন যে, যদি এই কাজ চলে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

আজকে আইতরমা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গত বছরে তাতে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার জিনিস—পত্র বিক্রি হয়েছে এবং তার মধ্যে লাভ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। কাজেই আমি মনে করি এটা হচ্ছে এ নিউ ডাইমেন্‌সান অব সাক্‌সেস ইন কো-অপারেশান। কিন্তু তারা তো সেই সব কথা বলছেন না, শুধু বিরোধীতা করার আছে তাই বিরোধীতা করছেন, ভাল কাজও যে কিছু হচ্ছে, সেকথা তারা এখানে তুলে ধরতে চাইছেন না। এটা খুবই দুঃখেই। হয়তো মাননীয় সদস্য বলবেন, আমি তো এসব কিছু জানি না, এটা আমাকে অমুকে লিখে দিয়েছে, দ্বিতীয় বার হয়তো বলবেন, এটা আমাকে দেবব্রত কলই লিখে দিয়েছেন। আবার হয়তো বলবেন, আমি কি করব, বিভু দেবীর মুখখানা দেখলে যে, আমার মন গলে যায়। স্যার, এই হল বিরোধী দলের অবস্থা। কাজেই তারা শুধু আবোল তাবোল বলে যাচ্ছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য যে কিছু বলা দরকার, সে দিকে তাদের আদৌ কোন নজরই নাই। তাই বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশন এসেছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে যে ডিমান্ডগুলি পেশ করা হয়েছে, আমি সেগুলিকে সমর্থণ করছি, আর বিরোধী সদস্যরা সেগুলির যেসব কাট মোশন দিয়েছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার আমি চিন্তা করতে পারছি না, মাননীয় কংগ্রেস সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ভূমিহীন এবং গরীব লোকদের নিজস্ব বাড়ী ঘর নাই, তাদের সরকার থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে একটা কাট মোশান এনে বিরোধিতা করছেন। তিনি বলেছেন যে এই সমস্ত সাহায্য দিয়ে সরকার তার ক্যাডার পুষছেন, কাজেই গরীব লোকদের বাড়ী ঘর করার জন্য সরকার যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, সেটা নাকি ভীষণ অন্যায় হয়েছে। স্যার,

জরুরী অবস্থার কথা সবাই জানি, তখনকার সরকার জোর করে অনেক লোকের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে, তারা যাতে পুনঃরায় বাড়ী ঘর করতে পারে, সেজন্য কোন রকম সাহায্য দেওয়া হয় নি।

মাননীয় স্পীকার আজকে এই হাউসে যে সব ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে সেগুলির সমর্থন জানিয়ে এবং যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আজকের ত্রিপুরা রাজ্যে যদি আবো লক্ষ্যকরি তাহলে আমরা দেখব যে, অতীতে ত্রিপুরার স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। স্যার আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগে যেখানে হাসপাতাল ছিল না আজ সেখানে হাসপাতাল করা হচ্ছে, আগে যেখানে কোন ডিস্‌পেনসারী ছিল না আজকে সেখানে ডিস্‌পেনসারী করা হচ্ছে। ঠিক এই ভাবে আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আগে যে সব জায়গায় ব্লাড ব্যাংক ছিল না আজকে সেই সব জায়গায় ব্লাড ব্যাংক নুতন ভাবে খোলার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এই সব কারণে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অতিরিক্ত অর্থের দাবী জানাই। স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ত্রিপুরাতে একজন ইনডোর রোগীর জন্য খরচা করা হয় ৩ টাকা আর আউট ডোর রোগীর জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ৬০ পয়সা। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এটা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, এই ৬০ পয়সা দিয়ে ২ টা টেবলেটও কেনা যায় না। তাহলে কি করে রোগীর চিকিৎসা হবে ? তিন টাকা খরচা করা হয় ইনডোর রোগীদের ক্ষেত্রে—একটা রোগীকে যদি সেলাইন দিতে হয় এই তিন টাকা দিয়ে সেই রোগীকে সেলাইন দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই সব সমস্যা সম্পর্কে উনাদের কোন বক্তব্য নাই। আজকে ত্রিপুরার অবস্থা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ত্রিপুরার জন্য ইনডোর পেশেণ্টের জন্য ১০ টাকা এবং আউট ডোর পেশেণ্টের জন্য ৩ টাকা করেন এবং রোগীদের ডায়েটের জন্য ৫'৩৫ পয়সা করার জন্য দাবী করা হচ্ছে তখনই বিরোধী পক্ষ থেকে দাবী করা হচ্ছে, না ছাঁটাই করতে হবে। টাকা কমিয়ে দাও—অমুক জায়গায় ডিস্‌পেনসারী কেন করা হল না টাকা কমিয়ে দাও। আমরা বলছি যে, এটা খুব ভাল কথা দুর্গম অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। যে সব জায়গায় এই সব করা যায় নাই সেই সব জায়গায় হেল্‌থ সেণ্টার করে তার মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা করতে হবে এবং যে সব স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। যেখানে ৬টি শয্যা আছে সেখানে ১০টি শর্য্যা করতে হবে। যেখানে ৩০টি শয্যা আছে সেখানে ৫০টি শর্য্যা করতে হবে। কাজেই এই সব যদি আমরা করতে যাই তাহলে আমাদের আরও অর্থের দরকার। মাননীয় স্পীকার

স্যার, আমরা জানি যে, আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, আমাদের যে সীমিত অর্থ আছে সেই অর্থ দিয়ে আমরা ত্রিপুরার জন্য সব কিছু কাজ করে দিতে পারব এই দাবী আমি নিশ্চয় করি না এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদেরও এই অভিজ্ঞতা আছে যে, আজকে আমাদের টাকার অভাবে ত্রিপুরায় উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, আমরা যথা সময়ে সব জায়গায় ঔষধ পত্র দিতে পারছি না। কাজেই এই সব অসুবিধার জন্য আজকে এই অসুবিধাগুলি আছে। 'এটা নেই' বলছি না। আজকে ঔষধের সমস্যা আছে, কমপাউনডারের সমস্যা আছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা যদি এগুলি দেখিয়ে একটা গঠণমূলক সমালোচনা করতেন, উনারা সঠিকভাবে সমালোচনা করতেন তাহলে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে চিন্তা ভাবনা করার একটা সুযোগ থাকতো। তারা 'এখানে যে সমস্ত জিনিষ তুলে ধরেছেন সেগুলি ভেক। এর মধ্যে সারবস্তা কিছু নেই। ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশন সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। এখানেও ডিফেকট আছে। ডি, ডি, টি হয় তো দুই তিন বাড়ীতে করল আর দুই তিন বাড়ীতে করল না। ফলে রোগ সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ রয়ে গেল। এই সমস্ত জিনিসগুলির দিকে লক্ষ রাখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে কেনসারের চিকিৎসা হতে পাবে। তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া যে সমস্ত জীবন দাযিনী ঔষধ আছে সেগুলি সারা ভারতবর্ষেব গবীব মানুষের কাছে সস্তা দরে বিক্রী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। কাজেই এখানে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন চার জন মন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। আমি তাদেরকে সময়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী অনিল সরকারকে উনার বক্তব্য আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা আমাদের ডিমানডের উপর কিছু কাট মোশন এনেছেন। সেখানে কেউ কেউ হ্যানডলুম হ্যানডিক্রেপ্টস, বিশেষতঃ জুটো কাট মোশন এনেছেন জুট মিলের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয় কেন, অ্যাপেকস ও কো-অপারেটিভকে অর্থ দিচ্ছে কেন? আমরা বুঝতে পারছি না এটা তো কংগ্রেসী গণতন্ত্রেই আছে যে কো অপারেটিভ ও অ্যাপেকসের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনীতিকে সংগঠিত করতে হবে। অবশ্য যিনি এই কাট মোশন এনেছেন তিনি একেবারে শেষে এনেছেন যখন গান্ধীবাদ শেষ হয়ে গেছে। উনারা ভেসটেড ইনটারেসটে কাজ করছেন সেই জন্য তারা অ্যাপেক্সের বিরোধীতা করছেন। আমি বলতে চাই যে অ্যাপেক্স ও কোঅপারেটিভ এর জন্য যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে বামফ্রন্টের আমলে প্রথমে ১৪টা কোঅপারিটিভকে সংঠিত করা হয়েছিল এবং এখন পর্য্যন্ত সেটা দাঁড়িয়েছে ৫৮৬ তে। এখন ৩৫০ জন ওয়েভার উপকৃত হয়েছেন, ১৪৫০ জন কাজ করছেন এবং ইনডাইরেকটলি ৪৩৫০ জন উপকৃত হচ্ছেন। এই ওয়েভাররা এখন শিল্পীর মর্য্যাদা পেয়েছেন। আমাদের বাজারের কোন অসুবিধা নেই। আসাম থেকে সুরু করে দেশের বাহিরেও বিক্রী হচ্ছে। এখানে চট কল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এখানে চট প্রোডাকশন না হয়ে ইনকেলাব জিন্দাবাদ প্রোডাকশন হচ্ছে। আসলে এরা ভেবেছিল যে এবার ত্রিপুরার মানুষ

তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এটা আর হল না। সেই জন্য এখন তারা লাল আতংকে ভোগছেন। চটকল ওটা তো উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৭৪ সালে এবং ১৯৭৭ সালে ওরা প্রোডাকশন করে যেতে পারতেন, কিন্তু সেটা করে নি। ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাস থেকে এখানে প্রোডাকশন স্থুরু হয়েছে। ১৮ শো শ্রমিক এখানে কাজ করছেন। আসামে দুটো চট কল আছে। নেঁায়া গায়ের যেটা সেটার কেপাসিটি হল দৈনিক ৩০ মে, টন, এটা বোধ হয় সাত টনও ডেইলী প্রোডাকট করতে পারে না। কিন্তু আমাদের এখানে ডেইলী ২০ টন তুলছে। এটার বিরাট মার্কেট আছে। কোন কোন সময় দেখা যায় ১৮/১৯ লক্ষ ব্যাগ অগ্রিম বুক হয়ে থাকে। এখানে মাননীয় সদস্য বলছেন রেড ইমপ্রেশান চলছে, লাল অত্যাচার চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে কর্মচারীদের যে স্কেল সেটা ভারতের কোথাও নেই। একজন আনস্কিলড লেবার তার বেতন হচ্ছে ৩১০-৪৩৪ টাকা, মোট ৫৮৪ টাকা হয়েছে। একজন স্কিলড লেবারার তার স্থুরু হচ্ছে ৬২৯ টাকা থেকে. এই ধরনের স্কিলড (এ) ৪২৫-৮৭০ টাকা। স্টার্ট করছে ৪২০ থেকে। উনারা আতংকে ভুগছেন। এছাডা শিংগীছড়াতে একটা পাইলট প্রোজেক্ট সেণ্টার আছে। আর কতগুলি সেণ্টার যেগুলি ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে আছে সেগুলির পরিচালনার জন্য অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত পাঁচ বছরে কি করেছি তার একটা তথ্য এখানে দেওয়া দরকার বলে মনে করি। প্রথমে ত্রিপুরার জুম চাষী, সাধারণ কৃষক যারা নিজেরা প্রোডাকশন করে এই রকম লোকদের আমরা ১৯৮২-৮৩ সালে ১০ লক্ষ টাকার সুতা দিয়েছি এবং তারা প্রোডাকশন করেছে ৩,১৮,৮৯১ টি কাপড। ওখানে ১৪ লক্ষ টাকার প্রোডাকশান হয়েছে। পাঁচডা হয়েছে ৩,৫০৯ টা। হ্যাণ্ডলুমে আমরা গত কয়েক বছরে ৫,৭৪৬ লক্ষ টাকার প্রোডাকশন করেছি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ২ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। আমাদের অ্যাপেকস কো-অপারেটিভ দোকান আছে ৫ টি এবং হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশনের ১১ টি। তাদের ব্লকে ১ থেকে ৯ লক্ষ টাকার তাঁত বস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজাইন সেণ্টার আমাদের একটি আছে। সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ইত্যাদি করি। আমরা এর জন্য গত কয়েক বছরে ১,০৪০ জনকে বিভিন্ন যন্ত্র পাতি তাদের দিয়েছি। সে জন্য আমাদের খরচ হযেছে ১২ লক্ষ টাকার উপরে। গত পাঁচ বছরে সাডে তিন লক্ষ দেওয়া হয়েছে। এ বছর আমাদের টার্গেট ৭৫ হাজার দেওয়ার। আমবা কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে ৫০ হাজারের বেশী ঋণ দেওয়া হয়নি। আমরা এসে গত পাঁচ বছরে ব্যাঙ্ক থেকে এবং জেলা শিল্প পরিষদ দপ্তর থেকে নতুন ইউনিট রেজিষ্ট্রিশন দিয়েছি ৬৪৫ এবং সেখানে ঋণ দিয়েছি শিল্প গড়ে তোলার জন্য, ৪,৪০,৮৬,০০০ টাকা। এই বছরও ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়ার টার্গেট আছে।

(কাজে লাগিয়েছেন কত)

পরীক্ষা করে দেখে নেবেন। কংগ্রেস আমলে তো মন্ত্রীরা ইট ভাটার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। সব ডিফলটার। এখন ভর্তুকি দেওয়া হয় ৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে ঘর বাড়ী করার জন্য ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। এই বছর লক্ষ্য যথাক্রমে

১৬ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা। সরকারী দোকান গুলিতে আমরা গত পাঁচ বছরে জিনিষ বিক্রয় হয়েছে, ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার। বিভিন্ন বানিজ্য মেলায় অংশ নিয়ে বিক্রয় হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকার এখানকার কাপড এবং অন্যান্য হস্ত জাত দ্রব্য। ত্রিপুরার স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি কর্পোরেশন গত পাঁচ বছরে ৬ কোটি টাকার জিনিষ পত্র উৎপাদন করেছি। আমরা বিক্রি করেছি ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার। এই বছরে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। কাচামাল বিভিন্ন ইউনিট গুলিতে সরবরাহ করেছি ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এই বছরে আমাদের লক্ষ্য ৮০ লক্ষ টাকা। ১২ টি ইট ভাটার মধ্যে আমরা ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার ইট উৎপাদন করেছি। তাতে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ৪ হাজারের উপর। এ বছর লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে চার হাজারের উপর। ফুড কেনিং সেণ্টারে আনারস সংগ্রহ করি ৫ বছরে ৪৫ হাজার টকার। সমস্ত ইষ্টার্ণ রিজনে ৩২টি ফুড ক্যানিং ইউনিট আছে। একমাত্র ত্রিপুরা ছাডা ভারতবর্ষের আর কোথাও এত বেশী উৎপাদন হয় না। ২০ টনের বেশী উৎপাদন হয় না। আসাম বন্ধ

অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে আছে। একমাত্র আমরাই দেডশ টন প্রডাকশন করতে পারব।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ডপজিশান বেঞ্চ :- লোকসান কত হচ্ছে ?)

লোকসান নয় লাভে চলছে। আমাদের সমস্যা হলো, আমাদের কৌটার অভাব। আমাদের ৩ লক্ষ কৌটার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন একচেটিয়া কোম্পানীগুলি বিদেশ থেকে র-মেটেরিয়েলস্ এনে যে প্রডাকশন করে তার মধ্যে ব্ল্যাকমেল চলে। যার জন্য আমরা পাচ্ছি না। আজকে আমাদের আনারস পচে যাচ্ছে। এক বছর আগে আমরা টাকা দিয়েছি। কালকে বদরপুর থেকে আসার কথা ছিল, ওদের দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা পাচ্ছিনা প্রডাকশান আটকে যাচ্ছে। মেটাল কোম্পানী যারা এটা করে তারা কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী তহবিলে ভাল টাকা দেয়।

(ভয়েসস্ ফ্রম কংগ্রেস ব্রেঞ্চ :— আপনাদের কত দেয় ?)

কংগ্রেস আমলে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট কার্পোরেশন গঠন করা হয়েছিল ১৯৬৪ সনে। কিন্তু কোন কাজই করে নি। আমরা ১৯৮২ সালে চালু করলাম। ৮৬ একর জায়গায় ডুকলীতে নিয়েছি। যারা ইণ্ডাষ্ট্রি করতে যায় তাদেয জয়গা দিয়েছি। অলরেডি ১০ টা ইউনিট জায়গা পেয়েছে প্রডাকশনও শুরু করে দিয়েছে। চায়ের জন্য ত্রিপুরা টি ডেভেলাপমেণ্ট বোর্ড গঠিত হয়েছে। আমরা রুগ্ন চা বাগানগুলিকে কোপারেটিভ করে টাকা পাইয়ে দিচ্ছি। আমরা ২ | ৩ বছরে ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আয় করেছি। এই বছর আমাদের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে, ৫.৩৪ হাজার টাকা। ৩০০ শ্রমিক কাজ ছিল না তারা নিজেরা কো-অপারেটিভ করে সংগঠিত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ থেকে চায়ের উৎপাদকরা এসে বলে, ভারতবর্ষের আর কোথাও নাকি কো-অপারেটিভ সিষ্টেম নাই। তারা আশ্চায্য হয়ে যায়। দেশী বিদেশী কোম্পানীগুলি আজকে আতংকিত হয়ে চেষ্টা করছে এটাকে নষ্ট করে দেবার। আপনারা তো বলবেন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ হচ্ছে। কাজ কিছুই হচ্ছে না পেচারথলে ১০ লক্ষ পেটি চা প্রডাকশনের উপযুক্ত একটি কারখানা আমরা করব দেড কোটি টাকা ব্যয়ে। স্েরিকালচার খুব কষ্ট করে করা হচ্ছে।

এখানে সুইটেবল ক্লাইমেট নয়। এখানে যা রেইন ফলহয় তাতে ২-৩ ক্রপের বেশী হয় না। গত কয়েক বছরে ৮৮২ একর রেশম চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এতে উপকৃত হচ্ছে ১,০১০ রেশম চাষী। গত ৫ বছরে প্রডাকশন হয়েছে ৩০,৬০০ কে, জি,। এই বছরে লক্ষ্য মাত্রা ধারা হয়েছে ২০ হাজার কে. জি. আমরা গত বছর ৩ হাজার মিটার রেশম বস্ত্র উৎপাদন করেছি। এ বছর আমাদের ৪ হাজার মিটার রেশম বস্ত্র উৎপাদন করার লক্ষ্য মাত্রা। খাদির বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য গত পাঁচ বছরে ৯ কোটি টাকার মত খরচ করেছি। এবছরও আমাদের লক্ষ্য ৭০ লক্ষ টাকার। কর্ম সংস্থান হয়েছে, কামার, কুমোর, ছুতোর নিয়ে ১০ হাজার। আমাদের পণ্য বিপণন হয়েছে খাদিতে ৬০,১৮,০০০ টাকা। এই বছর আমাদের লক্ষ্য ৩৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া, আমরা মেকানাইজড্ ড্রাই হাউস ধর্মনগরে করব। এ জন্য ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে। আমরা স্পিনিং মিলের জন্য কো-অপারেটিভের আণ্ডারে প্রস্তাব চালিয়ে যাচ্ছি। এটাও হবে ধর্মনগরে। এবং এর জন্য সোয়া আট কোটি টাকার দরকার হবে।

এছাড়া রাজ্যের লাইম ষ্টোন ব্যবহার করে সিমেন্ট ফেকটরী, সেমিম্যাকানাইজড বি্ক ক্লিন এগুলি আমরা করব। স্যার, সুখময় বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে কাগজ কলের ভিত্তি প্রস্তার স্থাপন করে যায়। আর আজকে নৃপেন বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়াতে এটা সম্পর্কে চলছে টালবাহানা। থার্মাল প্রজেক্টও আমরা করব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, শিল্পে পশ্চাদপদ সমস্ত নর্থ-ইষ্টার্ন রিজিয়নের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে। শিল্প যাতে এই অঞ্চলে গড়ে তোলা না যায়, মাটির নীচে যে সম্পদ, সেটাকে ব্যবহার করার কেন্দ্রীয় সরকারের যে অনিচ্ছা আমরা বিগত পাঁচ বৎসর ধরে দেখেছি তার কিছু কিছু নজীর আমি এখানে রেখেছি। ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এখানে ছাটাই প্রস্তাব এনে যারা বিরোধীতা করেছেন, তারা রাজনৈতিক কারনেই করেছেন। এই বলেই ছাটাই প্রস্তাবগুলি বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅভিরাম দেববর্মাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে যে সব ছাটাই প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে মূল যে ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে ডিমাণ্ড নং ১৩ এর উপর ৮টি কাটমোশান রাখা হয়েছে, আমি এই কাটমোশানগুলির কোন সারবত্তা খুঁজে পাচ্ছি না। মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস তিনি এখানে উপস্থিত নেই, যে কাটমোশান এনেছেন আমি এটার সারবস্তু খুঁজে পাচ্ছি না। রিজার্ভ ব্যাংকের সংগে পরামর্শ করে এই রাজ্যের গ্রামীণ কৃষি সমবায় সমিতিগুলি পুনর্গঠন করে সাবপ্ল্যান ও নান-সাবপ্ল্যান এরিয়াগুলিতে ল্যাম্পস, প্যাকস গঠন করে কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে সহজভাবে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, মধ্য মেয়াদী ঋণ, স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়েছে এবং আগামী দিনে এ ব্যবস্থাকে আরও সুন্দর ভাবে করার জন্য এই সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। স্যার, অরেকটি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা। এই ছাটাই প্রস্তাব আনার মধ্যে দিয়ে তিনি এটাই বলতে চাইছেন সমবায় কাজকর্ম না হোক, সমবায় দপ্তরে যারা কাজ করছেন তারা বেতন না পান, এই সমবায় দপ্তরে গত এক বৎসরে যে ভাবে কাজকর্ম চলেছে, তা সত্যিই আনন্দ জনক। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এখানে একটি কাটমোশান এনেছেন রামছড়া বাজারে একটি ল্যাম্পস্ স্থাপন করার জন্য। একটা গ্রাম থাকলেই একটা ল্যাম্পস দেওয়া যায় না। এই রামছড়া বাজার সোনামুড়ার অধীনে আছে। সেই এলাকার মধ্যে আব একটি ল্যাম্পস আছে। যে সব এলাকায় ১০ হাজার লোকের বসতি আছে এবং তার মধ্যে ৫০ পার্সেন্ট উপজাতি যদি থাকে, কেবল সেখানেই ল্যাম্পস দেওয়া হয়। ১৯৭১ ইং সালে ভাওযা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশান গঠিত করেন গভার্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার। সেই ভাওয়া কমিশন বলেছেন ভারতবর্ষে যে সমস্ত বেকওয়াড জাতি আছে, তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ করার জন্য, তাদেরকে মহাজনের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য সুপারিশ করেন। কমিশনের এই সুপারিশ মূলে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ৫৪টি ল্যাম্পস গঠন করেছি। যার মাধ্যমে কৃষকদেরকে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়। তাছাড়া গরীব কৃষকদেরকে ভোগ্য পন্য-লোন দেওযার ব্যবস্থা করেছি। এই লোন যদি তারা ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে পারেন তাহলে তাদের সুদ দিতে হব না আমরা এই ব্যবস্থা করার ফলে দেখা গেছে এই রাজ্যের গরীব জনসাধারণ, বিশেষ করে ট্রাইবেলদের ঋনের জন্য আব মহাজনের কাছে যেতে হয় না। স্যার বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে আমরা দেখেছি মহাজনদের ১০।২০ টাকা ঋণের বিনিময়ে ট্রাইবেলদের অগ্রিম পাট, তিল, সরিষা ইত্যাদি বিক্রি করে দিত। এরকম হাজার ঘটনা আছে যে কোন গ্রামেই আপনারা যান মহাজনের শোষনের শিকার হয় নি এমন কোন উপজাতি বা গরীব বাংগালী আপনারা পাবেন না। আমাদের এই ব্যবস্থাগুলি করার ফলে মহাজনী শোষণ বা দাদন.প্রথা, আমি একথা বলছি না যে, একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, শতকরা ৬০।৭০ ভাগ কমে গেছে। আজকে গরীব জনসাধারণকে মহাজনের শোষণের স্বীকার হতে হয় না। ১০।২০ টাকা ঋণের বিনিময়ে আর তাদের অগ্রীম শস্য বিক্রি করতে হয় না। আমার মনে হচ্ছে বিরোধী দলের কোন সদস্য হয়তো এতে মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন, যার জন্য এত গাত্রোদাহ। এই ল্যাম্পসের কাজকর্মকে স্তব্দ করে দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কল্যান যাতে আমরা করতে না পারি, মহাজনী শোষণ ব্যবস্থাকে পুনরায় এ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্যই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব গুলি এনেছে স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যে সমস্ত এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, আমরা সেই সমস্ত এলাকাতে গরীব জনসাধারণকে যে ঋন দিয়েছি, সেই ঋণ আবার ফেরৎ না দেওয়ার জন্য তাঁরা জনসাধারণকে বলছেন। এই ভাবে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে এই টাকা যদি তারা ফেরৎ না দেয়, তাহলে তারা ঋণ পাবে না, ফলে তারা মহাজনের কাছে যেতে বাধ্য হবে, এতে কারো না কারো স্বার্থ ফিরে আসবে। এই আশা নিয়েই তাঁরা এগুলি করছেন। এই জন্যই আমাদের কল্যাণমুখী কার্য্য কলাপে তাঁদের এত গাত্রোদাহ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলি আনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারন আমি দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীযুক্ত দেববর্ম্মা একটা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট ব্যাংক-এ দীর্ঘ মেয়াদ ঋণ প্রদান করতে তিনি বলেছেন। এই ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট ব্যাংক যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন তখন তার চেহারা এমন ছিল ব'াচবে কি বাঁচবে না, সেটা বলা মুস্কিল ছিল তাই আমরা অনেক চিকিৎসা করে কাজ করার মতো ক্ষমতা ফিরিয়ে এনেছি। এই ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ টাকা আজও অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে আছে, তার হিসাব পর্যন্ত পাওয়া যায় নি তাই বিরোধী সদস্যদের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করছি আপনারা যদি কেহ এই টাকা নিয়ে থাকেন, যদি এখন ফেরৎ দিয়ে দিন তাহলে ভালহয় কারন এই টাকা আমরা গরীব মানুষের স্বার্থে ব্যয় করতে পারবো। আপনাদের আমলেই এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীযুক্ত দেববর্ম্মা গুলিরই বাজারে ল্যাম্পস্ করার জন্য আর একটা কাট মোশান এনেছেন। বাগমা বাজারে গ্রামীন বিকাশের জন্য ল্যাম্পস্ করা হয়েছে, কাজেই একটা বাজারের মধ্যে সেটা করা সম্ভব হবে না। সেখানকার মানুষ যাতে নিত্য প্রযোজনীয় জিনিষ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু সেখানে নূতন একটা ল্যাম্পস্ করার প্রয়োজন নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহাশয় অমরপুরের জলাইয়া বাজারে ল্যাম্পেস্ করার জন্য আর একটি কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু করবুকের মধ্যে আর একটা ল্যাম্পস্ আছে তাই স্পটই বুঝা যাচ্ছে জনসাধারনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা কাট মোশানগুলি আনেন নি, বিরোধীতা করতে হবে তাই এনেছেন। আমার মান হয় এইগুলি আনার কোন যুক্তিকতা নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীজওহর সাহা ফিসারী সমবায় সমিতি সম্পর্কে কাট মোশান এনেছেন. এই সম্পর্কে বলার আমাব কোন প্রয়োজন নেই কারণ. আমার আগে যে সমস্ত সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন ত'ারা বলেছেন ১০৯টি ফিসারি এখন পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে। কাজেই এটা দ্বারাই প্রমানিত হলো এই ফিসারী দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারন কোণ না কোন উপায়ে সাহায্য পাচ্ছে। কংগ্রেসী আমলে আমরা, দেখেছি আপনারা বলতেন "জাল যার জলা তার" এই রকম কোন নজীর ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ বৎসর কংগ্রেস শাসনের মধ্যে দেখাতে পারবেন ? না, পারবেন না। রুদ্রসাগর সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় এটা ১৯৫১ কি ৫২ সালে রেজেষ্ট্রি হয়েছিল। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর এটাকে নূতন করে যখন চালু করা হয় তখন তহবিলে কত পাওয়া গেছে.জানেন ? ৩৫ টাকা, ২০ পয়সার মতো আর.এখন সেই সমবায় সমিতির প্রায় ১ লাখ টাকার উপরে ব্যাংকে রেখেছে। এখন তো মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এ সব কথা বলবেন, কারণ এখন তো তাঁরা আর আগের মতো লুটে-পুটে খেতে পারছেন না। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর অনেক জলাশয়কে সংস্কার করা হয়েছে এবং অনেক জলাশয় সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার এই যে আমরা আজকে লক্ষ্মী নারায়ন দীঘি দেখছি যেখানে বসে আমরা বিধান সভা করছি, সেই রাজা মহারাজার আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের বহু পরিশ্রমের ব্যয়িত অর্থ দিয়ে এই বিলাস-বহুল রাজপ্রসাদ তৈরী হয়েছিল। আজকে আমরা সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু মানুষের কান্না শুনতে পাই। সেই রাজারা এখানে বসে

জলকেলি দেখতেন। আজকে সেখানে কি করা হচ্ছে? আজকে সেখানে সেই ন্যাংটি পরা মানুষগুলিকে চাষবাসের সুযোগ দিয়ে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কি এগুলি সহ্য করতে পারবেন? তার জন্য আপনাদের গাত্রদাহ হবে না তো কার হবে? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের এক চেটিয়া মুনাফাখুরের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু কংগ্রেসের আমলে সেটা দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস আমলে রুর‍্যাল এরিয়াতে ১ কোটি, ৯৯ লক্ষ, টাকা দিয়ে ৮১টি দোকান করা হয়েছিল সেই ৮১টি দোকানের মাধ্যমে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার জিনিষ দিয়েছেন ত্রিপুরায়। আর বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ৪৫০টি দোকান করা হয়েছে সেই জম্পুইজলা পাহাড় থেকে শুরু করে আগরতলার আইতরমা পর্য্যন্ত। তাতে ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ১০ টাকার জিনিষ দেওয়া হয়েছে। আর আপনাদের ৩০ বছরের হিসাব দেখুন কিন্তু তাতেও আপনাদের লজ্জা হবে না। এখন অপনারা আর টাকা-পয়সা লুট করতে পারছেন না সেই সুযোগ এখন আমরা দিচ্ছি না বলেই এখন অমরা দরিদ্র মানুষকে বাচার অধিকার দেবার চেষ্টা করছি এবং সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে। ল্যাম্পস্ বলুন, প্যাক্স্ বলুন, চা বাগানই বলুন এমন কোন সোসাইটি নেই যার আমরা উন্নতি করেছি। কাজেই আপনারা যতই চীৎকার করুন না কেন আপনাদের কথা কেউ শুনবেন না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার. ঐ বিরোধী দলের সদস্যদের বলছি আপনাদের কথা কেউ শুনবেনা। আপনাদের কথা শোনার মত লোক নাই। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তা সম্পূর্ন বিরোধীতা করে মুল যে ব্যয় বরাদ্দ তাকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদীনেশ দেববর্মা। (পঞ্চায়েত মন্ত্রী)

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ২৭ নম্বর, ৩২ নম্বর, ৩৩ নম্বর ডিমাণ্ডের উপরে কয়েকটি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, নারায়ন দাস, প্রমুখ। এই প্রশ্নে আমি বলতে চাই এস, আর, ই, পি, পরিকল্পনাটা বাতিল করার জন্য তারা এই কাটমোশানগুলি এনেছেন। কাজেই পঞ্চায়েতের পেমেন্ট, এস, আর, ই, পির হিসাব আমি দেব। গত বৎসরে এই পঞ্চায়েতের বাজেট থেকে আমরা ধুতি শাড়ী দিয়েছি। আমরা ধুতি দিয়েছি ৫১ হাজার ৩২৮টা ধুতি দিয়েছি। তাতে আমাদের চাঁউল খরচ হয়েছে, টাকা খরচ হয়েছে। আমার হিসাব হাউসের সমনে উপস্থিত করছি। তাতে টাকা খরচ হয়েছে ৩৫ লক্ষ ৮০ হাজার ২৬৮ টাকা ৮০ পয়সা, চাউল খরচ হয়েছিল ১৪.২১ এম, টি, চাউল। এই সমস্ত ধুতি শাড়ি আমরা জনগনের মধ্যে বিলি করেছি। সঙ্গে ৮ কেজি চাল নগদ ১ টাকা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ ইংরাজী থেকে এই স্কীম চালু করার ব্যাপারে আমরা যে বাজেট করেছিলাম, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যা চেয়েছিলাম তা কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুরী করেননি। আমরা সমস্ত কর্মচারীর অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মাত্র আমাদের ব্যালেন্স আনি ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কাজেই আমরা যে ৩৬ লক্ষ টাকা ধুতি, শাড়ী দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা করেছি সেটা সম্ভব হবে না। কারন যেখানে ৫১ লক্ষ ৩২৮ টা ধুতি,

পাছড়া ১৫ হাজার ১০৫টা পাছড়া দেওয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিলি বণ্টনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আর একটা কাটমোশান ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে। আমি এই কথা বলতে চাই গত আর্থিক বৎসরে ১৯৮২-৮৩ সনে ডিপ টিউব ওয়েল ১ হাজার ৫৩১টা, রিপেয়ারমেণ্ট অফ দি টিউবওয়েল ৩ হাজার ৩১২টা, কনস্ট্রাকশান অফ আর. সি, সি, ওয়েল ৪৪১, কনস্ট্রাকশান অফ মেশিনারী ওয়েল ৩১৩ টা, কনস্ট্রাকশান অফ ডিসট্রিক্ট ওয়াটার ট্যাংক ৩টা ইরিগেশান অফ দি ওয়েল ৫২৮টা। আমরা টারগেট ধরেছি ১৯৮৩-৮৪ সনে সিংকিং টিউবওয়েল ৫০০, রিপ্লেটমেণ্ট অফ দি টিউবওয়েল ২ হাজার সিংকিং অফ দি মাডল হ্যাণ্ড পাম্প ৫০টা কনস্ট্রাকশান অফ আর, সি, সি ওয়েল ১ হাজার ডিসট্রিক্ট ওয়াটার ট্যাংক ৩১টা, পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম ৪টা। কম্যুনিটি ডেভালাপমেণ্ট এই টাকা খরচ করা হয়ে থাকে। কারন বামফ্রন্ট সরকার জানে যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বেশীরভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ৩৫ বৎসর পর যদি ত্রিপুরার ৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে তাহলে পরে এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আজ এইখানে ৫টা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা এখন চলছে। এখন প্রশ্ন এই ৩৫ বৎসরে কি কারনে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমানার নীচে বাস করতে হয়। আমরা যে কি অপরাধ করেছি দরিদ্র মানুষের মধ্যে ধুতি, শাড়ী, পাছড়া ইত্যাদি বিলি করে এটা আমরা বুঝতে পারলাম না। শীতের সময় চাদর দেওয়া কি কোন অপরাধ? আর যেখানে এই জম্পুই পাহাড়ের মত জায়গায় ত্রিপুরাতে সর্ব্বোচ্চ পাহাড সেখানে আমরা বৃষ্টির জল রিজার্ভ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা একবার গিয়ে দেখে আসুন যারা এখানে কাটমোশান এনেছেন উনারাই বলেছেন মিজোরামে এক গ্লাস জলের দাম ৩০ পয়সা ৪০ পয়সা করে কিনতে হয়। সেই জম্পুই পাহাড়ের মত জায়গায় জলের ব্যবস্থা করে বামফ্রণ্ট সরকার ত কোন অপরাধ করেননি। কাজেই আমরা জানি বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে টেষ্ট রিলিফ চালু ছিল। যেটাকে এখন এস, আর, ই, পি বলেন। তখন দেড় টাকা করে মজুরী দেওয়া হত। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার, আমারা এইখানে ৭ টাকা, ৮ টাকা করে মজুরীর ব্যবস্থা করেছি যাতে গ্রামের গরীব অংশের জনগন মোটামুটিভাবে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। যারা গ্রামের গরীব অংশের মানুষ, উপার্জন করতে পারেনা পূজার সময় তাদেরকে আমরা ধুতি, শাড়ী দিয়েছি। যাতে তারা পূজার সময় দেবী দরশনে নতুন শাড়ী ধুতি পড়ে যেতে পারে। এইটা কি আমরা অপরাধ করেছি। কাজেই আমি এই কথা বলতে পারি আমরা যখন বিভিন্ন ব্লকে ধুতি শাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করি, তখন দপ্তরের অফিসাররা বলে আমরা ধুতি শাড়ী ইত্যাদি বিলি করতে পারছিনা। টি, ইউ, জে, এস নেতারা, এম, এল, এরা বলছেন এটা তো ইন্দিরা গান্ধী মাগনা দিচ্ছে। কারণ আমরা একটা রাজ্য চালাই, আমরা একটা সরকার চালাই সরকারের একটা পলিসি আছে। আমাদের সমাজে যারা অনুন্নত, যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের কিভাবে জিনিষপত্র দিয়ে তাদেরকে সাবলম্বি করে তুলতে পারি যাতে তারা তাদের উপর নির্ভরশীল হতে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে কি পাহাড়ী কি বাঙালী

কি হিন্দু কি মুসলমান সমস্ত অংশের গরীব মানুষদেরকে এই সমস্ত সুযোগসুবিধা দেবার আমরা ব্যবস্থা করছি। আমাদের যে টারগেট সে টারগেটে আমরা চলেছি। বিশেষ করে হাউজিং সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয়েছে সেখানে যারা ভূমিহীন, যারা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেনা তাদেরকে গ্রামাঞ্চলে ১০ গণ্ডা করে জমি দিয়ে ঘর তোলার একটা ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। একটা নাম্বার আমি দিচ্ছি তাতে ১৯৮২-৮৩ সালে বেনিফিটেড ৫ থাউজেণ্ড ৬৫ ফেমিলিজ। তারমধ্যে এস. টি. ১ হাজার ৪ শ ৯৩, এস.সি. ৯ শ ২১ এবং জেনারেল ২ হাজার ৬ শ ৪৫ পরিবার। কাজেই, আমি মাননীয় কংগ্রেসী নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে পরিকল্পনা, এই যে হাউজিং স্কীম তাদের আমলে এই ধরণের কোন স্কীম তারা করেছেন কিনা? আপনারা একটা মানুষের নাম বলতে পারবেন? আজকে যখন গরীব মানুষেরা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন যখন তাদেরকে ১ কে.জি. কাঠালের বিচির পরিবর্তে ১ দিন খাটাতে পারছেনা, তখন বলছে গেল গেল। তখন বলছে তাদের মুনফা গেল, নিদ্রা গেল। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইজন্য বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত গর্বিত অত্যন্ত আনন্দিত যে গরীব মানুষকে চাউল দিয়ে, টাকা দিয়ে, জল দিয়ে রক্ষা করতে পারছেন। কাজেই আমার ২৭, ৩২, ৩৩ নং ডিমাণ্ডের উপর যে কাট-মোশান আনা হয়েছে তার কোন স্বার্থকতা আমি দেখতে পারছি না। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা জলের অপর নাম প্রাণ বলেছেন সেই জিনিষটা আমরা মানুষকে অন্তত: দিতে পেরেছি। আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যখন গ্রামে গ্রামে টিউব-ওয়েল, রিংওয়েল করার জন্য কর্মীরা গিয়েছিল তখন কেন তাদেরকে জঙ্গলে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। তা যদি না হত তাহলে ত পানীয় জলের যে পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল তখন ত আরও বেশীদুর অগ্রসর হওয়া যেত। কাজেই, আমি এখন সমস্ত বিরোধীদলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি, ভবিষ্যতে যাতে উগ্রপন্থীরা, দুস্কৃতিকারীরা আর কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে পানীয় জল ইত্যাদির কাজে তারজন্য তারা যেন সচেষ্ট হন। গরীব মানুষের অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, জলের জন্য যে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের উপর ডিমাণ্ড আছে সেগুলির উপর যে ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলির সম্পূর্ণ অভিযোগ খণ্ডন করে আমার ডিমাণ্ড গুলি মঞ্জুর করার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে গ্রামেগঞ্জে মানুষের কাছে সুযোগ সুবিধা পেঁাছে দেবার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু তা সত্বেও আমার ২টি ডিপার্টমেণ্টের উপর বিরোধীরা কাট-মোশান এনেছেন। তারা কি আমাদের এই কল্যাণকর কাজগুলি দেখতে পারছেন না। আমার মনে হয়, তাদের কেটারেট রোগ হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে আমার হাসপাতাল আছে সেখানে তাদের সে রোগ সারানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আজকে যখন তারা জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তখন তারা উন্মাদের মত চীৎকার করেছে। তাহলে ত তাদের জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। আমার আরও মনে হয় যারা ওনাদেরকে কাট-মোশানগুলি লিখে দিয়েছেন তারা তাদেরকে ভাল করে বুঝিয়ে দেননি, তারজন্যই এই বিধান সভায় তারা আবোল-তাবোল বক্তব্য রাখছে। আমার ডিপার্টমেণ্টের ডিমাণ্ড

নং ১৯, মেজর হেড—২৮০র উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার কাট-মোশান এনে বলেছেন যে ত্রিপুরার হাসপাতালগুলিতে ঔষধ ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না। আমি মাননীয় সদসকে জানাতে চাই যে, আমরা বার বার কেন্দ্রের ভারত সরকারকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের চিকিৎস্যার জন্য ২ কোটি টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু সেখানে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। তাহলে ত ওনার বুঝা উচিত যে, আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যা করেছি সেটা কি এইযে ঔষধ পত্র পাওয়া যাচ্ছে না সেটার চাইতে অনেক বেশী না। যথোপযুক্তভাবে আমরা ঔষধ পত্র ও অন্যান্য জিনিষ পত্র দিতে পারছি না, সেটা ঠিক, কিন্তু ওনাদেরও ত তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা উচিত যাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে আরও বেশী করে অর্থ বরাদ্দ করে। গ্যাসের কথা বলেছেন যে, অনেক সময় গ্যাস থাকে না তার জন্য রোগীদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। গ্যাস থাকে না কথাটা ঠিক নয়, বরং রাস্তার অসুবিধার জন্য, আসামে গণ্ডগোলের জন্য অনেক সময় গ্যাস আনতে দেরী হয়, সেটাই ঠিক। বর্ত্তমানে আমরা নিয়মিত যাতে গ্যাস পেতে পারি তার জন্য ব্যাংকে টাকা রেখেছি। যদি পথে কোন অসুবিধা না হয় তাহলে গ্যাসের কোন অসুবিধা হবে না। তারপরে উনি অভিযোগ করেছেন যে দল বাজী হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সেটা কি কংগ্রেস-ইর মত। সেখানে ভারতের মত একটা বিশাল রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ নিযোগ করা হল পুরো রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে, সেখানে কি করে তারা দলবাজীর কথা তোলেন ? লেফটেনাণ্ট জেনারেল সিন্হাকে বাদ দিয়ে সেনাধ্যক্ষ করা হল তার জুনিয়রকে। কংগ্রেস রাজত্বেই শুধু এসব হয়। কংগ্রেসের ৩৩ বছরের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ ছিল না। কিন্তু এখন আমরা করে যাচ্ছি। প্রত্যেক দপ্তরে প্রত্যেক সেক্শনে প্রমোশন রুলস্ করে যাচ্ছি। সিনিয়রিটির ভত্তিতে এখন আমরা প্রমোশন দিয়ে যাচ্ছি। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস আমলে যা হয়েছিল এখন আর তা হচ্ছে না। ওদের রাজত্বে দিল্লীতে যা হচ্ছে তা আমাদের এখানে হচ্ছে না। ওনারা আবার বলেছেন ঔষধপত্র কেনার ব্যাপারে। ঔষধপত্র বর্তমানে কেনার জন্য আমরা কমিটি করে কয়েকটি কোম্পানিকে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছি যে কারা কার ঔষধ সাপ্লাই করবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা আরেকট কাট মোশান এনেছেন on Demand No. 5, Major Head—299,

"Disapproval of Government policy on relief on account of Natural Calamities.

এই হেডে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, ঘুর্ণিঝড় বা অন্য কোন প্রকার নেচারেল কেলামিটিজের যারা ভিক্টিমাইজ হবেন তাদের সাহায্য করবার জন্যে। আমরা দেখেছি কংগ্রেসী আমলে যে এই নেচারেল কেলামিটিজের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তাদের জন্য সরকার থেকে যে রিলিফ পাঠানো হতো সে সব রিলিফ ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট কোন দিনই পৌছাত না। এইবার গত এপ্রিলে যে ঝড় ঝঞ্ঝা হয়ে গেল সে ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য আমরা ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার উপরে খরচ হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা জানেন না যে, এই বিশালগড়ে যে বড় ঝড হয়ে গেল তাতে ক্ষতিগ্রস্তদের আমরা ৪০ হাজার টাকার রিলিফ দিয়ে সাহায্য করেছি। সুতরাং আমরা সব সময় মানুষের সাহায্য করে যাব। সুতরাং এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তা যুক্তি সঙ্গত হয়নি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নং—১৯ Major Head—290. বইসম্ভাবাড়ী ও করবুকে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার খোলার জন্য। কিন্তু প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার খুলতে হলে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে অনুমোদন আনতে হয়। আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট বলেছি, কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার সেটা দিচ্ছেন না। তবে আমরা সেখানে একটি হেলথ্ সাব-সেণ্টার খোলার চেষ্টা করেছি। সুতরাং এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।

মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা আরেকটি কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নং—১৯, মেজর হেড—২৮০। "নিড টু সেট আপ এ নিউ ডিস্পেন্সারী এ্যাট বামপুর, অমরপুর"।

দুটি সাব সেণ্টার সেখানে রয়েছে। তবে আরও একটি খোলার জন্য সেখানে ঘর খোজা হচ্ছে। ঘর পেলেই সেটা চালু করা যাবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে আর একটি কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা। কিন্তু আমি বলব যে, আমি একবার নির্বাচন উপলক্ষে গিয়েছিলাম তেলিয়ামুড়াতে। সেখানে জনগণ আমাকে বললেন যে, তারা শ্রী শচীন্দ্র লাল মহাশয়ের আমল থেকে তাদের জমির সারভে এবং ম্যাপ, ইত্যাদির জন্য দাবী করেছিলেন। শচীন বাবু তাদের কথা দেন যে, তিনি তা করে দেবেন। কিন্তু পরে আর সেটা হয় নাই। এর পরে তারা বার বার নির্বাচন করেছেন এবং প্রতিবারই তারা এটা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা আর হয় নাই। এরপর আমি যখন নির্বাচন করতে সেখানে যাই তখন তারা আমাদের বললেন যে, ৬২ সাল থেকে তারা এই দাবী করে আসছেন। কিন্তু তাদের সে দাবী পূরণ করা হয়নি। তাই তারা এবার আমাকে বললেন যে, এবার আমরা আপনাদের পক্ষে কাজ করব কিন্তু আপনারা আমাদের জমির যাতে বন্দোবস্ত পাই তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা আসার পর সেখানকার ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমির বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

শ্রী খগেন দাস :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একজন ডাক্তার বদলীর ব্যাপারে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার বলেছেন যে, ঐ ডাক্তারকে নাকি গ্রেড ৪ থেকে নামিয়ে গ্রেড ৫ করা হয়েছে। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যকে চেলেঞ্জ করে বলতে চাই যে, যদি উনার বক্তব্য ঠিক হয় তবে আমি এই বিধান সভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করব আর যদি এটা অসত্য বলে প্রমানিত হয় তবে মাননীয় সদস্য এই বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করবেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এ ধরনের কোন কথা বলি নাই। আমি বলেছি যে, একজন গ্রেড ৪ ডাক্তারকে দিয়ে গ্রেড ৫ ডাক্তারদের কাজ করানো হচ্ছে।

শ্রী খগেন দাস :—কিন্তু আমি আপনার বক্তব্য নিজে নোট করেছি। আপনি বলেছেন যে, একজন গ্রেড ৪ ডাক্তারকে গ্রেড ৫ এ নামানো হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঐ কংগ্রেসী আমলে সীট বিক্রি করা হতো ম্যাডিক্যাল পড়বার জন্য তারা নিজেদের মামা, কাকাদের জন্য সীট এর ব্যবস্থা করতো টাকার বিনিময়ে। কিন্তু আমরা আসার পর সে ব্যবস্থাকে উঠিয়ে দিয়েছি। এখন মার্কসের উপর ভিত্তি করে আমরা মেডিক্যাল পড়াবার জন্য ছাত্রদের সিলেক্ট করি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আর একটি কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, ডিমাণ্ড নাম্বার—৫। বিষয় হলো জমি হস্তান্তর সম্পর্কে। কংগ্রেস আমলে ১৯৭৪ সালে এই বিধান সভায় এমেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছিল, জমি উদ্ধার করে সেটা হস্তান্তর করা খুব একটা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ২৬৮৪ একর জমি উদ্ধার করে ২৪০০ জন ট্রাইবেলদের হাতে সেই জমি ফেরত দিয়েছেন। এবং এর ফলে যে সকল ২৮০০ জন অ উপ-জাতি ভূমিহীন হয়েছেন তাদের প্রতিটি পরিবারকে ৪ হাজার টাকা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন তা ঠিক নয়।

মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। ডিমাণ্ড নাম্বার—৪, মেজর হেড—২২৯।

"Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on collection charges."

কিন্তু আমি বলব যে মাননীয় সদস্যরা জানেন না যে, এটা করা হয়েছে। এই টাকাটা পুরাটা কৃষকদের জন্য ব্যয় করা হবে। এই কৃষকদের জমি বণ্টন করার পর তাদের জমি চাষ করবার জন্য এই টাকা থেকে সাহায্য দেওয়া হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, মাননীয় সদস্যরা চান না যে, জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার পর তাদের আর্থিক সাহায্য করা হোক। যদি তা না করা হয় তবে সেই কৃষকরা আবার জোতদারদের হাতে চলে যেতে পারেন। এটাই তারা চান, তাই তারা এই কাট মোশান এনেছেন। সুতরাং আমি বলব যে, এই কাট মোশানগুলি আনা ঠিক হয়নি।

এক হাজার দুইশ একর জমি ১৯০টা গাঁওসভায় সামাজিক বনায়নের জন্য দিয়েছি। আগরতলা শহরের আশে পাশে ৮টা কলোনী স্থাপন করে ৭১২টি পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছি। তাদের আমলে বর্গা স্বত্ব ছিল না। আমরা চার হাজার বর্গাদারকে বর্গাস্বত্ব দিয়েছি এবং ১২টা রেভিনিউ ভিলেজে পুনঃ জরীপের কাজ সুরু করেছি। প্ল্যান এরিয়াতে ৩ একর পর্যন্ত এবং টিলা এরিয়াতে ৯ একর পর্যন্ত খাজনা দিতে হয় না। ১৯৭১ সালে প্রায় এক হাজার শয্যা ছিল। ১৯৮৩ সালে সেখানে ১,৯৬২টি শয্যা হয়েছে। ৩০ বছরে এক হাজার, আর আমরা মাত্র পাঁচ বছরে করেছি এক হাজার। আমরা একটা ক্যানসার হাসপাতাল করেছি। সুতরাং আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের পক্ষে এবং কাটমোশনগুলির বিপক্ষে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—The debates on Demands is over. Now I am putting the Demands to vote separately one after another. Of course, I shall first put to vote the Cut Motions relating to the aforesaid Demands.

Now, Demand No. 28 . There are 7 Cut Motions on this Demand.

The question that the Cut Motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on the Demand No. 28, Major Head—321 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to set up a Handloom Industries Centre at Kumpinglong Bazar in Udaipur." The Motion was Put to voice vote and lost)

Then the question that the Cut Motion move by Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 28—Major Head —321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a Handicrafts Centre at Sesua and Taidu in Amarpur" (The Motion was Put to voice vote and lost).

The question that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No. 28, Major Head—321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a Handicrafts Centre at Rashiabari, Jalaia" (The Motion was Put to voice vote and lost).

The question that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No. 28, Major Head —321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to set up a Handloom Industries Centre at Kachkok in Amarpur under Tribal Sub-Plan". (The motion was Put to voice vote and lost).

The question that the Cut Motion moved by Shri DibaChandraHrangkhal on Demand No. 28, Major Head—321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a Handicrafts Centre at Dhumacherra,Katalcherra, and Kamal Cherra and Ghantacherra in North Tripura.(The Motion was Put to voice vote and lost).

The question that the Cut Motion moved by Shri Diba Ch. Hrangkhal on Demand No. 28, Major Head—321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a Handloom Industries at Ambassa, Ghatacherra, Dhumacherra and Khatalcherra in North Tripura." (The Motion was put and LOST by voice vote).

The question that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 28, Major Head—321 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a Handloom Industries Centre at Chailengta under Tribal Sub-plan". (The Motion was Put to voice vote and lost).

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 28 to vote.

The question that the Demand moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 3,71,46,000 (inclusive of the sum specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983), be granted

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1984 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

1. 287—Labour and Employment (Training of Craftsmen) Rs. 17,45,000
2. 299—Special and Backward Areas Rs. 30,98,000
3. 320—Industries Rs. 9,85,000
4. 321—Village and Small Industries Rs. 3,13,18,000

(The Demand was put and PASSED by voice vote.)

Mr. Speaker—Now, Demand No. 43. There is one Cut Motion on this Demand.

The question that the Cut Motion moved by Shri Rashik Lal Roy on the Demand No. 43, Major Head—483 "that the amount of the Demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.—

Disapproval of policy regarding Share Capital contribution to Appex Handloom weavers co-operatives etc. etc. "The Motion was put and LOST by voice vote.

Mr. Speaker—Now, the question before the House is that the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 35,16,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 1984 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

1. 483—Capital outlay on Housing Rs. 7,00,000
2. 498—Capital outlay on Co-operation Rs. 10,00,000
3. 500—Investment in General Financial and Trading Institution Rs. 15,00,000
4. 698—Loans to Co-operative Societies Rs. 3,16,000

(The question was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker—Now, Demand No. 44. There only one Cut Motion on this Demand.

The question that the Cut Motion moved by Shri Rashik Lal Roy on the Demand No. 44, Major Head 526 "that the amount of the Demand be reduced to Re. /- to represent disapproval of the policy viz.—

Disapproval of policy regarding Share-capital contribution to Tripura Jute Mills Ltd. The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 44 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 73,13,000(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 44 under the following Major Heads :—

1. 526—Capital outlay on Consumer Industries Rs. 50,15,000

2. 530—Investment in Industrial Institution Rs. 11,00,000
3. 721—Loans for Village & Small industries Rs. 11,98,000

(The question was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker—Now, Demand No. 27. There are 2 Cut Motions on this Demand.

The question that the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma, on Demand No. 27, Major Head—314 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

FAILURE to Control and eliminate the wasteful expenditure on Grants-in-aid to Panchayet for carrying SREP etc." (The Motion was put and LOST by voice vote).

The question that the Cut Motion moved by Shri Rasik Lal Roy on Demand No. 27, Major Head—314 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the plolicy viz.—

Disapproval of policy regarding grant in aid to Panchayat for carrying SREP etc. "(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House is that the Demand moved by the Minister in charge that a sum not exceeding Rs 1,96,51,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 27 under following Major Heads :—

1. 268—Miscellaneous General Services Rs. 1,000
2. 314—Community Development Rs. 1,96,60,000

(The question was put and PASSED by voice vote)

Mr. Speaker—Now, demand for Grant No. 32. There is one cut motion on this demand. First, I am putting the cut motion to vote and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Rasik Lal Roy on this demand (Major head—283) "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. "Disapproval of policy regarding housing sites etc,", (The Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that "a sum not exceeding Rs. 5,74,89,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1983), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 32 under the following heads :—

283—Housing Rs. 30,00,000
314—Community Development Rs. 5,38,89,000
683—Loans for Housing Rs. 6,00,000

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next demand for Grant No. 33. There is only one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first and then the demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Narayan Das on this demand (Major head 314.) "that the amount of the demand be reduced to Re/. 1/- to represent disapproval of the policy viz."Disapproval of

policy regarding sinking/replacement/construction of R.C.C. wells etc."" (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved the Hon'ble Minister-in-charge that "a sum not exceeding Rs. 1,95,60,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account) Bill, 1983] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 33 under following head :—314—Community Development Rs. 1,95,60,000/-" (The Demand was put to voice vote and **Passed**).

Next, the demand for Grant No. 13. There are 8 cut motions on this demand. First I am putting the cut motions to vote one after another and then the demand.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Narayan Das on this demand (Major head—498) "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. "Disapproval policy of PACS/LAMPS", (The Motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Jawhar Saha on this demand (Major head 298) that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. "Disapproval of Government policy on Co-operation." (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Jawhar Saha on this demand (Major head—298) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Fisheries Co-operatives and Audit of Co-operation" ,(The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on this demand (Major·Head —498) "that the amount of the demand be redueced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz' Need to set up LAMPS at Ramcherra Bazar (Raghunath Deppa) Sonamura, West Tripura" (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this demand (Major head—498) that the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to set up Land Development Bank at Golaghati Bazar and Latiacherra Bazar, Sadar, West Tripura" (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the Hous is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this demand (Major head—498) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz,. Need to set up LAMPS at Gulirai Bazar, Sadar, West Tripura", (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Diba Ch. Hrangkhal on this Demand (Major Head 498)"that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilatethe specific grievance viz. "Need to set up LAMPS at Jalaia in Amarpur"; (The Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma on this demand (Major head—498) "that the amount of the demand) be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance viz. "Need to set up Land Development Bank at Promodenagar and Madhya Ganimara,Sadar, West Tripura," (The Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,09,20,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation(Vote on Account) Bill, 1983] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 inrespect of Demand No. 13 under the following major heads :—

298—Co-operation	Rs. 1,55,35,000
498—Capital· outlay on Co-operation	Rs. 59,15,000
698—Loans for Co-operatives Societies	Rs. 74,70,000

(The Demand was put to voice vote and **Passed**).

Next demand for Grant No. 30. There is only one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the demand.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Narayan Das on this demand (Major head—299) "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. Disapproval of policy regarding grant-in-aid/contribution-sub-sidies etc."(The Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister -in-charge that "a sum not exceeding Rs. 3,32,89,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 30 under the following Major heads :—

299—Special and Backward Areas	Rs. 21,07,000
310—Animal Husbandry	Rs. 2,50,02,000
311—Dairy Development	Rs. 61,00,000

(The Demand was put to voice vote and **Passed**).

Mr. Speaker—Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 4, Major Head 229 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particulrar matter viz.—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on collection charges."

(It was put to voice vote and lost)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Jahar Saha in respect Demand No. 4, Major Head 229 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Land Records."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Jahar Saha in respect of Demand No. 4, Major Head 299 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Survey and Settlement Department."

(It was put to voice vote and lost).

Now; question before the House that a Cut Motion raised by Shri Narayan Das in respect of Demand No. 4, Major Head 220 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.-Disapproval of policy on Tax on Prof. Traders Calling and Employment."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 1,83,87,000/- (inclusive of the sum specified in column 3of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads—

220—Collection of Taxes on Income and Expenditure	Rs. 1,45,000/-
229—Land Revenue	Rs. 1,48,92,000/-
230—Stamps and Registration	Rs. 14,50,000/-
239—State Excise	Rs. 5,00,000/-
240—Sale Tax	Rs. 14,00,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 5, Major Head 288 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy viz.-Disapproval of Government policy on Re-settlement of Families uprooted on implementation of Tribal regulation."

(It was put to voice vote and lost).

Now, question before the House that a Cut-Motion moved by Shri Jahar Saha in respect of Demand No. 5, Major Head 289 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz. -Disapproval of Government policy on Relief on account of Natural calamities."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 5, Major Head 304. "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Regulation of Weights and Measures."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 96,74,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 5, under the following Major Heads—

288—Social Security and Welfare	Rs. 5,00,000/-
289—Relief on Account of Natural Calamities	Rs. 18,00,000/-,
295—Other Social and Community Services	Rs. 5,00,000/-
304—Other General Economic Services	Rs. 68,74,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 1,67,80,000/-, exclusive of the charge expenditure of Rs. 5,20,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 6 under following Major Heads—

253—District Administration	Rs. 1,47,80,000/-
254—Treasury and Accounts Administration	Rs. 20 ,00,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Sudhir Ranjan Majumder in respect of Demand No. 19, Major Head 280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that-Grievances against Mismanagement in Medical Department."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Manoranjan Majumder in respect of Demand No. 19, Major Head 280— "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that-Need to set up new Dispensary at West Charakbari and Maicherra".

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Rabindra Deb Barma in respect of Demand No. 19, Major Head 280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that-Need to set up a Primary Health Centre at Raishyabari, Karbook."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Jahar Saha in respect of Demand No. 19, Major Head—280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Primary Health Centre."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 19,Major Head—280 "that the amount of the Demandbereduced by Rs. 100/-to represent theeconomythat can be effeted on the particular matter viz.- Failure to control and elimminate the wasteful expenditure on B.C.G. vaccination programme".

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 19, Major Head—282 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on NMEP."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Mano-Ranjan Majumdar in respect of Demand No. 19, Major Head—280 "that the amount of the Demand be reduced by 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Dispensaries."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House the a Cut Motion raised by Shri Jahar Saha in respect of Demand No. 19, Major Head—280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that-Need to set up a dispensary at Bampur, Amarpur."

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Diba Chandra Hrangkhal in respect of Demand No. 19, Major Head—280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to set up a new dispensary at Jaharnagar, under Kamalpur Sub-Division."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Diba Chandra Hrangkhal in respect of Demand No. 19, Major Head 280 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that-Need to upgrade the Ambassa Dispensary in a Primary Health Centre."
(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 7,08,81,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31stMarch,1984 in respect of Demand No. 19 under following Major Heads—

265—Other Administrative Services	Rs. 2,78,000/-
280—Medical	Rs. 5,52,43,000/-
282—Public Health, Sanitation and Water Supply	Rs. 1,48,75,000/-
295—Other Social and Community Services	Rs. 2,000/-
299—Special and Backward Areas	Rs. 10,03,000/-
499—Capital Outlay on Special and Bachward Areas	Rs. 2,00,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 71,65,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation. (Vote on Account) Bill, 1983) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads—

281—Family Welfare	Rs. 71,65,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার্ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—The Tripura appropriation bill 1983 (Tripura Bill No 5 of 1983, উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেযে মোশান মোভ করতে।

শ্রীদশরথ দেব :— Mr. Speaker, Shir, I beg to move for leave to to introduce the Tripura Appropriation bill 1983 (Tripura Bill No. 5 of 1983).

মিঃ স্পীকার : এখন আমি আমি মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—The Tripura Appopriation Bill 1983 (Tripura Bill No. 5 of 1983). এই সভায় উত্থাপনের অনুমতী দেওয়া হোক তারপরে মোশানটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং এই সভা সভা কর্ত্তৃক বিলটি উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল—The Salary, allowaces , and pension of Members of the Tripura Legislative Assmebly .(Tripura) (Fourth .Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983),

উত্থাপন—আমি এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীঅনিল সরকার :— Mr. Speaker; Sir, I beg to move for leave to introduce the "Salary, allowances and pension of Mebmers of the Tripura

Legislaative Assmbly (Trip ura) Fourth (Amendment) bill 1983 (Tripura Bill No. 6. of 1983).

মি ঃ স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি মোশানটি হল—The Salary. allowances and of Mebabers of the Tripura Legishative Assmebebly (Tripura) Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura bill No. 6 of 1933). এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক। তারপর মোশনটি ধ্বনি ভোটে দিলে সভা কতৃক মোশানটি উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল— The Bengal Municipal (Tripura Third—Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 7 of 1983).

উত্থাপন—আমি এখন মাননীয় পৌর মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Bengal Municipal) Tripura Third Amendment) bill 1983 (Tripura bill No. 7 of 1983).

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় পৌর মন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপীত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—The Bingal Municipal (Tripura third Amendment) Bill 1983) Tripura Bill No. 7 of 1983). এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। তারপর মোশানটি ধ্বনি ভোটেন দিলে সভা কতৃক মোশাটি উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—The code of criminal procedure (Tripura Amendment) bill 1983 (Tripura bill No. 8 of 1983.)

উত্থাপন—আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the code of criminal procedure (Tripura amendment) Bill 1983 (Tripura Bill No. 8 of 1983).

মি ঃ স্পীকার ঃ— এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—The Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill, No. 8 of 1983).

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক (তারপর মোশনটি ধ্বনি ভোট দিলে সভা কর্তৃক মোশনটি উত্থাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ২২ই জুলাই ১৯৮৩ইং শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবি রহিল।

ANNEURE—"A"

Unstarred Question No:- 52

Name of member Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১(ক) উদয়পুর মহকুমায় কয়টি রাইসমিল (চাউলের কল) আছে এবং তা কোথায় কোথায়;

(খ) বিগত ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সালের ৩০শে মে পর্য্যন্ত রাইস-মিল এরজন্য কয়টি দরখাস্ত সরকার পেয়েছেন (তাদের নাম সহ ঠিকানা);

(গ) কিসের উপর ভিত্তি করে রাইসমিলের লাইসেন্স দেওয়া হয়?

উত্তর

১ (ক)

(খ) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

(গ)

Admitted Unstared Question No. 56

Name of the M. L. A. Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় সালেমা ব্লকে এবং ছাউমনু ব্লকে ১৯৭৭ সাল হইতে ১৯৮৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এস্, আর, ই, পি এবং এন্ আর, ই, পি, খাতে কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে (প্রতি ব্লকে গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর:—

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Printed by
The Manager, Tripura Government Press,
Agartala.